ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা

গাজী আকবর আলী রেজভী

সুন্নী আল ক্বাদেরী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) রচিত

কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)

পিডিএফ:ইকরামুল হক

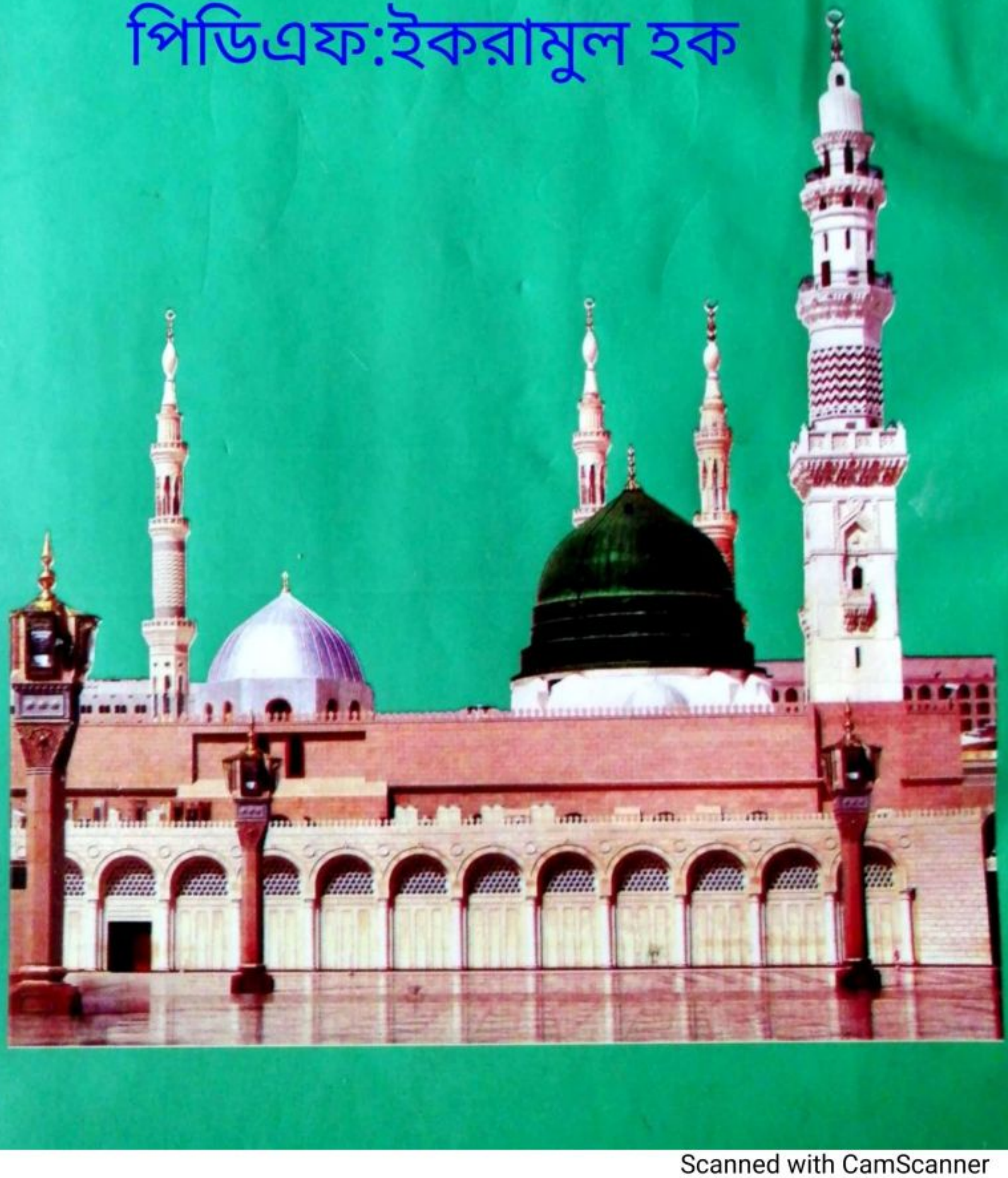

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

উৎসর্গ

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ আলা হযরত ঈমাম আহম্মদ রেজা খাঁন বেরলুভী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ শেরে মিল্লাত গাজী আল্লামা আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর স্বরণে-

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	কিতাবের নাম	পৃষ্ঠা
১।	তাফসীরে রেজভীয়া ছুন্নীয়া ক্বাদেরীয়া (তাউজ ও তাছমিয়া)	১১
২।	আত্তাহিয়্যাতের রহস্য ও কালিমায়ে তৌহিদের তাফছির	৪৯
৩।	কালিমায়ে ঈমান এবং কুফর	৬৩
৪।	জাহেরী ও বাতেনী ঈমানের পরিচয়	৭৭
৫।	নূরে খোদা রহমতে আলাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা ঈমান ভান্ডার (১ম খন্ড)	৯১
৬।	নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (২য় খন্ড)	১৪১
৭।	শানে মাহবুবে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বা ঈমান ভান্ডার (৩য় খন্ড)	১৮৫
৮।	আছমতে আম্বিয়া (নবীগণ নির্দোষী) বা ঈমান ও মারেফত ভান্ডার (বিংশ খন্ড)	২০৩
৯।	মুসলমানদের পরিচয়	২২১
১০।	দিদারে নূরে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ও ১৬ টি নামাজের উপকারিতা	২২৯
১১।	দিদারে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মৃত্যু ও কবরে রাখিবার সময়	২৪৩
১২।	বয়ানে মেরাজ শরীফ (শরীয়তের দৃষ্টিতে ও বিজ্ঞানের মর্মে মেরাজ শরীফের প্রমাণ)	২৪৭
১৩।	আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বা বেহেশ্‌তী ও দোজখী দলের পরিচয়	২৬৯
১৪।	নির্ভয় বাণী বা মারেফাত ভান্ডার	২৮৭

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তাফসীরে রেজভীয়া ছুন্নীয়া ক্বাদেরীয়া

তাউজ ও তাছমিয়া

প্রকাশ কাল ঃ
ফেব্রুয়ারী ২০০২ ইং, জিলক্বদ-১৪২২ হিজরী

মুসান্নেফ-
মাওলানা আকবর আলী রেজভী
সুন্নী আল ক্বাদেরী

পিডিএফ:ইকরামুল হক

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ১১

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহি ওয়া হাবীবিহিল কারীম।

মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের বেশুমার শোকরিয়া এবং তদীয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বেশুমার দরূদ ও সালাম, যিনি না হইলে আল্লাহর প্রকাশ হইত না, হইত না আজকের এই তাফসীর লিখা। আমি অতি আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, আল্লাহপাক রাব্বুল আলামিন যে আমার শত ব্যস্ততার মাঝেও সকল প্রকার দুঃখ দৈন্যকে উপেক্ষা করে মানব কল্যাণে তাউজ ও তাছমিয়ার তাফসীর সর্বস্তরের পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে ধরার সুযোগ করে দিয়েছেন।

তাউজ ও তাছমিয়ার তাফসীরে ফজিলত, হাক্বীকত ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করিলাম। উক্ত কিতাবখানা পাঠে সাধারণ পাঠক নিজকে আল্লাহ ও তদীয় মাহবুবের সহিত নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে এবং আত্মার বাতেনী দিক উম্মোচনে সাহায্য ও সহযোগিতা পাবে বলে আমার বিশ্বাস। বাজারে প্রচলিত বাতেল পন্থীদের তরজমার চক্রান্ত থেকে সাধারণ মানুষের ঈমান রক্ষার্থে এবং ঈমান দৃঢ় করার মানসে এই বৃদ্ধ বয়সেও তাফসীর লিখার মত দুঃসাধ্য কাজে হাত দিতে বাধ্য হইলাম। আল্লাহ যেন আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। আমার উক্ত কিতাব খানা যদি মানব জাতির সামান্যতম উপকারেও আসে তবেই আমার শ্রম সার্থক।

আমার বড় জামাতা মাওলানা আব্দুল মোস্তফা মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম রেজভী সুন্নি আল ক্বাদেরী পান্ডুলিপি রচনায় সহযোগীতা করেছেন। আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের খায়ের ও বরকত দান করুন। পরিশেষে যাহারা কিতাবখানা প্রকাশে শারীরিক, আর্থিক ও মানসিক সাহায্য ও সহযোগিতায় অশেষ শ্রম ও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন হাশরের দিন তাদের শাফায়াতের যামীনদার হন এই মুনাজাত করি।

মাওলানা আকবর আলী রেজভী
সুন্নি আল ক্বাদেরী
সতরশীর, নেত্রকোনা

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

اعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

(আউজু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম)

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

اعوذ باللّٰه (আউজু বিল্লাহ্) সম্পর্কে কতিপয় বিষয় রহিয়াছে যাহা মনোযোগ সহকারে অনুধাবনযোগ্য। যথাঃ (১) কোরআনুল মাজীদ তেলাওয়াতের পূর্বে কেন ইহা পাঠ করিতে হয়? (২) ইহার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কি? (৩) ইহার উপকারিতা কি কি? (৪) ইহার সম্পর্কে মাসআলা কি কি?

১। تعوذ (তাআউওজ্) বা اعوذ باللّٰه (আউজুবিল্লাহ) পাঠ কেন কোরআন পাঠের আগে প্রয়োজন? ইহার কতিপয় কারণ রহিয়াছে ঃ

১) আল্লাহ পাকের ইরশাদ -

فاذا قرأت القران فاستعذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

অর্থ ঃ তোমরা যখন কোরআনুল মাজীদ তেলাওয়াত কর তখন বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থণা কর। প্রতীয়মান হইল যে, কোরআনে কারিম পাঠকালে আউজুবিল্লাহ্ পাঠ করা আল্লাহ পাকের আদেশ পালন।

২) হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তদীয় সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈনের সুন্নাত। সমস্ত উম্মত এই সুন্নাত বা আদেশের উপর আমল করিয়া আসিতেছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হইল যে, আউজুবিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নাত- সর্ববাদি সম্মত রীতি। যেমন নামাজের জন্যে ওজুর প্রয়োজন তদ্রুপ কোরআন তেলাওয়াতের পূর্বেও আউজুবিল্লাহ্ পাঠ করা কর্তব্য। ওজুর দ্বারা যেমন দেহের ময়লা ও অপবিত্রতা দূরীভূত হয় এবং তাহাতে দেহ নামাজের জন্যে উপযুক্ত হয়, তদ্রুপ, আউজুবিল্লাহ দ্বারাও মানুষের আভ্যন্তরীন অপবিত্রতা দূরীভূত হয় এবং যবান বা মুখকে কোরআন পাঠের উপযোগী করা হয়।

কোন বাদশাহ্র দরবারে যদি কেহ প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করে, তবে বাদশাহ্-র অনুমতির প্রয়োজন হয়। তদ্রুপ, আল্লাহ্ পাকের দরবারেও যদি কেহ প্রবেশ করিতে চায়, তাহা হইলে তাহারও উচিত আউজুবিল্লাহ্ পাঠ করতঃ আল্লাহ্ পাকের অনুমতি প্রার্থণা করা। অনুরূপভাবে, বাদশাহ্র দরবারে উপস্থিত হইতে হইলে দরবারের উপযোগী মানানসই পোষাকের আবশ্যক হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহুর শাহী দরবারে উপস্থিত হইতে হইলে আউজুবিল্লাহ পাঠ হইল অন্তর ও যবানের যথার্থ পোষাক।

পিডিএফ:ইকরামুল হক
Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

اعوذ باللّٰه کی تفسیر - আউজুবিল্লাহ্‌র তাফসীর ঃ

اعوذ শব্দটি عوذ (আউজুন) হইতে বাহির হইয়াছে। عوذ শব্দের দুইটি অর্থ ঃ (১) প্রার্থণা করা, সাহায্য চাওয়া এবং (২) মিলন বা সাক্ষাত। প্রথম অর্থ অনুযায়ী ইহার মর্ম এই হইবে যে, আমি আশ্রয় চাই বা প্রার্থনা করি আল্লাহ্‌র কাছে। দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী ইহার মর্ম হইবে, আমি আমার আত্মাকে ফজলে ইলাহী ও রহমতে ইলাহীর সহিত মিলাইতেছি বা মিলিত করিতেছি।

اللّٰه 'আল্লাহ' শব্দের তাফসীর বা ব্যাখ্যা ইনশাল্লাহ্‌ বিস্‌মিল্লাহ্‌ শরীফের তাফসীরে বর্ণনা করা হইবে। شیطان শয়তান শব্দের মধ্যে দুইটি কথা রহিয়াছে (১) কেহ কেহ বলেন- ইহা شطن (শাত্‌নুন) হইতে বাহির হইয়াছে; আবার (২) কতিপয়ের মতানুসারে, شیط (শাইতুন্‌)-এর অর্থ- দূরীভূত হওয়া। যেহেতু, ইবলিস আল্লাহ তায়ালার দরবারের নিকটবর্তী হইয়া দূরীভূত হইয়াছে, এই হেতু তাকে শয়তান বলা হয়।

এবং شیط (শাইতুন্‌)- এর অর্থ বরবাদ বা ধ্বংস হওয়া অথবা বাতিল হওয়া। যেহেতু, ইবলিস তাকব্বুরি বা অহংকারের কারণে বরবাদ হইয়াছে এবং তার বিগত জীবনের সমস্ত আমল বা কৃতকর্ম (বন্দেগী) সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বাতিল হইয়াছে। এই কারণেই তাহাকে শয়তান বলা হয়। رجیم (রাজীম) শব্দটি مرجوم (মারজুম্‌) হইতে বাহির হইয়াছে। আর রজমের অর্থ বহিষ্কার বা বিতাড়িত করিয়া দেওয়া কিংবা নিক্ষেপ করিয়া ফেলা; এবং لعنت (লা'নাত্‌) বা অভিসম্পাৎ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যদি প্রথম অর্থ লওয়া যায় তাহা হইলে মর্মার্থ হইবে - শয়তান ফেরেশতাগণের সহিত থাকিত এবং ঐস্থান হইতে তাকে বিতাড়িত করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌ পাকের ফরমান - فاخرج منها ফাখরুজ মিনহা (বের হয়ে যা) এই জন্যে তাকে 'রাজীম' বলা হয়। দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে ব্যাখ্যা এই হইবে যে, এখনও শয়তান যে কোন সময় আকাশে ঊর্ধ্বগামী হওয়ার চেষ্টা চালাইলে নক্ষত্র ছুটিয়া আসিয়া উহার গায়ে নিক্ষিপ্ত হয় (আক্রমণ করে)। কাজেই, শয়তানকে এ অর্থে মারজুম বলা হয়। তৃতীয় অর্থ অনুসারে হইবে ইবলিস শয়তানের উপর সর্বদা আল্লাহ্‌ তায়ালা ও ফেরেশতাগণ এবং মানবজাতির পক্ষ হইতে লা'নাত বা অভিসম্পাৎ বর্ষিত হইতেছে।

আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু এরশাদ করেন-

ان علیك لعنة الی یوم الدین

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমার উপর কিয়ামত অবধি অভিসম্পাৎ বর্ষিত হউক।

عالمانه تفسیر (আলেমানা তাফসীর) ইহকালীন ও পরকালীন বালা-মুছিবত

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(বিপদাপদ) অগণিত ও অবর্ণনীয় এবং আমাদের মানবিক সীমিত শক্তি সামর্থ দ্বারা সেই সমস্ত বিপদাপদের মোকাবেলা করা ও দূরীভূত করা সম্ভবপর নহে। কেননা, মানুষ স্বভাবতঃই দুর্বল। বিপদের সময় দূর্বল সর্বদা সবলের নিকট সাহায্য বা আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া থাকে। বিপদ যত বড় ও জটিল আকারের হয় সাহায্য দাতা বা আশ্রয়দাতাও তদপেক্ষা অধিকতর শক্তিমান হওয়া আবশ্যক হয়। সাধারণ শত্রুর মোকাবেলা করিতে থানা পর্য্যায়ের কর্মকর্তা কিংবা পুলিশের আশ্রয়ই যথেষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বড় বড় বিপদাপদ ও সংকটের সম্মুখীন হইয়া মানুষ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কিংবা ডেপুটি কমিশনার অথবা সংসদ সদস্য বা মন্ত্রীবর্গের শরণাপন্ন হইয়া থাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধানমন্ত্রীর শরণাপন্ন হওয়াও অনিবার্য হইয়া পড়ে। যেহেতু, ইবলিস শয়তান খুবই শক্তিশালী দুষমন এবং তার শয়তানী চক্রান্ত, ধোকা-প্রবঞ্চনা অপরিসীম, এই জন্যে এত বড় ভয়ংকর দুষমনের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে এবং বৃহত্তর ও মারাত্মক বিপদাপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ঐ মহীয়ান ও গরীয়ান সত্ত্বা আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের শরণাপন্ন হওয়া এবং তাঁহার ফজল ও করমের আশ্রয় প্রার্থনা করা একান্ত কর্তব্য। কেননা আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান তিনি হাইয়্যূল্ কাইয়্যুম। এইহেতু, মানব জাতির প্রকাশ্য দুষমন শয়তান হইতে নিস্কৃতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন এইরূপে আল্লাহ্ পাক জাল্লা শানুহুর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে-

اعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

(আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানীর রাজীম)।

অর্থাৎ আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তানের প্রবঞ্চনা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। অতঃপর মজার ব্যাপার হইতেছে যে, আশ্রয় প্রার্থনার মধ্যে এই বিষয় নির্ধারিত করা হয় নাই যে, কোন্ ধরণের ধোকা প্রবঞ্চনা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে হইবে। কাজেই ইহাতে ইশারা রহিয়াছে যে, ইবলিস শয়তানের সর্বপ্রকার ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা, ধোকা-প্রবঞ্চনা তথা যাবতীয় খারাপ কর্ম হইতে আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা।

যেমন- মন্দ ও ভ্রান্ত আক্বায়েদ তথা ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা হইতে এবং মন্দ কার্যকলাপ হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি; এবং উত্তম কাজ হইতে যেন দূরে না থাকি। জাহের ও বাতেন সর্ব প্রকার খারাপ কর্ম হইতে আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় চাই। ফলকথা, যে বিষয় বা বস্তু আমাদিগকে আল্লাহ পাক হইতে দূরে সরাইয়া রাখে সেই সমস্ত বিষয় বস্তু হইতে আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করি।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

صوفيانه تفسير (সুফীয়ানা তাফসীর)

ইহার সুফীয়ানা তাফসীর এই হইবে যে, যে কোন জিনিস অবাধ্য বা অহংকারী হইবে এবং আমাদিগকে আল্লাহ তায়ালার জিকির (স্মরণ) হইতে বিরত রাখে বা বাঁধা প্রদান করে তাহাই শয়তান - সে জ্বিন হউক বা মানুষ কিংবা অনিষ্টকারী হিংস্র ও বিষাক্ত জন্তু প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত, আমাদের খাহেশাতে নফ্সানী বা প্রবৃত্তির কামনা অথবা আমাদের জিসমানী ও নফসানী (শারীরিক-মানসিক) রোগ-ব্যাধি কিংবা কোন পার্থিব কর্ম যাহা আল্লাহর জিকির হইতে বিরত রাখে সবই শয়তানের অনুসংগ। এইজন্য কোরআনে কারীমে ইরশাদ হইয়াছে-

شيطين الانس والجن (শাইয়াত্বিনাল্ ইন্সে ওয়াল জ্বিন্নে)

অর্থাৎ, জ্বিন সম্প্রদায় ও মানবজাতীয় শয়তানবৃন্দ।

ক্বোরআনে কারিমে আরও একস্থানে ইরশাদ হইয়াছে- من الجنة والناس (মিনাল জ্বিন্নাতে ওয়ান্নাসে) অর্থাৎ, শয়তানের অনুচর খান্নাস, জ্বিন ও মানব জাতীয় হইতে।

একদা হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আন্হুর নিকট একটি খচ্ছর আনা হইল। যখন তিনি উহাতে আরোহণ করিলেন তখন উহা লাফাইতে শুরু করিল। তিনি সে খচ্ছরকে খুব প্রহার করিলেন, কিন্তু উহা পূর্বের মতই লাফা-লাফি করিতে থাকিল। অতঃপর হজরত ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু আন্হু সেই খচ্ছর হইতে অবতরণপূর্বক ফরমাইলেন- ইহা শয়তান।

মসনবী শরীফে মাওলানা রুমী বলেন-

نفس ما هم كمتر از فرعون نيست + ليك اوراعون وما راعون نيست

এই অবস্থায় الشيطان এর মধ্যে (আলিফ, লাম) - 'জিন্সী এবং উহার উদ্দেশ্য এই যে, আমি সর্বপ্রকার শয়তানী, ধোকা-প্রবঞ্চনা হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। ইহাতে ঐ বিষয়ের প্রতি ইশারা হইতেছে যে, আমরা খুবই দুর্বল এবং বড় বড় প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য দুষমন আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। যথাক্রমে, খাহেশাতে নফসানী (প্রবৃত্তির বাসনা), গোশ্বা বা ক্রোধ, লোভ-লালসা, হাসাদ-কিনা (হিং-সা-বিদ্বেষ) প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ শত্রু নিয়ে যাহারা সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বিরাজমান। আবার আমাদের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা খারাপ বাসনা বা আকাংখার উদয় হওয়া; যেমন দৃষ্টি-শক্তি বা চক্ষু দ্বারা নিষিদ্ধ ও কুদৃশ্য দর্শনের ইচ্ছা, শ্রবণেন্দ্রীয় বা কর্ণ দ্বারা মন্দ কথা বা আলোচনা শ্রবণের বাসনা এবং হস্ত দ্বারা নিষিদ্ধ বস্তু স্পর্শ করা বা খারাপ কর্ম

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

করার কামনা এবং পায়ের দ্বারা নিষিদ্ধ পথে চলা বা গর্হিত কাজের প্রতি অগ্রসর হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি বাহ্যিক শত্রু স্বরূপ। মোটকথা, মানুষ এক সত্ত্বা, অথচ দুর্বল এবং তাহা সত্বেও তাহার পশ্চাতে এত বড় বড় রিপু ও কুখ্যাত ইবলিস শয়তান কু-প্ররোচনায় লিপ্ত। অতএব, অসহায় ও দুর্বল মানুষ নিরূপায় অবস্থায় এক মাত্র মহীয়ান ও গরীয়ান সত্ত্বার সমীপে আশ্রয় প্রার্থনা করিবে, যিনি মহা পরাক্রমশালী এবং দুর্বলের বল, অসহায়ের সহায় আল্লাহপাক জাল্লা জালালুহু ওয়া আম্মা নাওয়ালুহু। অর্থাৎ, "হে আল্লাহ তায়ালা! সমস্ত প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য দুষমন তথা যাবতীয় মন্দ কার্যকলাপ হইতে আপনার সমীপে আশ্রয় প্রার্থনা করি; আপনি স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা আমাদিগকে সমস্ত প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য দুষমনের কবল হইতে তথা যাবতীয় গর্হিত কর্ম হইতে রক্ষা করুন।"

এখন, যে ব্যক্তি মুখে 'আউজু বিল্লাহ্' পাঠ করিবে অথচ খারাপ সংগী-সাথী বর্জন করিবে না এবং খারাপ কার্য-কলাপ হইতে দূরে অবস্থান করিবে না তাহার اعوذ باللّٰه। (আউজু বিল্লাহ্) পাঠ অসম্পূর্ণ বা নিষ্ফল।।

একটি তত্ত্ব কথা ঃ ধর্মীয় কিংবা পার্থিব কোন বিপদাপদে নবী কিংবা ওলী অথবা মুরশিদ কিংবা দুনিয়ার কোন বিচারকের শরনাপন্ন হওয়া اعوذ باللّٰه। (আউজু বিল্লাহ্) পাঠের বিপরীত নহে। কেননা, তাঁহাদের আশ্রয়-প্রার্থী হওয়া প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ পাকেরই আশ্রয় প্রার্থী হওয়া। তাঁহাদের দরবারের মুখাপেক্ষী হওয়া, আল্লাহর দরবার হইতে বিমুখ হওয়া এমন নহে। রিজক বা রুজিদাতা ও সাহায্যকারী আল্লাহ পাকই বটে; কিন্তু তবুও মানুষ রিজক অন্বেষণ করিতে- জীবিকা অর্জনের নিমিত্ত মালদার বা সম্পদশালী লোকদিগের শরণাপন্ন হইয়া থাকে; বাদশাহর দরবারে চাকুরী করে অর্থ উপার্জন করতঃ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দোকান-পাটে গমণ করে।

অতঃপর, কোন স্থান হইতে খাদ্য-সামগ্রী, কোন স্থান হইতে পোষাক-পরিচ্ছদ এবং কোথাও হইতে ঔষধপত্র ইত্যাদি খরিদ করিয়া থাকে; তবে ইহার উদ্দেশ্য এই নহে যে, মানুষ আল্লাহ তায়ালাকে ছাড়িয়া দিয়া রাজা-বাদশাহ, বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মচারীদের রিজিকদাতা সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছে। এই প্রণালী ও রীতি-নীতিতে সমগ্র দুনিয়ার কাজ কারবার চলিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং রিজকদাতা- রাজ্জাক। বরং আল্লাহ তায়ালারই আদেশে আমরা রিজিকের অনুসন্ধানে আল্লাহর বান্দাগণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গমণাগমণ করিয়া থাকি। বস্তুতঃ রিজিক পাওয়ার অর্থাৎ জীবিকা অর্জনের সঠিক ও সুনির্ধারিত পন্থা ইহাই।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

অনুরূপভাবে, শয়তান হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে পীরের দরবারে যাওয়া, বুজুর্গানে কেরামের খেদমতে হাজির হওয়া এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের আশ্রয় প্রার্থী হওয়া- এই সমস্ত اعوذ باللّٰه (আউজু বিল্লাহ্)-এর উপরই আমল করা হয়।

মসনবী শরীফে আছে - پیررا بگزیں کہ بے پیر ایں سفر - ہست بس پور افت و خوف و خطر

অর্থঃ উত্তমরূপে পীরের ওয়াসিলা ধর, কেননা পীর ব্যতিরেকে এই সফর অত্যন্ত ভয়-ভীতিপূর্ণ এবং ভয়ানক বিপদসংকুল।

দ্বিতীয় কথা এই যে, আল্লাহ পাকের আশ্রয়ে মানুষ ঐ সময় আসিতে পারে, যখন কেহ তাহাকে আল্লাহর আশ্রয়ে আনয়ন করিয়া থাকে। যেমন- আদালতে জজের আশ্রয়ে কেবল ঐ ব্যক্তি আসিতে পারে, যে ব্যক্তি উকিল-মোখতারের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ আদালতে পৌছিবার সহায়তা লাভ করিয়াছে।

অতএব, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম এবং আওলিয়ায়ে এজাম আলাইহিমুর রেদোয়ানের নিকট যাহারা আগমণ করে, হাক্বীকতে (প্রকৃত পক্ষে) তাহারা আল্লাহ পাক জাল্লা জালালুহুর আশ্রয়ে আসার ওয়াসিলা অবলম্বন করে। সুতরাং একথা সুনিশ্চিত যে, আম্বিয়া ও আওলিয়াগণের ওয়াসিলা আল্লাহ পাকের আমান ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম। এ বিষয়ে বিস্তারিত ও পূর্ণ আলোচনা وایاك نستعین (ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন-এর ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ সুরায়ে ফাতেহার তাফসীরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

اعوذ باللّٰه আউজুবিল্লাহ-র শব্দসমূহ

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেঈ আলাইহিমার রাহমাত- এর মতে, আউজুবিল্লাহর শব্দসমূহ এই রকম اعوذ باللّٰه من الشیطان الرجیم (আউজু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম)। কেননা, কোরআনে কারীমে এই আল্ফাজ বা শব্দসমূহের দ্বারা আদেশ হইয়াছে। কিন্তু ইমাম আহমাদ রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি বলেন যে, এইভাবে পাঠ করা উত্তম।

اعوذ باللّٰه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم

(আউজু বিল্লাহিস সামিয়্যিল আলিমি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম)

ইমাম সুফিয়ান সুরী ও ইমাম আওযায়ী আলাইহিমার রাহমাত বলেন, এইভাবে পড়িতে হইবে ঃ اعوذ باللّٰه من الشیطان الرجیم ان اللّٰه هو السمیع العلیم

আরও কতক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত জিব্রাঈল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিয়াছেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি এই ভাবে পাঠ করুনঃ

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

(আস্তায়িজু বিল্লাহিস্ সামিয়্যিল আলীমি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম)

কিন্তু হানাফীগণের উচিত প্রথম বর্ণনা অনুযায়ী আউজু পাঠ করিবে।

اعوذ بالله کے نکتے আউজুবিল্লাহর রহস্যভেদ

اعوذ بالله পাঠের মধ্যে কতিপয় রহস্য ভেদ অন্তর্নিহিত রহিয়াছে।

প্রথমতঃ আউজুবিল্লাহ্ পাঠের মাধ্যমে যেন সৃষ্টি হইতে স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং ইহার (আউজু বিল্লাহির) মধ্যে রহিয়াছে তাসাউফের প্রথম সিঁড়ি।

দ্বিতীয়তঃ আউজুবিল্লাহ্ পাঠের মধ্যে রহিয়াছে নিজের দুর্বলতা, অক্ষমতা ও অসহায় অবস্থার প্রমাণ এবং রাব্বুল ইজ্জাত জাল্লা শানুহুর কুদ্রতের স্বীকৃতি। আর ইহা নফ্স বা আত্মার পরিচয় লাভের প্রথম মন্যিল। যেমন হাদিস শরীফে ইরশাদ হইয়াছে- من عرف نفسه فقد عرف ربه

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজেকে চিনিয়াছে সে তার প্রতিপালক আল্লাহ পাককে চিনিয়াছে।

তৃতীয়তঃ শয়তান মানুষের দুশমন। আর রাব্বুল আলামীন মানুষের মাওলা। কাজেই, মাওলার দরবারে হাজিরা দিবার প্রাক্কালে দুষমনের রাস্তা বন্ধ করিয়া দেওয়াই সঠিক ও সুলভ রীতি। সুতরাং তখন যেন মানুষ চীৎকার করিয়া বলে- "হে মাওলা! শয়তান হইতে আমাকে বাঁচাও এবং তোমার দরবারে আমাকে হাজির করিয়া লও।' আর তাসাউফের মনযিল (স্তর) মানুষ তখনই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় যখন এই দিক হইতে তালেব বা সাহায্য প্রত্যাশী হয়।

চতুর্থ কথা এই যে, কোরআনে কারিমে ঘোষণা করিতেছে- 'পবিত্র মানুষ ব্যতিত কেহ কোরআন স্পর্শ করিওনা।' অতএব, পবিত্রতা সহকারে কোরআনে পাকের জিল্দ্ স্পর্শ কর, কোরআনের এবারতকে পাক যবান দ্বারা পাঠ কর এবং পবিত্র অন্তঃকরণে কোরআনে পাকের বিষয়বস্তুকে স্পর্শ কর এবং اعوذ আউজু পাঠ মুখ ও অন্তরের পবিত্রতা সাধনকারী।

শিরক্ করণেওয়ালা বা শরীক স্থাপনকারী কাল্ব বা অন্তরের দিক হইতে অপবিত্র এবং গোনাহ্গার ব্যক্তি যেন কাল্ব-এর দিক হইতে ওজু বিহীন।

এবং اعوذ (আউজু) রহমতের পানি সমুদ্রতুল্য; এই সমুদ্রে যে কেহ ডুব দিবে পাক-পবিত্র হইয়া উঠিবে।

পঞ্চমতঃ মুমিনের দ্বীল আল্লাহ তায়ালার তাজাল্লি বা জ্যোতিঃ বিকাশের স্থান; মুমিনের দ্বীল আল্লাহ পাকের পুষ্পোদ্যান এবং তদীয় আরশ বা তখ্ত- যেরূপ হাদিসে কুদসীতে ইরশাদ হইয়াছে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আর বেহেশত আমাদের বাগান। আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু আমাদের কারণেই শয়তানকে জান্নাত হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন এবং ইরশাদ করিয়াছেন-

اليهيصعد الكلم الطيب

অর্থাৎ এইহেতু, আমাদের উচিত আল্লাহ তায়ালার বাগান সদৃশ আমাদের দ্বীল হইতে শয়তানকে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া। কেননা, মেজবানের কর্তব্য মেহমানের জন্যে ঘরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা। কিন্তু যেহেতু, শয়তানকে দূরীভূত ও উৎখাত করা আমাদের ক্ষমতা বহির্ভূত, এই কারণে আমরা আল্লাহ পাকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া থাকি এবং পাঠ করিয়া থাকি।

اعوذ باللّٰه (আউজু বিল্লাহ্)।

ষষ্ঠ-রহস্য এই যে, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

اخرج منها مرموما مدحورا

অর্থাৎ এবং তাঁহারাই (আল্লাহ তায়ালার) নিকট পৌঁছে পবিত্র বাণী।

আল্লাহ পাকের দরবারে পবিত্র কালেমা (বাণী) কবুল হইয়া থাকে। কোরআনে কারিমের প্রতিটি এবারত সত্ত্বাগতভাবে পাক-পবিত্র। কিন্তু উহার পাঠকারী যদি পাক-পবিত্র না হয় তবে তাহার পাক পবিত্র না হওয়ার কারণেই আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হইবে না। অতএব, اعوذ باللّٰه (আউজু বিল্লাহ) পাঠ দ্বারা নিজের পবিত্রতা হাসিল করতঃ কোরআনে পাক পাঠ করিবার উপযুক্ত হইতে হয়। আরও অধিকতর অবগত হইতে চাহিলে 'বুস্তানুত্ তাফাসীর,' 'তাফসীরে কবীর' এবং 'রুহুল বয়ান' শরীফ পাঠ করুন।

اعوذ باللّٰه کے فضائل و فوائد

আউজুবিল্লাহ্ পাঠের ফজিলত ও উপকারিতাঃ

প্রথম ফজিলতঃ প্রায় সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং সমস্ত আওলিয়ায়ে এজাম বিভিন্ন এবারতের মাধ্যমে اعوذ باللّٰه (আউজু বিল্লাহ) পাঠ করিয়াছেন। যেমন হজরত নূহ আলাইহিস সালাম পাঠ করিয়াছেন-

انى اعوذ بك ان اسئلك ما ليس لى به علم

হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম জোলাইখাকে বলিয়াছিলেন

معاذ اللّٰه انه ربى

এবং স্বীয় ভ্রাতাগণের নিকট বলিয়াছিলেন-

معاذ اللّٰه ان ناخذ الا من وجدنا

হজরত মুসা আলাইহিস সালাম নিজ কাওমকে বলিয়াছিলেন

اعوذ باللّٰه ان اكون من الجاهلين

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

পিডিএফ:ইকরামুল হক

এবং তিনি আরও বলিয়াছেন-

انى عذت بربي ربكم ان ترجمون

হজরত মরিয়ম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার আম্মা আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করিয়াছিলেন-

انى اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم

এবং হজরত মরিয়ম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হজরত জিবরাইল আমিনকে যুবকের বেশে দেখিয়া বলিয়াছিলেন-

انى اعوذ برحمن منك الايه

এবং আমাদের হুজুর পোরনূর হায়াতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ পাক জাল্লাশানুহু বার বার اعوذ (আউজু) পাঠের জন্য আদেশ করিয়াছেন। কোথাও ইরশাদ করিয়াছেন-

قل رب اعوذبك من همزات الشيطان

কোথাও ইরশাদ করিয়াছেন-

فاستعذ بالله

আবার কোথাও ইরশাদ করিয়াছেন-

قل اعوذ برب الفلق

আবার ইরশাদ করিয়াছেন-

قل اعوذ برب الناس

ইত্যাদি ইত্যাদি আউজুবিল্লাহ্ পাঠের বিবরণ।

ইহাতে প্রতীয়মান হইল যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম প্রত্যেক মুসিবতের সময় اعوذ بالله (আউজু বিল্লাহ) পাঠ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ফজিলতঃ হাদীস শরীফেও 'আউজুবিল্লাহ্' পাঠের বহু বর্ণনা আসিয়াছে। যেমন বর্ণিত আছে- এক ব্যক্তির রাগ-গোশ্বা অধিক মাত্রায় ছিল। যার ফলে, তাহার মুখে কটু-বাক্য প্রকাশ হইত (গালা-গালী করিত)। হুজুর পোরনূর সাল্লা-ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, এই ব্যক্তি যদি اعوذ بالله (আউজু বিল্লাহ্) পাঠ করিত, তবে তাহার এই অবস্থা দূরীভূত হইত। ইহাতে জানা গেল যে, اعوذ بالله পাঠের ফলে রাগ-গোশ্বা দূর হইয়া যায়, যাহা হাজার হাজার গোনাহের মূল।

বুস্তানুত তাফসীর গ্রন্থে আছে- হুজুর সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন- যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০ (দশ) বার اعوذ بالله পাঠ করিবে, আল্লাহ পাক তাহার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া দেন যেন

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তাহাকে শয়তান হইতে হেফাজত করে।

তাফসীরে রুহুল বয়ান শরীফে اعوذ (আউজু)-এর তাফসীরে উল্লিখিত আছে- হজরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন- যে ব্যক্তি হুজুরী ক্বালবের সহিত (একাগ্র চিত্তে) اعوذ باللّٰه (আউজু বিল্লাহ) পাঠ করিবে, তবে তাহার এবং শয়তানের মধ্যে ৩০০ (তিন শত) পর্দা ফেলিয়া দেওয়া হয়। হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম اعوذ (আউজু) কে বিভিন্ন এবারতের দ্বারা বিভিন্ন ও বহু প্রকার উপকারের জন্য দোয়া করিয়াছেন। মিশকাত শরীফে استعاذه বা 'আউজু' পাঠ করিবার একটি নির্দিষ্ট অধ্যায় রহিয়াছে। অতএব, যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে ইহা পড়িবে-

اعوذ بكلمات اللّٰه النامة من شر ما خلق

(আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন্ শার্‌রি মা খালাক্ব)

তাহা হইলে সে হিংস্র প্রাণির বিষাক্ত ছোঁবল হইতে নিরাপদ থাকিবে। স্বয়ং হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসনাঈনে কারিমাঈন হজরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমার জন্য এ দোয়াটি পাঠ করিতেন-

اعيذ كما بكلمت اللّٰه التامة من شر كل شيطان و

هامة و من كل عين لامة

এবং হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন- আমার সম্মানিত পিতৃ-পুরুষ হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তদীয় পুত্র ইসমাঈল ও ইসহাক আলাইহিমাস্‌সালামের জন্য এ দোয়া দ্বারা তাবিজ প্রদান করিতেন (বুস্তানুত তাফাসীর)। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, এই দোয়া দ্বারা যদি ছেলে-মেয়েদের তাবিজ পরিধান করান যায় কিংবা এই দোয়া দ্বারা ঝাড়-ফুঁক দেওয়া যায় তবে ইনশা আল্লাহ্ যাবতীয় বালা মুসিবত হইতে হেফাজত থাকিবে। মিশকাত শরীফে উক্ত অধ্যায়ে রহিয়াছে যে, হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করিতেন-

الهم انى اعوذبك من الهم والحزن و العجز والكسل

والجبن والبخل و ضلع الدين وغلبة الرجال

ইহার পাঠকারী ইনশা আল্লাহ্ সর্ব প্রকার দুনিয়াবী চিন্তা-ভাবনা, দুর্বলতা ও সংকীর্ণতা হইতে এবং কর্জ ও দুষমনের প্রভাব হইতে মুক্ত ও নিরাপদে থাকিবে। হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ ফরমাইয়াছেন- যে ব্যক্তি শয়ন হইতে উঠিবে তখন যেন এই দোয়া পাঠ করে-

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

اعوذ بكلمات اللّٰه التامة من غضبه و عقابه و شر عباده ومن همزت الشيطين وان يحضرون

(আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন্ গাদ্বাবিহি ওয়া ইক্বাবিহি ওয়া শার্রি ইবাদিহি ওয়া মিন্হামাযাতিশ্ শাইয়াত্বিনি ওয়া আঁইয়্যাহ্দ্বুরুন (মিশকাত শরীফ)।

সাইয়্যেদেনা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা জ্ঞানবান ছেলে-মেয়েদিগকে এই দোয়া মুখস্ত করাইতেন এবং নাবালেগ ছেলে-মেয়েদের তাবিজ বানাইয়া গলায় পরাইতেন। ইহাতে তাবিজ লিখা ও গলায় পরিধান করার প্রমাণ পাওয়া গেল। ইহা ব্যবহারকারী انشاء اللّٰه تعالے আল্লাহ তায়ালা জ্বিন্জাতি ও মানব জাতির শয়তানী প্ররোচনা হইতে এবং আল্লাহ পাকের গজব ও শাস্তি হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

মোটকথা আউজু পাঠ বহু প্রকার দোয়ায় ব্যবহৃত এবং ফলপ্রসু। অধিকতর জানিতে ইচ্ছুক হইলে মিশকাত শরীফ باب استعاذه (বাবুল ইস্তেআজা) দেখুন।

اعوذ باللّٰه کے متعلق فقهی مسائل

আউজুবিল্লাহ সম্পর্কে ফিক্হা'র মাসায়েল

কোরআনে কারিম তেলাওয়াতের পূর্বে তেলাওয়াত কারীর জন্য اعوذ باللّٰه পাঠ করা সুন্নাত। এমনিভাবে, প্রথম اعوذ باللّٰه (আউজু বিল্লাহ) এবং পরে بسم اللّٰه (বিসমিল্লাহ্) পাঠ করিবে।

মাসআলাঃ মোক্তাদী 'আউজু বিল্লাহ' পড়িবে না। কেননা সে নামাজে ইমামের পিছনে কেরাত পাঠ করিবে না।

মাসআলাঃ ছাত্র উস্তাদকে কোরআন তেলাওয়াত শুনাইবার জন্য 'আউজু বিল্লাহ' পাঠ করা সুন্নাত নহে। কেননা, সে তেলাওয়াত করিতেছে না, বরং শিক্ষা করিতেছে।

মাসআলাঃ ঈদের নামাজে ইমাম প্রথম তাকবীরের পর শুধু 'সোবহানাকা আল্লাহুম্মা' পাঠ করিবে এবং চতুর্থ তাকবীরের পর 'আউজুবিল্লাহ্' পাঠান্তে কেরাত পাঠ শুরু করিবে। কেননা, ইহাই কেরাতের সময়।

মাসআলাঃ অনেকের মতে কোরআন তেলাওয়াতের সময় 'আউজুবিল্লাহ্' পাঠ করা ওয়াজিব; আবার অনেকের মতে তেলাওয়াতের পর 'আউজুবিল্লাহ্' পাঠ করা ওয়াজিব।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

এই সমস্ত লোকদিগের ধারণা অনুযায়ী তাহারা এই আয়াতে কারিমার জাহেরী মর্ম গ্রহণ করে ঃ

فاذا قرأت القرأن فاستعذ بالله

তাদের উক্তি হইল- এই আয়াতে কোরআন তেলাওয়াতের পরে 'আউজুবিল্লাহ্' পাঠের আদেশ হইয়াছে এবং আল্লাহ পাকের আদেশ পালন করা ওয়াজিব (তাফসীরে কবীর)। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত হইল এই যে, 'আউজুবিল্লাহ্' পাঠ করা কোরআন তেলাওয়াতের পূর্বে সুন্নাত। যেমন- কোরআন মাজীদে ইরশাদ হইয়াছে-

اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم الخ

অর্থাৎ 'যখন তোমরা নামাজের জন্য দন্ডায়মান হও তখন ওজু করিয়া লও।' ইহার মর্ম এই নহে যে, 'নামাজের পর ওজু কর'। কেননা, 'ওজু' নামাজের পূর্বেই প্রয়োজন। বরং ওজুর আদেশ এইভাবে হইয়াছে- 'যখন তোমরা নামাজের উদ্দেশ্যে দাঁড়াও বা নামাজের ধারণা কর কিংবা প্রস্তুতি গ্রহণ কর, তখন (পূর্বে) ওজু করিয়া লও।'

অনুরূপভাবে, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

فانكحوا ما طاب لكم من النساء

দেখুন, বিবাহের হুকুম কোরআনে সুস্পষ্ট, অথচ অনেক সময় বিবাহ করা সুন্নাত।

মাসআলাঃ কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী বর্ণিত আছে যে, সর্ব প্রথম ওহী নাযিল হওয়ার সময় জিবরাঈল আমিন হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি এইভাবে পড়ুন-

استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم - اقراء باسم ربك الذى خلق

ইহাতে জাহেরীভাবে অবগত হওয়া যায় যে, اعوذ بالله (আউজু বিল্লাহ) ও কোরআনে পাকের আয়াত কিন্তু হাক্বীকতে (প্রকৃতপক্ষে) ইহা আয়াতে কোরআন নহে। বরং জিবরাঈল আমীন বরকতের জন্য উহা পাঠ করিতে হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেন। আর, কোরআনের আয়াত ইক্বরা হইতে শুরু হয়।

والله اعلم بالصواب

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৪

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

পিডিএফ:ইকরামুল হক

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি যিনি পরম করুণাময় কৃপা নিধান।

بسم اللّٰه সম্পর্কে কতিপয় বিষয় রহিয়াছে যাহা গভীর চিন্তা ও অনুধ্যানসহ পর্যালোচনা সাপেক্ষ। যথা ঃ-

(১) اعوذ باللّٰه -র সহিত ইহার কি সম্পর্ক।

(২) ইহাতে রহস্যমূলক বা সুক্ষ্ম কথা কি কি রহিয়াছে।

(৩) ইহাতে ফজিলত ও উপকার কি কি।

(৪) بسم اللّٰه সংক্রান্ত ফেকার মাসায়েল

تعلق সম্পর্ক

اعوذ باللّٰه -র সহিত بسم اللّٰه -র দ্বিবিধ সম্পর্ক রহিয়াছে।

প্রথমতঃ আউজুবিল্লাহতে আল্লাহ ব্যতীত যাহা, তাহা হইতে পৃথক অবস্থান সম্পর্কিত। আর বিস্‌মিল্লাহ্‌তে আল্লাহর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর হইতে পৃথক অবস্থান সম্পর্কিত। আর আল্লাহর প্রতি মনোযোগ সর্ব কিছুর উপর প্রাধান্য ও অগ্রগামী হইয়া থাকে। এই জন্যে اعوذ باللّٰه (আউজুবিল্লাহ্‌) بسم اللّٰه (বিস্‌মিল্লাহ্‌)-র উপর মোকাদ্দম বা অগ্রগামী হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ اعوذ باللّٰه আউজুবিল্লাহ্‌র মধ্যে মন্দ ও বাতিল আক্বায়েদ (ধ্যান-ধারণা) এবং মন্দ আমল বা কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকা দূরে অবস্থান করা। আর بسم اللّٰه (বিস্‌মিল্লাহ্‌র) মধ্যে উত্তম ও বিশুদ্ধ আক্বায়েদ ও বিশুদ্ধ আমল প্রভৃতি আল্লাহ্‌ পাক জাল্লাশানুহু-র পক্ষ হইতে অর্জন করা। যেন উহাতে পরহেজ বা সংযম বা নিয়ন্ত্রণ ছিল, আর ইহাতে এলাজ বা চিকিৎসা রহিয়াছে। আবার পরহেজ বা প্রতিষেধক এলাজ বা চিকিৎসার পূর্বেই প্রয়োজন। কাজেই, প্রথমেই রোগ-ব্যাধিকে প্রতিষেধক দ্বারা প্রতিরোধ করিবে; তারপর শক্তিবর্ধক ঔষধ সেবন করিবে। অতএব, 'আউজুবিল্লাহ্‌' আগে পাঠ করিবে, তারপর 'বিসমিল্লাহ'।

نكات রহস্যরাজি

بسم اللّٰه বিস্‌মিল্লাহ-র রহস্যরাজি বা সূক্ষ্ম কথামালা দুই প্রকার ঃ (১) 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' প্রত্যেক কাজ-কর্মের শুরুতে কেন পাঠ করিতে হয়।

(২) بسم اللّٰه বিস্‌মিল্লাহ্‌ শব্দের মধ্যে তথা ب (বে)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

اسم الله (ইসমুল্লাহ্), الرحمن (আর্‌রাহমান), الرحيم (আর্‌রাহীম)-এর মধ্যে কি কি রহস্য-কথা নিহিত রহিয়াছে।

১ নং রহস্যঃ আরবের কুফ্‌ফাররা প্রত্যেক কাজ কর্মের শুরু করিত ভূতের নাম লইয়া। তাহারা বলিত بسم اللات و العزى (বিস্‌মিল্লাতে ওয়াল উজ্জা)। এইহেতু, মুমিন মুসলমানদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য হইয়াছে যে, প্রত্যেক কাজ-কর্ম আল্লাহর নাম লইয়া শুরু করা এবং কুফ্‌ফারদের বিপরীত করা ও বিরোধীতা করা।

ফায়েদাঃ ইহাতে প্রতীয়মান হইল যে, মুসলমানদের প্রত্যেক কাজ-কর্ম কুফ্‌ফারদের বিপরীত ও বিরোধী হওয়া উচিত। ইহাদের সহিত ভালবাসার সম্পর্ক এবং ইহাদের রীতি-নীতির সঙ্গে মুসলমানদের রীতি-নীতির সাদৃশ্য হওয়া অনুচিত। কেননা, তাহা অত্যন্ত খারাপ ও নিন্দনীয়।

২ নং রহস্যঃ যে কর্মের আরম্ভ ভাল, উহার শেষও ভাল হইয়া থাকে। সন্তান জন্ম হওয়ার পরক্ষণেই উহার কানে আযানের ধ্বনি শোনাইতে হয়, যেন তাহার জিন্দেগীর শুরু আল্লাহর নামের উপর হয়, এবং সারাটা জীবন উত্তমরূপে অতিবাহিত হয়। দোকানদার দিনের শুরুতে দোকান খুলিয়া প্রথম বিক্রি বাকীতে করিতে রাজি হয় না, নগদ টাকা দাবী করে। যাহাতে সারা দিন ব্যবসা তথা ক্রয়-বিক্রয় ভালভাবে চলে। তদ্রুপ, মুসলমানের জরুরী কর্তব্য হইল প্রত্যেক কার্জ-কর্ম 'বিস্‌মিল্লাহ্' সহকারে শুরু করা, যাহাতে আল্লাহ পাকের নামের বরকতে কাজের ফলাফল ভাল হয়।

৩ নং রহস্যঃ সরকারী মালামালের উপর সরকারী নিদর্শন বা সীল-মোহর লাগাইয়া দিয়া সতর্কতা অবলম্বন করা হয় যেন চোর সেই মাল চুরি করিতে সাহস না পায়, বরং ভয় পায়। কেননা, সরকারী মালামাল চুরি করা এক প্রকার বিদ্রোহের শামিল। তদ্রুপ, মুসলমানদের উচিত প্রতি কাজ-কর্মের পূর্বে 'বিস্‌মিল্লাহ্ শরীফ' পাঠ করা, যাহাতে 'বিস্‌মিল্লাহ্' আল্লাহ্ পাকের নিদর্শন বা স্মারক চিহ্ন হইয়া যায় এবং মরদুদ শয়তানের চুরির দখল না পায়। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যে কাজের শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহ্' পাঠ না করা হয়, তাহাতে শয়তান শরীক হইয়া থাকে। অতএব, যাবতীয় কাজ কর্ম আরম্ভ করিবার পূর্বে 'বিস্‌মিল্লাহ্' পাঠ করিয়া লইলে শয়তান হইতে নিরাপদ থাকা যায়। ইহার পূর্ণ আলোচনা 'বিস্‌মিল্লাহ্ শরীফের' 'ফাওয়ায়েদের' বর্ণনায় আসিবে।

৪ নং রহস্যঃ মানুষ যাহার স্মরণ অধিক পরিমাণে করে তাহাকে তাহার সঙ্গে রাখা হয়। মানুষ যদি 'বিস্‌মিল্লাহ্' অধিক পরিমাণে পাঠ করে তবে ইন্‌শা আল্লাহু

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তায়ালা উভয় জাহানে 'রহমতে ইলাহী'র সঙ্গ লাভে ধন্য হইবে।

তাফসীরে কবীর শরীফে 'বিস্‌মিল্লাহ্' প্রসঙ্গে একটি রেওয়ায়েতের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এই যে, একবার হজরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত সিদ্দিকে আকবর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে নিজের হাতের অঙ্গুরি মুবারক প্রদান করতঃ ইহাতে কোন কারিগর দ্বারা لا اله الا الله (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) লিখাইয়া লইতে আদেশ করিলেন। হজরত সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু অঙ্গুরি জনৈক কারিগরের নিকট লইয়া গেলেন এবং উহাতে لا اله الا الله محمد رسول الله (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) লিখিয়া দিতে বলিলেন। কারিগর ইহাই লিখিয়া দিলেন। কিন্তু আঙ্গুরি মুবারক যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির করা হইল উহাতে লেখা ছিল-

لا اله الا الله محدم رسول الله ابو بكرن الصديق

(লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ আবু বকর সিদ্দিক)

হুজুরে পাক সাহেবে লাওলাক আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্‌সালাম ইরশাদ করিলেন, 'হে আবু বকর! অতিরিক্ত লেখা কিরূপে হইল? হজরত সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করিলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি কেবল আপনার নাম বৃদ্ধি করিয়াছি। আমি ইহা কামনা করি না যে, আল্লাহ পাকের নাম এবং আপনার নামের মধ্যে বিচ্ছেদ হইয়া যায়। অর্থাৎ আমি চাই না যে, আল্লাহ পাকের জিকির হউক, আর আপনার জিকির না হউক। কিন্তু হে আল্লাহর হাবীব! আপনার নামই আমি বৃদ্ধি করিয়াছি, আমার নাম কেমন করিয়া লিখিত হইল, আমি মোটেও জানি না।' এই আলোচনা হইতেছিল, ইতিমধ্যে জিবরাঈল আমিন অবতীর্ণ হইয়া বলিলেন- 'ইয়া রাসুল্লাল্লাহ্! সিদ্দিকে আকবরের নাম আমি বৃদ্ধি করিয়া লিখিয়াছি। কেননা, সিদ্দিকে আকবর ইহাতে রাজী নহেন যে, আল্লাহর নাম হইতে আপনার নাম পৃথক হউক। সুতরাং আল্লাহ পাক ও রাজী নহেন যে, সিদ্দিকে আকবরের নাম আল্লাহর রাসুলের নাম হইতে পৃথক হউক।

আল্লাহ পাক তওফিক দান করুন যেন আমরা আল্লাহ পাকের জিকিরের সঙ্গে আল্লাহর হাবীবের জিকির করিতে পারি।

৫ নং রহস্যঃ পার্থিব যাবতীয় কাজ-কর্ম প্রকৃত প্রস্তাবে বিষতুল্য, কেননা, উহাতে মানুষ দয়াময় রাব্বুল আলামীন হইতে দূরে সরিয়া পড়ে- গাফেল হইয়া যায়। আর উহার প্রতিষেধক হইতেছে দয়াময় প্রভুর নাম স্মরণ।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সুতরাং যে ব্যক্তি দয়াময় পরম করুণাময় রাব্বুল আলামীনের নাম স্মরণপূর্বক যাবতীয় কাজ-কর্ম আরম্ভ করিবে, আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে তাহার কোনও কাজের গাফলত বা ঔদাসীন্য সৃষ্টি হইবে না।

৬ নং রহস্যঃ ভিক্ষুক যখন ধনী ব্যক্তির দরজায় ভিক্ষা মাগিতে যায় তখন ভিক্ষুক ধনী ব্যক্তির তারিফ প্রশংসা শুরু করিয়া দেয়; যাহাতে ধনাঢ্য ব্যক্তি বুঝেন যে, ভিখারী ভিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রশংসা করিতেছে। আর ভিখারী যখন বাড়ীর কর্তার প্রশংসায় তাহাকে দানবীর বলিয়া স্বীকার করে তখন এই উদ্দেশ্যেই যে, তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবে- ভিক্ষা মিলিয়া যাইবে।

অনুরূপভাবে, মানুষ যখন কোন কাজ-কর্ম শুরু করে তখন আল্লাহ পাকের নিকট সাহায্য-প্রার্থী হওয়া উচিত। আর ঐ কাজ-কর্ম সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হওয়ার জন্য যদি তাওফিক কামনা করে, তবে স্পষ্ট ভাষায় তাহা উল্লেখ করে না; বরং রাব্বুল আলামীনের তারিফ-প্রশংসা করিয়া থাকে। ইহাতে উদ্দেশ্য এই যে, 'হে আমার আল্লাহ! তোমার অপার অনুগ্রহ ও কুদরত দ্বারা আমার বেড়া পার করিয়া দাও - মন্‌যিলে মকসুদে পৌঁছাইয়া দাও।'

ফকীর-আহ্‌কার আকবর আলী রেজভী আল্লাহ্ পাক জাল্লাজালালুহুর দরবারে তদীয় হাবীব সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াসিলায় এ আরজি পেশ করিতেছি- 'হে মাওলা! আমি একজন নগণ্য দূর্বল বান্দা, তোমার কালামুল্লা শরীফের তাফসীর তোমার উপর ভরসা করিয়া তোমারই নামে আরম্ভ করিতেছি। যথারীতি সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন ও পরিপূর্ণ করিবার তৌফিক দান কর।'

৭ নং রহস্যঃ মানুষের উচিত সর্বদা নিজের অক্ষমতা এবং আযিযি এনকেসারী বা বিনয়-নম্রতার প্রতি এবং আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষিতা, কুদরত ও রহমতের প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখা; যেন বড় বড় কাজ-কর্ম করিতে গিয়াও অহংকার সৃষ্টি না হয়। এ ধারণা যেন না হয় যে, এত বড় কর্ম আমার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে,' বরং এ ধারণা হওয়া উচিত যে, 'যাহা করিয়াছি আল্লাহ পাকের অশেষ ফজল ও রহমত দ্বারাই করিয়াছি।' আর যখনই এই বিনম্র ভাব অন্তরে জাগ্রহ হইবে তখন আল্লাহ পাকের জিকির বা স্মরণ অন্তরে বিরাজমান থাকিবে; এবং যাবতীয় কাজ-কর্মের প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহ শরীফ' স্বভাবতঃই পাঠ করিবে। অতঃপর, ইনশা আল্লাহ্ 'আমি' 'আমি' - অহংবোধ আর থাকিবে না; বরং 'তুমি'ই 'তুমি' এ ভাবধারার উপর 'ফানা' বা বিলীন হইয়া যাইবে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বিস্‌মিল্লাহ্‌'র হরফসমূহের রহস্য

بسم الله (বিসমিল্লাহ)-কে ب (বে) হরফ দ্বারা আরম্ভ করা হইয়াছে এবং اسم (ইসিম)-এর ا (আলিফ) কে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, অথচ اقرأ باسم ربك (ইক্‌রা বিসমি রাব্বিকা)-র মধ্যে যদিও 'আলিফ' পড়ার মধ্যে আসেনা, কিন্তু লেখার মধ্যে আসে। ইহারই বা কারণ কি? ইহাতে কতিপয় হেকমত বা রহস্য নিহিত রহিয়াছে ঃ

১ নং হেকমতঃ মানুষ আলমে আরওয়াহ্‌ অর্থাৎ রূহের জগতে জন্ম লাভ করিয়া সর্বপ্রথম উচ্চারণ করিয়াছিল بلى (বালা)। এ بلى শব্দের অর্থ- হাঁ। অর্থাৎ রাব্বুল আলামীন জাল্লা শানুহু ঘোষণা করিলেন- 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তখন সকলে সমস্বরে উত্তর দিয়াছিল- بلى অর্থাৎ, হ্যাঁ। সুতরাং সর্ব প্রথম মানুষের মুখ হইতে ب (বে) হরফটি নিসৃত হইয়াছিল। কাজেই, আল্লাহ পাক স্বীয় কালাম কোরআনুল মজীদকে ب হরফ দ্বারা আরম্ভ করিয়াছেন, যেন কালামে পাকের তেলাওয়াতের সময় ঐ পূর্বকৃত ওয়াদা অঙ্গীকারের কথা স্মরণ হইয়া যায়।

২ নং হেকমতঃ আল্লাহ পাকের এক নাম بر (বার্রুন) এবং ইহা ب হরফ দ্বারা আরম্ভ করা হইয়াছে এবং ইহাতে আল্লাহ পাকের বহু গুনবাচক নামের দিকে ইশারা হইতেছে।

৩ নং হেকমতঃ নূহুভী কায়দা অনুযায়ী ب (বে) হরফ মিলাইবার জন্য আসে এবং কোরআনে কারিম তেলাওয়াতকারী ও আল্লাহ পাকের সহিত মিলিত হইতে চায়। আর ا (আলিফ) সম্পর্কহীনতা কামনা করে। অতএব, মিলন-মুহূর্তে ب দ্বারা শুরু করা এবং ا আলিফ না থাকা সংগত ও যুক্তিযুক্ত।

৪ নং হেকমতঃ ب (বে) হরফের মধ্যে রহিয়াছে আযিযি এনকেসারী বা বিনয়-নম্রতা ও অক্ষমতার প্রকাশ এবং ا (আলিফ) হরফের মধ্যে উচ্চতা কিংবা মহত্ব গৌরবের অভিব্যক্তি লেখা ও বলা উভয় মাধ্যমেই স্বীকার্য। এইহেতু বান্দাহ্‌র বিনয় নম্রতা তথা শিষ্টাচার প্রকাশে ب হরফের ব্যবহারই যথার্থ ও উপযোগী বটে।

اسم (ইসিম) এই স্থানে بسم الله (বিস্‌মিল্লাহ্‌) বলা হইয়াছে, بالله (বিল্লাহ্‌) বলা হয় নাই, যার অর্থ এই হইবে যে, আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি। কেননা, এখনও বান্দাহ্‌র প্রারম্ভিক ও প্রাথমিক অবস্থা। প্রথমতঃ নাম পর্যন্ত তো পৌঁছিবে, তারপর জাত বা সত্ত্বা পর্যন্ত। দ্বিতীয়তঃ এই রহস্য যে, ইহাতে ঐ বিষয়ের প্রতি ইশারা করা হইতেছে যে, যে উপায়ে আল্লাহর নাম হইতে বরকত ও মদদ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(কল্যাণ ও সাহায্য) লাভ করা যায়।

অদ্রুপ, আল্লাহর নাম অর্থাৎ 'আল্লাহ্' শব্দ হইতেও বরকত ও মদদ হাসিল করা যাইতে পারে। অথচ 'আল্লাহ্' শব্দ 'রব' বা প্রভু নহে, কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি মাত্র। উল্লেখ্য যে, যখন 'আলিফ' ও 'লাম্' এবং 'লাম্' ও 'হে' এ কয়টি 'হরফ' বা বর্ণ সমষ্টি হইতে বরকত ও মদদ অর্থাৎ অনুগ্রহ ও সাহায্য লাভ করা জাযেজ বা শরীয়ত সম্মত, তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালার প্রিয়জন আম্বিয়া ও আওলিয়াগণের মদদ (সাহায্য) লওয়া ও উচ্চস্তরের জায়েজ (শরীয়ত সম্মত) বিষয় হইবে। কেননা, ঐ সমস্ত মহৎ প্রাণ খোদা তায়ালার প্রিয় পাত্রগণ এ হরফসমূহ হইতে কম মর্যাদা সম্পন্ন নহেন। আলাইহিমুস সালাম ওয়া আলাইহিমুর্ রাহ্মাত্ ওয়াররেদওয়ান।

نکتہ **নুকতা রহস্য কথাঃ** কতিপয় প্রজ্ঞাবান বুজুর্গ ব্যক্তির উক্তি এই যে, اسم اللہ (ইসমুল্লাহ্) হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারক। যেমন ذکر اللہ (জিকরুল্লাহ্) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম। দেখুন, 'দালায়েলুল্ খায়রাত' শরীফ। আর হুজুর আলাইহিস সালামকে اسم اللہ (ইসমুল্লাহ্) এ কারণে বলা হইয়াছে যে, اسم ইসিম বা নাম উহাই যাহা জাত বা সত্ত্বার পরিচয় বহনকারী- প্রমাণ উপস্থাপক। এবং হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আল্লাহ পাক জাল্লা জালালুহু জাল্লা মাজ্দাহুল্ কারীমের জাত বা মহিমান্বিত সত্ত্বার পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। আল্লাহ্ পাক জাল্লা শানুহু তদীয় মাহবুব হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্রষ্টা এবং হুজুরে সাহেবে লাওলাক আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাকের প্রকাশক 'মজহারে জাতে জুল্জালাল্ হইতেছেন।

جب ہوئے محمد رسول اللہ تب کھلا لا الہ الا اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)

অর্থাৎ, 'যখন হইলেন মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ তখনই প্রকাশ হয় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

অনুরূপভাবে, নুহভী ক্বায়দা (কানুন) অনুসারে 'ইসিম-এর সমস্ত ফেল বা কর্ম নির্ভরশীল। **দ্রষ্টব্য-** মারা বা আঘাত জায়েদের উপর নির্ভর করে, জায়েদ আঘাতের উপর নির্ভর করেনা। অর্থাৎ জায়েদ এর সহিত আঘাতের অস্তিত্ব নিহিত রহিয়াছে; কিন্তু আঘাতের সহিত জায়েদ অস্তিত্ববান নহে। অদ্রুপ, হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সমস্ত আলম বা সৃষ্টি নির্ভরশীল; কিন্তু নবীয়ে দোজাহাঁ মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সৃষ্টির উপর নির্ভরশীল নহেন।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আল্লাহ পাক জাল্লাশানুহুর ভরসা ব্যতীত অন্য কাহারও উপর হুজুরে পাক সাহেবে লাওলাক ভরসা করেন নাই। নুহুভী কায়দা অনুযায়ী 'ইসিম্' 'ফেল'-এর মুখাপেক্ষী নহে, বরং 'ফেল'-ই 'ইসিমের' মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ, 'ফেল' 'ইসিম' ব্যতীত জুম্লা বা বাক্য গঠন করিতে পারে না, কিন্তু ইসিম্ ফেল ব্যতীতও বাক্য গঠন করিতে পারে। তদ্রুপ, হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলমের মধ্যে কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, বরং সমস্ত আলম হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহ্তাজ বা মুখাপেক্ষী। যদি হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত না হইতেন কিছুই হইত না; হুজুর পাক হইলেন তো সব কিছুই হইল। তাই হুজুরে পাকের শান হইতেছে 'সাহেবে লাওলাকা লামা খালাক্বতুল আফলাক্ আলাইহিস্ সালাত ওয়াত্ তাসলিম। বরং হাক্বীকত বা মূলতত্ত্ব ইহাই কোথাকার ইসিম আর কোথাকার 'ফেল' এ সমস্তই বিশ্বাস বা ধারণা মাত্র। হাক্বীক্বতে মুহাম্মদীয়া-ই মূল, আর সবকিছুই উহার ছায়া মাত্র। আলা হজরত রেজা খাঁ রাদিয়াল্লাহু আনহু কী সুন্দরই না বলিয়াছেন-

وهی جلوه شهربه شهر هے وهی اصل عالم و دهر
وهی بجر هے وهی هر هے وهی پاٹ هے وهی دهار هے

পানিতো একই বটে, কিন্তু পৃথক পৃথক ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী পৃথক পৃথক নাম যথাক্রমে, উপকুল সমুদ্র বক্ষ, আস্তাচল, তরঙ্গ, নদী, নালা, সাগর, মহা-সাগর প্রভৃতি।

অতঃপর আলা হজরত রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু আরও বলেনঃ

وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا
وهی جان هے جان سے هے بقا زهی من هے بن هے سے بار هے

আরও ফরমান

بادب جھکا لو سر ولا کہ میں نام لوں گل وباغ کا
گل تر محمد مصطفی چمن ان کا پاك دیار هے

ইহা অতীব উত্তম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হইতেছে; আর শরীয়তের বিধানের কোন প্রকার খেলাপ বা পরিপন্থী নহে। এখন সম্মুখে যাহা الرحمن الرحيم

পিডিএফ:ইকরামুল হক
Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

(আর রাহমান এবং আর রাহীম) শব্দদ্বয় আসিতেছে, উহা হয়ত আল্লাহ্ পাকের সিফাত (গুণ) হইবে; অথবা আভিধানিক অর্থে 'ইস্মুল্লাহ্র অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণ বুঝাইবে। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'রাহীম' তো কোরআনে কারীম ঘোষণা দিয়াছেন। বাকী রহিল 'রহমান' শব্দ; ইহার সম্পর্কে বর্ণনা এই যে, হজরত শায়খ আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহলুভী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহি তদীয় 'মাদারেজুন্নবুওয়ত' গ্রন্থে বর্ণনা করেন- "হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহুর সমস্ত সিফাতে ইলাহীর দ্বারা মওসুফ- অর্থাৎ হুজুরে পাক আল্লাহর গুণে গুণান্বিত। অনুরূপভাবে, কোরআনে কারীম ইরশাদ করেন-

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

অর্থঃ হে প্রিয়তম! আপনাকে সারা জাহানে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি।

'তফসীরে কবীরে'র প্রথমে 'আল্লাহ্'র ৩০০০ (তিন হাজার) নাম রহিয়াছে। তম্মধ্যে ১০০০ (এক হাজার) নাম ফেরেশতাগণ জানেন, আর ১০০০ (এক হাজার) নাম কেবল আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম জানেন; আর বাকী ১০০০ (এক হাজার) নাম হইতে ৩০০ (তিনশত) 'তওরাত' কিতাবে, ৩০০ (তিনশত) 'যবুর' কিতাবে এবং ৩০০ (তিনশত) 'ইন্জিল্' কিতাবে এবং ৯৯ (নিরানব্বই) নাম কোরআনুল মজীদে রহিয়াছে। আর ১ (এক) খানা নাম কেবল হক সোব্হানাল্লাহু তায়ালাই অবগত আছেন। কিন্তু 'বিস্মিল্লাহ্'তে যে তিন খানা নাম রহিয়াছে, এই তিন নামের মধ্যে তিন হাজার নামের মর্মার্থ ও মাহাত্ম পাওয়া যায়। এইহেতু, যে কেহ এ তিন নামের দ্বারা হক তায়ালাকে স্মরণ করিবে সে যেন সমস্ত নামসমূহের দ্বারাই আল্লাহ্ পাকের স্মরণ করিল। এই সমস্ত নামসমূহের মধ্যে লফজে আল্লাহ হক তায়ালার জাতি নাম, আর অবশিষ্ট নামসমূহ 'আস্মায়ে সিফাতীয়া' গুণবাচক নাম। জাতি নাম উহাকেই বলে যাহা কেবল জাত বা সত্ত্বাকেই বুঝায় এবং সিফাতী নাম উহাই যাহা জাতের সহিত সিফাত বা গুণের প্রতিও ইঙ্গিত করিয়া থাকে। যেমন- এক ব্যক্তির নাম আবদুল্লাহ খান। এই ব্যক্তি মৌলুভীও বটে, এইজন্য তাকে আলেমও বলা হয়। যেহেতু, এই ব্যক্তি কোরআন মজীদ হেফ্জ করিয়াছে, এই জন্য তাকে হাফেজও বলা হয়, আর তিনি ক্বেরাতও শিক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং তাকে ক্বারী সাহেবও বলা হয়। আবার এই ব্যক্তি প্রচুর জমীনের মালিক হওয়ায় তাকে জমিদারও বলা হয়। কিন্তু, এই ব্যক্তির জাতি বা আসল নাম আবদুল্লাহ্। কেননা, এ নাম দ্বারা ঐ ব্যক্তির জাত বা সত্ত্বাকেই কেবল নির্দেশ করা হইয়াছে,

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তাহার কোন গুণাবলী যথাক্রমে, 'এলম' কিংবা 'কেরাত' অথবা 'হাফজ' ইত্যাদির প্রতি ইশারা করেন নাই। বাকী নামসমূহ তাহার সিফাতী নাম। অনুরূপভাবে, الله (আল্লাহ) শব্দ দ্বারা কেবল আল্লাহ জাল্লা শানুহুর জাত বা সত্ত্বাকেই প্রমাণিত করে, তাই উহা জাতি নাম এবং 'আলিম', 'কাদির', 'রাহমান' এবং 'রাহীম' এ নামসমূহ যেহেতু আল্লাহ্ পাক জাল্লা শানুহুর সিফাত বা গুণাবলীর প্রতি ইশারা করে, এইহেতু এ নামসমূহ সিফাতী বা গুণবাচক নাম।

ইসমে জাতের কতিপয় পরিচয়

১ নং ইসমে জাত বা সত্ত্বাগত নাম জাত বা সত্ত্বার জন্য সম্পূর্ণ খাস। অর্থাৎ, নামের মালিকের সহিত এ নামের বিশেষ সম্পর্ক।

২ নং এ নামের শরীক বা অংশী নাই, এ নামের কোন অংশীদার হইতেও পারে না। লক্ষ্যনীয় যে, কোন ব্যক্তি এলেম শিক্ষা করিলে তাহাকে আলেম বলে এবং কোরআনুল কারীম হেফ্জ করিলে তাহাকে হাফেজ বলে; কিন্তু তাহার এলেম ও হেফ্জের কারণে তাহাকে আবদুল্লাহ খান বলা যাইবে না। কোরআনুল কারীমে আল্লাহ পাকের কতিপয় সিফাতী নাম যথা رؤف (রাউফ) رحيم (রাহীম) প্রভৃতি আল্লাহ পাকের গুনাবলী প্রকাশ করিতে যেমন ব্যবহার করিয়াছেন; তদ্রুপ, আল্লাহ পাকের প্রিয় ও খাস বান্দা হুজুর পোরনূর মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যও ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু, ইসমে জাত 'আল্লাহ' শব্দ কেবল আল্লাহর জন্যই খাস; অন্য কাহারও জন্য 'আল্লাহ্' শব্দের ব্যবহার চলে না। তাই কোরআনে কারীমে ব্যবহৃত হয় নাই।

ইসমে জাত কখনও ইসিম বা নামের সিফত বা বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয় না। বরং সিফতের মওসুফ অর্থাৎ গুণবাচক পদের গুণান্বিত (গুণবাচক বিশেষ্য) রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব, এই কথা বলা যায় যে, আবদুল্লাহ খান আলেম, ফাজেল, হাফেজ, ক্বারী ইত্যাদি। কিন্তু এই কথা বলিতে পারা যায় না যে, হাফেজ সাহেব আবদুল্লাহ খান। তদ্রুপ, কোরআনে পাকের সব জায়গায় الله (আল্লাহ) শব্দের মওসুফ রূপে আসিয়াছে, কিন্তু কোনও ইসিম (বিশেষ্য পদের) সিফত বা গুণ প্রকাশে আসে নাই।

৩ নং সিফাতী নামসমূহ কমবেশী হইতে পারে, কিন্তু জাতি নামের মধ্যে কম বেশী হওয়ার অবকাশ নাই।

যেমন- এই কথা বলা যাইতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি অমুকের চেয়ে বড় আলেম। কিন্তু এই কথা বলা যায় না যে, অমুক ব্যক্তি অমুকের চেয়ে বড় বেশী আবদুল্লাহ্। তদ্রুপ, আল্লাহ পাকের দ্বিতীয় নামসমূহের মধ্যে তাফসিল ইত্যাদির সিগা হইতে পারে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

যেমন- আল্লাহ পাক আলেম ও আল্লাম এবং কাদের ও কাদিরও বটে। কিন্তু আল্লাহ শব্দের তাফসিলও হইবে না মুবালেগাও হইবে না এবং সিফাতে মুশাববাহ্' ইত্যাদিও হইবে না। এই পার্থক্যের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা উচিত। তবে এ বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে যে, 'আল্লাহ' শব্দ অন্য এক শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে কিনা, মুশ্‌তাক না জামেদ। কতক আলেম বলিয়াছেন, ইহা মুশ্‌তাক, এবং কতক আলেম বলিয়াছেন জামেদ। যাহারা মুশতাক বলেন তাদের সিদ্ধান্ত একীনি বা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত হয় নাই যে, সুনির্দিষ্টভাবে 'আল্লাহ' শব্দ কোন শব্দ হইতে মুশতাক উৎপন্ন হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন- الله (আল্লাহ) শব্দ ولـه (ইলাহুন) যাহার অর্থ ছুকুন, চাইন এবং কারাব। কেননা, আল্লাহ পাকের জিকিরের দ্বারা সকলেরই অন্তরের শান্তি ও আরাম লাভ হয়। এইহেতু, তাঁহার নাম আল্লাহ্ অথবা এইহেতু যে, প্রত্যেক সম্ভাব্য বস্তু ওয়াজিব বা আবশ্যকের উপর সমাপ্ত হইয়া থাকে এবং শান্তি লাভ করিয়া থাকে। তখন সমস্ত আলম বা সৃষ্টির সম্পর্কে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, কে উহা সৃষ্টি করিয়াছে? কিন্তু আল্লাহ পাকের সম্পর্কে এ ধরণের প্রশ্নই হইতে পারে না যে, তাঁহাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন? কতিপয় উলামা বলিয়াছেন যে, الله (আল্লাহ্) শব্দ ولـه (ওয়ালাহুন) হইতে বাহির হইয়াছে। যাহার অর্থ হয়রানী পেরেশানী। এইহেতু, তামাম মাখলুকাত আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের মধ্যে হয়রান ও পেরেশান রহিয়াছে। হতাশাগ্রস্ত, ভাগ্যাহত পাপীরা অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রহিয়াছে এবং আল্লাহ পাকের নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ নূরের তাজাল্লি (জ্যোতিঃ) ব্যতীত আর কিছুই পাইতে পারে না এবং তাঁহার হাকিকত (মূলতত্ত্ব) পর্যন্ত পৌঁছিতে বা উপলব্ধি করিতে পারে না। যেমন- আফতাব বা সূর্য্য।

কতক জ্ঞানীগণ বলিয়াছেন- الله শব্দ لاه (লাহু) হইতে গঠিত হইয়াছে। যাহার অর্থ- হিজাব পরদা। যেহেতু, আল্লাহ পাকের জাত বা সত্ত্বা দর্শন, ধারণা, কল্পনা তথা জ্ঞান-বুদ্ধি সবকিছু হইতে দূরে। এইহেতু সেই মহীয়ান গরীয়ান সত্ত্বাকে আল্লাহ্ বলা হয়। শায়েখ সা'দী রাহ্‌মাতুল্লাহ্ আলাইহি বলেন-

انے بر تراز قیاس و خیال و گمان و وهم –

وزهر چه گفته اند وشنیدم وخوانده ایم

গুরুত্বপূর্ণ অথচ মজার কথা এই যে, আল্লাহপাক অত্যন্ত জাহের বা প্রকাশ হওয়ার কারণেই তিনি বাতেন বা গোপন রহিয়াছেন এবং অত্যধিক নূর বা জ্যোতি বিকাশের ফলেই তিনি দৃষ্টিগোচর হন না।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

কেহ কেহ বলেন যে, الله (আল্লাহ) শব্দ اله (আল্হুন) হইতে গঠিত হইয়াছে; যার অর্থ হইতেছে আযিযি বা কাতর নিবেদন করা কিংবা কান্নাকাটি করা। যেহেতু, সমস্ত বান্দাহ্ আল্লাহ পাকের দরবারে আযিযি ইনকেছারী বা কাতর মিনতি ও কান্নাকাটি করিয়া থাকে; তাই তাঁহাকে আল্লাহ্ বলা হয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন الله (আল্লাহ) শব্দ اله (ইলাহুন) হতে গঠিত হইয়াছে। যাহার অর্থ- শংকিত, চিন্তাযুক্ত কিবা হতবুদ্ধি হইয়া আসা। যেহেতু, সমস্ত মখলুকাত বিপদাপদে পতিত হইয়া শংকিত, চিন্তাযুক্ত এবং হতবুদ্ধি হইয়া অবশেষে আল্লাহ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই জন্যে সে মহতোমহান সত্তার নাম আল্লাহ্। তাফসীরে কবীর প্রণেতা ইমাম রাজী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি এ অর্থ প্রসঙ্গে বলেন- প্রত্যেক কর্জ বা ঋণ গ্রহীতা ঋণদাতাকে দেখিয়া পলায়ন করিয়া থাকে। কিন্তু আল্লাহ পাক এমন পরম দয়ালু যে, তাঁহার দরবারে ঋণগ্রস্ত বান্দা সর্বক্ষণ তাঁহার দরবারের দিকে ধাবিত হইতে থাকে। বরং তিনি নিজেই আহবান করতঃ বলিতেছেন-

ففروا الى الله অর্থাৎ 'আল্লাহর দরবারের দিকে পলায়ন করতঃ ছুটিয়া আস।'

বাদশাহ্ কিংবা ধনাঢ্য বা সম্পদশালী ব্যক্তিগণ ফকির মিসকিন বা ভিক্ষুক দেখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া থাকেন যেন তাদের অনু-প্রবেশ না ঘটে। কিন্তু রাব্বুল আলামিন এইহেন মহীয়ান-গরীয়ান গণী যে, তাঁহার শাহী দরজা সর্বক্ষণ সকলের জন্যই অবারিত (খোলা) রাখিয়াছেন। দুনিয়ার সম্পদশালী ব্যক্তিরা ফকীরদিগকে তাড়াইয়া দেয়, আর আমার আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু তাঁহার শাহী দরবারের দিকে ডাকিয়া নেন। এইহেতু, আদেশ জারী করেন -

ادعونى استجب لكم

অর্থাৎ "হে বান্দাগণ! আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করিব।

হেকায়াত বা একটি কাহিনীঃ এক সময় দুই ভাই ছিল যাদের একজন মুত্তাক্বী বা পরহেজগার এবং আর এক জন ফাসেক ও বদকার। যখন ফাসেক লোক চির মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হইল তখন পরহেজগার ভাইটি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দেখ তোমাকে খুবই সদুপদেশ দিয়াছি, কিন্তু তুমি কু-কর্ম ত্যাগ কর নাই, বরং পাপ কাজে লিপ্ত রহিয়াছ; এখন বল, তোমার উপায় কী হইবে। দ্বিতীয় ভ্রাতা উত্তরে বলিল- "যদি কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক আমার ফয়সালার ভার আমার মাতার হাতে দিয়া দেন, তখন আমার মা আমাকে কোথায় পাঠাইবেন?

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

দোজখে না বেহেশতে? পরহেজগার ভ্রাতা উত্তর দিল- মা তো নিশ্চয় তাহার সন্তানকে বেহেশতে পাঠাইবেন।' এইবার গোনাহগার ভাইটি বলিল- "তবে শোন, আমার মায়ের যিনি রব বা পালনকর্তা প্রভু আল্লাহ পাক আমার মায়ের চেয়ে অনেক বেশী দয়ালু ও মেহেরবান।' এই বলিয়া সে মৃত্যুবরণ করিল। অতঃপর বড় ভাই স্বপ্নযোগে তাকে খুবই ভাল অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাহার ক্ষমা প্রাপ্তির কারণ জানিতে চাহিল। তখন ছোটভাই উত্তরে বলিল- মৃত্যুর সময় ঐ কথার কারণে আমার জীবনের সমস্ত গোনাহ খাতা আল্লাহ পাক ক্ষমা করিয়াছেন।

هم گنه گاروں پہ تری مہر انی چاھئے –
سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاھئے

এই কারণে ঐ মহীয়ান সত্ত্বার নাম আল্লাহ। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, اللہ (আল্লাহ্) শব্দ অপর কোন শব্দ হইতে উৎপন্ন বা গঠিত কিংবা বাহির হয় নাই। আল্লাহ পাকের জাত (সত্ত্বা) যেমন কাহারও দ্বারা সৃষ্ট নহে তদ্রূপ, আল্লাহ পাকের জাতি নাম কোন শব্দ হইতে বাহির হয় নাই। সোবহানাল্লাহ্! যখন আল্লাহ পাকের নামে পাকের মধ্যেই রহিয়াছে এতদূর হয়রানী ও বিমুঢ়তা তখন একথা কে দাবী করিতে পারে যে, 'আমি আল্লাহ তায়ালার হাকীকত অবগত হইয়াছি। কস্মিনকালেও ইহা সম্ভবপর নহে।

اللہ (আল্লাহ) শব্দের বৈশিষ্ট্যাবলী

তাফসীরে কবীর শরীফে 'বিসমিল্লাহ' শরীফের তাফসীরে আছে- اللہ (আল্লাহ) শব্দের মধ্যে কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা- (১) اللہ (আল্লাহ) রাব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহুর জাত বা সত্ত্বার প্রমাণ করিতে অক্ষরসমূহের মুখাপেক্ষী নহে। প্রথম অক্ষর ا (আলিফ) কে সরাইয়া দিলে শব্দটি থাকে لله (লিল্লাহ)। ইহাও আল্লাহ পাকের সত্ত্বার প্রমাণ বহন করে। যথা আল্লাহ পাকের ইরশাদ- لله جنود السموات والارض

অর্থঃ আসমান ও জমিনের সমস্ত ফৌজ আল্লাহ তায়ালার। এখানে لله (লিল্লাহ) শব্দের প্রথম ل (লাম) সরাইয়া দেওয়া হইলে বাকী থাকিবে له (লাহু)-র আকারে। ইহাও ঐ জাতে পাকের দলীল স্বরূপ উজ্জ্বলভাবেই প্রমাণিত হয়। আল্লাহ পাকের বাণী ঃ له الملك وله الحمد

অর্থাৎ, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহারই একমাত্র বাদশাহী এবং তাঁহারই যাবতীয় প্রশংসা। অতঃপর যদি দ্বিতীয় ل (লাম) কেও সরাইয়া দেওয়া যায় তবে অবশিষ্ট থাকে শুধু ہ (হু)। ইহাও আল্লাহ পাকের জাতের প্রমাণ বহন করে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

যেমন আল্লাহ পাকের এলান لا اله الا هو অর্থাৎ, তিনি (আল্লাহ) ব্যতীত নাই কোন উপাস্য। যেরূপভাবে আল্লাহ পাকের নামে পাক হরফ বা অক্ষরের মুখাপেক্ষী নহে, তদ্রুপ, তদীয় জাতে পাকও কাহারও মুখাপেক্ষী নহে।

(২) আল্লাহ পাকের অপরাপর নামসমূহ বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর প্রমাণ বহণ করে, কিন্তু 'লফজে আল্লাহ্' এই ইসমে জাত সমস্ত গুণাবলীরই প্রমাণ করে। যে কেহ আল্লাহ বলিয়া ডাকিবে সে যেন সমস্ত গুণাবলীর স্মরণ করতঃ আল্লাহকে ডাকিল। কেননা, আল্লাহ পাক তিনিই- যাঁহার সত্ত্বার মধ্যে সমস্ত গুণাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে।

(৩) তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, কালেমায়ে ত্বাইয়্যেবার মধ্যে الله শব্দ রহিয়াছে, যাহা পাঠ করতঃ কাফের মুমিনে পরিণত হইয়া যায়। যদি কেহ لا اله الا الرحمن 'লা-ইলাহা ইল্লার রাহমান' বলিয়া পাঠ করে, কিংবা অন্যান্য সিফাতী নামসমূহ উল্লেখপূর্বক কালেমা পাঠ করিয়া লয়, তথাপি মুমীন হইবে না। কিন্তু, لا اله الا الله (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) একবার পাঠ করিবা মাত্রই মুমিন বনিয়া যাইবে- ঈমানী ধনে সমৃদ্ধ ও সৌভাগ্যবান হইয়া যাইবে। কিন্তু محمد (মুহাম্মাদ) শব্দের মধ্যে কাছাকাছি প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু এই স্থানে ইহা বর্ণনার সুযোগ নাই। এই স্থানে কেবল একটি মাত্র রহস্য বর্ণনা করিতেছি। তাহা এই যে, 'আল্লাহ' শব্দ উচ্চারণ করিবার সময় দুই ঠোঁট একত্র মিলিত হয় না। কিন্তু 'মুহাম্মাদ' শব্দ উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে দুইটি ঠোঁট একত্র মিলিত হইয়া যায়। নীচের ঠোঁট উপরের ঠোঁটের সঙ্গে দুইবার মিলিয়া যায়। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, হুজুরে আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারক নীচের লোকদিগকে উপর ওয়ালার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী। আর হুজুরে সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাতে পাক (পবিত্র সত্ত্বা) মখলুককে খালেকের সঙ্গে (সৃষ্টিকে স্রষ্টার সঙ্গে) মিলিত করিতে বা সংযোগ স্থাপন করিতে আগমন করিয়াছেন।

অতএব, প্রতীয়মান হইল যে, হুজুরে পাকের নাম মুবারক তাঁহার কর্মের পরিচয় দান করিতেছে। সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া বারিক ওয়াসাল্লিম। হুজুর সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাতে আক্বদাসের বৈশিষ্ট্যসমূহ ইন্‌শা আল্লাহ তায়ালা অন্য জায়গায় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রাখি।

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

الرحمن الرحيم (আর্ রাহমানির্ রাহীম)

رحمن (রাহমান) এবং رحيم (রাহীম) শব্দ দুইটি رحم (রাহ্মুন) শব্দ হইতে গঠিত। রাহ্মুনের অর্থ দীল নরম হওয়া এবং কাহারও উপর মেহেরবানী (অনুগ্রহ) করা। স্ত্রী লোকের বাচ্চাদানী বা গর্ভাশয়কে رحم (রেহেম) এই জন্যই বলা হয় যে, সে তাহার গর্ভাস্থিত সন্তানের প্রতি খুবই দয়াবান হইয়া থাকে। আর সন্তান ও তার জননী বা গর্ভধারিনীর প্রতি খুবই অনুরক্ত হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে, যে সমস্ত লোকদিগের পারস্পরিক রক্ত সম্পর্কে সম্পর্কীত হয় তাহারাও একে অপরের প্রতি মেহেরবানী বা অনুরাগ ও সৌহার্দ পোষণ করিয়া থাকে। ভাই, ভাতিজা ও ভাগিনা এ সমস্ত লোকজন একে অপরের প্রতি ভালবাসার সম্পর্ক তথা আচার-আচরণ বা রীতিনীতি বজায় রাখিয়া চলে। এই জন্য, তাহাদিগকে যি-রেহেম বলা হয়। যেহেতু, আল্লাহ পাক দ্বীল হইতে পবিত্র এই কারণে এই স্থানে উহার অর্থ হইবে, 'ফজল ও ইহছানকারী, অর্থাৎ অশেষ অনুগ্রহকারী।

রাহমান ও রাহীমের পার্থক্য

رحمن ও رحيم রাহমান ও রাহীমের অর্থের মধ্যে কতিপয় পার্থক্য রহিয়াছে।

প্রথমতঃ রাহ্মান-এর অর্থ সকলকেই সাধারণভাবে মেহেরবানী বা করুণা প্রদর্শনকারী। আর رحيم রাহিম-এর অর্থ খাস খাস (বিশেষ-বিশেষ)- লোকের উপর খাস বা বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করা। লক্ষ্যনীয় যে, পানি, বাতাস ও সূর্যের কিরণ এবং চন্দ্রের আলো কোন প্রকার পার্থক্য ব্যতীতই সমভাবে সকলেই প্রাপ্ত হইতেছে। এই স্থানে, 'রাহমানিয়াতের' বিকাশ হইতেছে। কিন্তু হুকুমত বা সাম্রাজ্য, দৌলত বা ধন-ঐশ্বর্য কিংবা বেলায়েত ও নবুওয়াত-রেসালাত প্রভৃতি খাস খাস অনুগ্রহ দান সকলেরই ভাগ্যে জুটে না। খাস-খাস ব্যক্তিগণের খাস-ভাবে প্রদান করা হইয়া থাকে। ইহাতে রাহীম-এর অর্থ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ এই যে, দোস্ত-দুষমন, কাফের মুশরেক সকলকেই আল্লাহ পাক আপন রহমত বা করুণা দ্বারা লালন পালন করিয়া আসিতেছেন। এই স্থানে আল্লাহ পাকের রহমানী গুণের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু, পরকালে খাসভাবে খাস খাস মুসলমানদিগের উপর রহমত বা করুনার ধারা প্রকাশ হইবে এবং দুষমন তথা কাফের মুশরেকদের প্রতি গজব নাযিল হইবে। কাজেই, ঐ স্থানে (পরকালে) রাহী সিফাত বা দয়া গুণের প্রকাশ হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ এই যে, বড় বড় নিয়ামত যথাক্রমে, বাদশাহী হুকমত, জমিন, জান্নাত প্রভৃতি তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করা যায় এবং আল্লাহ পাক তাহা মঞ্জুর করতঃ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রদান করিয়া থাকেন। ছোট ছোট নিয়ামতও তাঁহারই নিকট কামনা কর। এমন কি, জুতার ফিতা পর্যন্ত নষ্ট হইয়া গেলে সে মহামহিমের দরবারেই প্রার্থনা করিতে হয়। আল্লাহ পাকের দরবারে যেন এভাবে আবেদন করে- হে আল্লাহ! আমার জুতার ফিতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে তাহা দান কর। যখন তাহা মিলিয়া যায় তখন বড় বড় নিয়ামতের লেহাজ অনুযায়ী রাহমান এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়ামতের লেহাজ অনুযায়ী রাহীম। ইহাতে ঐ দিকে ইশারা হইতেছে যে, বড় বাদশাহ্‌র নিকট ক্ষুদ্র জিনিস প্রার্থনা করিলে বাদশাহ্ রাগান্বিত হয় এবং ইহাতে অবমাননা বোধ কর। আবার সাধারণ মালদারের নিকট বড় ধরনের কিছু চাহিলে উহা দান করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। সুতরাং প্রতীয়মান হইল যে, একমাত্র মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ পাকেরই সেই শান যে, ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ যাহাই প্রার্থণা করা যায় সমস্ত নিয়ামতই দান করিয়া থাকেন; আল্লাহ্ পাক তাহাতে অসন্তুষ্ট হন না।

চতুর্থতঃ আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু কতিপয় নিয়ামত ওয়াসিলা বা মাধ্যম ব্যতীত এবং কতিপয় নিয়ামত মাধ্যমের দ্বারা দান করিয়া থাকেন। দেখুন, আমাদের দেহের মধ্যে জান বা প্রাণের সঞ্চার হয় পিতা-মাতার মাধ্যম ব্যতীত। কিন্তু, দেহ এবং দেহের যাবতীয় চাহিদা পিতামাতা ও লোকদিগের মাধ্যম লাভ হয় বা প্রয়োজনানুসারে পূরণ হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে, পানি, বাতাস, রৌদ্র এবং চাঁদের আলো ইত্যাদি কাহারও সাহায্য ব্যতীতই লাভ হইয়া থাকে। ইহা আল্লাহ পাকের অযাচিত দান। পক্ষান্তরে, খাদ্য পোষাক-পরিচ্ছদ এবং ঐষধ পত্র ইত্যাদি আল্লাহর বান্দাগণের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এই সমস্তও মাধ্যম সহকারে প্রাপ্ত আল্লাহর দান। এইহেন, বিনা মাধ্যমে নিয়ামত প্রদানের লেহাজ অনুযায়ী আল্লাহ পাক রাহমান আর মাধ্যম সহকারে নিয়ামত প্রদানের লেহাজ অনুযায়ী আল্লাহ রাহীম।

পঞ্চমতঃ আল্লাহ পাক কতক নিয়ামত এমনও দান করিয়াছেন যাহা সার্বক্ষণিক। যথা জান, ঈমান, ইবাদত, নেককাজ এবং পরকালীন নিয়ামতরাজি। আবার, কতিপয় নিয়ামত অস্থায়ীভাবে আমাদিগকে অল্পদিনের জন্য দান করিয়াছেন যাহা পরবর্তীতে বা মেয়াদ শেষ হওয়া মাত্রই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। যেমন- দুনিয়ার জিন্দেগী যাপনে যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। এক্ষণে প্রথম প্রকার নিয়ামতের সুবাদে রাহমান এবং দ্বিতীয় প্রকার নিয়ামতের সুবাদে রাহীম বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়।

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

নুকতা-রহস্য

আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু بسم الله বিস্‌মিল্লাহ্‌র মধ্যে নিজের জাতি নামের সহিত দুইটি সিফাতী নাম দ্বারা দুইটি বিশেষ সিফাত বা রহমতের গুণ বর্ণনা করিয়াছেন।

এইহেতু যে, আল্লাহ পাকের জাতি নামের মধ্যে ভয়ভীতি রহিয়াছে; এবং رحمٰن (রাহমান) ও رحيم (রাহীম) নামের মধ্যে রহমত বা করুণা ও অনুগ্রহ রহিয়াছে। আল্লাহ পাকের জাতি নাম শুনিয়া নেককার বা পূণ্যবানগণও কোন প্রকার আবেদন নিবেদন করিতে সাহস পাইত না; কিন্তু রাহমান ও রাহীম নাম শ্রবণপূর্বক গোনাহ্‌গার ব্যক্তিও আল্লাহ পাকের শাহী দরবারে প্রার্থনা করিতে সাহস পায়। আর হাক্বীকত ইহাও যে, আল্লাহ পাকের জালাল বা ক্রুদ্ধ অবস্থার মোকাবেলায় কে সাহস রাখিতে পারে? বরং আল্লাহ পাকের জালাল বা ক্রোধ প্রকাশ কালে সকলেই ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। তাফসীরে কবীর শরীফে ইহারই প্রেক্ষিতে একটি চমৎকার হেকায়াত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যথা- এক ভিক্ষুক জনৈক বিখ্যাত ধনী ব্যক্তির শাহী দরজায় কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। অন্দর মহল হইতে সামান্য কিছু ভিক্ষা স্বরূপ আসিল এবং ভিক্ষুক তাহা লইয়াই চলিয়া গেল। পরদিন ঐ ভিক্ষুক এক মজবুত শাবল লইয়া আসিয়া ঐ মালদারের বৃহৎ দরজা ভাঙ্গিতে লাগিল। বাড়ীর মালিক তাকে জিজ্ঞাসা করিল 'ওহে তুমি একি করিতেছ? ভিখারী উত্তরে বলিল- 'তোমার দরজাকে তোমার দানের উপযুক্ত বানাও নতুবা তোমার দানকে তোমার দরজার উপযুক্ত কর।' অর্থাৎ 'তোমার দরজাকে যখন এতদূর বিরাট করিয়া বানাইয়াছ তখন তোমার দরজার ভিক্ষা বা দানও সেই অনুসারে হওয়া উচিত। এক্ষণে আমি দীনহীন ফকীর গোনাহ্‌গার (রেজভী) আল্লাহ পাকের শাহী দরবারে প্রার্থনা করিতেছি- "হে মাওলা কারীম! এ ফকীরকে তাহার দীনহীন অবস্থা অনুযায়ী দান করিওনা; বরং তোমার শাহী দরবারের শান অনুযায়ী দান করিও। আমি গোনাহগার বটে, কিন্তু তোমার ক্ষমা অতিশয় সুমহান।

بے شك هم گنه گار هیں لیکن تری غفاری هماری گنه گاری سے بڑی هے

আলা হজরত ইমাম রেজা (রাঃ) বলেন-

گنه رضا کا حساب کیا وه اگر چه لاکھوں سے هیں سوا
مگر ائے کریم ترے عفو کا حساب هے نه شمار هے

অর্থাৎ, আমরা গোনাহগার খাতাদার, কিন্তু হে দয়াময় প্রভূ! তোমার ক্ষমা ও মার্জনা আমাদের গোনাহ্‌খাতা হইতে অতিশয় প্রশস্ত।

আল্লাহ পাকের নাম হইতেছে তাওফিকী অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্বাচিত শরীয়ত সমর্থিত নাম। তাই, সেই নাম দ্বারাই আল্লাহ পাককে স্মরণ করা উচিত। বান্দার নিজের পক্ষ হইতে হক সোব্‌হানাহু ওয়া তায়ালার নাম দেওয়া যাইবে না। সুতরাং আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনকে রাম কিংবা পরমেশ্বর অথবা গড প্রভৃতি মানুষের মনগড়া নামে বা বিশেষণে ডাকা যাইবে না। কেননা, ঐ সমস্ত নাম শরীয়ত সমর্থিত নহে। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ পাকের গুনাবলী অনুসারে নিজ নিজ মাতৃভাষায় গুণবাচক নাম হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহাকে পরওয়ার-দিগার, কিংবা খোদা অথবা আল্লাহ পাক বলিবে। এই সমস্ত শব্দসমূহ আল্লাহ পাকের নাম নহে, বরং তাঁহার গুণাবলীর তরজমা (অনুবাদ) হইতেছে। খোদা শব্দ 'মালিক' শব্দের তরজমা এবং পরওয়ারদিগার 'রব' শব্দের তরজমা।

بسم الله বিস্‌মিল্লাহ্‌র ফজিলত ও উপকারিতা

بسم الله الرحمن الرحيم বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম এর ফজিলত ও উপকারিতা অপরিসীম। এখানে যৎকিঞ্চিত বর্ণনা করা হইতেছে।

(১) বিস্‌মিল্লাহ শরীফ কোরআনুল কারীমের কুঞ্জি বা চাবি। বরং দুনিয়াবী ও দ্বীনি (পার্থিব ও অপার্থিব) যাবতীয় হালাল কর্মের চাবি স্বরূপ বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। যে কর্ম বিস্‌মিল্লাহ্‌ ব্যতীত করা হইবে উহা অসম্পূর্ণ থাকিবে।

(২) তাফসীরে রুহুল বয়ান শরীফে বিস্‌মিল্লাহ্‌র প্রসঙ্গে এক হাদিস নকল (অনুলিপি) করিয়াছেন যে, যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে'রাজে গমন করিয়াছিলেন এবং বেহেশতসমূহ ভ্রমণ করিলেন তখন ৪ (চার) টি নহর বা ঝর্ণা-ধারা দর্শন করিয়াছেন; যথাক্রমে ১টি পানির, দ্বিতীয়টি দুধের, তৃতীয়টি শরাবের এবং চতুর্থটি মধুর নহর। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত জিবরাঈল আমীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ নহরসমূহ কোথা হইতে আসিয়াছে। জিবরাঈল আমীন উত্তরে বলিলেন যে, উহার খবর তিনি অবগত নহেন। দ্বিতীয় ফেরেশতা বলিলেন, 'এই চারটি নহর আমি দেখিয়াছি, তখন সেই ফেরেশতা এক জায়গায় নিয়ে গেলেন যেখানে একটি বৃক্ষ ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাহা যার নীচে একটি ইমারত নির্মিত ছিল, উহার দরজা তালাবন্ধ দেখিলেন; আর উহার নিম্নদেশ হইতে এই চারটি নহর (প্রশ্রবন) উৎপন্ন হইয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। খুলিবার আদেশ করিলেন। ফেরেশতা বলিলেন- ইহার চাবি আমার কাছে নাই বরং আপনার নিকট রহিয়াছে অর্থাৎ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

بسم الله الرحمن الرحيم (বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম) তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ করতঃ হাত মুবারক তালায় স্পর্শ করিতেই তালা খুলিয়া গেল। দরজা খুলিয়া যাইতেই ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ঐ ইমারতে চারটি স্তম্ভ রহিয়াছে এবং প্রত্যেক স্তম্ভে بسم الله (বিস্‌মিল্লাহ্) লিখিত রহিয়াছে।

আর بسم الله (বিস্‌মিল্লাহ্) এর 'মিম্' হইতে পানি জারী হইয়াছে الله (আল্লাহ্)-এর 'হা' হইতে দুধ জারী হইয়াছে, رحمن (রাহমান)-এর 'মিম্' হইতে শরাব এবং رحيم (রাহীম)-এর 'মিম্' হইতে মধু জারী (নিসৃত) হইয়াছে। তৎপর, ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল- 'হে আমার প্রিয় মাহবুব! আলাইহিস সালাম আপনার উম্মত হইতে যে কেহ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়িবে সে এই চারিটি নহরের হকদার হইবে।

(৩) তাফসীরে কবীরে বিস্‌মিল্লাহ্'র তাফসীরে লিখিত আছে যে, ফেরাউন খোদায়ী দাবী করিবার পূর্বে একটি বাড়ী নির্মাণ করিয়াছিল এবং বাড়ীর বাহিরের দরজায় بسم الله (বিস্‌মিল্লাহ্) লিখিত ছিল। যখন সে খোদায়ী দাবী করিল এবং হজরত মুসা আলাইহিস সালাম তাহাকে ইসলামের তাবলিগ করিলেন তখন ফেরাউন তাহা গ্রহণ করিলনা। তারপর হজরত মুসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনের জন্য বদদোয়া করিলেন। অতঃপর ওহি আসিল 'হে মুসা আলাইহিস সালাম! ফেরাউন ইহারই উপযুক্ত যে, তার উপর গজব নাযিল করা যায়; কিন্তু তার বাড়ীর দরজায় 'বিস্‌মিল্লাহ্' লিখা রহিয়াছে, যাহার বদৌলতে সে আজাব হইতে বাঁচিয়া রহিয়াছে। এই কারণে ফেরাউনের ঘরে আজাব-গজব নাযিল হয় নাই। বরং তাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া নীল দরিয়ায় ডুবাইয়া মারিয়াছেন। সোবহানাল্লাহ! আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এক মস্ত বড় কাফের ও মুশরেক ফেরাউন মরদুদ بسم الله (বিস্‌মিল্লাহ্)-র বদৌলতে আজাব-গজব হইতে বাঁচিয়া গেল। এখানে কোন মুসলমান যদি নিজের দ্বীল যবানে 'বিস্‌মিল্লাহ্' শরীফ লিখিয়া লয় তবে কেন আল্লাহ্ পাকের আজাব-গজব হইতে রক্ষা পাইবে না? প্রিয় পাঠকবৃন্দ! মনে রাখিবেন, এই বিস্‌মিল্লাহ্ শরীফের সহিত যেন কোন প্রকার বেয়াদবী প্রকাশ না হয়।

তাফসীরে আযিযির-র মধ্যে বিস্‌মিল্লাহ্-র উপকারিতা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, জনৈক আল্লাহ-র ওলি পরলোক গমনের সময় অছিয়ত করিয়াছিলেন, 'আমার কাফনের উপর বিস্‌মিল্লাহ্ লিখিয়া দিও।' লোকজন উহার কারণ জানিতে চাহিলে তিনি উত্তরে বলিলেন যে, কিয়ামতের দিন ইহা আমার লিখিত দলিল বা সনদপত্র

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

হইবে যার মাধ্যমে আমি আল্লাহ পাকের রহমতের দরখাস্ত পেশ করিব। তাফসীরে কবিরে আছে- 'বিস্‌মিল্লাহ্‌-র মধ্যে ১৯ (উনিশ) টি হরফ রহিয়াছে এবং দোযখের আযাবের ফেরেশতাও ১৯ জন। অতএব, আশা করা যায় যে, বিস্‌মিল্লাহ্‌ শরীফের এক একটি হরফের বরকতে (কল্যাণে) এক একজন ফেরেশতার আজাব হইতে দূরে থাকিবে।

দ্বিতীয় সৌন্দর্য এই যে, দিবা ও রাত্রিতে মোট ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা, তম্মধ্যে ৫ (পাঁচ) ঘন্টা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে চলিয়া যায় এবং বাকী থাকে ১৯ (উনিশ) ঘন্টা। আর ১৯ ঘন্টার জন্যে বিস্‌মিল্লাহ্‌ শরীফের ১৯টি অক্ষর দান করা হইয়াছে। কাজেই, যে ব্যক্তি বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম কণ্ঠস্থ করিবে انشاء الله (ইনশা আল্লাহ) তাহার জন্য প্রত্যেক ঘন্টাই ইবাদতের শামিল হইবে।

بسم الله الرحمن الرحيم বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

بسم الله এর উপকারিতা

বিস্‌মিল্লাহ্‌ শরীফের অগণিত উপকারিতা রহিয়াছে। তম্মধ্য হইতে কিছু কিঞ্চিৎ এই স্থানে আলোচনা করিতেছি। তাফসীরে কবীর এবং তাফসীরে আযিযি হইতে নকল করতঃ লিপিবদ্ধ করিতেছি ঃ

(১) যে কেহ নিজের বিবির সহিত মিলনের সময় বিসমিল্লাহ্‌ পড়িবে তখন ইহাতে শয়তান শামিল হইতে পারে না। যদি এই সহবাসে হামেল হইয়া যায় তবে এই হামেলের সন্তান জীবনে যে পরিমাণ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিবে সে পরিমাণ নেকী সন্তানের পিতার আমল নামায় লিপিবদ্ধ করা হইবে। যে ব্যক্তি কোনও প্রাণীর উপর সওয়ার হওয়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ্‌ এবং আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করিবে, তখন ঐ প্রাণীর প্রতি কদমে (পদক্ষেপে) ঐ সরওয়ারীর আমল-নামায় একটি করিয়া নেকী বা সওয়াব লিখিত হইবে।

যে ব্যক্তি নৌকায় আরোহণ করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্‌ ও আলহামদুলিল্লাহ্‌ পড়িবে যতক্ষণ নৌকায় অবস্থান করিবে তার জন্যে নেকী লিখা হইবে।

যে রোগী 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' বলিয়া ঔষধ সেবন করিবে, ইনশা আল্লাহ সে ঔষধে উপকার লাভ করিবে।

হেকায়াত বা কাহিনী

একবার হযরত মুসা আলাইহিস সালামের পেটে ভয়ানক বেদনা শুরু হইয়াছিল। তখন তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করিলেন আরোগ্য লাভের জন্য। আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে আদেশ হইল, 'হে মুসা! আলাইহিস সালাম!

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তুমি জঙ্গলের অমুক বৃক্ষের শিকড় সেবন কর। তৎপর হজরত মুসা আলাইহিস সালাম তাহা সেবন করিলেন এবং তৎক্ষনাৎ আরোগ্য লাভ করিলেন। কিছুদিন পর তিনি পুনরায় এই রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে ঐ বৃক্ষের মূল সেবন করিলেন। কিন্তু, ফল হইল অন্য রকম বা বিপরীত; অর্থাৎ রোগ মাত্রাতিরিক্ত বাড়িয়া গেল। আল্লাহপাকের দরবারে আরজ করিলেন- ইয়া ইলাহী! একই বস্তুর তাসির দুই রকম- ইহার কারণ বা রহস্য কি? আল্লাহপাকের পক্ষ হইতে আদেশ হইল, হে মুসা! পূর্বে তুমি ঐ বৃক্ষের নিকটে আমার পক্ষ হইতে গিয়াছিলে, আর এখন তুমি নিজের পক্ষ হইতে গিয়েছ। হে মুসা! শেফা তো আমার নামের মধ্যে রহিয়াছে। আমার নাম ব্যতীত দুনিয়ার সবকিছুই বিষাক্ত বটে। আর আমার নামের মধ্যেই রহিয়াছে শান্তি এবং মুক্তি।"

হেকায়াতঃ একদা হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম এক কবরের পার্শ্বে দিয়া গমন করিতেছিলেন। তখন তিনি ঐ কবরস্থ ব্যক্তির উপর ভীষন আজাব হইতেছে দেখিতে পাইলেন। ইহা দেখিয়া হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম কিছুদূর সম্মুখে অগ্রসর হইলেন এবং ইস্তিন্জা হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ঐ কবর নূরে নূরময় হইয়াছে এবং আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হইতেছে। ইহা দর্শনপূর্বক হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম বড়ই তাজ্জব হইয়া গেলেন এবং আল্লাহপাকের দরবারে আরজ করিলেন- 'ইয়া ইলাহাল্ আলামিন! এই ঘটনার রহস্য কি আমাকে জানাইয়া দিন।' তখন আল্লাহ পাকের তরফ হইতে ইরশাদ হইল, 'হে রুহুল্লাহ! এই ব্যক্তি ভয়ানক পাপী ও বদকার ছিল; এই কারণে তার কবরে আজাব হইতেছিল। কিন্তু তার বিবি হামেলা (গর্ভবতী) ছিল, এবং তাহার একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অদ্য এই ব্যক্তির ছেলেকে মক্তবে উস্তাদ بسم الله (বিস্মিল্লাহ্) পড়াইয়াছেন। তখন ঐ ব্যক্তিকে আজাব দিতে আমার লজ্জা বোধ হইয়াছে যে, তার সন্তান জমীনে আমার নাম পাঠ করিতেছে। ইহাতে প্রতীয়মান হইল যে, সন্তানের নেক কাজের দ্বারা পিতামাতার নাজাত লাভের ব্যবস্থা হইয়া যায়।

তাফসীরে আযিযিতে আছে, কোন লোক যদি শক্ত বিপদে পড়িয়া যায় তবে সে بسم الله الرحمن الرحيم (বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম) ১২ (বার) হাজার বার পড়িবে, এই নিয়মে যে, ১ (এক) হাজার বার বিস্মিল্লাহ্ পাঠ করিয়া ২ রাকাত নফল নামাজ পাঠ করিবে। ইহার পর দোয়া করিবে। انشاء الله (ইন্শা আল্লাহ্) তাহার দোয়া কবুল হইবে।

যে ব্যক্তি কোন মুসিবতে পড়িবে তখন সে এই ইবারত একটি কাগজে লিখিবে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

بسم الله الرحمن الرحيم من العبد الزليل الى الرب الجليل رب
انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين

(বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম মিনাল্ আব্দিল আলিলে ইলা রাব্বিল জালীলে রাব্বী ইন্নি মাচ্ছানিয়াদ্ দুর্‌রু ওয়া আন্তা আরহামুর রাহিমীন।)
আর এই লিখিত কাগজ চলমান পানিতে ফেলিয়া দিবে এবং পানিতে ফেলিয়া এই দোয়া পড়িবে-

اللهم بمحمد واه الطيبين الطاهعرين واصحابه
الكرسلين اقض حاجتى يا اكرم الاكرمين

(আল্লাহুম্মা বিমুহাম্মাদিন ওয়া আ-লিহিত তাইয়্যেবিনাত্ তাহেরীনা ওয়া আছ-হাবিহিল মুরছালীনা ইক্বজি হাজাতী ইয়া আকরামাল আকরামিন।)
যে ব্যক্তি পায়খানায় গমনকালে بسم الله (বিস্‌মিল্লাহ্) পড়িবে তাহা হইলে জ্বিন-ভুত তাহার ছতরে আওরাত বা গুপ্তাঙ্গ দেখিতে পাইবে না।
হজরত নূহ্ আলাইহিস সালাম নৌকায় আরোহন করিবার সময় بسم الله (বিস্‌মিল্লাহ্) পড়িয়াছিলেন। তিনি এইরূপে পাঠ করিয়াছিলেন-

بسم الله مجرها ومرسها ان ربى لغفور الرحيم

(বিস্‌মিল্লাহে মাজ্‌রেহা ওয়া মুরছাহা ইন্না রাব্বী লাগাফুরুর্ রাহীম।)
এই কারণে হজরত নূহ আলাইহিস সালামের কিশ্‌তী সালামতির সহিত অর্থাৎ শান্তিপূর্ণভাবে কিনারে পৌঁছে। অতএব, যে ব্যক্তি নৌকা বা জাহাজে আরোহণের সময় এই দোয়া পড়িবে আল্লাহর ফজলে নৌকাডুবি বা এ জাতীয় দুর্ঘটনা হইতে নিরাপদ থাকিবে। যখন বিস্‌মিল্লাহ্'র অর্ধাংশ পাঠে অতদূর উপকারিতা রহিয়াছে, তখন পূর্ণ বিস্‌মিল্লাহ্ শরীফে যে কতদূর বরকত (কল্যাণ) ও উপকারিতা নিহিত রহিয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। হজরত সোলাইমান আলাইহিস্ সালাম যখন বিলকিস রাণীর নিকট পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তখন ইহাতে লিখিয়াছিলেন-

انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم

(ইন্নাহু মিন্ সুলাইমানা ওয়া ইন্নাহু বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম)
এই কারণেই বিলকিস রাণী হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং সম্পূর্ণ ইয়ামান দেশ তাহার অধীনস্থ হইয়াছিল।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

চিন্তার বিষয় যে, সুরায়ে তওবার পূর্বে 'বিস্‌মিল্লাহ্' লিপিবদ্ধ হয় নাই। আর হালাল প্রাণী জবেহ করিবার সময় বিস্‌মিল্লাহ শরীফ পাঠ করা হয় না। বরং এইটুকু পাঠ করা হয়-

بسم الله اكبر

বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার। ইহাতে এই হেকমত বা রহস্য নিহিত রহিয়াছে যে, সুরায়ে তওবার মধ্যে শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত জেহাদ ও কতলের আলোচনা হইয়াছে; এবং কাফেরদের প্রতি গজব নাযিল হওয়ার প্রসঙ্গ। তদ্রুপ, জানোয়ার জবেহ্ করার সময় উহার প্রাণকে হরণ করা হয় ইহাও জবর ও ক্বহর (দাপট ও শক্তি প্রয়োগের) কাজেই এই সময় গজবের সময় বিধায় রহমতের জিকির এখন অনুচিত।

অতএব, প্রতীয়মান হইল যে, যে ব্যক্তি নিয়মিত দৈনিক পূর্ণ বিস্‌মিল্লাহ্ শরীফ পাঠ করিবে, ইন্‌শা আল্লাহু তায়ালা সর্ব প্রকার বিপদাপদ হইতে এবং আজাব গজব হইতেও নিরাপদ থাকিবে। সোব্‌হানাল্লাহ্!

হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুর নিকট কোন এক ব্যক্তি বিষ নিয়া আসিল এবং বলিল, 'যদি আপনি এ বিষ পান করিয়া সহি-সালামতে থাকেন; তবে আমি ইসলাম সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব।

হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ তৎক্ষনাৎ বিস্‌মিল্লাহ্ বলিয়া উক্ত বিষ পান করিয়া ফেলিলেন। এবং খোদার ফজলে ঐ বিষ কোন প্রকার তাসির করিল না। বীর কেশরী হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ বিষ পান করতঃ সহি-সালামতেই রহিলেন। ইহাতে ঐ ব্যক্তি বিস্মিত হইল এবং মুসলমান হইয়া গেল। রোমের বাদশাহ হারকুল হজরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর নিকট পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, তাহার মাথায় ভয়ানক ব্যথা, আমীরুল মুমেনীন ফারুকে আজম যেন এ মাথা ব্যথার আরোগ্য লাভের ব্যবস্থা দান করেন। হজরত ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু বাদশাহর জন্য একখানি টুপি পাঠাইয়া দেন। বাদশাহ যখন ঐ টুপি মাথায় পরিধান করিতেন, তৎক্ষনাৎ মাথা ব্যথা চলিয়া যাইত। আবার যখন টুপি খুলিয়া রাখিতেন তখন আবার বেদনা শুরু হইয়া যাইত। বাদশাহ্ বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইয়া টুপির সেলাই খুলিয়া দেখিতে পাইলেন যে, উহাতে একটুকরা কাগজ রহিয়াছে এবং কাগজে লিখিত ছিল بسم الله الرحمن الرحيم (বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম)। মোট কথা, এই যে, বিস্‌মিল্লাহ শরীফের অসংখ্য অগণিত ফজিলত ও উপকারিতা নিহিত রহিয়াছে।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ৪৬

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রশ্নঃ কতক লোক বলিয়া থাকে যে, আমরা সহস্র বার বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়ি। কিন্তু কোনই ফায়দা বা উপকার হয় না। অথচ হজরত খালেদ বিন ওয়ালিদ বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়িয়া বিষ পান করতঃ হজম করিলেন। কিন্তু আমরা বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলিয়া যদি কোন শক্ত বা ভারী খাদ্য দ্রব্য আহার করি তবে তাহা হজম করার পরিবর্তে আমাদের পেটে অসুখের সৃষ্টি করে।

উত্তরঃ সমস্ত দোয়া ওজিফা বুলেট বা গুলি সদৃশ এবং আমাদের যবান বা মুখ হইল রাইফেল বা বন্দুক স্বরূপ। বুলেট বা গুলি অবশ্যই বাঘ কিংবা শিকারের উপর আঘাত হানে, যখন রাইফেল বা বন্দুক উত্তম হয়। ভাল রাইফেল দ্বারা বুলেট ব্যবহার করিলে অবশ্যই লক্ষ্য স্থির থাকে, শিকার হস্তগত হয় এবং উদ্দেশ্য পূরণ হয়।

তদ্রুপ দোয়া এবং ওজিফা সম্পর্কেও একথা বলা চলে। কিন্তু, আমাদের যবান সাহাবায়ে কেরাম রেদওয়ানুল্লাহি তায়ালা আলাইহিম আজামাঈনদিগের পাক যবানের অনুরূপ নহে। আমরা আমাদের যবানকে যথাযথ সদব্যবহার না করিয়া প্রতিনিয়তই অপব্যবহার করিয়া থাকি। আমরা দৈনিক বহু মিথ্যা বচন, মিথ্যা স্বাক্ষ্য, গীবত বা পরনিন্দা এবং অশ্লীল কটু বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকি, অবলীলা ক্রমে; এবং তাহাতে মোটেও সংকোচ বোধ করিনা। কাজেই, যবানকে দুরস্ত বা বিশুদ্ধ না করিয়া দোয়া ও ওজিফার তাছির (প্রভাব) সম্পর্কে দুর্ভাবনায় লিপ্ত হওয়া বোকামী ছাড়া কিছুই নহে। প্রিয় পাঠকবৃন্দ! যদি কোরআনে কারীমের তাছির বা প্রভাব দেখিতে হয়, তবে সর্বাগ্রে যবানকে পবিত্র করিতে হইবে।

بسم الله الرحمن الرحيم (বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীমের) মাসআলা সমূহ

بسم الله (বিস্‌মিল্লাহ্‌) কোরআনে কারিমের পূর্ণ আয়াত বটে; কিন্তু, কোন সুরাহ্‌-র অংশ নহে। বরং সুরাহ্‌সমূহের মধ্যে পার্থক্য ও ব্যবধান প্রদর্শন করিতে ইহা অবতীর্ণ হইয়াছে। এইহেতু, নামাজে 'বিস্‌মিল্লাহ' আস্তে বা নিরবে পাঠ করিতে হয়। তবে, যে ব্যক্তি হাফেজ, তারাবিহ্‌-র নামাজে পূর্ণ কোরআন খতম করে তিনি অবশ্যই কোন না কোন সুরাহ-র সহিত বিস্‌মিল্লাহ্‌ উচ্চ আওয়াজে পড়িতে পারে।

মাসআলাঃ 'সুরায়ে তওবা ব্যতীত সকল সুরাহ্‌-ই বিস্‌মিল্লাহ্‌ দ্বারা শুরু করিতে হয়। কিন্তু, কেহ যদি সুরা তওবা-র দ্বারাই তেলাওয়াত শুরু করে তবে সে বিস্‌মিল্লাহ্‌ সহকারে পড়িতে পারে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

মাসআলাঃ প্রত্যেক জায়েজ বা হালাল কর্ম বিস্‌মিল্লাহ সহকারে আরম্ভ করা মোস্তাহাব। নাজায়েজ কর্মসমূহে বিস্‌মিল্লাহ পাঠ নিষেধ। যদি কোন ব্যক্তি 'বিস্‌মিল্লাহ' বলিয়া শরাব পান করে কিংবা চুরি করে এবং গীবত করে অথবা মিথ্যা কথা বলে তবে, কাফের হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

জগৎ বিখ্যাত ফতুয়ায়ে শামী কিতাবে উল্লিখিত আছে, 'হুক্কা পান করিবার সময় এবং দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু যথা পিয়াজ-রসুন ইত্যাদি খাওয়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ্‌ না পড়াই উত্তম।

মাসআলাঃ উলঙ্গ অবস্থায় পায়খানায় যাইয়া বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়া নিষেধ।

মাসআলাঃ নামাজী নামাজে যখন কোন সুরাহ পাঠ করে তখন আস্তে বা নিঃশব্দে বিস্‌মিল্লাহ্‌ পাঠ করা মুস্তাহাব।

মাসআলাঃ যেসব জায়েজ কাজ কর্ম বিস্‌মিল্লাহ্‌ ব্যতীত আরম্ভ করিবে উহাতে বরকত লাভ হইবে না।

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে নামাইবে তখন যাহারা নামাইবে তাহারা বলিবে بسم الله وعلى ملة رسول الله (বিস্‌মিল্লাহে ওয়া আলা মিল্লাতে রাসুল্লিাহ)

মাসআলাঃ জুমুয়া, ঈদাইন (দুই ঈদ), বিবাহ, ওয়াজ প্রভৃতির খুতবাহ্‌ পাঠ الحمد لله (আলহামদু লিল্লাহ্‌) দ্বারা আরম্ভ করিতে হয় অর্থাৎ, বিস্‌মিল্লাহ্‌ আস্তে পড়াই উত্তম।

মাসআলাঃ আবার যখন কোরআনের আয়াত আসে তখন উচ্চ আওয়াজে বিস্‌মিল্লাহ্‌ পাঠ করিতে হয়।

মাসাআলাঃ পশু জবেহ্‌ করিবার সময় বিস্‌মিল্লাহ্‌ পাঠ করা ওয়াজিব। যদি জানিয়া-বুঝিয়া ইচ্ছাপূর্বক বিস্‌মিল্লাহ পাঠ না করে তবে ঐ জবেহকৃত প্রাণী মুর্দা প্রাণির তূল্য; উহা খাওয়া হালাল নহে। কিন্তু ভুলক্রমে যদি বিস্‌মিল্লাহ্‌ পাঠ ছুটিয়া যায় তবে ঐ প্রাণী খাওয়া হালাল হইবে।

মাসআলাঃ শিকারী যদি কোন ধারাল অস্ত্রের দ্বারা শিকার করে তবে যেন ঐ অস্ত্র ছাড়িবার সময় বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করিয়া লয়। সুতরাং ঐ প্রাণীর নিকট পৌঁছিবার আগেই যদি মরিয়া যায় তবেও উহা হালাল হইবে। তদ্রূপ, পোষা বা পালিত জন্তু যদি কুপের মধ্যে পড়িয়া যায় অথবা উট ভাগিয়া যায় তবে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলিয়া তীর অথবা তলোয়ার দ্বারা আঘাত করিলে ঐ জন্তু হালাল হইবে।

মাসআলাঃ শিকারের উপর শিকারী কুকুর ছাড়িবার সময় যদি বিস্‌মিল্লাহ পড়িয়া ছাড়িয়া দেয় তখন ঐ কুকুরের ধরা প্রাণী মরিয়া গেলেও উহা হালাল হইবে। শিকারের পূর্ণ মাসাআলা ইনশা আল্লাহ্‌ শিকারের আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইবে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আক্বাহিয়্যাতের রহস্য
ও
কালিমায়ে তৌহিদের তাফছির

১ম প্রকাশ: জানুয়ারী ২০০৫ ইং

মাওলানা আকবর আলী রেজভী,
সুন্নী আল ক্বাদরী

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

মে'রাজ শরীফ ও আত্তাহিয়্যাতের রহস্য

মে'রাজ শরীফ আমাদের প্রিয়নবী হুজুর পোরনূর রহমতে আলম নূরে মুজাচ্ছম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অগণিত মু'জেজাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আজিমুশ্বান ও আশ্চর্যজনক মু'জেজা। এহেন মর্যাদা ও সম্মান একমাত্র আমাদের প্রিয়নবী সাইয়্যেদুল মুরসালীন, খাতামুন্নাবীঈন আলাইহিস্ সালাতু ওয়াসাল্লামের জন্যেই নির্ধারিত ছিল। অন্য কোন নবী রাসূলের ভাগ্যে তা ঘটে নাই। বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ এবং খাছায়িছুল কুবরা, মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ, মাদারেজুন্নবুয়ত এবং অন্যান্য হাদীসের কিতাবসমূহে মে'রাজ শরীফের বর্ণনা বিস্তারিত ও বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

নবুয়তের দ্বাদশ বর্ষে রজব মাসের ২৭ রজনীতে হুজুরে আকরাম-নূরে মুজাচ্ছাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এহেন আজীমুশ্বান অনুপম মর্যাদা ও সম্মান মেরাজ শরীফের মাধ্যমে হাসিল হয়। অপরিসীম রহমত ও বরকতপূর্ণ ঐ রজনীতে হুজুর সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে হানী বিনতে আবু তালেবের গৃহে আরাম করছিলেন। এমনি সময় হঠাৎ জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম ৭০ হাজার ফেরেশতাসহ বেহেশতী বাহন বোরাক নিয়ে হাজির হলেন। মাহবুবে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিদ্রায় আরাম করছেন। হজরত জিবরাঈলের সঙ্গে হযরত মিকাঈল ও ইসরাফীল আলাইহিমুস্ সালামও আগমন করেছেন। প্রত্যেকের সঙ্গে ৭০ হাজার করে ফেরেশতা ছিল। হযরত জিবরাঈল আমীন অতিশয় আদবের সাথে মাহবুবে খোদা আলাইহিস সালামের কদম মুবারকে চুম্বন করতঃ তাঁকে জাগ্রত করলেন এবং আল্লাহ পাকের দাওয়াত পৌঁছালেন। অতঃপর জিবরাঈল আমীন অত্যন্ত দ্রুতগামী এক বেহেশতী বাহন বোরাক হাজির করলেন। এ বোরাক বেহেশতে হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহব্বতে কাঁদতে ছিল। জিবরাঈল আমীন ৭০ হাজার বোরাক দেখেছেন, প্রত্যেকটি হুজুরে পাকের ইশক্ব ও মুহব্বতে বিভোর ছিল। প্রত্যেকেরই বাসনা ছিল যে, হুজুর পোরনূর আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম যেন তাকে ছওয়ারী (বাহন) হিসেবে গ্রহণ পূর্বক তার পৃষ্ঠে আরোহন করেন। হযরত জিবরাঈল আমীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো যে বোরাকটি উহা মাথা নীচু করতঃ ক্রন্দন করছিল। জিবরাঈল জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ক্রন্দন করছ কেন? অদ্য আল্লাহ পাকের মাহবুবের আগমনে আল্লাহ পাকের সৃষ্টিকুলের মধ্যে জাগরণ এসেছে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

জমীন ও আকাশের সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল। বোরাক উত্তরে বলল- অন্তরে এতটুকু আশা ও ভরসা নাই যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব আমার পৃষ্ঠেই আরোহন করবেন। বোরাকের ক্রন্দন ও বিনম্র আবেদন আল্লাহর পছন্দ হল এবং একে পছন্দ করে নেয়ার জন্যে জিবরাঈলের প্রতি হুকুম হল। যাহোক, বোরাকের পৃষ্ঠে হুজুর পোরনূর সাহেবে লাওলাক আলাইহিস্ সালাম যখন আরোহন করলেন, বোরাক তখন চঞ্চলতার সাথে লাফাতে ছিল। জিবরাঈল আমীন বোরাককে শান্ত হতে আদেশ দিলেন এবং বললেন, তুমি কি অবগত আছ, তোমার পৃষ্ঠে কে আরোহন করছেন? তিনি আল্লাহর হাবীব সাইয়্যেদুল মুরসালীন। এ কথা শ্রবণ করে বোরাক শান্ত হয়। তার সর্বাঙ্গ হতে ঘাম নির্গত হয়। বোরাক উত্তরে বলে- আজ আমার সৌভাগ্যের জন্যে আমি আনন্দে বিমোহিত হয়েছি।

অতঃপর, হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোরাকে আরোহন করলেন। জিবরাঈল রেকাব বা লাগাম ধরলেন, মিকাঈলও লাগাম ধরলেন। ইসরাফীল জমীনকে শান্তনা দিলেন। হাজার হাজার ফেরেশতার সালাত ও সালামের ধ্বনীতে জমীন ও আসমান আনন্দে মুখরিত। মে'রাজের রজনীতে যিনি আহবান করছেন তিনি স্বয়ং নূর, যিনি আজীমুশ্বান মেহমান, বোরাকে আরোহনকারী তিনিও নূর, বাহন-বোরাক নূর, ডাইনে ও বামে রেকাব ধারণকারী ফেরেশতা জিবরাঈল ও মিকাইল নূর এবং পিছু পিছু ইসরাফীলসহ হাজার হাজার ফেরেশতা নূর। মোট কথা, দুলহাও নূর, বরযাত্রীও নূর- শবে আসরা নূরে নূরানী হয়েছে। ফাল্হামদুলিল্লাহি আলা-জালিকা।

অতঃপর, হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতিশয় শান-শওকতের সাথে মক্কা মোয়াজ্জামা বাইতুল্লাহ শরীফ হতে বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হলেন। হুজুরে আনোয়ার যে রাস্তা দিয়ে গমন করেন তা এবং চতুর্দিকে অপূর্ব নূরানী জ্যেতিতে জ্যেতির্ময় হয়ে রইল। হুজুরে আনোয়ার অল্প সময়ে তুর পর্বতে যেথায় হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম আল্লাহপাক জাল্লা শানূহুর সঙ্গে কালাম-বিনিময় করেছিলেন তথায় এবং বাইতুলহাম যেথায় হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন তথায় আগমন করলেন। এ সমস্ত পবিত্রস্থানে জিবরাঈলের আবেদনক্রমে হুজুরে পাক সাহেবে লাওলাক আলাইহিস্ সালাম দুই দুই রাকাত করে নামায আদায় করলেন এবং এরূপে বায়তুল মোকাদ্দাস পৌছলেন (যারকানী ও মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া- দ্রষ্টব্য)।

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদে আকসায় পূর্ব হতে হুজুর সাইয়্যেদুল মুরসালীন ইমামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আগমণ প্রতীক্ষায় তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্যে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম হতে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম পর্যন্ত সমস্ত আম্বিয়া ও মুরসালীনগণ সারিবদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করছেন। সম্মুখস্থ ইমামের জায়নামাজ খালি রয়েছে। প্রিয়নবী হযরত মাহবুবে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোরাক হতে অবতরণপূর্বক সকলের সাথে মোলাকাত করলেন। জিবরাঈল আমিন পূর্ববর্তী সমস্ত আম্বিয়াও মুরসালীনের সাথে সাইয়্যেদুল মুরসালীনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। অতঃপর জিবরাঈল ছাখরা নামক স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দিলেন। এ আযান শ্রবণপূর্বক সমস্ত ফেরেশতাগণ মসজিদ পূর্ণ করে জমীন ও আকাশ পর্যন্ত সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম তাক্বির পাঠ করলে সকলেই কাতার সোজা করে দন্ডায়মান হলেন। প্রথমে নবীগণের কাতার তারপর ফেরেশতাদের কাতার এবং সকলের ইমাম হলেন আম্বিয়া ও মুরসালীনগণের বাদশা সাইয়্যেদুল মুরসালীন ইমামুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। দুই রাকাত নামায আদায় করলেন (সোব্হানাল্লাহ)। যে নামাজের মুয়াজ্জিন ফেরেশতাগণের সর্দার, ইমাম হলেন আম্বিয়া ও মুরসালিন-গণের সর্দার; আর মুক্তাদি হলেন তামাম আম্বিয়া ও মুরসালীনগণ ও সমস্ত আসমান জমীনের ফেরেশতা সকল। অতএব, ঐ নামাযে ইসরা-র মর্যাদা ও মরতবা সম্পর্কে ধারণা করার সাধ্য কার আছে।

আকাশসমূহের উর্ধ্বে আরোহন

বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদে আক্সা হতে অবসর হবার পর জিবরাঈল আমীন আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আসমানবাসী ফেরেশতাগণ আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন। এখন আপনি উর্ধ্ব জগতের দিকে তশরীফ নিয়ে চলুন। হুজুরে আনোয়ার আলাইহিস্ সালাম পুনরায় বোরাকে আরোহনপূর্বক উর্ধ্বলোকের সফর শুরু করলেন। এ সফরও বড়ই আশ্চর্যজনক ও রহস্যপূর্ণ ছিল। ফেরেশতাগণের সাথে আম্বিয়া আলাইহিস্ সালামগণও সামিল হয়ে সালাত ও সালামে মুখরিত ছিলেন। হুজুর পোরনূর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদ্যুৎ গতি সম্পন্ন বাহন বোরাক উর্ধ্বগামী হইতেছিল তৎপর, প্রথম আকাশে পৌছিলে হযরত জিবরাঈল আকাশের দরজায় আঘাত করলেন।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

দারোয়ান প্রশ্ন করল- কে? উত্তর হল- আমি জিবরাঈল। দারোয়ান জানতে চাইল তোমার সঙ্গে কে? উত্তরে জিবরাঈল বললেন- আমার সঙ্গে আল্লাহর মাহবুব মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দারোয়ান মারহাবা! মারহাবা! বলে দরজা খুলে দিল। তখন হুজুরে আনোয়ার প্রথম আকাশে মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের সাথে মোলাকাত করলেন। আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম হুজুর পোরনূর আলাইহিস্ সালামকে সালাত ও সালাম সহ মারহাবা বলে স্বাগত জানালেন। অতঃপর, হুজুরে পাক সাহেবে লাওলাক দ্বিতীয় আকাশে পৌছলেন। তথায় হুজুরে আনোয়ার আলাইহিস্ সালামকে হযরত ইয়াহহিয়া আলাইহিস্ সালাম এবং হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম উভয়ে সালাত ও সালাম সহকারে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করলেন। তারপর, হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয় আকাশে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাক্ষাত পেলেন। তিনিও সাইয়্যেদুল মুরসালীন আলাইহিস্ সালামকে সাদর সম্ভাষন জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর, হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্থ আকাশে হযরত ইদ্রিস আলাইহিস্ সালাম এবং পঞ্চম আকাশে হযরত হারুন আলাইহিস সালামের সাক্ষাত পেলেন। ৬ষ্ঠ আকাশে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে এবং ৭ম আকাশে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সঙ্গে সাক্ষাত হলে তাঁরা অনুরূপভাবে সাইয়্যেদুল মুরসালীন আলাইহিস্ সালামকে সালাত ও সালাম জ্ঞাপন করলেন। মি'রাজে গমণ উপলক্ষ্যে তাঁকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করলেন। তারপর, হুজুর পোরনূর আলাইহিস্ সালাম সপ্তম আকাশের উপরে সিদরাতুল মুন্তাহায় উপনীত হলেন।

হুজুর সরকারে দোআলম নূরে মুজাচ্ছাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌছলেন তখন জিবরাঈল আমীন আরজ করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! এ আমার শেষ গন্তব্যস্থান। এর সম্মুখে একচুল পরিমাণ অগ্রসর হলে আমার সমস্ত পাখা আল্লাহর নূরের তাজাল্লিতে জ্বলে ছাই হয়ে যাবে। অতঃপর ঐ স্থান হতে হুজুর নূরে খোদা নূরে মুজাচ্ছাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একাই রওনা হলেন। যখন হুজুরে আনোয়ার সামনে অগ্রসর হলেন তখন লা-মাকান হতে আওয়াজ আসল, হে প্রিয় হাবীব। এখন জিবরাঈলকে বিদায় দিন এবং মাহবুবের দিকে অগ্রসর হোন।

অতএব, হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হলেন। বোরাকও পিছনে রয়ে গেল। তৎক্ষনাৎ, হুজুরে পাকের জন্যে এক নূরানী

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বাহন রফ্‌রফ্ আসল বোরাকের চেয়েও অতিশয় দ্রুতগামী ও শক্তিশালী নূরানী বাহন। ইহাও বহু বহু জ্যোতির্ময় নূরানী মাকাম (স্তর) অতিক্রম করতঃ গায়েব হয়ে গেল। তখন এমনই এক সময় ছিল যে, হুজুর সরকারে দো-আলম এক অতি উচ্চতম শাহী দরবারে একাকী গমন করতেছেন- এ মুহূর্তটি সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন যিনি স্বীয় মাহবুবকে নিয়ে যাচ্ছেন, আর তিনিই ভাল জানেন যিনি মাহবুবে খোদা গমন করতেছেন শাহী মেহমানরূপে, এতে কি পরিমাণ দূরত্ব কিংবা স্তর অতিক্রম করলেন, কী পরিমান রায বা রহস্য-রাজির দ্বারোদঘাটিত হল সে সম্পর্কে। হুজুরে আনোয়ার সাহেবে কাওসার আলাইহিস্ সালাম অতঃপর আরশে আজীমের সন্নিকটে পৌছলেন- হুজুরে পাকের পবিত্র ও মুবারক ক্বালবে জালালে কিবরীয়ার আছর (প্রভাব) প্রকাশ পেতে লাগল। তখন আওয়াজ আসলো- 'উদনু ইয়া আহ্‌মাদ' 'উদনু ইয়া মুহাম্মাদ'- নিকটবর্তী হোন হে প্রিয়তম আহমাদ' নিকটবর্তী হোন হে প্রিয় মুহাম্মদ!!

এহেন গুরুত্বপূর্ণ রহস্যময় আহ্বানে হুজুরে আনোয়ারের কদম মুবারক সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগল। সারকথা, হুজুর মাহবুবে খোদা, নূরে খোদা, নূরে মোজাচ্ছাম আলাইহিস্ সালাম যে মাক্বামে (স্তরে) উপনীত হয়েছেন সে আজীমুশ্বান মাক্বামের বর্ণনা অনির্বচনীয় ও বর্ণনার অতীত। বরং সে স্তরে কোনও মখলুকের ধারণা-কল্পনা কিংবা কোন প্রকারের জ্ঞান পৌছাতে সক্ষম নহে। অতঃপর, হুজুরে পাক সাহেবে লাওলাক আলাইহিস্ সালাম আল্লাহপাক জাল্লা জালালুহুর সিফাতে ইলাহীয়্যায় মওসুফ হলেন। আল্লাহ পাকের একেক সিফাত বা গুণ দ্বারা গুণান্বিত ও সে গুণবাচক নামে আখ্যায়িত হতে থাকেন। আর বাহ্যিক চর্মচক্ষু মুবারক দ্বারা হুজুরে পাক দীদারে ইলাহী লাভ করলেন। অর্থাৎ আল্লাহ পাক জাল্লাশানূহুকে প্রত্যক্ষভাবে চাক্ষুষ দর্শন দ্বারা দেখতে পেলেন, যা একমাত্র সরকারে দো-আলম নূরে মুজাচ্ছাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যেই ছিল মনোনীত ও নির্ধারিত। হুজুরে আনোয়ার যা দর্শন করবার দর্শন করলেন, যা শ্রবণ করবার শ্রবণ করলেন, এবং যা অবগত হবার অবগত হলেন।

আল্লাহ পাকের এরশাদ- ফাআওহা ইলা-আবদিহি মা আওহা- অর্থাৎ যা কিছু তদীয়, মাহবুবের প্রতি ওহি করবার ছিল ওহি করলেন- সুরায়ে নজম। এ আয়াতের তফসীর মর্মে জানা যায় যে, আল্লাহ পাক ও রাসূলে পাকের মধ্যে তিন প্রকারের কালাম হয়েছে। প্রথম প্রকার- যা ছিল অতীব রহস্যপূর্ণ তত্ত্ব আল্লাহ ও রাসুলের মধ্যে খাস বা সীমিত তা প্রকাশের হুকুম নেই।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় প্রকার- হচ্ছে ইলমে বাতেন বা উপযুক্ত ও খাস খাস লোকদিগের মধ্যে প্রকাশের ইখ্তেয়ার বা প্রকাশের অনুমতি প্রদত্ত হলেন।
তৃতীয় প্রকার- ইলমে জাহের যা পরবর্তীতে ওহির মারফত সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাদান ও প্রকাশের অনুমতি দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত তিন প্রকার ইলম বা কালাম হল নব্বই হাজার, প্রত্যেক প্রকারের পরিমাণ ত্রিশ হাজার।

আত্তাহিয়্যাতের রহস্য বা ভেদ তত্ত্ব

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মাহবুব গায়েবের খবর দাতা আহমদ মোজতবা মোহাম্মাদ মোস্তাফা আলেমে মাকানা ওয়া মাইয়াকুনু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন- হে প্রিয় মাহবুব! আপনি আমার জন্যে কি নিয়ে এসেছেন। তখন হুজুর পোরনূর আলাইহিস্ সালাম আরজ করেনঃ-

"আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াচ্ছালাওয়াতু ওয়াত্ত্বাইয়্যিবাতু"

অর্থাৎ- আমার দৈহিক, মৌখিক ও আর্থিক-সর্বপ্রকার বন্দেগী আল্লাহ তায়ালার জন্য।
আল্লাহপাক জাল্লা শানুহু হুজুরে পাক সাহেবে লাওলাক আলাইহিস সালামের উক্ত সামগ্রী (তোহ্ফা) কবুল করলেন এবং উত্তরে বললেনঃ-

"আচ্ছালামু আ'লাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু
ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু"

অর্থাৎ- হে প্রিয় নবী! আল্লাহর শান্তি, আল্লাহর রহমত (করুণা) এবং তাঁর বরকত (অনুগ্রহ) আপনার প্রতি বর্ষিত হোক।
এ সময়ে হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তদীয় গোনাহগার উম্মতকে স্মরণ করলেন এবং বললেন ঃ-

"আচ্ছালামু আ'লাইনা ওয়া আ'লা ইবাদিল্লাহিছ্ ছা-লিহীন"

অর্থাৎ (আল্লাহ তায়ালার উক্ত সালাম ও রহমত বরকত) আমাদের উপর (গোনাহ্গার উম্মতসহ) এবং আল্লাহ তায়ালার নেক-বান্দাদের উপর বর্ষিত হোক। এ এক সাধারণ নিয়ম যে, কোন বন্ধু তার বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলে সঙ্গে কিছু তোহ্ফা (উপঢৌকন সামগ্রী) নিয়ে উপস্থিত হন। সে সুবাদে আল্লাহ ও রাসুলের সাক্ষাতে তথা মহামিলনে যে মহা উপঢৌকন উপস্থাপন করা হল মে'রাজের রজনীতে তা প্রত্যক্ষ করে ফেরেশতা সকল অতি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলতে লাগল ঃ-

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

"আশ্‌হাদু আল্‌লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু ওয়া রাসুলুহু"

অর্থাৎ- ফেরেশতাগণ আরজ করেন- আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ উপাস্য বা এবাদতের যোগ্য নহে এবং মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা ও রাসূল।

মে'রাজ শরীফের তোহফা

হুজুর পোরনূর শাফীয়ে ইয়াওমুননুশুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের শাহী দরবারে আরজ করেন- হে পরওয়ারদিগার! আপনার পক্ষ হতে আমার এবং আমার উম্মতের জন্য কি কি তোহফা মনজুর করেছেন? আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন যে প্রিয় মাহবুব! আপনার জিকির সর্বদা আমার জিকিরের সাথে হতে থাকবে। নামাযে সর্বদা আপনার উপর সালাত ও সালাম পাঠের বিধান জারী করলাম। হাউজে কাওছার আপনাকে দান করেছি। ইসলাম, জেহাদ, নামায, সদকাহ্ রোজা, সৎকাজের আদেশ অসৎকাজে নিষেধ আপনাকে দান করেছি। আপনাকে ফাতেহ্ (বিজয় লাভকারী) খাতেম (সমাপ্তকারী) বানিয়েছি এবং নামায আপনার উম্মতের জন্য উৎকৃষ্ট সামগ্রী।

বাস্তবিক, নামায মুমিন-মুসলমানের জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত মে'রাজ শরীফের উৎকৃষ্ট তোহফা। এর কতিপয় কারণ রয়েছে। যথা-

প্রথমতঃ নামাযে আল্লাহর দরবারে উপস্থিতি। প্রকৃত পক্ষে, মে'রাজ শরীফের নকশা।

দ্বিতীয়তঃ নামায মে'রাজ শরীফ উপলক্ষ্যে ফরজ হয়েছে।

তৃতীয়তঃ আত্তাহিয়্যাতের মধ্যে মে'রাজ শরীফের আলোক রশ্মির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

এর বিশদ আলোচনা হচ্ছে এই যে, রাসুলে আকরাম আলাইহিস্ সালাতু ওয়াসাল্লামের মে'রাজ তো ছিল এই যে, আল্লাহ তায়ালার দীদার বা দর্শন লাভে ধন্য হওয়া। সুতরাং হুজুরে পাক সাহেবে লাওলাক আলাইহিস সালাম ব্যতীত আর কারো জন্যে পার্থিব জগতে বাহ্যিক জীবনে চর্মচক্ষুতে আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ অসম্ভব এবং তা কোন ক্রমে হতে পারে না। মুমিনের মে'রাজ হল হুজুর সরকারে দো-আলম আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্‌সালাম পর্যন্ত পৌছে যাওয়া। তা এভাবে যে, হুজুরে পাকের সাথে সাথে আমাদের এত নৈকট্য হাসিল হবে,

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

যাতে আমরা এ দুনিয়ায় জাগ্রত অবস্থায় হুজুরে পাকের বরকতময় স্বরূপ স্বচক্ষে দেখতে পাই। এহেন রহস্যের জন্যেই 'তাশাহ্হুদে' 'আচ্ছালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবীয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু'- এ বাক্য রাখা হয়েছে। নামাযে ইচ্ছা ও এরাদা সহকারে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডাকা ও আহবান করা নামায ভঙ্গের কারণ, কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হাজেরের খেতাব বা সম্ভাষণে ডাকা বা সালাম আরজ করা ওয়াজিব। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মুমিন নামাযের অবস্থায় হুজুর পোরনূর আলাইহিস সালামের নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। এখন যদি সে নিজের পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা, এবং ইশক্ব-মুহব্বতের আতিশয্য এতদূর সবল করতে পারে যে, আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবীয়্যু বলার সময় তার অন্তর্দৃষ্টি মুহাম্মাদী রূপের জ্যোতিকে দেখতে পায়, বেশ ইহাই তার মে'রাজ। কেননা হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছা বস্তুতঃ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা। হুজুরে পাকের দর্শন আল্লাহ পাকের দর্শন। হযরত ইমাম গাজ্জালী আলাইহির রাহমাত তার বিখ্যাত এহ্ইয়াউ উলুম গ্রন্থে বলেন- নামাযে আত্তাহিয়্যাতু পাঠকালে নিজের অন্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাজির (উপস্থিত) জানবে এবং সে অবস্থায় আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবীয়ু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বলবে। অতঃপর, আল্লাহ পাক ফরমান- হে প্রিয় হাবীব! এবার বেহেস্ত পরিদর্শন করুন এবং বাস্তবে দর্শন করুন যে, আপনার অনুগত উম্মতের জন্যে কেমন চমৎকার শোভা ও সৌন্দর্য্যময় বাগানসমূহ এবং সুরম্য বালাখানা বা প্রাসাদসমূহ রেখেছি। হুজুর পোরনূর শাফীয়ে ইয়াওমুন্নুশুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেহেশত ভ্রমনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। বেহেশতে প্রবেশ করতঃ হুজুর সরকারে দোআলম অপরূপ শোভা ও সৌন্দর্যময় সুরম্য বালাখানা এবং বহু বহু প্রকার নায-নিয়ায প্রভৃতি দর্শনপূর্বক অপরিসীম আনন্দ অনুভব করলেন।

অতঃপর ৭ (সাত) আসমান ও ৭ (সাত) জমীন এবং উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহ পরিদর্শন করলেন এবং উচ্চ উচ্চ মাকামসমূহ অর্জনপূর্বক আলমে গায়েবের যাবতীয় ভেদতত্ত্ব অবগত হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে বোরাকে আরোহনপূর্বক চলে গেলেন এবং ঐ স্থান হতে বায়তুল মুকাররামের দিকে রওয়ানা হয়ে ছোবহে সাদেকের পূর্বেই ঐ জায়গায় ফিরে আসলেন যে স্থান হতে পবিত্র সফর শুরু হয়েছিল। হুজুর সরকারে দোআলম লক্ষ্য করলেন তার ওযুর পানির স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, দরজায় কড়াটি নড়ছে এবং বিছানাও গরম রয়েছে।

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সিদ্দিক এবং যিন্দীক

সরকারে দো-আলম নূরে মুজাচ্ছাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে'রাজ শরীফের ঘটনা সর্বপ্রথম হযরত উম্মে হানী রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট বর্ণনা করলেন। হযরত উম্মে হানী অপূর্ব ঘটনার বর্ণনা সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করতে বারণ করলেন, কেননা লোকেরা অস্বীকার করবে এবং ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে পারে। কিন্তু হুজুরে আনোয়ার সাহেবে কাওছার বললেন- আমি হক কথা বা সত্য বিষয় প্রকাশ করতে কখনো বিরত হব না, কেউ স্বীকার করুক আর নাই করুক, আমি ক্ষান্ত হব না। আবু জাহেল এ অপূর্ব ঘটনা শুনে হযরত আবু বকরের নিকট গমন করলেন- ওহে শুনেছ, তোমার বন্ধু কি বলছে, তিনি নাকি অদ্যরাতে বায়তুল মোকাদ্দাসে ভ্রমন করেছেন এবং রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই ফিরে এসেছেন। এবং আসমানেও নাকি ভ্রমণ করেছেন- তা কি বিশ্বাসযোগ্য? হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন। 'যদি তিনি বলে থাকেন তবে তা বিশ্বাসযোগ্য। কেননা, তিনি কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি সত্যবাদী। এবার হযরত আবুবকর হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলেন এবং মে'রাজ শরীফের সম্পূর্ণ ঘটনা হুজুর পোরনূর আলাইহিস সালামের পবিত্র জবান মুবারকের বর্ণনায় শ্রবণ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন-

(সাদ্দাক্বতা ইয়া রাসুলাল্লাহ) হে আল্লাহর রাসুল আপনি সত্যিই বলছেন। হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মে'রাজ শরীফের বর্ণনাকে এক বাক্যে সত্য বলে স্বীকার করায় তাঁর লক্বব বা উপাধি হল সিদ্দিক বা সিদ্দিকে আকবার- পরম সত্যবাদী। আর দুষ্ট আবু জাহেল- জাহেলের পিতা হয়ে গেল যিন্দীক্ব- কাফের। এক নজরে মে'রাজ শরীফের বর্ণনা এখানেই সমাপ্ত করলাম। আরও অধিক জানতে হলে আমার রচিত বয়ানে মে'রাজ শরীফ পাঠ করুন।

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

কালিমায়ে তৌহিদের তাফসীর

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আয়াতঃ "ক্বাদ জা-আকুম বুরহানুম্‌ মির রাব্বিকুম ওয়া আন্‌যাল্‌না ইলাইকুম্‌ নূ-রাম্‌ মুবিনা" (৫ পারা)।

অর্থঃ- "নিশ্চয়ই এসেছে তোমাদের মাঝে দলিল তোমাদের প্রভূর এবং আমি তোমাদের দিকে প্রকাশ্য নূর নাজিল করেছি।" মুফাস্‌সিরিনে কেরাম লিখিয়াছেন এ আয়াতে কারিমার "বুরহান" শব্দের দ্বারা বুঝায় হুজুর পোরনূর মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। ইসলামের দাবী- "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ" এবং এ দাবীর দলিল "মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ"। তৌহিদ দাবী এবং রেসালাত দলিল। খুবই চিন্তার বিষয় দলিলের মধ্যে যদি কোন ত্রুটি থাকে তবে এ দোষ ত্রুটির কারণে দাবী অগ্রাহ্য হয়।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র মধ্যে কোন কালিমা পাঠকারিই দোষ দেয় না, কিন্তু দলিল মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ-র দোষ ত্রুটি ধরে। একটি কথা মনে রাখবেন দাবীতে অর্থাৎ- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র মধ্যে শয়তানও কোন দোষ ত্রুটি ধরেনি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কখনও অস্বীকার করেনি। যদি অস্বীকার করতো তা হলে ফেরেস্তাগণের মধ্যে কিভাবে শামিল ছিল? বেহেস্তে কিভাবে ছিল? শয়তান লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কোন সময়ই অস্বীকার করেনি। যখন পরীক্ষার সময় এসেছে তখন বলা হয়েছে তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কে দলিল মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ-র আলোকে মান কিনা, তখন শয়তান অস্বীকার করেছে।

কোরআনে কারিমে আছে- **ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনী**।

অর্থ- আল্লাহ পাকের আদেশে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন- যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও তবে আমার অনুসরণ অনুকরণ কর তবে তোমরা আল্লাহর ভালবাসার পাত্র হয়ে যাবে এবং তোমাদের গুনাহ-খাতা মাফ করে দিবেন। একটি ভেদ পূর্ণ কথা, যদি শুধু আল্লাহর ভালবাসার কথাই থাকত অর্থাৎ শয়তানকে শুধু এতটুকু বলা হত যে বল- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তবে সে অস্বীকার করত না। পরীক্ষা এভাবেই হয়। এতে বড় একটি রহস্য রয়েছে তা হতে পারে যে, এক ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবাসে কিন্তু রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ভালবাসে না এ ধরনের বহুলোক আছে, কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামকে ভালবাসে আল্লাহকে ভালবাসেনা-কখনও হতে পারে না। যে ব্যক্তি পীর আউলিয়ায়ে কেরামকে ভালবাসে নিশ্চয়ই সে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ভালবাসে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম- কার দলিল? আমি রেজভী সাহেবের দলিল হলে আমার চেয়ে বড় আলেম তা নষ্ট করে দিতে পারে, সে আলেমের দলিল আরো একজন বড় আলেম নষ্ট করে দিতে পারে। এখন দেখতে হবে যে, এ দলিল কার?

এ বিষয়ে কোরআন বলে- **"বুরহানুম মির রাব্বিকুম"**

এ তোমাদের আল্লাহর দলিল। এখন এ দলিল অমান্য বা নষ্ট করার জন্য আল্লাহর সমান কোন আলেম অথবা আল্লাহর চেয়ে বড় কোন আলেম আনো। কখনও পারবে না। যদি না পারলে তবে আল্লাহর দলিল রাসুলে পাকের মধ্যে কোন দোষ ত্রুটি কেয়ামত পর্যন্ত দেখাতে পারবে না। তোমাদের মত বাশার "কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম" অর্থ- আল্লাহ বলেন! হে আমার মাহবুব আপনি বলে দিন যে আমি তোমাদের মত বাশার। মুশরেকিনদেরকে -কাফেরদেরকে বলুন যে আমি তোমাদের মত বাশার। বাশার শব্দের আভিধানিক অর্থ- রং- নমুনা। কাফের হলে আমাদের মত মানুষ বলা যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বাশার বা মানুষ না মানে তবে কাফের হবে। আমাদের মত বললে কাতল করা ওয়াজিব হয়ে যায়। মেরাজ শরীফের ভেদ যে কত উর্দ্ধে একবার চিন্তা করে দেখুন, ছিদরাতুল মুন্‌তাহা জিবরাঈল আলাইহে ওয়াসাল্লামার বাড়ী। এ পর্যন্ত বোরাক তারপর রফরফ আরশ পর্যন্ত তারপর উভয়ের মিলন, তারপর আসার বেলার ঘটনা।

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" মুসলমানদের- দাবী, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ- দলিল। দাবী এবং দলিলের সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন। কালিমা শরীফ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। অর্থ- আল্লাহ ব্যতিত কোন মাবুদ নাই মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। কি এতে বিষয় দুটি নয়? এ জগতে দুইয়ের প্রভেদ করতে চাইলে মধ্যে 'এবং' ব্যবহার করতে হয়। কালিমা শরীফের মধ্যে 'এবং' নেই কেন? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ- যদি দলিলকে দাবী হতে ভিন্ন করে দেয়া হয় তবে এ দাবীর প্রমাণ কে করবে। তাই 'এবং' ব্যবহার করা হয় না। (জিন্দা কালেমা) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। সকল মুসলমান এভাবেই পড়েন, না ? অর্থ- সকল বই পত্রে এইতো লেখা আল্লাহ ব্যতিত কোন মাবুদ নেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল। এখন আমি বলি ওমুক শহরে একজন আলেম খুব ভাল। দ্বিতীয় কথা অমুক শহরে খুব ভাল একজন আলেম ছিল। এখন ছিল দ্বারা কি বুঝালেন? এখন আর নেই। কালিমা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ-র অর্থে এ পর্যন্ত কেউ ছিল শব্দ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তো লেখেন নাই। ছিল শব্দ ব্যবহার না করায় প্রমান হল যে তিনি স্বয়ং আছেন ঈমান রাখতে হবে। নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হায়াতুন্নবী অর্থাৎ স্বশরীরে জিন্দা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। সূর্য আমেরিকায় অস্ত যায়, মৃত্যু নাই। ধর্মের সূর্য মদিনায় অস্ত। স্বশরীরে জিন্দা। সূর্য যেমন সারা দুনিয়ায় হাজির নাজির সূর্য়ের বাবার বাবা নবী দু'জাহাঁ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমস্ত দুনিয়ায় হাজির ও নাজির।

মুশরেক দুই প্রকার। শেরকে বিল্লাহ ও শেরকে বির রাসুল।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- তৌহিদ। মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহও- তৌহিদ।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র অর্থ আল্লাহ ব্যতিত কোন মাবুদ নেই তাঁর মতো দ্বিতীয় কেউ নেই, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ অর্থ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল। তিনির মতো দ্বিতীয় কেউ নেই। এখন যদি কাউকে আল্লাহর মত বলে তবে সে মুশরেক তার জন্য বেহেস্ত হারাম এবং যদি রাসুলুল্লাহ-র মত কাউকে বলে, নবীজীকে আমাদের মত মানুষ বলে তবে সে মুশরেক। তার জন্য বেহেস্ত হারাম। এ কালিমার দ্বিতীয় নাম কালিমায়ে তাইয়্যেবা অর্থাৎ আল্লাহ পাক পবিত্র নির্দোষ তদ্রূপ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহও তাইয়্যেব পাক পবিত্র নির্দোষ, ঈমান রাখতে হবে।

বেদ্বীন ওহাবিরা বলে যে সুন্নিরা নবীজির প্রশংসা করতে করতে আল্লাহর সামিল করে ফেলে- নাউজুবিল্লাহ।

মুহাম্মদ নামের আভিধানিক অর্থ- আল্লাজি ইয়্যুহ মাদু হামদান বা আদা হামদিন যার অর্থ প্রশংসার পর প্রশংসা, বেশী বেশী প্রশংসা, সদায় সর্বদায় যার প্রশংসা করা যায়। এ মুহাম্মদ নাম স্বয়ং আল্লাহ পাক রেখেছেন। মনযোগ সহকারে বুঝেন- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ- দাওয়াত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ-দায়ী অর্থাৎ দাওয়াত দেনে ওয়ালা। দায়ী বাদে দাওয়াত হতেই পারে না এ জন্য দায়ী আগে দাওয়াত পরে। তাই দায়ী সমস্ত সৃষ্টির প্রথম, আল্লাহ পাক স্রষ্টা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-হেদায়েত, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ-হাদি, হাদি বাদে হেদায়েত হতেই পারে না। হাদি আগে হেদায়াত পরে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এরশাদ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ মুরশিদ, মুরশিদ বাদে এরশাদ হতে পারে না। এ জন্য মুরশিদ আগে এরশাদ পরে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-কালাম, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-মুতাকাল্লিম। মুতাকাল্লিম বাদে কালাম হতেই পারে না। এ জন্যে মুতাকাল্লিম আগে কালাম পরে।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-জিকির মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ- জাকের, জাকের বাদে জিকির

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

হতেই পারে না। তাই জাকের আগে জিকির পরে, যে দাবীকে না মানে তার জন্য দাওয়াত মানার কোন অর্থই হতে পারে না। যে হাদীকে না মানে সে হেদায়েতকে মানার কোন অর্থই হয় না, যে কায়েলকে না মানে তার কওল মানা হয় না, যে জাকেরকে মানে না তার জন্য জিকির মানা হয় না। জিকরে খোদা জিকরে রাসুল অর্থাৎ আল্লাহর জিকির রাসুলে পাকের জিকির, রাসুলে পাকের জিকির আল্লাহর জিকির, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ আল্লাহ পাকের জিকির এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নবী পাকের জিকির। এখন কালিমা শরীফ হবে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এ রুহের জগতের কালিমা। মুহাদ্দেস আব্দুল হক দেহলুভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে লিখেছেন যে, যখন আল্লাহ পাক নূরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন তখন আল্লাহ পাক বলেছেন- মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ, নূরে মুহাম্মদী সৃষ্টি হয়েছে তখন নূরে মুহাম্মদী বলেছেন- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

লা ইলাহা ইল্লালাহ- নবীজীর কালাম।

মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ আল্লাহর কালাম। কোরআনে পাকে আছে- হে আমার প্রিয় হাবিব আপনি বলুন- কুলহুয়াল্লা হু আহাদ এখন কালিমা শরীফের তরকিব হল প্রথম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এ জন্য যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে সে সুন্নাতে রাসুল আদায় করবে এবং যে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ বলবে সে যেন সুন্নাতে কিবরিয়া আদায় করল। এখন এতে ভেদ, পাওয়া গেল যে, আগে সুন্নাত নেই তবে, আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার কোন উপায় নেই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- দাবী এবং মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-ঐ দাবীর দলিল। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ দলিলকে না বুঝবে দাবীর উপর ঈমান কেমন করে আনবে। মনে রাখবেন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ আল্লাহর দলিল কোরআন শরীফ প্রমাণ করছে। দলিলের ক্রটিতে দাবী নষ্ট হয়ে যায়। যারা নবীজীর মধ্যে চুল পরিমাণ ক্রটি ধরবে তারা যেন আল্লাহকে দোষী বানাল। নিঃসন্দেহে কাফের হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে অর্থাৎ কালিমা শরীফের বিষয়ে খুবই সংক্ষেপ করলাম আকারে বড় হলে টাকা বেশী লাগে এবং বেশী টাকা অর্থাৎ মূল্য বেশী হলে লোকে নিতে চায় না। কোরআন শরীফের তাফছীর লিখেছি ৩৫০ খন্ড হয়েছে। প্রথম খন্ড ২০ আয়াতের তাফছির ও সুরায়ে কাউসারের তাফছির ও সুরায়ে ফাতেহার তাফছির ইত্যাদি দুই কোটি টাকা খরচ লাগে। কোরআন রহমতের অকূল সমুদ্র, দোয়া করবেন যেন বাংলাদেশের ঈমানদার, সুন্নি মুসলমানদের জন্য এ মহান সম্পদ রেখে যেতে পারি। আ-মি-ন।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

কালিমায়ে ঈমান এবং কুফর

১ম প্রকাশ: ১১ই ফাল্গুন ১৪০২ বাংলা
২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ ইং

মাওলানা আকবর আলী রেজভী,
সুন্নী আল ক্বাদরী

পিডিএফ:ইকরামুল হক

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ৬৩

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামীন

কালিমায়ে ঈমান لا إله الا الله محمد رسول الله

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

কালিমায়ে কুফর قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا

ক্বালু মা আন্তুম ইল্লা বাশারুম মিছলুনা।

অর্থাৎ- "কাফেরেরা বলিত নবী আমাদের মত সাধারণ মানুষ।"

১। প্রিয় সুন্নী মুসলমান কালিমায়ে কুফর হইতে হও সাবধান।
যদি দিতে হয় জান-তবুও যেতে দিও না ঈমান।
গেলেও পূনঃ পাইবে জান-
গেলে আর পাইবে না ঈমান
শয়তানের আছে জান
নাই শুধুমাত্র ঈমান
হায় হায় করিবে হাশরের ময়দান
পাইবে কেবল অপমানই অপমান
কাদিয়ানিদের নামাজ রোজা আছে বর্তমান
ইসলামী বেশ-ভুশা, নাই শুধু ঈমান
নজদী ওয়াহাবী দেখিতেই মুসলমান
হাকিকতে নাই শুধু তাদের ঈমান
মুসলমানের ৭৩ দল হইয়াছে বর্তমান
একদল বেহেস্তী হাদিস কোরাণে প্রমাণ
৭২ দল জাহান্নামী হাদিসে প্রমাণ
জানিয়া বুঝিয়া থাকিও সদায় সাবধান
ঈমান বুঝ দিয়া মন প্রাণ
রয়েছে তাহা কোরাণ হাদিসে বয়ান।

২। যদি কেহ নবী আলাইহিচ্ছালামের শানে এমন ব্যবহার করে, যাহা প্রচলিত ভাষায় সাধারণ বুঝায়, এমন ব্যবহারে কাফের হইয়া যায়। বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর রুহুল বয়ান, আটাইশপারা ৪৬ পৃষ্ঠা।

৩। যদি কেহ বলে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাপড় ময়লা

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

যুক্ত ছিল কিংবা তিনির নখ লম্বা ছিল, তাহা হইলেও এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফের হইবে।

৪। যদি কেহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এই কথা বলে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইহা বলিয়াছেন অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইহা বলেন নাই তবে এই কথায় সে ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে। ফতুয়ায়ে আলমগীরি এবং জামেউল ফাছুলিন এবং রুহুল বয়ান শরীফ ২৮ পারা ৪৪ পৃষ্ঠা।

৫। যদি কেহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দোষ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলে যে, তিনি চাদর, তিনির বোতাম ময়লাযুক্ত ছিল তবে তাহাকে কাতল করিয়া দিতে হইবে। শেফা শরীফ ২য় খন্ড ১৯১ পৃষ্ঠা, রুহুল বয়ান ২৮ পারা ৪৫ পৃষ্ঠা।

৬। যদি কেহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহিচ্ছাল্লামকে উছিলা করিয়া আল্লাহর নিকট দোয়া করে যে, মহামান্য আরবী যুবকের উছিলায় কবুল কর, তবে সে কাফের হইবে। কেননা যুবক শব্দটি সাধারণ ভাষায় ব্যবহার করা হয়। কারণ উক্ত শব্দে সংকীর্ণতা ও দুর্বলতা রহিয়াছে। যদিও উছিলা হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে। ফতুয়ায়ে আলমগীরি ২য় খন্ড ২৮২ পৃষ্ঠা, রুহুল বয়ান ২৮ পারা ৪৫ পৃষ্ঠা।

৭। যদি কেহ বলে যে, অমুক ব্যক্তির এলেম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এলেমের চেয়ে বেশি ছিল। এই কথায় নবীজিকে দোষী করা ও ক্রটি বাহির করা হয়। এমন কাজ সর্বসম্মতিক্রমে কুফুরী এবং ঐ ব্যক্তি কাফের হইয়া যায়। যারকানি ৫ম খন্ড ৩১৫ পৃষ্ঠা, নাছিমুর রিয়াজ ৪র্থ খন্ড ৩৩৫ পৃষ্ঠা, রুহুল বয়ান ২৮ পারা ৪৫ পৃষ্ঠা।

৮। যদি কেহ বলে যে, হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম সুতার কাপড় বুনিতেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল যে, আমরা সবাই জুলার আওলাদ। তবে সে কাফের হইবে কেননা সে নবীর প্রতি ক্রটি ও সংকীর্ণতা প্রকাশ করিয়াছে, এই ধরনের বাক্য নবীগণের শানে বলা বেয়াদবী ও কুফুরী।

৯। আপনি কিছু বুঝেন অর্থাৎ কোন নবী আলাইহিচ্ছালামের প্রতি এই ধরনের শব্দ ব্যবহার, যাহা প্রচলিত ভাষায় সাধারণ বুঝায়, তবে ঐ লোক কাফের হইয়া যাইবে।

১০। যদি কেহ বলে যে আমি আল্লাহর রাসুল এবং এর আভিধানিক অর্থ এই নেয় অর্থাৎ আমি আল্লাহর সংবাদ লোকের নিকট পৌঁছাই, তবে সে কাফের

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

হইবে। কেননা জাহেরে প্রকাশ করিয়াছে এক কথা এবং অন্তরে ভিন্ন কথা। নবীগণের শানে এই রূপ কথা বেয়াদবী ও কুফুরী, সন্দেহ নাই। (রুহুল বয়ান ২৮ পারা ৪৬ পৃষ্ঠা)।

১১। কোন এক ব্যক্তি বলিয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুক জিনিস অর্থাৎ কদুর তরকারী পছন্দ করিতেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিয়াছে যে, আমি কদু পছন্দ করি না। ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহের মতে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে (শেফা শরীফ ২য় খন্ড ২০৯ পৃষ্ঠা)।

১২। যদি কোন লোক বলে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কালো ছিলেন তবে তাকে কাতল করিয়া দাও (শেফা শরীফ ২য় খন্ড ২০৯ পৃষ্ঠা, রুহুল বয়ান ৪৬ পৃষ্ঠা)।

১৩। যে মুসলমান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে গালি দিয়াছে, তিনিকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে, অর্থাৎ কোন দোষ-ত্রুটি দিয়াছে কিংবা তিনির শান মান সংকীর্ণ করিয়াছে, বেয়াদবী করিয়াছে তবে সে নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের সহিত কুফুরী করিয়াছে। এমতাবস্থায়, তাহার স্ত্রী বিবাহ বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ পরিস্কার তালাক হইয়া গিয়াছে (রাদ্দুল মুখতার ৩য় খন্ড ৩১১, পৃষ্ঠা রুহুল বয়ান পারা ২৮ পৃষ্ঠা ৪৭)। বিশেষ খেয়ালের সহিত লক্ষ্য করা দরকার যে, মুরতাদ, কাফের, বেঈমান, ফতুয়া দুষমনে রাসুলদের উপর। দুঃখের বিষয় যে, এ বিষয়ে বোঝার চেষ্টা করে কে?

১৪। ফতুয়ায়ে কাজিখানে শুধু চুল মোবারকের উপর বেয়াদবীর দ্বারায় কুফুরী ফতুয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৫। যদি কোন লোক কোন জিনিসের মধ্যে নবী আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াসাল্লামকে আয়েব লাগাইয়াছে, সে কাফের হইয়াছে। তদ্রুপ কতেক উলামা বলিয়াছেন যে, যদি হুজুরের চুলকে ছোট চুল বলিয়াছে, ইমাম আবু হাফছ কবিরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি হুজুরের চুল মোবারক হইতে কোন চুলকে আয়েব লাগাইয়াছে, সে নিঃসন্দেহে কাফের হইয়াছে। মাবছুতের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, হুজুরকে গালি দেওয়া কুফুরী। নাওয়াদেরুচ্ছালাতের মধ্যে বর্ণিত আছে, যে নবীজীকে 'দিশেহারা নবী' বলিয়াছে সে নিঃসন্দেহে কাফের হইয়াছে।

১৬। যে লোক নবী আলাইহিচ্ছালামকে নিজের মত মানুষ বা আমাদের মত মানুষ বলিয়াছে, তাহাকে কাতল করা ওয়াজিব হইয়াছে (তাফসীরে রুহুল বয়ান ২৮ পারা ৪৮ পৃষ্ঠা, শেফা শরীফ ২য় খন্ড ২১০ পৃষ্ঠা)।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

পিডিএফ:ইকরামুল হক

১৭। মাছয়ালাঃ- যদি কোন লোক বলে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খানা খাইয়া আঙ্গুল মোবারক চাটতেন এবং ২য় ও ৩য় লোকে বলে যে, ইহা বেয়াদবী, তবে কাফের হইবে এবং কাতল করা ওয়াজিব (তাফসীরে রুহুল বয়ান ১০ম পারা ১০৯ পৃষ্ঠা)।

১৮। মাছয়ালাঃ- হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন সুন্নত অথবা কোন হাদিসকে দুর্বল জানা, ইহা বেয়াদবী ও কুফুরী (তফছিরে রুহুল বয়ান ১০ম পারা ১০৯ পৃষ্ঠা)।

১৯। যে লোক নবী আলাইহিচ্ছালামকে বলে যে, তিনিও বকরী চড়াইতেন, অথবা তিনির ভুল ত্রুটি হইত, তিনি দিশেহারা ছিলেন, তিনি যাদুতে পতিত হইতেন, তিনি মেয়ে লোককে খাহেশাতের জন্য ভালবাসিতেন, অথবা তিনির চুল মোবারককে ছোট জানিবে তবে নিঃসন্দেহে কাফের হইবে (ফতুয়া তাফসীরে রুহুল বয়ান ১০ম পারা ১০৯ পৃষ্ঠা)।

২০। মাছয়ালাঃ- যদি কোন লোক বলে যে, নবী আলাইহিচ্ছালাম এক মুহুর্তের জন্য পাগল ছিলেন, তবে সে কাফের হইবে (ঐ)।

২১। মাছয়ালাঃ- আল্লাহ পাকের শান সংকীর্ণ করিয়া তওবা করিলে তওবা কবুল হইবে, যদি আল্লাহ পাককে গালি দিয়া তওবা করিয়া মুসলমান হইয়া যায়, তবে তাহাকে কাতল করা যাইবে না। কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সহিত বেয়াদবী করিয়া তিনিকে গালি দিয়া অথবা তিনির শানকে সংকীর্ণ করিয়া সে যদিও তওবা করিয়া মুসলমান হইয়া যায়, তবুও কাতল করিতে হইবে (তাফসীরে রুহুল বয়ান ১০ম পারা ১০৯ পৃষ্ঠা)।

২২। "ইহা দ্বারা স্বল্প ঈমান ও আক্বল সম্পন্ন ব্যক্তিরা বুঝিয়া থাকে যে, হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার শান ও আজমত আল্লাহ পাকের শান ও আজমত এর উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে; যাহারা বুদ্ধি ও জ্ঞান সম্পন্ন এবং যাহারা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন কেবল তাহারাই উক্ত কথা ও বিবৃতির ভেদ বুঝিতে পারে"।

"হুজুরে পাক ছাহেবে লাওলাক আলাইহিচ্ছালামকে মানব জাতির মধ্যে নবুওয়ত সহকারে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার সু-মহান শানে বেয়াদবীর জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে। কোনও মানুষকে গাল-মন্দ করিলে সে মনে মনে কষ্ট পায়, দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু আল্লাহর হাবীব নবীয়ে দোজাহানকে গালি দিলে কিংবা তাহার শানে বেয়াদবী করিলে ঈমান চলিয়া যায় এবং প্রকাশ্য কাফের হইতে হয়" (শেফা শরীফ)।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

২৩। মাছয়ালাঃ- "সমস্ত সুন্নী উলামাগণের এই কথার উপর এজমা (সম্মিলিত সিদ্ধান্ত) রহিয়াছে যে, আমাদের আঁক্বা ও মাওলা হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অথবা যে কোন নবী আলাইহিচ্ছালামের 'তান্‌কিছ' (সমালোচনা) ও 'তাহ্‌ক্বীর' (অবজ্ঞা) এবং বেয়াদবী (অবমাননা) নিঃসন্দেহে কুফুরী।" জানিয়া বা না জানিয়া, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সর্ব অবস্থায় নবীয়ে পাকের শানে বেয়াদবী ও বেতাজিমীতে কুফুরী ফতুয়া প্রযোজ্য হইবে। এ ব্যাপারে কোন প্রকার ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না। অনুরূপভাবে হুজুরে পাকের শানে কোন বেয়াদবীমূলক উক্তি যদি ঘটনাক্রমে কিংবা হঠাৎ করিয়া মুখ হইতে বাহির হইয়া যায় তথাপিও কুফুরী লাজেম হইবে। এইহেতু, জ্ঞানবানদিগের কর্তব্য হইতেছে যে, উক্ত ভুলভ্রান্তি হইতে নিজেকে হেফাজত করা" (শেফা শরীফ)।

২৪। মাসয়ালাঃ- "যে ব্যক্তি বলিবে যে, নবী আলাইহিচ্ছালাম কালো অথবা হুজুরে পাক আবু তালিবের লালন-পালনের মুখাপেক্ষী ছিলেন অথবা বলে যে, নবীজীর গরীবী হালাত হুজুরে পাকের ইচ্ছায় ছিল না। বরং ফকিরী গরীবী তাহার অপারগতার কারণ ছিল। এ সমস্ত যদি তাঁহার নিজের আয়ত্তাধীন হইত তাহা হইলে খুবই আরাম আয়াসে দিনাতিপাত করিতে পারিতেন এবং সুস্বাদু খাবার আহার করিতে পারিতেন। এই সমস্ত উক্তিতে কুফুরী লাজেম হয় এবং উক্তিকারীকে কাফের বলিতে হয়" (তাফসীরে রুহুল বয়ান শরীফ ১০ম পারা, ১০৮ পৃষ্ঠা)।

২৫। মাছয়ালাঃ- যে লোকে মাআজাল্লাহ নবী আলাইহিচ্ছালামের এহানত বা অবমাননা করিয়াছে সে কাফের হইয়াছে। হুজুরে পাকের খাছায়েছ বা বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে যে কেহ তিনির এহানত করিয়াছে, কাফের হইয়াছে (খাছায়েছুল কুবরা ২য় খন্ড ও ৫৪৪ পৃষ্ঠা)।

২৬। মাছয়ালাঃ- যদি কোন মুসলমান নবী আলাইহিচ্ছালামের সহিত বেয়াদবী করে তবে তার উপরে শরীয়তের কি আদেশ হইবে এ সম্পর্কে উলামায়ে আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মতিক্রমে রায় হইল- যদি সে মুসলমান হইয়া এইরূপ আচরণ (বেয়াদবীমূলক উক্তি বা কাজ) করে তবে তাকে কাতল করা ওয়াজিব। সে তওবা করিলেও কাতল করিতেই হইবে। কেননা মুরতাদের তওবা গ্রাহ্য নহে (তফসীরাতে আহমদি ৫৩০ পৃষ্ঠা)।

২৭। যে ব্যক্তি ধর্ম সম্পর্কে বিদ্রুপোক্তি করে বা নবী আলাইহিচ্ছালামের সম্পর্কে কোন বেয়াদবী জনক উক্তি করে তার সঙ্গে বাহাছ (বিতর্ক) করা

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ওয়াজিব। যদি জিম্মা গ্রহণ করে এবং যাহা বলিয়াছে তাহা হইতে তওবা করে তবে ভাল, নতুবা তাকে কাতল করিয়া দিতে হইবে (তফসীরাতে আহমদি ৫৩১ পৃষ্ঠা)।

২৮। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহিচ্ছালামকে নেতা বলা অর্থাৎ তোমার নেতা আমার নেতা বিশ্বনবী মুস্তফা বলা বেয়াদবী ও কুফুরী। 'নেতা' শব্দটি প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সাধারণ মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয়। নেতা শব্দটির অর্থ একাধিক। উপরন্তু নেতার ইংরেজী অনুবাদ লিডার যার অপর একটি অর্থ ছিল বস্ত্র খন্ড বা ছিড়া তেনা। এইরূপ বেয়াদবী দ্বারা বহু বহু মুসলমান মুরতাদ হইয়াছে। হে বাংলার সরল ও নিরীহ মুসলমান ঈমান ও ধর্ম নবীজীর ভালবাসারই নাম। যদি অন্তরে ঈমান থাকে সুবিচারের জন্য তৈয়ার হয়ে যাও।

২৯। আমাদের প্রিয় নবী হাবীবে খোদা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে "মানুষ মুহাম্মদ" বলা বেয়াদবী, কুফুরী। 'মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য যাহা সমস্ত মাধ্যমিক স্কুলসমূহে পাঠ্য তাহাতে "মানুষ মুহাম্মদ" নামে একটি প্রবন্ধ রহিয়াছে, যাহা খুলনা জেলার ওয়াজেদ আলী নামের এক বদ্‌বখ্‌ত, বদ্‌তমিজ রচনা করিয়াছে। সে তার প্রবন্ধে প্রমাণ করতে চায় যে, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম একজন সাধারণ মানুষ' নাউজুবিল্লাহ। ডিগ্রী ক্লাসের পাঠ্য বাংলা সাহিত্যে 'জিব্রাঈলের ডানা' নামক এক প্রবন্ধে শাহেদ আলী নামের আরেক নবীর দুষমন তার কালিমাযুক্ত অন্তরের 'বদগুমান' ও চরম অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে। তার অন্তরে নবুওয়ত-রেসালাতের সম্পর্কে যে কোন বিশুদ্ধ ধ্যান-ধারণা নাই কিংবা নবীজির দুষমনিতে ভরপুর। প্রবন্ধটি পাঠ করিলেই তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। হে বাংলার সুন্নী মুসলমান! উক্ত বইগুলি অগ্নিতে জ্বালাইয়া দাও।

৩০। অপর এক লেবাসধারী মৌলভী হাদিসুর রহমান মিশকাত শরীফের বাংলা নোট লিখিয়া নামকরণ করিয়াছে 'তানভীরুল মিশকাত' আলিয়া মাদ্রাসায় পাঠ্য। এই দুষমনে রাসুল উক্ত হাদিসের কিতাবে এক জায়গায় লিখিয়াছে- "তিনি (নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদের মতই রক্তে মাংসে গড়া ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন"। নাউজুবিল্লাহ্! ঐ বদবখত্-বদ্‌তমিজ আনওয়ারুত তানজিল্ নামক অপর এক পুস্তকে লিখিয়াছে 'দিশাহারা নবী' নাউজুবিল্লাহ। উক্ত নিরেট জাহেল দুষমনে রাসুল দুষমনে খোদা লেবাসের মৌঃ জালালাঈন শরীফের বঙ্গানুবাদ করিয়াছে। উহাতে যত স্থানে নবীয়ে পাক সাহেবে লাওলাক আলাইহিচ্ছালামের নাম

পিডিএফ:ইকরামুল হক
Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

মোবারক আসিয়াছে ততবার (সঃ) অথবা (দঃ) এইরূপ সংক্ষেপ করিয়াছে। নবীজির নামের সঙ্গে পূর্ণ দরূদ শরীফ লিখে না। দুষমনদিগের ইহা জঘন্যতম অপকৌশল। মুসলমান! জানিয়া রাখুন, নবীজীর শানে এ হেন সংক্ষেপে দরূদ লেখা হারাম ও কুফুরী। কেননা নবীজীর শানে উহা বেয়াদবী।

উল্লিখিত বেয়াদবীর কারণে ইসলামের বিধান অনুযায়ী ইসলামীয় শাসকের জন্য মৌঃ হাদিসুর রহমানকে কাতল করিয়া দেওয়া ওয়াজিব এবং তার লিখিত পুস্তকাদি মাদ্রসায় পাঠ্য করা হারাম।

৩১। হিন্দুস্থানের রায় বেরিলী শহরের এক লোক সৈয়দ আহম্মদ তার 'মালফুজাত' নামক পুস্তকে লিখিত আছে- "নামাজের মধ্যে জিনার ধারণা করা যায়, সহবাসের ধারণা বেশী ভাল; ঐ নামাজের মধ্যে গরু-গাধার ধারণাও করা যায়, কিন্তু নবীর ধ্যান-ধারণা আসিলে গরু-গাধার ধ্যান ধারণার চাইতেও নিকৃষ্ট ও মুশরেক হইবে (সিরাতে মুস্তাক্বীম- ১৩৬ পৃষ্ঠা)।

এই কারণে তথাকথিত সৈয়দ আহম্মদ ও তার প্রধান শিষ্য ইসমাইল দেহলুভীকে পাঞ্জাবের পাঠানরা কাতল করতঃ টুকরা টুকরা করিয়া পাহাড়ের গায়ে ছিটাইয়া দিয়াছে। আল্লাহর ঐ দুষমনদ্বয়ের কবর নাই। পাঠানগণ পাঞ্জাব হইতে হিন্দুস্থানে আসিয়া ওয়াজিব আদায় করিয়াছে। অনুরূপ কি ঘটনা কলিকাতা ঘটিয়াছিল। দুষমনে রাসূলকে পাঞ্জাবের পাঠানরা কতল করতঃ জাহান্নামবাসী বানাইয়াছেন।

৩২। তথাকথিত সৈয়দ আহম্মদের শিষ্য ও খলিফা হিন্দুস্থানের জৌনপুর নিবাসী কেরামত আলী তার জখিরায়ে কেরামত নামক পুস্তকে স্বীয়পীর ও মুর্শিদের বাণী (কুফুরী কালামটুকু) হুবহু উল্লেখ করিয়াছেন। যথা- নামাজে জিনার ধারণা হইতে সহবাসের ধারণা উত্তম, কিন্তু রাসুলে পাকের ধারণা ঐ নামাজের মধ্যে জিনা-সহবাস এবং গরু গাধার ধারণা হইতেও নিকৃষ্ট এবং নাজামী মুশরেক হইয়া যাইবে (জখিরায়ে কেরামত ১ম খন্ড)।

হে বাংলার সুন্নী মুসলমান বুদ্ধিজীবিগণ! বর্ণিত উক্তিসমূহের প্রতি নজর করিয়া আপনারাই ফতুয়া দিন- তারা কি মুসলমান না কাফের-মুরতাদ? জানিয়া রাখুন, ঐ সমস্ত কাফের মুরতাদদিগের কুফুরীতে যারা সন্দেহ করিবে তাহারাও কাফের হইয়া যাইবে।

৩৩। ঐ মাকতুল সৈয়দ আহম্মদের ছিলছিলাভুক্ত ফুরফুরা জৌনপুরী, শর্ষিনা, সোনাকান্দা এবং আটরশি ও শৈলেরকান্দা প্রভৃতি। ইহারা ৫ (পাঁচ) তরিকায় কামেল। যথা- (১) চিশ্‌তীয়া (২) কাদরিয়া, (৩) নকশেবন্দিয়া,

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(৪) মুজাদ্দেদিয়া (৫) আউর মুহাম্মদিয়া। উক্ত ৫ নং তরিকায় মুরীদ করা হারাম ও কুফুরী। এদের বেশ-ভূষা, পরহেজগারী ও কান্না-কাটি দেখিয়া সরল প্রাণ ও নিরীহ মুসলমান যাহারা ধর্মের নামে অজ্ঞান এদের হাতে মুরিদ হইয়া নিজেদের দ্বীন ও ঈমানকে বরবাদ করিতেছে। অতএব, এই সব বাতিল ও ব্যবসায়ী পীরদেরকে তালাক দেওয়া ফরজ। নতুনা কুফুরী আক্বীদার কারণে বেঈমান হইবে, হাশরের দিন কেবল হায়! হায়! করা ছাড়া কোন উপায় থাকিবে না।

৩৪। ইদানীং (৯,১০,১১,১২ ও ১৩ ডিসেম্বর/ ৯৪ ইং-এ অনুষ্ঠিতব্য ৫ দিন বে-ইসলামী সম্মেলনের প্রচার পত্রে) আবদুল কাহ্হার নামে ফুরফুরার এক মুর্খ পীর পাক্কা ওহাবী খারেজীদের সঙ্গে গলায় গলায় মিলিয়া তাদের সুরে সুর মিলাইয়া ঢাকার মিরপুর দারুস্সালামে তাদের আস্তানায় ৫ দিন ব্যাপী ইসলামী সম্মেলন আহবানপূর্বক পোষ্টার ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে হুজুরে পাক ছাহেবে লাওলাক আলাইহিচ্ছালামের শানে জঘন্যতম বেয়াদবী ও কুফুরীমূলক আকীদা প্রচার করিয়াছে। উক্ত প্রচার পত্রে আল্লাহর হাবীব হুজুর নূরে খোদা নূরে মুজাচ্ছাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সুমহান শান ও আজমতকে অস্বীকারপূর্বক হুজুর নুরে খোদাকে অস্বীকার করতঃ মাটির মানুষ আখ্যা দিয়া কাফের মুরতাদ সাজিয়াছে। আর এ পোষ্টার বিজ্ঞাপন সারাদেশে বিলি করিয়াছে। অবশ্য ইহার প্রতিবাদে সুন্নী উলামাগণ খুবই সোচ্ছার হইয়াছেন। বাতিল ব্যবসায়ী পীরসহ ওহাবী খারেজীদের সঙ্গে সুন্নী উলামাগণ বহুবার চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করিয়াছেন। এক্ষণে ফুরফুরা পন্থীরা ভাবিয়া দেখুন পীর পুজা করিয়া জিন্দেগী পার করিবেন না পীরকে তালাক দিয়া ঈমান ও ইসলামকে রক্ষা করিবেন?

৩৫। তওবা দুই প্রকারঃ- গোপনীয় গোনাহের জন্য গোপনীয় তওবা এবং প্রকাশ্য গোনাহের জন্য প্রকাশ্য তওবা। উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ যারা প্রকাশ্যে বই পুস্তকে প্রচারপূর্বক প্রকাশ্য কুফুরী করিয়াছে তাদের প্রতি নসিহত হইল যে, প্রকাশ্যে হীনতা ও দীনতার সহিত কাগজে লিখিয়া অনুতাপ অনুশোচনার মাধ্যমে তওবা করিবে, সরল ও নিরীহ মুসলমানদিগের দ্বীন ও ঈমান হেফাজতকল্পে সর্তকতামূলক ব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ করিবে। অন্যথায় তওবা গ্রাহ্য হইবে না।

৩৬। ধর্মীয় একটি মাছআলা জানা এবং সুক্ষ্ম জ্ঞানের দ্বারা বুঝা ১০০০ (এক হাজার) রাকাত নফল নামাজের চাইতেও উত্তম।

৩৭। যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিচ্ছালামের সহিত বেয়াদবী হইতে তওবা না

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

করে এবং ইহাতে কায়েম থাকে যেমনঃ- নজদী-ওহাবী ও সৈয়দ আহম্মদের দল, তাহা হইলে তাহাদিগকে কাতল করিয়া দেওয়া দরকার। যদিও তাহাদের বাহ্যিক রূপটি খুবই সুন্দর দেখায়। প্রকাশ্যে খুব সুন্দরভাবে মুসলমানী দেখায়, অথচ তাহাদের মুসলমানী গ্রাহ্য হইবে না। তাহাদেরকে কাতল করিবার পরও কাফের জানিতে হইবে। তাহাদের মালামাল মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে হইবে। তাদেরকে গোসল দেওয়া যাইবে না, জানাজা পাঠ করা যাইবে না, বরং তাদেরকে কাফেরদের মতই কাপড়ে জড়াইয়া মাটির নিচে গর্তে ঢুকাইয়া দিতে হইবে (তফছীরে রুহুল বয়ান ১০ পারা ১০৮ পৃষ্ঠা)।

৩৮। হে বুদ্ধিমান মুসলমান! ১৭নং মাছয়ালার প্রতি পুনরায় লক্ষ্য করুন। একামত ব্যতীত আজান-মসজিদের ভিতরে দেওয়া 'মাকরুহে তাহরিমী' কবিরা গোনাহ। অতএব, জুম্মার নামাজের আজান মসজিদের বাহিরে দরজায় বড় আওয়াজে দিতে হইবে। ইহা সুন্নাতে রাসুল ও সুন্নাতে খোলাফায়ে রাশেদীন ও সুন্নাতে ছাহাবায়ে কেরাম। ছহীহ্ হাদিস ও কোরাণে কারিমের বহু বহু তাফছীর দ্বারা প্রমাণিত। প্রকাশ থাকে যে, রাসুল আলাইহিচ্ছালামের কোন সুন্নত বা কোন হাদিসকে দুর্বল জানিলে কাফের হইবে। এদের পিছনে নামাজ হইবে না, বরং এদের পিছনে এক্তেদা করিলে ঈমান-হারা হইয়া যাইবে। আমার রচিত আদাবুল আজান ৩য় খন্ড পাঠ করিয়া দেখুন।

৩৯। আল্লাহ পাক নিজের নামের পূর্বে তাঁহার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম রাখিয়াছেন। ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একটি মু'জেজা। এ নিগুঢ় তত্ত্ব বুঝিতে হইলে সুক্ষ্ম জগতে পাড়ি জমাইতে হইবে।

৪০। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার প্রকাশ হয় নাই; আল্লাহ পাক তখনই তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার শরাফত ও নবুওয়াত তথা শান ও মানের ঘোষণা করিয়াছেন, এইহেতু, 'আহমদ' নাম আগে রাখা হইয়াছে এবং 'মোহাম্মদ' নাম পরে। এই জন্য হযরত ঈসা আলাহিচ্ছালাম তাঁহার উম্মতকে শিক্ষা দিয়াছেন- 'ইছমুহু আহমাদু' বলিয়া।

৪১। হুজুর সারওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমস্ত সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করিয়াছেন। যদি প্রশ্ন হয় কখন? উত্তর হবে- যখন, কখন শব্দটি ছিল না তখন। অর্থাৎ আল্লাহর হাবীব মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্ব প্রথম সৃষ্টি। তাহার পূর্বে কোন সৃষ্টি সৃষ্ট হয় নাই।

৪২। মাসআলাঃ- আগুন, পানিকে চিনা এবং জানা যেমন দরকার তার চাইতেও অনেক বেশী দরকার 'কালিমায়ে ঈমান' ও 'কালিমায়ে কুফর' কে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

জানা এবং বুঝা। কালিমায়ে ঈমান এর দ্বারা পরকালে শান্তি ও মুক্তিলাভ করিবে। আর কালিমায়ে কুফর দ্বারা জাহান্নামের জলন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে।

৪৩। কালিমায়ে কুফরের অর্থ যে সমস্ত কথায় বা উক্তিতে হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার সামান্যতম বেয়াদবীও প্রকাশ পায়। ওটাকেই "কুফুরী কালাম" বলা হয়। ইহাতে মুসলমান কাফের ও মোরতাদ হইয়া যায়।

৪৪। কালিমায়ে ঈমানের অর্থ- যে সমস্ত কথা বা উক্তি দ্বারা নবী করিম আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াসাল্লামার ইজ্জত সম্মান তথা শান ও আজমতের প্রকাশ পায় ইহাকেই 'কালিমায়ে ঈমান' বলা হয়। যার দ্বারা কাফের মুসলমান হয়।

৪৫। গত বাংলা ১৪০০ সালের রমজান মাসের ১০ তারিখে কিশোরগঞ্জ জিলার বাজিতপুর থানার খনারচর গ্রামে জুম্মার নামাজের আজান নিয়া বাহাছ হইয়াছে। উক্ত বাহাছে সভাপতি ছিলেন স্থানীয় চেয়ারম্যান সাহেব। আর আমি রেজভীও উপস্থিত ছিলাম। প্রথমেই সুন্নী মতাদর্শের মাওলানা মুজিবুর রহমান নামে একজন আলেম অন্যতম সহীহ্ হাদীস গ্রন্থ আবু দাউদ শরীফ খুলিয়া পাঠ করিলেন- "শুক্রবার দিন যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বারের উপর বসিতেন তখন আজান হইত তাহার সামনে মসজিদের দরজায়। অদ্রুপ, আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুমার যমানায়ও"। এমন সময় ওহাবী দেওবন্দী মার্কা এক মৌলভী দাঁড়াইয়া বলিল যে, নবী তো দাঁড়াইয়াও মুতছে তখনই লোকজন রাগান্বিত অবস্থায় দাঁড়াইয়া পড়ে এবং উত্তেজিত অবস্থায় উক্ত ওহাবী মৌলুভীকে গণধোলাই দিতে অগ্রসর হয়। সভাপতি সাহেব অতি কষ্টে জনগণকে নবীজীর আশেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে শান্ত করেন। অতঃপর উক্ত বিশুদ্ধ হাদিস অমান্য করিতে গিয়া ঐ ওহাবী কাঠ মোল্লা উক্তি করিল এক হাদীসে দরজায় আজান, আর পাঁচটি হাদিস দ্বারা ভিতরে আজান। এক্ষনে বলেন, এক বেশী না পাঁচ বেশী? উক্ত মূর্খ পন্ডিতের কথা শুনিয়া আমি রেজভী আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। উপস্থিত জনতাকে লক্ষ করিয়া বলিলাম- হে ধর্মপ্রাণ মুসলমান পবিত্র রজমান মাস, অল্পক্ষণ পরে আপনারা বাংলাদেশে আল্লাহর পবিত্র রিজিক দ্বারা ইফতার করিবেন। কিন্তু আমার জন্য বাংলাদেশের খাদ্য হারাম হইয়া যাইবে, যদি এই মৌলুভীর উক্তি অনুযায়ী পাঁচটি হাদিছের একটিও সে দেখাইতে পারে। তখন ঐ কাল ধার্মিক

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ওহাবী মোল্লাগণ চেয়ারম্যান সাহেবের নিকট সময় চাহিয়া আবেদন করে। চেয়ারম্যান সাহেব আমাকে সম্বোধন করিয়া বলেন- রেজভী সাহেব! এরা সময় চাইতেছেন। আমি বলিলাম- 'সময় কিয়ামত পর্যন্তই দেওয়া গেল, তবে চেয়ারম্যান! জানিয়া রাখেন, ইহা চক্রান্তবাজ দুষমনে রাসুল ওহাবী-খারেজীদের এক প্রকার ধোকাবাজী দাজ্জালী।'

এক্ষণে, আমার জিজ্ঞাসা এই যে, ঐ ভন্ড মৌলভীর কথায় নবীজির শানে বেয়াদবী হইল কিনা? ঈমানদার মুসলমান খুব চিন্তা করিয়া উত্তর দিবেন। আর এই ধরনের বেয়াদবীজনক কথাকেই 'কুফুরী কালাম' বলা হয়। প্রমাণ আল-কোরআন। নবীজির শানে বেয়াদবীজনক উক্তিকে কোরআনে 'কুফুরী কালাম' বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। যার ফলে মুসলমানী আর থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে কাফের হইয়া যায়। কোরআন মতে তাকে কাতল করা ওয়াজিব। তার পিছনে নামাজ পড়া হারাম এবং কুফুরী লাজেম হবে। তার দ্বারা মাদ্রাসায় শিক্ষা দেওয়া হারাম, হারাম, হারাম।

হে প্রিয় সুন্নী মুসলমান,
কালিমায়ে কুফুর হইতে হও সাবধান
যদি দিতে হয় জান, তবে দিওনা ঈমান
পরকালে পাইবে পরিত্রাণ।

৪৬। কোরআন মজীদ ১০ম পারা, সুরাহ তাওবা'-র ৭৪নং আয়াত শরীফের অর্থ- 'হে প্রিয় নবী! তাহারা আল্লাহর কছম সহকারে বলিয়াছে যে, তাহারা তেমন কথা বলে নাই, অথচ তাহারা কুফুরী ও অবাধ্যতার কথাই বলিয়াছে এবং নিজেদের মুসলমানীর পরও তাহারা কুফুরী করিয়াছে। অর্থাৎ আপনার সঙ্গে বেয়াদবী করিয়া কাফের হইয়াছে।

৪৭। ১০ম পারা, সুরায়ে 'তাওবা'র ৬৫ নং আয়াতের অর্থ- আল্লাহ পাক ফরমান- 'হে প্রিয় নবী! আপনি যদি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে তাহারা বলিবে, আমরাতো শুধু আমোদ-প্রমোদ এবং খেলা-তামাশাই করিয়াছি। হে প্রিয় নবী! আপনি বলুন- আল্লাহ পাক ও তাঁহার আয়াতসমূহ এবং তাঁহার রাসূল কি উপহাসের যোগ্য যে, তোমরা উপহাস করিয়াছ? এক্ষনে, আর কোন ওজর আপত্তি চলিবে না, নিশ্চয়ই তোমরা ঈমান আনিবার পর কাফের হইয়া গিয়াছ।'

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

৪৮। ১০ম পারা, সুরায়ে 'তাওবা'র ২৩নং আয়াতের অর্থ- আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- তোমরা যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছ শোন, তোমাদের পিতা ও পিতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং ভ্রাতা ও ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে কখনও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিওনা যদি তাহারা ঈমানের পরিবর্তে কুফুরীকে ভালবাসে। আর তোমাদের মধ্যে যাহারা তাহাদের সংগী হইবে, তাহারাইতো জালিম।

৪৯। সুরায়ে 'তাওবা'র ৮০ নং আয়াতের অর্থ- আল্লাহ পাক বলেন, হে প্রিয় নবী! আপনি তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন বা নাই করেন, এমন কি আপনি যদি তাহাদের জন্য ৭০ বারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবু আল্লাহ তাহাদেরকে ক্ষমা করিবেন না। তাহা শুধু এইহেতু যে, তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের অবাধ্য হইয়াছে। আসলে আল্লাহ তাদেরকে সহজ-সরল সত্য ও পূণ্য পথ মোটেই প্রদর্শন করেন না।

৫০। আল্লাহ পাক বলেন- হে আমার প্রিয় হাবীব! তাহাদের মধ্যে কেহ মৃত্যুবরণ করিলে আপনি কখনো তার জানাজার নামাজ পড়িবেন না, কিংবা তার কবরের পার্শ্বে মোটেও দাঁড়াইবেন না। তাহারাও আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের অবাধ্য হইয়াছে এবং অমান্যকারী রূপেই মারা গিয়াছে।

৫১। ইহাদেরকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। প্রমাণ- 'ফতহুল বারী শরাহ্ ছাহিহুল বোখারী।' এবং উমদাতুল ক্বারী শরাহ্ ছাহিহুল বোখারী।'

উক্ত মুনাফিক বেঈমান দুষমনদিগকে নবী আলাইহিচ্ছছালাম নিজেই মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। উল্লেখিত ২টি জগৎ বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থে প্রমাণ রহিয়াছে।

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(আল্লাজীনা ইউ্মিনুনা বিল গায়েব)

তফসীরে রেজভীয়া সুন্নীয়া

জাহেরী ও বাতেনী ঈমানের পরিচয়

২য় সংস্করণ: ২২ ফেব্রুয়ারী ২০০০ ইং

মাওলানা আকবর আলী রেজভী,
সুন্নী আল ক্বাদরী

পিডিএফ:ইকরামুল হক

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ৭৭

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। খালিক্বিচ্ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি। আচ্ছালাতু ওয়া আচ্ছালামু আলা মান কানা নাবীয়াও ওয়া আদামু বাইনাল মায়ি ওয়াত্বিন। ছাইয়্যেদেনা মুহাম্মাদিও ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহী আজমাইন। আম্মাবাদ, ফাআউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম।

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম
আল্লাজীনা ইউমিনুনা বিলগাইবি।

অর্থঃ- যাহারা ঈমান আনিবে গায়েবের উপর। না দেখিয়া ঈমানের কথাটি প্রথমেই উল্লেখ হইবার কারণ এই যে, ঈমান সমস্ত নেক কাজের আসল মূল শিকড়। যদি ঈমান কায়েম থাকিবে তবে নেক আমলে উপকার হইবে। ঈমান যদি নাই তবে নেক আমলের কোন উপকার হইবে না। এই জন্যে ঈমানকে প্রথমে বয়ান করা হইয়াছে এবং ঈমানের পর নামাজ, যাকাত ইত্যাদি। ঈমান ১টি সিলেট এবং নেক আমল তাহার উত্তম নক্‌সা। সিলেটে নক্‌সা তখনই করা যায় যখন সিলেটকে ধৌত করিয়া পরিস্কার করা হয়। ঈমান রহমতের পানি, যাহার দ্বারা ক্বালব অর্থাৎ অন্তর পরিস্কার করা হয়। যখন ঈমানের দ্বারা অন্তর পরিস্কার করা হয় তখন নেক আমলের দ্বারা ইহাতে উত্তম নক্‌সা করা যাইতে পারে। তাফসীর (ইউমিনুনা) শব্দটি ঈমান হইতে আসিয়াছে। ঈমানুন শব্দের লুগাতী অর্থাৎ- (আমান দেনা) অর্থ নিরাপত্তা দেওয়া। মোমিন যেহেতু উত্তম আকিদার দ্বারা নিজেকে সর্বদায়ের জন্যে আজাব হইতে মুক্ত করে। এই জন্যে উত্তম আকিদার নাম ঈমান। মনে রাখিবেন যে, কোরআন কারিমে মুসলমানকে মোমিন বলা হইয়াছে। আল্লাহ পাককেও মোমিন বলা হইয়াছে। কিন্তু মুসলমান মোমিন হওয়ার এই অর্থ যে, সে নিজে নিজকে আজাব হইতে মুক্ত করিয়াছে এবং আল্লাহপাক মোমিন হওয়ার অর্থ এই যে আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করিয়া ঈমানদারগণকে আজাব হইতে মুক্তি দিয়াছেন। ঈমান শব্দের ২য় অর্থ মজবুত করা এবং ভরসা করা। যেহেতু মোমিন নিজ আকিদা মজবুত করতঃ পূর্ণ ভরসা রাখে। এই জন্য তাকে মোমিন বলা হয় এবং কাফের সর্বদায় হয়রান পেরেশান থাকে, সেই জন্য মোমিন বলার

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

যোগ্য নয়। শরীয়তে ঈমানের অর্থ এই যে, যে কথাটি দৃঢ়-বিশ্বাসের দ্বারা জানা যায় দ্বীনে মোহাম্মদীর মধ্যে গণ্য উহাকে দ্বীলের দ্বারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। জবানের দ্বারা প্রকাশ করা কিন্তু দ্বীলের বিশ্বাসই আসল মূল ঈমান এবং জবানে প্রকাশ করা ইসলামী আদেশ জারী করার শর্ত। আমল ধর্ম নয়। যদি আকিদা ভাল থাকে কিন্তু আমল করেনা অথবা খারাপ আমল করে সে মোমিন। এই জন্য এই আয়াতে কারিমায় ঈমানের পর নামাজের কথা বলা হইয়াছে। যদি আমল ঈমানের অংশ হইত তবে ঈমানের পরে আমলের কথা বলা দরকার হইত না। কাজেই শরাব-খোর, চোর, ডাকাত, জিনাকারী ও অন্যান্য পাপ কার্যে লিপ্ত লোকের যদি আকিদা ভাল তবে নিশ্চয়ই মোমিন। যদি নামাজী পরহেজগার ব্যক্তির আকিদা পরিবর্তন বা নষ্ট হইয়া যায় তবে সে কাফের। কোরআনে কারীমে আছে যে (ওয়াইন-ত্বায়াই-ফাতানি মিনাল মু'মিনীনা ইক্বতাতালু) অর্থ- যদি মুসলমানের দুই দলে পরস্পরে ঝগড়া করে। দেখুন পরস্পরে ঝগড়া করা হারাম। কিন্তু ঝগড়াকারীদেরকে মোমিন বলা হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি সারাটি জীবন বন্দেগী করে কিন্তু শেষ বেলায় মরণের সময় তাহার আকিদা নষ্ট হইয়া যায় তবে সে বেঈমান কাফের। যেমন শয়তান এবং বালাউম ইব্নে বাউরার ঘটনা। এই ব্যাখ্যার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, বর্তমান যুগে নূতন নূতন দল বাহির হইয়াছে। যেমন, খাকছার, কাদিয়ানী, বাহায়ী, জমাতে ইসলামী, নব তাবলিগী, দেওবন্দী ইত্যাদি। যাহারা বলে ঈমান শুধু সৃষ্টির সেবাকেই বলে আকিদার কোন দরকার নাই। তাহারা মারাত্মক ভুল করিয়াছে। বন্ধুগণ, ঈমান অর্থাৎ আকিদা মূল এবং আমল তাহার ফল। ফলতো তখনই হয় যখন মূল বা শিকড় থাকে (এহি হ্যাঁ আক্বীদা এহি দ্বীন ও ঈমান, কে কাম এক দুনিয়া মে ইনসান কি ইনসান) কোরআনে পাকে আছে, যদি কেহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার আওয়াজের উপর আওয়াজকে বড় করে তাহা হইলে আমলসমূহ বরবাদ হইয়া যায়। যদি ঈমান শুধু আমলকে বলা হইত তবে নবীজীর সহিত সাধারণ বেয়াদবীর দ্বারা আমল কেন বরবাদ হইত।

আমার এই উদ্দেশ্য নয় যে, আমলের দরকার নাই। নেক আমলের খুবই দরকার। যে ব্যক্তি আকিদা বিশুদ্ধ করার পর আমলকে দুরস্ত না করে তবে সে ফল শূন্য বৃক্ষের মত, বৃক্ষ রোপন করিয়া

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বৃক্ষের ফল খাইল না। ইসলাম এবং ঈমানের মধ্যে পার্থক্য- ইসলাম শব্দের অর্থ মাথা সেজদায় অবনত রাখা অর্থাৎ বন্দেগী করা ইসলাম, যাহা জাহের অর্থাৎ প্রকাশের মধ্যে গণ্য। অপরদিকে ঈমান বাতেনী জিনিস। যদি কাহারও আকিদা ভাল না থাকে কিন্তু সে নিজেকে মোমিন বলিয়া প্রকাশ করে যেমন মুনাফিক; তবে সে মোমিন-মুসলমান নয়। তদ্রুপ, যদি কোন ব্যক্তি শেষ সময় ঈমান আনে কিন্তু তাহার ঈমান প্রকাশ করার সময় পায় নাই তবে সে মোমিন, মুসলমান নয়। যাহার আকিদা ভাল সে মুত্তাকী। মনে রাখিবেন যে, মানা ও চিনা ভিন্ন জিনিস এবং ভালবাসা অন্য জিনিস। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে চিনার ও মানার নাম ঈমান নয়, ভালবাসার নাম ঈমান।

কোরআনে কারীমে আছে, (ইয়ারিফুনাহু কামা ইয়ারিফুনা আবনাউহুম) মক্কার কাফেরগণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জানিত, চিনিত তবুও কাফের হইয়াছে। এই জন্য যে তাহারা মানিত না। মান্য করা ৩ প্রকার ১নং শুধু ভয়ে মানা, ২নং লোভের বশীভূত হইয়া মানা, ৩নং দ্বীলের মুহাব্বতে মানা। প্রথম দুইটি মানাকে ঈমান বলা যায় না। মোনাফেকরা ভয়ে ও লোভে মানিত। মুহাব্বত অর্থাৎ ভালবাসার দ্বারা মানার মান ঈমান। এই স্থানে বলা হইয়াছে গায়েব শব্দ বাতেনী গোপন জিনিস। এস্তেলাহান (পরিভাষায়) গায়েব ঐ জিনিসকে বলা হয় যাহা জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞান দ্বারা অনুভব করা যায় না। অর্থাৎ চক্ষু, নাক, কান দ্বারা অনুভব করা যায় না এবং গভীর চিন্তা ফিকির ব্যতিত জ্ঞানে আসে না। গায়েব ২ প্রকার ১নং গায়েব যাহার কোন দলিল নাই। যেমন- মৌতের সময়, কিয়ামতের তারিখ, পেটের সন্তান ছেলে না মেয়ে, জিন্দা না মোরদা, ভাল না মন্দ ইহার কোন দলিল নাই। এই গায়েবের নাম- মাফাতিহুল গায়েব। ইহাকে কোরআনে কারিমে বলা হইয়াছে- ইনদাহু মাফাতিহুল গায়েব। অর্থাৎ গায়েবের চাবি আল্লাহর নিকট। গায়েব কেহই নিজে নিজে জানিতে পারে না। যাহাকে আল্লাহ পাক জানায়, সেই কেবল জানিতে পারে। যেমন- নবীগণ এবং খালেছ অলীগণ জানিতে পারেন। ২নং গায়েব যাহার দলিল আছে দলিল দ্বারা জানা যায়। যেমন- আল্লাহর জাত ও ছিফাত, নবীগণের নবুওয়ত এবং তাহার আহকাম ইত্যাদি। ইহা ঐ গায়েব যাহা গভীর চিন্তা ফিকিরের

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

দ্বারা জানা যায়। আল্লাহকে আমরা দেখি নাই কিন্তু দুনিয়ার প্রতিটি ছোট-বড় জিনিসের দ্বারা আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায়। এই স্থানে গায়েবের দ্বারা ইহাই বুঝায়। এখন ঐ আয়াতে কারিমার অর্থ হইল যে, মুত্তাকী ঐ লোককে বলে যে ব্যক্তি ঐ গায়েবের উপর ঈমান রাখে যাহা দলিলের দ্বারা জানা যায়। আল্লাহর জাত ও ছিফাত, নবীগণের নবুওয়ত কিয়ামত, হিসাব, কিতাব, সাজা, বেহেস্ত, দোযখ এই সমস্ত গায়েবের মধ্যে শামিল রহিয়াছে। যে ঐ গায়েব হইতে ১টি অস্বীকার করিবে সে কাফের হইবে। তাফসীরে রুহুল বয়ানে আছে গায়েব ২ প্রকার, ১নং যাহা তোমার থেকে গায়েব যেমন আলমে আরওয়াহ রুহের জগত যাহাতে পূর্বে তোমরা ছিলে এখন এই স্থানে আসিয়াছ তাই তাহা তোমার হইতে গায়েব হইয়াছে। ২নং গায়েব যাহা হইতে তুমি গায়েব হইয়াছ। অর্থাৎ সে তোমার নিকটে এবং তুমি তাহা হইতে দূরে। যেমন আল্লাহ পাক। আল্লাহ পাক আমাদের শাহারগের চাইতে অধিক নিকটে, কিন্তু আমরা আল্লাহ হইতে দূরে। "ইয়ার নজদীক নওয়াজ মাম বি মান আছত দীনে আজীব নারাহু জুনে দুরাম"- এই আয়াতের ৩টি অর্থ ১নং এই যে, ঐ গায়েবের প্রতি ঈমান আনিতে হইবে অর্থাৎ আল্লাহকে এবং বেহেস্ত দোযখ ইত্যাদি না দেখিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। ২নং এই যে, গায়েব যাহা দিলের দ্বারা বিশ্বাস করিতে হইবে। জবান জাহেরী এবং দিল বাতেনী। জবান দ্বারা মুনাফিকরাও তো মানিত, বিশ্বাস করিয়াছিল কিন্তু গ্রহনযোগ্য হয় নাই। কেননা গায়েব অর্থাৎ দিলের দ্বারা বিশ্বাস ছিলনা, ৩নং গায়েব এই যে মুসলমানের অসাক্ষাতে বিশ্বাস করিতে হইবে। মুনাফিকেরা মুসলমানের সম্মুখে বলিত যে আমরা ঈমান আনিয়াছি। কিন্তু তাহাদের দলের মধ্যে যাইয়া অর্থাৎ কাফেরদের মধ্যে যাইয়া বলিত (ইন্না মাআকুম) অর্থ- নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। ইহাতে বলা হইয়াছে যে মোমিন সর্বাবস্থায় প্রকাশ্যে ও গোপনে বিশ্বাস করিতে হইবে। (উপকারীতা) ইহার দ্বারা জানা যায় যে বাতেনী জিনিসের প্রতি ঈমান গ্রহনীয়। জাহেরী বিশ্বাসের নাম ঈমান নয়। কোরআনে পাকে জাহেরী অক্ষরগুলিকে মানিয়া লওয়া যে ইহা একটি কিতাব আরবী ভাষায় ছাপানো, ঢাকা প্রেসে ছাপানো, অমুক কাগজে ছাপানো হইয়াছে উহা ঈমান নয়, কেনেনা এই কথাগুলি একেবারেই জাহের বরং কোরআনে

পিডিএফ:ইকরামুল হক
Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

পাকের বাতেনী গুণের প্রতি ঈমান আনা কর্তব্য। উহা এই যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসিয়াছে। জিব্রাইল আমিন আলাইহিচ্ছালাম আনিয়াছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি নাজিল হইয়াছে। এই গুণগুলি জাহেরী অবস্থায় অনুভব করা যায় না। তদ্রুপ হুজুর আলাইহিচ্ছালামের জাহেরী গুণাবলী মানিয়া লওয়ার নাম ঈমান নয় যে, রাসুল আমাদের মত সাধারণ মানুষ ছিলেন। মক্কা শরীফে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, মদিনা শরীফে আরাম করিতেছেন। খাইতেন, পান করিতেন, ছাইয়েদেনা আবদুল্লাহর সন্তান ছিলেন, মা-আমেনা খাতুনের চক্ষুর পুতুলী কলিজার টুকরা ছিলেন। কেননা ইহা জাহেরী গুণ ছিল উহাকে কাফেররাও মানিত। বরং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতেনী গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস করার নাম ঈমান। অর্থাৎ তিনি আল্লাহর রাসূল আল্লাহর অতিশয় প্রিয়ভাজন, আরশ অর্থাৎ সিংহাসনের মালিক, গোনাগারের সুপারিশাকারী। সৃষ্টির রহমত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই গুণাবলী জাহেরী অবস্থায় অনুভব করা যায় না, এই জন্য রাসূলে পাক্‌কে মানাই ঈমান বিলগায়েব হইয়াছে। ওহাবী এবং দেওবন্দীগণ হুজুর আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ হওয়ার পিছনে যাওয়া একমাত্র বেদ্বীনী ভিন্ন আর কিছুই নয়। তিনিকে আমাদের মত মানুষ মানা ঈমান নয়। বরং তিনিকে মুস্তফা মানা রহমতে আলম মানা ঈমান। এই জন্য কালেমা শরীফে পড়া হয় 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ', 'মহাম্মাদুন বাসারুন' বলা হয় নাই। অর্থাৎ মুহাম্মদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মত মানুষ এই কথা কলেমায় নাই। বরং হক এই যে আল্লাহকে শুধু সৃষ্টির স্রষ্টা মানা ঈমান নয়। কেননা আল্লাহ স্রষ্টা হওয়া লালন পালনকারী হওয়া জাহেরী বরং আল্লাহকে রাব্বে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ মানা ঈমান। এই জন্যে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' যাহার দ্বারা জানা গেল যে, মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দ্বারা যে তৌহিদ আসিয়াছে উহা মানা ঈমান। আরও বলা হইয়াছে যে, "ওয়া ইজা! আখাজা রাব্বাকা মিন বানী আদামা মিন জুর্‌রিয়াতিহিম"। যাহার দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ পাক মিছাকের দিন সমস্ত আওলাদে আদমকে নিজের পরিচয় এমনিভাবে করাইয়াছেন যে, আমি রব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র এই সমস্ত বিষয় ঈমান বিল গায়েবের মধ্যে শামিল।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ৮২

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আল্লাহ পাক তাহার সৃষ্টির মধ্যে গায়েব বা বাতেন রহিয়াছেন। আমাদের শরীর জাহের, ক্বালব- রুহু গায়েব, বাতেন। বৃক্ষ এবং তাহার ফলফুল জাহের। মূল এবং বৃক্ষের মধ্যে রস যাহা শুকাইয়া গেলে বৃক্ষ শুকাইয়া যায় ইহা গায়েব ও বাতেন। তদ্রুপ ঈমানের জন্য গায়েব ও বাতেন আছে। ইবলিস আদম আলাইহিচ্ছাল্লামের জাহেরী জিনিস দেখিয়াছিল অর্থাৎ আদম আলাইহিচ্ছাল্লামের শরীর এবং শরীরের গঠন-গাঠন দেখিয়াছিল। কিন্তু বাতেনী গুণাবলী 'খেলাফতে ইলাহিয়া' দেখে নাই। এই জন্য এই স্থানে বলা হইয়াছে- ইউমিনুনা বিল গায়েব। কোরআনের জাহেরী শব্দগুলি জাহের। কিন্তু কালামে এলাহি হওয়া বাতেন। যখন যাহারা হুজুর আলাইহচ্ছাল্লামকে শুধু মানুষ অথবা হযরত আবদল্লাহর সন্তান অথবা আরবী হাশেমী মানিয়া লয় তবে তাহারা মোমিন হইবে না। এই জাহেরী গুনাবলী আবু জাহেলও জানিত মানিত। হুজুরকে নবী, রাসুল, শাফি, খাতেমুল আম্বিয়া মানা ঈমান। এই সমস্ত হুজুরের বাতেনী গুনাবলী।

১ম প্রশ্নঃ- গায়েব বাতেন জিনিসের উপর ঈমান আনা কেন দরকার হইল?

উত্তরঃ- এই যে, ঈমানের হাকিকত আল্লাহ, রাসূলে পাকের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও ভরসা রাখা। জিনিস দেখিয়া ও শুনিয়া সকলেই মানিতে বাধ্য হয়। কিন্তু যে জিনিস অতি গোপনে থাকে মানবিক জ্ঞানে না আসে উহাকে শুধু এই জন্যে মানা যে উহা রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু ওয়া আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। ইহাই দলিল যে তাহার দিলের মধ্যে গোলামী আছে। মরন সময় মালেকুল মৌতকে দেখিয়া অথবা কেয়ামতের সময় পশ্চিম আকাশে সূর্য উদয় হওয়া দেখিয়া ঈমান আনিলে কখনও কবুল হইবে না অর্থাৎ ঈমান গ্রহনযোগ্য হইবে না। কেননা যে নবীগণের খবরের উপর বিশ্বাস করিল না বরং তাহার চক্ষের দেখার উপর বিশ্বাস করিল। শুনিয়া বিশ্বাস করিল না, চক্ষে দেখিয়া বিশ্বাস করিল এবং সত্য বলে স্বীকার করিল। তবে ঈমানের শান এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খবরের উপর নিজের অনুভব শক্তির চাইতে বেশী বিশ্বাস রাখিতে হইবে। যদি আমরা চক্ষের দ্বারা দেখি যে এই সময় দিন, অথচ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন যে, না এই সময় রাত্রি। তবে আমাদের চক্ষু মিথ্যা এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য। কেননা

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আমাদের চক্ষু হাজার হাজার বার ভুল করে। কিন্তু রাসূলের চক্ষু কখনও ভুল হইতে পারেনা। শায়ের কি সুন্দর বলেছেন।

আগার শাও রোজ আগার ইয়াদ শব আছত-ই-
ববায়াদ গোফ্ত ই'নক মাহ্ ও পরদিন।

যদি রাসূলে পাক দিনকে রাত্রি বলেন, তবে আমাদের জন্য ফরজ হইয়া যাইবে দিনকে রাত্রি বলা।

২য় প্রশ্নঃ- এই উল্লেখিত আয়াতের দ্বারা বুঝায় যে সাহাবায়ে কেরামের ঈমান দুরস্ত নয়। কেননা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে দেখিয়া ঈমান আনিয়াছেন অথচ এলমে গায়েবের দরকার।

উত্তরঃ- সাহাবায়ে কেরাম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জাহেরী শরীর মুবারক দেখিয়াছেন, জিয়ারত করিয়াছেন কিন্তু ইহার উপর ঈমান নাই। ঈমানতো তিনির নবুওয়ত এবং বাতেনী গুণাবলীর উপর এবং এই জিনিস সাহাবিগণের নিকট হইতে গোপন ছিল। মুজেজাত দেখায় নবুওয়ত অনুভব হয় না যেমন সৃষ্টি দেখায় স্রষ্টা অনুভব হয়না।

৩য় প্রশ্নঃ- তবে দরকার হইবে যে নবী করিম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মোমিন না বলা, এই জন্য যে, নবী করিমের জন্য কোন জিনিস গায়েব অর্থাৎ গোপন নাই। কেননা আল্লাহ পাককেও তিনি দেখিয়াছেন, ফেরেস্তাগণকেও দেখিয়াছেন। কোরআন নাজিল হইতে দেখিয়াছেন। বেহেস্ত, দোযখ ভ্রমণ করিয়াছেন। নবুওয়ত তিনির নিজেরই গুণ। যখন তিনির জন্য ইহার মধ্যে কোন জিনিস গায়েব রহিলনা তবে তিনির ঈমানের কি উপায়?

উত্তরঃ- এই সমস্ত কথাবার্তা মোমিনের জন্য। রাসূলে পাক তো আইনে ঈমান, রাসূলে পাককে মানা ও চিনার নামই ঈমান। সকলেই মোমিন তিনি ঈমান, সকলেই আরেফ তিনি এরফান, সকলেই ছাদিক তিনি সিদ্ক, সকলেই আলেম তিনি এল্ম। সকলেই কাছেদ তিনি মনজিলে মকছুদ। সকলেই তালেব তিনি মাতলুব। তিনি সকলের শেষ। তিনিকে তোমার নিজের উপর কেন কেয়াছ অর্থাৎ ধারণা কর? তিনিকে এমনি ভাবে মোমিন বলা হয়, যেমন আল্লাহকেও মোমিন বলা হয়। শুনেন মোমিন শব্দ এক কিন্তু অর্থের বহু পার্থক্য। তাফসিরে কবির এবং তাফসিরে আজিজি ইত্যাদিতে মছনদে ঈমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রেওয়ায়াত নকল করিয়াছেন যে, হারেছ ইবনে কায়েদ ছাইয়েদেনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাছউদ রাদিয়াল্লাহুকে জিজ্ঞাসা করিলেন

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

যে, আমার আফছোছ এবং অনুতাপ এই যে তুমি রাসূলে পাকের দীদার পাইয়াছ এবং আমি দিদার হইতে বঞ্চিত। ছাইয়েদেনা ইবনে মাছউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিলেন যে, নবুওয়তে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সকলের উপরই জাহের। কিন্তু হে হারেছ তোমার ঈমান বড় কামেল কেননা আমরা উনাকে দেখিয়া ঈমান আনিয়াছি এবং তুমি না দেখিয়া। এবং তিনি ঐ আয়াত পড়িলেন 'ইউমিনুনা বিল গায়েব' তফছিরে আজিজির মধ্যে আবু দাউদ ও তায়াচ্ছি হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি ছাইয়েদেনা আবদুল্লাহ ইবনে উমরের নিকট হাজির হইল এবং আরজ করিল যে আপনি কি মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নিজ চক্ষে দেখিয়াছেন। তিনি বলিলেন হ্যাঁ, আবার ঐ ব্যক্তি আরজ করিলেন আপনি এই জবানে কি রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সহিত কথা বলিয়াছেন? তিনি বলিলেন হ্যাঁ, আবার ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনি কি এই হাতের দ্বারা রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বায়াতও করিয়াছেন? তিনি বলিলেন হ্যাঁ। তখন ঐ ব্যক্তির ওয়াজ্‌দ্‌-হাল জারি হইয়া গেল। অর্থাৎ বেহুশী অবস্থায় বলিতে লাগিল যে, আপনি কতই না ভাগ্যবান হইয়াছেন। তখন সাইয়্যোদেনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর তাহার এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন যে, আমি তোমাকে একটি হাদীস শুনাইব যাহা রাসূলে পাকের পবিত্র জবানে শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন- ধন্যবাদ ঐ ব্যক্তির জন্যে যে আমাকে দেখিয়াছে এবং বড়ই ধন্যবাদ ঐ ব্যক্তির জন্যে যে আমাকে না দেখিয়া ঈমান আনিয়াছে।

৪র্থ প্রশ্নঃ- বর্ণিত আছে যে, কতক ওয়ালিউল্লাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর সমস্ত গায়েব জাহের হইয়াছে। যথা- জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজুরে পাকের নিকট বলিলেন যে, বেহেস্ত এবং দোযখের সমস্ত তবকাগুলি আমার সামনে হাজির। হযরত গাউছেপাক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন যে, আমি আল্লাহর সমস্ত শহরগুলি এমনিভাবে দেখি যেমন কয়েকটি সরিষার দানা। ইহাতে বোঝা যায়, তাহাদের জন্য কিছুই গায়েব রহিল না। যখন কোন জিনিস তাহাদের উপর গায়েবই রহিল না তবে গায়েবের উপর ঈমান কি করিয়া হইবে?

উত্তরঃ- দেখিয়া ঈমান আনা এক কথা এবং না দেখিয়া ঈমান আনা ভিন্ন কথা। তাহারা গায়েবী জিনিস না দেখিয়া ঈমান আনিয়া মোমিন

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

হইয়াছে। তারপর ঈমানের নূরের দ্বারা 'ইনকেশাফ' অর্থাৎ গায়েব প্রকাশ হইয়াছে। দেখিয়া ঈমান আনা শরীয়তে গ্রাহ্য নয়। এই জন্যে তাহাদের ঈমান বিল গায়েব উচ্চ শ্রেণীর ছিল। ইহার প্রমাণ ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনায় পাওয়া যায়। একদা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করিলেন যে, হে আল্লাহ! আমাকে দেখাও 'তুমি কেমন করিয়া মৃত কে জিন্দা করিবে'? উত্তর আসিল 'আওয়ালাম তু'মিন'। অর্থ- তুমি কি ইহাতে ঈমান আন নাই? হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম বলিলেন হ্যাঁ ঈমান আনিয়াছি কিন্তু দ্বীলের শান্তি (হক্কুল ইয়াকীন) চাই। দেখুন ঈমান পূর্বেই হাসিল হইয়াছিল পরে ইনকেশাফ অর্থাৎ প্রকাশ হইয়াছে। এই আয়াতের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এলমে গায়েব ব্যতীত ঈমান হাসিল হয় না, হইতেও পারে না কেননা ঈমান একিনের নাম। একিন এলমের শেষ দরজা। যদি কাহারও বাতেনী এলম না থাকিবে তবে একিন হাসিল হইবে না। আমরা কিয়ামত বেহেস্ত দোযখ আল্লাহর জাত ও ছিফাত জানি তাইত ঈমান আনিয়াছি এবং এ সমস্ত গায়েব অর্থাৎ- বাতেনী জানাই এলমে গায়েব। তফছিরে কবিরে ঐ জায়গায় লেখা আছে যে সমস্ত মুসলমান বলিতে পারে যে, আমি গায়েব জানি। কিন্তু এলমে গায়েবের একটি প্রণালী- ১) শুনিয়া জানা, ২) দেখিয়া জানা। শুনিয়া জানাকে এলমে গায়েব বলে যেমন আমাদের জন্য কিয়ামত, বেহেস্ত, দোযখ ইত্যাদি গোপনীয় জিনিসের এলেম নবী আলাইহিস সালামের বলাতে জানিয়াছি এবং দেখিয়া জানাকেও এলমে গায়েব বলে। যথা নবীগণও অলিউল্লাহগণের এলম। এই জন্য ছুফিয়ানে কেরাম এই আয়াতের অর্থ করিয়াছেন যে, মুত্তাকী ঐ ব্যক্তি যে ঈমান আনিয়াছে ঐ বাতেনী নূরের দ্বারা যাহা আল্লাহর পক্ষ হইতে পায়। তাহার প্রমাণ এই হাদিসের দ্বারা হয় যে, মোমিন নূরে এলাহির দ্বারা দেখিয়া থাকে। তফছিরে রুহুল বয়ান ঐ স্থানে আছে যে, কতেক কারণে ঈমান আমলের আগে বলা হইয়াছে। ১ম কারণ এই যে, ঈমান আমলের মূল তাই সর্ব প্রথম বলা হইয়াছে। ২য় কারণ এই যে, ঈমান কাল্ব অর্থাৎ দ্বীলের কাজ। দ্বীল বাদশা এবং শরীর তাহার প্রজা, এই জন্য দ্বীলের কাজ শরীরের কাজের চাইতে উত্তম। ৩য় কারণ এই যে ঈমান সমস্ত পয়গাম্বরগণের ধর্মের মধ্যে এক রকম এবং আমলের মধ্যে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রভেদ হইয়াছে। সর্বদায়ের জিনিসটি পরিবর্তনীয় জিনিস হইতে উত্তম। ৪র্থ কারণ এই যে, ঈমান আনা ইসলামের মধ্যে প্রথম হইতেই ফরজ হইয়াছে। নামাজ, যাকাত ইত্যাদি পরে ফরজ হইয়াছে, নামাজ মেরাজের রাত্রে ফরজ হইয়াছে। ঈমানের পরে আমল ফরজ হইয়াছে। ৫ম কারণ এই যে, আমল মৌতের সময় শেষ হইয়া যায়। কিন্তু ঈমান কবর, হাসর ফুলছেরাত মিযান সর্বস্থানে সঙ্গে থাকে। ৬ষ্ঠ কারণ এই যে, ঈমান আনা সকলের উপর ফরজ কিন্তু আমল সকলের উপর ফরজ নয়। কাফেরের জন্য ঈমান আনা ফরজ। নাবালেগ ছেলে মেয়ে এবং পাগল মা বাপের অধীনে থাকিয়া মোমিন। ঈমান সকল মোমিনের উপর সর্ব অবস্থায় ফরজ। কিন্তু নামাজ যাকাত ইত্যাদি কোন এবাদত কাফেরের, নাবালেগ বাচ্ছা এবং পাগলের জন্য ফরজ নয়। তদ্রুপ নামাজ, রোজা, হায়েজ এবং নেফাছ ওয়ালীর জন্য ফরজ নয়। যাকাত এবং হজ্জ গরীবের জন্য ফরজ নয়। এই সমস্ত কারণে ঈমানকে প্রথমেই বয়ান করা হইয়াছে। তারপর নামাজ, রোজা, হজ্জ যাকাত ইত্যাদি। ঈমান নবী হইতে পাওয়া যায়, ঈমানের পর কোরআন শরীফ দ্বীলে স্থান পায়। এই জন্যই কাফেরকে কলেমা পড়াইয়া ঈমানদার বানান হয়। তারপর কোরআন শরীফ পড়ান হয়।

(ওহ্ জিছকো মিলা ঈমান মিলা ঈমান তু কিয়া রহমান মিলা কোরআন বিহি জব হী আয়া হ্যাঁয় জব দিল মে ওহ্ নূরে হুদা মিলা) নবী যে পাইয়াছে, ঈমান পাইয়াছে। ঈমান কি? আল্লাহ পাইয়াছে। কোরআন তখনই অন্তরে স্থান পাইয়াছে যখন দিলে নূরে খোদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাইয়াছে। আমরা কোরআনের পরিচয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে পাইয়াছি। কোরআনের দ্বারা রাসূলের পরিচয় পাই নাই বরং হুজুরে পাকের পরিচয় তাহার মুজেজাতের দ্বারায় হইয়াছে। এখন এই কথা বলা যাইতে পারে যে, কোরআনে কারিম মুজেজা হওয়ার কারণে নবীর পরিচয় করায়। এবং নবী আলাইহিচ্ছালামের হেদায়াত কোরআনে নির্ভর নয়। তিনিতো আল্লাহর পক্ষ হইতে হেদায়াত পাইয়া আসিয়াছেন। হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছাল্লাম জন্ম হইয়াই তাহার কওমের নিকট বলিয়াছেন আমি আল্লাহর বান্দা আমাকে আল্লাহ পাক কিতাব দিয়াছেন। আমাকে নবী বানাইয়াছেন, আমাকে বরকত ওয়ালা বানায়াইছেন। আমাকে নামাজ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

রোজার আদেশ দিয়াছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথম হইতেই আদেল, আমীন, আবিদ, আরিফ ছিলেন। কোরআনের হুকুমত জারী হইবার বরং কোরআন নাজিল হইবার পূর্বে তিনি নবী ছিলেন। বিচক্ষণ আলেমগণ বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমস্ত সৃষ্টির বাতেনী পিতা; কেননা সব কিছু তিনির নূরে সৃষ্টি হইয়াছে। এই জন্য তিনির নাম (আবুল আরওয়াহ) অর্থ-রুহু সকলের পিতা। আদম আলাইহিচ্ছাল্লাম যদিও ছোরত হিসাবে রাছুলে পাকের পিতা কিন্তু হাকিকতে বাতেনী অবস্থায় আদম আলাইহিচ্ছাল্লামও রাসূলে পাকের সন্তান। উম্মুল বাশার অর্থ মানবের মা হযরত হাওয়া আলাইহিচ্ছাল্লাম রাসূলে পাকেরই সন্তান আদম আলাইহিচ্ছাল্লামের দেহ হইতে সৃষ্টি। আদম আলাইহিচ্ছাল্লাম যখন রাসূলে পাককে স্বরণ করিতেন তখন বলিতেন, "ইয়া ইবনী সুরাতান ওয়া আবায়ী মা'নান" অর্থ- হে জাহেরে আমার পুত্র কিন্তু বাতেনে আমার পিতা। আদম আলাইহিচ্ছাল্লাম রাসূলে পাকের প্রথম খলিফা। রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাজার শরীফে ৭০ হাজার ফেরেস্তা সর্বদায় হাজির থাকিয়া দরূদ ও ছালাম পাঠ করে, ৭০ হাজার ফেরেস্তা ভোরে আসে আছর পর্যন্ত থাকে। আছরের সময় এই ৭০ হাজার বদল হইয়া যায়। আরও ৭০ হাজার আসে ফজর পর্যন্ত থাকে। যে একবার আসে দ্বিতীয়বার আসেনা ফেরেস্তাগণের এই যিয়ারতে সম্মান বৃদ্ধি হয়। যদি পরিবর্তন না হইত তবে কোটি কোটি ফেরেস্তা যিয়ারত হইতে বঞ্চিত থাকিত। রাসুলে পাকের রওযা শরিফের গিলাফ সবুজ রং এর এবং কাবা শরিফের গিলাফ কাল রং এর। রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, হাশরের দিন সমস্ত সৃষ্টি আমার শাফায়াতের মুখাপেক্ষি থাকিবে, এমন কি হযরত ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালামও। বেহেস্ত সপ্তম আকাশের উপরে, বেহেস্তের ছাদের উপরে আরশে মুআল্লাহ অবস্থিত। অলিগণের দরবারই রাসূলে খোদার দরবার। অলিগণ রাসূলে খোদার নায়েব ও খলিফা। রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন থুতু মোবারক ফেলিতেন তখন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম হুড়া হুড়ি করিতেন যে কার হাতে নিবেন মুখে ও শরীরে মালিশ করিতেন। রাসূলে খোদা যখন অযু করিতেন তখন সাহাবাগণ ভীড় করিতেন যেন অযুর পানি হাতে নিয়া মুখে ও শরীরে

মালিশ করিতেন। রাসুলে খোদার চুলকে তুচ্ছের সহিত চুল বলিলে কাফের হইবে। চুল মোবারক বলিতে হইবে। তদ্রুপ পায়খানা মুবারক বলিতে হইবে। নচেৎ মূলধন ঈমান বরবাদ হইয়া যাইবে। রাসূলে পাকের প্রস্রাব মুবারক উম্মে আইমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা পান করিয়া ছিলেন। পছিনা মুবারক, কান ও চক্ষু মুবারক বলিতে হইবে। জুতা মুবারক বলিতে হইবে। হাত মুবারক, পা মুবারক, কান ও চক্ষু মুবারক ফল কথা সর্ব বিষয়ে সম্মান করিতে হইবে, নচেৎ মূল সম্পদ ঈমান বরবাদ হইয়া যাইবে। পিতা মাতা সন্তানাদি ধন সম্পদ যাবতীয় এমন কি জানের চাইতেও বেশী ভালবাসিতে হইবে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আছরের নামাজ ক্বাজা করিয়াছিলেন রাসূলে পাকের মহব্বতে। নামাজে যদি রাসূলে পাক রাজি তবে ইহাই বন্দেগী এবং নামাজে যদি রাসূল নারাজ তবে ইহাই গুনাহের কাজ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট, তবে আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নারাজ, তবে আল্লাহও নারাজ। উভয় কাল বরবাদ। ঈসা আলাইহিচ্ছাল্লামের গাধা বেহেস্তী হইবে। আছহাবে কাহাফকে ভালবাসিয়া ১টি কুকুর বেহেস্তী হইবে। হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকে ভালবাসিয়া ১টি উটনি বেহেস্তী হইবে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহুকে ভালবাসিয়া একটি বিড়াল বেহেস্তী হইবে। উহুদ পাহাড় বেহেস্তী হইবে শুধু রাসূলে খোদাকে ভালবাসিয়া। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জান বিসর্জন দিয়াছিলেন সর্পের দংশনে রাসূলে পাকের ভালবাসায়। হযরত ওয়াইছ কারনী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ৩২ টি দাঁত শহীদ করিয়াছিলেন রাসূলে খোদার ভালবাসায়। হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জীবন কোরবানী করিয়া ছিলেন রাসূলে পাকের ভালবাসায়। হে আমার ভক্তগণ ও মুসলমান ভাই-বোনেরা! রাসূলে পাকের ভালবাসার অভাবে দোযখে যাইতে হইবে। অন্তর দিয়া রাসূলে পাককে ভালবাসিও। শুধু মুখের প্রশংসা ও মৌখিক ভালবাসা কাফেরদেরও ছিল। বর্তমানেও আছে এবং থাকিবে। অজুর সহিত বেশী বেশী দুরূদ শরীফ পড়িও। যখনই রাসূলে পাককে স্বরণ করিবে ও কথা বার্তা বলিবে তখন তাঁহার প্রশংসা করিও হাজির নাজির জানিও। বায়াত অর্থাৎ শপথকে রক্ষা করিও। গুণাহের কাজ করিও না। জাহের

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বাতেন পরিস্কার রাখিও নামাজ রোজা করিও, উপযুক্ত হইলে হজ্জ যাকাত আদায় করিও। এই বলিয়া এইবারের মত বিদায় হইলাম।

গান

মানুষেরী রূপ ধরে মোর নবী এলেন ভবেতে
কুল্লে আলম লুইটা পড়ে যাহার চরণ তলেতে
ইয়া রাসূলুল্লাহ (৩) ইয়া হাবিবাল্লাহ- ঐ
আউয়াল আখের জাহের, বাতেন যার সমান আর কেহ নাই
যার কদমের ধুলা পেয়ে আরশ ধন্য হল ভাই (২)
নিজে খোদা আশেক হয়ে দুস্তী করলেন যার সাথে
নামে দিলেন নাম মিশাইয়া দেখনা চেয়ে কলমাতে- ঐ
না হয়ে ফেরেস্তা খোদার মানব কূলে আসিয়া
হইয়াছি নবীজির উম্মত তার তরে লাখ শুকরিয়া
চাইনা আমি রাজ্য সুখ আর অলি আউলিয়া হতে
পাগল হয়ে যাব আমি দয়াল নবীর প্রেমেতে ॥ ঐ
মক্কা ও মদিনাবাসী তারা কত ভাগ্যবান
নবীজির ঐ রূপ হেরীয়া যারা হইল মুসলমান
আবু জেহেল কুফ্ফারেরা দেখলো আমার নবীকে
উম্মৎ হইয়া দেখলাম না তাই দুঃখ রইল দ্বীলেতে- ঐ
নবী আমার পরশ মণি নবী আমার জানের জান
নবীজির দর্শন বিনে বাঁচেনা এ দাসের প্রাণ
তাই অহরহ দিবা নিশি ভাবনা মোর মনেতে
পাক রওয়াজায় যাব আমি নবীর কদম চুমিতে ॥ ঐ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

নূরে খোদা রহমতে আলম
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
বা ঈমান ভান্ডার (১ম খন্ড)

১ম প্রকাশ:
১৫ মার্চ ১৯৭১ ইং
১লা চৈত্র ১৩৭৭ বাংলা
২য় প্রকাশ:
২২ ফেব্রুয়ারী ২০১২ ইং
১০ ফাল্গুন ১৪১৮ বাংলা

মাওলানা আকবর আলী রেজভী,
সুন্নী আল ক্বাদরী

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على
رسوله محمد واله واصابه وجمعين اما بعد
فاعوذ بالله من الشيطان الرجين بسم الله الرحمن الرحيم
قد جاء كم من الله نور و كتاب مبين

অর্থ ঃ- নিশ্চয়ই আসিয়াছেন তোমাদের নিকটে আল্লাহর পক্ষ হইতে নূর এবং উজ্জ্বল কিতাব। প্রিয় মুসমলমান ভ্রাতৃগণ! উপরে উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁহার দোস্ত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নূর বলিয়াছেন। সমস্ত মুফাচ্ছিরিনে কেরাম নূর শব্দটির অর্থ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে বলিয়াছেন। এইহেতু আল্লামা ইসমাইল হাক্কী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) তাফসীরে রুহুল বয়ানে লিখিয়াছেন- (প্রথম খন্ড-৫৪৮)

قيل المراد بالاول هو الرسول صلى الله عليه وسلم وبالثانى
القران

অর্থাৎ- বলা গিয়াছে যে প্রথম নূর শব্দটির অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

২য় কিতাবুম মুবিনের অর্থ কোরআনে কারীম। ভাইজানেরা দরূদ শরীফ পড়ুনঃ

الصلواة السلام عليك يا رسول الله
الصلواة السلام عليك يا نور الله

আমার দরুদ ও সালাম আপনার উপরে হে আল্লাহর নূর মুহাম্মদ রাসুল-
উক্ত তাফসীরে রুহুল বয়ানে কিছুটা দূরে গিয়া আরও লিখেনঃ

سمى الرسول نو الان الول شئ اظهره الحق بنور قدرته من ظلمة الحدم
كان نور محمد صلى الله عليه وسلم كما قال اول ما خلق الله نورى

অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম রাখিয়াছেন নূর। এইজন্য যে, আল্লাহ তায়ালা নিজের কুদ্রতের নূর দ্বারা সর্ব প্রথম আল্লাহ তায়ালা আমার নূর সৃষ্টি করিয়াছেন। তাফসীরে রুহুল বয়ান ১ম খন্ড ৫৪৮ পৃষ্ঠা।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তবে জানা গেল যে, আমাদের হুজুর পূরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা নূর বানাইয়া পাঠাইয়াছেন এবং নূর বলিয়াছেন ও আমাদের নিকটে যে নূর আসিয়াছে ইহাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

الصلواة السلام عليك يا رسول الله
الصلواة السلام عليك يا نور الله

আমার দরূদ ও ছালাম হে আল্লাহর নূর, মুহাম্মদ রাসূল

বন্ধুগণ! অন্ধকার এমন একটি জিনিস যে মানুষ স্বাভাবিক ইহাকে ভয় করিয়া থাকে। সে জন্যই কোন মানুষ অন্ধকারে কোথাও যাইতে হইলে তাহার যে অবস্থা দাঁড়ায় তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। এই জন্য মানুষ দুনিয়াতে বিভিন্ন প্রকারের আলো বা বাতির ব্যবস্থা করিয়াছে। যথাঃ চেরাগ, হারিকেন, লাইট, বিজলী ইত্যাদি। এই সমস্ত শুধু অন্ধকার দূর করিবার জন্য তৈয়ার করা হইয়াছে। তদ্রুপ, রুহানী অন্ধকারও একটি আছে। আমাদের হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায় আসিবার পূর্বে শুধু আরবেই নয় বরং সমস্ত দুনিয়ায় এবং চতুর্দিকে অন্ধকারই অন্ধকার ছিল। আল্লাহ-তায়ালা সৃষ্টির এই অবস্থার প্রতি অতি দয়াবান হইয়া অন্ধকারকে দূর করিবার জন্য সাইয়্যেদুল আম্বিয়া হুজুর পুরনূর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করিয়াছেন। হুজুর দুনিয়ায় আসাতে সমস্ত জাহান আলোকিত বা উজ্জ্বল হইয়াছে এবং দুনিয়া অন্ধকার হইতে মুক্তি পাইয়াছে। বন্ধুগণ! অন্ধকারে বিভিন্ন প্রকার বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। রাত্রে কোথায়ও যাইতে হইলে সর্প, বিচ্ছু, বাঘ, ভাল্লুক ইত্যাদি ফলকথা শত শত আপদবালা হইতে বাঁচিবার জন্য বিভিন্ন প্রকারে আলো বাতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই আলো অন্ধকারের আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করে। তবে যদি আমাদের হাতে তৈরী বাতি আপদ-বিপদ হইতে আমাদিগকে বাঁচাইতে পারে তাহা হইলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের তৈরী নূর অর্থাৎ আলো, এই নূরে পাকে আমাদিগকে যাবতীয় মুশকিল ও আপদ-বিপদ হইতে কেন রক্ষা করিতে পারিবেন না। দরূদ শরীফ পাঠ করুনঃ

الصلوة والسلام عليك يارسول الله
الصلواة والسلام عليك يا دافع البلئا

বন্ধুগণ! সকলেই জানে যে চোর সর্বদাই অন্ধকারকে ভালবাসে। চোরের ইচ্ছা থাকে

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

যে, বাতি নিভানো থাকুক এবং তাহার কাজ চলুক। কিন্তু যাহারা সরল ও নেককার মানুষ তাহারা আলোর রাত্রিকে পছন্দ করে। বন্ধুগণ! এখন নিজেই চিন্তা করেন আমাদের নবী হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে যাহারা নূর বলিয়া মানিতে চায় না তাদের কি ইচ্ছা, তাদের ইচ্ছা যে আলো বাতি বন্ধ থাকুক এবং তাদের কাজ চলুক, কিন্তু ইহা কখনও হইতে পারে না। কেননা আল্লাহ পাক নিজেই কোরআন মজিদে বলিয়াছেনঃ

يريدون ليطفيو نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون

অর্থঃ তাঁহারা চায় যে আল্লাহর নূরকে মুখে ফুঁকদিয়ে নিভাইয়া ফেলিবে এবং আল্লাহ পাকের ইচ্ছা যে তাঁহার নূরকে পূর্ণ উজ্জ্বল রাখিবেন যদিও কাফেরগণ অপছন্দ করে। বন্ধুগণ, যে নূরকে আল্লাহ নিজে আলোকিত ও উজ্জ্বল রাখিবেন এই নূরকে কে নিভাইতে পারে?

نور خداهے كفر كے حركت يه خندزن
هو نكون سے يه جراغ بهجايانه جاعے كا

বন্ধুগণ, উক্ত আয়াতে কারিমায় আল্লাহ পাক যে নূরের কথা বলিয়াছেন ইহা ঐ নূরে পাক যাহা সমস্ত সৃষ্টির সর্ব প্রথম সৃষ্টি হইয়াছে। এইহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত জাবের (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাক সকল সৃষ্টির সর্ব প্রথম কি সৃষ্টি করিয়াছিলেন? তখন হুজুর বলেছেন-

يا جابر ان الله تعالى خلق قبل كل الاشياء نور نبيك من نوره ولم يكن فى ذالك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس

অর্থ ঃ হে জাবের আল্লাহ তায়ালা সর্ব প্রথম তোমার নবীর নূরকে সৃষ্ট করিয়াছেন আপন নূর হইতে। যে সময় লৌহ, কলম, বেহেশত, দোযখ, আসমান, ফেরেস্তা, জমিন, সূর্য, চন্দ্র, জ্বিন ও মানব কোন কিছু ছিল না। এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণ হইল যে, আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নূরে পাক সকল সৃষ্টির সর্ব প্রথম সৃষ্টি হইয়াছে। তিনির পূর্বে আর কোন কিছু সৃষ্টি করা হয় নাই। বন্ধুগণ! হাদিসের মধ্যে যে من نوره মিননূরীহি বলা হইয়াছে ইহাতে প্রমাণ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

হয় যে, হুজুর পাকের নূর আল্লাহ পাকের নূর হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহাতে হুজুরে পাকের নূর কে আল্লাহ পাকের নূর হইতে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া অমান্যকারীরা; প্রশ্ন করিয়া থাকে যে, তাহা হইলে তো আল্লাহর নূর কমিয়া গিয়াছে। কেননা আল্লাহর নূর হইতে কিছু অংশের দ্বারা মুহাম্মদ মোস্তফাকে বানানো হইয়াছে, এই প্রশ্নে মুর্খতার পরিচয় হয়। হুজুরকে নূর বলিয়া অমান্যকারীগণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কেবল দুর্নাম করিয়া থাকে যে, সুন্নাতুল জামায়াত বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নূর। نعوذ باللہ আল্লাহর পানা চাই ইহা কি হইতে পারে? যে আল্লাহর নূরের অংশ হইবে? আল্লাহর নূর কখনো বন্টন হইতে পারে না। বরং আমাদের তো ঈমান যে, আল্লাহর নূর আজালী আবাদী, কখনো বন্টন হইতে পারে না। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের নূর হওয়ার উদ্দেশ্যে এই যে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নূরের জ্যোতি। এই মর্মে একটি মিছাল পেশ করিতেছি। যথাঃ একটি আয়না এবং তার প্রতিফলিত রশ্মি বা প্রতিচ্ছায়া। এখন বলুন তো প্রতিফলিত রশ্মি বা প্রতিচ্ছায়ার সৃষ্টি যে আয়না হইতে তাহা সকলেই বলিবেন কিনা। তবে কি ইহার অর্থ এই হইবে যে, আয়না টুকরা টুকরা হইয়া আসিয়া প্রতিফলিত রশ্মি হইয়াছে, এই অর্থ কেহই নিতে পারিবে না। বরং সকলেই বলিবেন যে, ঐ প্রতিচ্ছায়া আয়না হইতেই। তবে হুজুরে পাকের নূর আল্লাহ পাকের নূর হইতে। ইহার অর্থ এই যে হুজুরে পাকের নূর আল্লাহ পাকের নূরের তাজাল্লি বা জ্যোতি এবং ঐ নূরের প্রতিফলিত রশ্মি। বন্ধুগণ, আমাদের ঈমান হুজুর না আল্লাহ, না আল্লাহ হইতে জুদা।

যে খোদা বলিবে, সে মুশরেক এবং যে জুদা বলিবে, সে বেঈমান। এখন বলিতে পারেন যে, এই কথাটি বুঝে আসে নাই, না খোদা, না খোদা হইতে জুদা। এক্ষেত্রে আমি বলি যে ঐ আয়না এবং তাহার প্রতিফলিত রশ্মির কথাটি সামনে রাখেন এবং দেখেন আয়না নিজে প্রতিফলিত রশ্মি নয় এবং প্রতিফলিত রশ্মি হইতে জুদাও নয়। এক্ষণে যদি ছায়া বা আলোকে আয়না বলা যায়, তবে ছায়াতে ঢিল মারিলে আয়না ভাঙ্গিয়া যাইত। যখন আয়না ভাঙ্গিল না তখন ছায়া আয়না হইতে পারে না। কিন্তু আয়না হইতে জুদাও না। এক্ষণে যদি উক্ত ছায়াকে জুদা মানা হয় তবে আয়না ঘরে নেন দেখেন ছায়া বাহিরে থাকে কিনা। আয়না বাহিরে আনেন দেখেন ছায়া ঘরে থাকে কিনা। না থাকেনা। বরং যেথায় আয়না সেথায় ছায়া, যেথায় ছায়া সেথায় আয়না। তদ্রুপ জানিয়া রাখিবেন,

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

হুজুরের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম না খোদা, না খোদা হইতে জুদা।

محمد مصطفی خدا نہیں ۔ خدا سے جدا بھی نہیں

বরং যেথায় খোদা সেথায় মোহাম্মদ মোস্তাফা এবং যেথায় মোহাম্মদ মোস্তফা সেথায় খোদা।

تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو
اللہ ہی کو معلوم ہی کیا جانے کیا ہو

ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি জাতে খোদা হইতে জুদা না, খোদাও না। আল্লাহই জানেন আপনি কে এবং কি?

বন্ধুগণ! এই স্থানে আরও একটি কথা জানা গেল যে, প্রতিফলিত রশ্মি দেখিয়া জানা যায় এখানে আয়না আছে। দেখুন এই রৌদ্র সূর্যের আলো। আমরা রৌদ্র দেখিয়া জানিতে পারি যে নিশ্চয়ই সূর্য উদিত হইয়াছে। যদি রৌদ্র না থাকে তবে বুঝা যায় যে সূর্য উদয় হয় নাই। অদ্রুপ হুজুরকে দেখা মাত্রই প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ আছেন। যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আছেন তবে আল্লাহর পরিচয়ও আছে। যদি হুজুর না হইতেন, তবে আল্লাহর পরিচয় হইত না। দরূদ শরীফ পড়ুনঃ

ائے رضوی فیض ہی تم احمد پاک کا — ورنہ تم کیا سمجھا خدا کون ہی

الصلواۃ والسلام علیك یانور الله — الصلواۃ والسلام علیك یارسول الله
الصلواۃ والسلام علیك یا حبیب الله

বন্ধুগণ! এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, হুজুর আল্লাহর নূর। হুজুর আল্লাহর নূর হওয়ার কি উদ্দেশ্য? এক্ষণে, ঐ প্রশ্নকারী ও নূর অমান্যকারীগণ যে বলে হুজুরকে আল্লাহর নূর হইতে যদি মানা হয় তবে আল্লাহর নূর কমিয়া যায়। এখন নিজেই মীমাংসা করুন যে তাহারা কত বড় মুর্খ। তওবা তওবা। বন্ধুগণ, এক্ষেত্রে আমার একটি কথা মনে হইল-কোন এক স্থানে হুজুরকে নূর বলিয়া অমান্যকারী এক মৌলভী সাহেব ওয়াজ করিয়াছিলেন যে, হে মুসলমান ভাইগণ, দেখুন টাকা ষোল আনায় হয়, যদি চার আনা বাহির করিয়া নিয়া আসা হয় তবে কি ইহাতে ষোল আনাই থাকিবে? তখন উপস্থিত জনগণ উত্তর দিলেন 'না কমিয়া যাইবে।' মৌলভী সাহেব বলিলেন দেখুন অদ্রুপ হুজুরকে যদি আল্লাহর নূর মানা হয় তবে

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আল্লাহ ষোল আনা অর্থাৎ পূর্ণ থাকেন না কমিয়া যায়। তখন উপস্থিত জনগণের মধ্য একজন দাঁড়াইয়া বলিল মৌলভী সাহেব এত লম্বা গল্প মারিবেন না। দেখুন আমার একটি কূপ হইতে ৩০ বৎসর অনবরত পানি উঠানো হইতেছে। অথচ হাজার হাজার বালতি পানি দৈনন্দিন ক্ষেত খামারে দেওয়া হইতেছে। কিন্তু উক্ত কূপের পানি তো কমে নাই। বরং যেই সেই। তবে হুজুর আল্লাহর নূর হইতে হইলে কেমন করিয়া আল্লাহর নূর কমিয়া যাইবে। হে মৌলভী সাহেব আল্লাহর নূরকে কি কূপের পানির চাইতেও কম মনে করিয়াছেন? যে এক মোহাম্মদ মোস্তফা হইলে আল্লাহর নূর কমিয়া যাইবে।

نعوذ بالله نعوذ بالله তখন মৌলভী সাহেব চুপ হইয়া গেল কোন উত্তর করিল না। ঐ জওয়াবদাতা ব্যক্তি তাহার জ্ঞান অনুযায়ী জওয়াব দিয়াছে। কিন্তু আসল কথা এই যে যাহা পূর্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ আমরা হুজুরকে নূর বলি ইহার উদ্দেশ্য এই যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নূরের তাজাল্লি। বন্ধুগণ, অন্য এক স্থানে আল্লাহ পাক হুজুরে পাককে ছিরাজুম মুনীর অর্থাৎ উজ্জ্বল চেরাগ বলিয়াছেন।

ايهاالنبى انا ارسلنك شاهدا ومبشرا ونذيرا
وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا

অর্থ- আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে প্রিয় নবী, আপনাকে স্বাক্ষী বানাইয়া এবং সুসংবাদ দিবার জন্য ও ভয় দেখাইবার জন্য এবং আল্লাহর আদেশে আল্লাহর পথে ডাকিবার জন্য উজ্জ্বল চেরাগ বানাইয়া পাঠাইয়াছি।

মোফাচ্ছেরীনে কেরামগণ লিখিয়াছেন যে, খোদা তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যে ছিরাজুম মুনীর বলিয়াছেন ইহার এক কারণ এই যে,

ان السراج الواحد يوقد منه الف سراج ولاينقص من نوره شيئ
وقد انفق اهل الظاهروالشهود على ان الله تعالى خلق جميع الانبياء
من نور محمد ولم ينقص من نوره شيئ

(তাফসীরে রুহুল বয়ান তৃতীয় খন্ড ১২৯পৃ.) একটি চেরাগ হইতে হাজারো চেরাগ জ্বালানো যায়। ইহাতে প্রথম চেরাগটির আলো কমে না। এই কথাটিতে সমস্ত জাহের ও বাতেন অর্থাৎ শরীয়ত পন্থী ও মারেফত পন্থী সকলেই একমত যে, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত নবীগণকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নূর দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং হুজুরে পাকের নূরের মধ্যে সামান্য ও কম

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

হয় নাই। হযরত মাওলানা রুমী আলাইহির রাহমাত বলিয়াছেনঃ

كفت طوبى من رانى مصطفى * والذى بينى لمن وجهى رأى

অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি আমাকে দেখিয়াছেন এবং সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি আমার ছাহাবীদিগকে দেখিয়াছেন।

چوں چراغ نور شمع را كشيد * هركه ديد ان را يقين ان شمع ديد

অর্থাৎ যে অবস্থায় একটি বাতি হইতে অন্য একটি বাতিতে আলো আনা হয় এবং যে ব্যক্তি শেষের বাতিকে দেখিয়াছেন সে যেন নিশ্চয়ই প্রথম বাতিটিই দেখিয়াছেন।

همچنين تاصد چراغ از نقل شد * ديدن لقاء اصل شد

তদ্রুপ একের পর অন্য শত শত চেরাগ জ্বালানো হয় তবে একেবারে শেষের চেরাগের আলোটি প্রথম চেরাগেরই আলো। যে ব্যক্তি শেষের চেরাগটি দেখিয়াছেন সে যেন প্রথম চেরাগেরই আলো দেখিয়াছেন। বন্ধুগণ, মাওলানা রুমী আলাইহি রাহমাতের উদ্দেশ্য এই যে, সমস্ত নবীগণ এবং অলীগণ ঐ নূরে মোহাম্মদী হইতে উপকৃত হইয়াছেন এবং নূরে মোহাম্মদী ঐ বাতি যাহার দ্বারা সমস্ত বাতি আলোকিত হইয়াছে দরূদ শরীফ পড়ুনঃ

الصلاة السلام عليك يا نور الله - الصلواو والسلام عليك يا رسول الله
الصلواة والسلام عليك ياحبيب الله

বন্ধুগণ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নূর বরং نور على نور নূরুল আলা নূর- অতি উত্তম নূর। কিন্তু যাহারা হুজুরকে তাদের মত মানুষ মনে করে তাহারা অন্ধলোক। তাহারা কেবল বাহ্যিক নজরে হুজুরকে দেখিয়াছেন। এই দেখা না দেখার মত। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

وتراهم ينظون اليك وهم لايبصرون

এবং আপনি তাহাদিগকে দেখেন যে তাহারা আপনাকে দেখিতেছে অথচ তাহারা কিছুই দেখে না। মোফাচ্ছেরীনে কেরামগণ লিখিয়াছেন যে, সুলতান মাহমুদ গজনভীর একটি ঘটনা- একদিন সুলতান মাহমুদ গজনভী আবুল হাছান খারকানী

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আলাইহি রাহমাতের খেদমতে হাজির হইলেন। তখন শুনিলেন বায়েজীদ বোস্তামী রাহমাতুল্লাহ আলাইহের আলোচনা হইতেছিল। তখন সুলতান মাহমুদ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বায়েজীদ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কোন দরজার অলী ছিলেন? তখন হযরত আবুল হাছান খারকানী বলিলেন যে هو رجل من راه اهتدى তিনি এমন একজন লোক যে একবার তিনিকে দেখিয়াছে সে হেদায়াত প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন সুলতান মাহমুদ বলিলেন যে, হুজুর আবু জেহেল তো হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামেকে কত বারই দেখিয়াছে কিন্তু হেদায়ত হইল না। তখন হযরত আবুল হাছান খারকানী উত্তর দিলেন যে-

انه ما راى رسول الله وانما راى محمد ابن عبد الله يتيم ابى طالب

আবু জাহেল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখে নাই। সে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, আবু তালেবের এতিম কে দেখিয়াছে। অর্থাৎ ঐ বেঈমান আবু জাহেল হুজুরে পাককে শুধু বাহ্যিক নজরে দেখিয়াছিল এবং শুধু মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাকে দেখিয়াছিল ও তাহার মত একজন মানুষ দেখিয়াছিল। কিন্তু যদি ঐ বেঈমান হুজুরকে ঈমান ও মহব্বতের নজরে দেখিত তবে নূর দেখিত এবং তাহার দ্বীল নূরে নূরানী হইয়া যাইত।

انكهه والا تيرى جوبن كا تماشا ديكهى ديده كور كو كيا نظرا كيا ديكهى

বন্ধুগণ, জানিতে পারিয়াছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নূর। সকল সৃষ্টির প্রথম সৃষ্টি এবং ঐ সময় জমিন আসমান লৌহ-কলম, আরশ-কুরছি, জ্বিন-ইনসান, ফেরেশতা কিছুই ছিলনা। তারজন্য হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে হাদীস আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা জিব্রাঈল আমীনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে জিব্রাইল তোমার বয়স কত? জিব্রাঈল উত্তর করিলেন আমি জানিনা। তবে এতটুকু আমার জানা আছে যে,

ان فى الحجاب الرابع نجما يطلع فى كل سبعين الف مرة
رايته اثنتين و سبعين الف مرة

৪র্থ আকাশের মধ্যে একটি নক্ষত্র উদয় হইত ৭০ হাজার বৎসরের মধ্যে একবার। আমি ঐ নক্ষত্রটিকে আমার জীবনে ৭২ হাজার বার উদয় হইতে দেখিয়াছি। তবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিলেন-

وعزتى ربى انا ذالك الكوكب

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আমি আমার আল্লাহর কছম দিয়া বলি আমিই ঐ নক্ষত্র ছিলাম (তাফসীরে রুহুল বয়ান প্রথম খন্ড ৯৭৪ পৃষ্ঠা)। দেখুন জিব্রাঈল তাহার ধারণা অনুযায়ী বহু বেশী বয়স তাহার হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিলে হুজুরে পাকের উত্তর শুনিয়া জানিতে পারিলেন যে, হুজুর পাক তাহার চাইতেও বহু পূর্বে সৃষ্টি হইয়াছে। বন্ধুগণ, হযরত আদম আলাইহিচ্ছাল্লাম যিনি সমস্ত মানব জাতির পিতা, সমস্ত মানবের প্রথম মানব, যার আগে আর মানব সৃষ্টি করা হয় নাই। তিনির সম্বন্ধে হযরত ঈমাম কাছতালানী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে শরহে বোখারী 'মাওয়াবিুল লাদুন্নিয়্যাহ' নামক কিতাবে লিখিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আলাইহিচ্ছাল্লামকে বানাইয়া আদেশ করিলেন হে আদম (আলাইহিচ্ছাল্লাম) তুমি মাথা উপরের দিকে উঠাও-

يرفع راسه فراى نور محمد صلى الله عليه وسلم فى سرادق العرش

فقال يارب ما هذاالنور قال هذا نور نبى من ذريتك اسمه فى السماء احمد وفى الارض محمد لولاه ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا ارض

(কিতাব মাওয়াবিুল লাদুন্নিয়্যাহ প্রথম খন্ড ৯পৃষ্ঠাঃ) তখন আদম আলাইহিচ্ছাল্লাম মাথা উপরের দিকে উঠাইয়া আরশের পর্দায় দেখিতে পাইলেন, একটি নূর এবং বলিলেন যে হে আল্লাহু! এই নূরটি কি? তখন আল্লাহ্ উত্তর দিলেন; এই নূরটি একজন নবীর। যিনি তোমার আওলাদের মধ্যে হইবেন। তিনির নাম আকাশে আহ্মাদু এবং জমিনে মোহাম্মদ। যদি তিনি না হইতেন তবে কোন কিছু হইত না। না জমিন না আসমান। বন্ধুগণ! এই নূর দ্বারা হযরত আদাম আলাইহিচ্ছাল্লামকে সম্মানিত করা হইল এবং নূরে পাক আদম আলাইহিচ্ছালামের মধ্যে আসিল। কিতাব মুআলীমুত তান্জীলের মধ্যে আছে যে, হযরত আদম আলাইহিচ্ছাল্লাম নিজের পেশানিতে একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলেন এবং বলিলেন হে আল্লাহ! ইহা কিসের আওয়াজ? তখন আল্লাহ তায়ালা উত্তর দিলেন هذا تسبيح محمد ولدك ইহা তোমার সন্তান মোহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর আওয়াজ। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন সমস্ত ফেরেশতাগণ আদম আলাইহিচ্ছাল্লামকে সিজদাহ করিয়া ছিল এবং তিনি সমস্ত ফেরেশতাদের মাসজুদ হইয়াছিলেন। মনে রাখবেন ঐ নূরে পাকের বরকতে হযরত আদম আলাইহিচ্ছাল্লাম ফেরেশতাদের সিজদার উপযোগী হইলেন এবং শয়তান মালাউন এই জন্যেই মরদুদ হইয়াছে। কেননা ঐ শয়তান মরদুদ আদম আলাইহিচ্ছালামকে শুধু মাটির মানুষই দেখিয়াছিল।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

নূরে মোহাম্মদী দেখে নাই। এইহেতু মাওলানা রুমী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে বলিয়াছেনঃ

کردیه ابلیس کفت این فرع طین
چوں فزاله برمن اتس جبین

অর্থাৎ ইবলিশ মাটির মানুষ দেখিয়াছিল এবং বলিয়াছিল আমি তো অগ্নির তৈয়ারী; মাটির মানুষ আমার চাইতে বড় কি করিয়া হইতে পারে? ইবলিশ মরদুদ মাটির মানুষ দেখিল, নূর দেখিলনা। তাই সে মরদুদ হইল। বন্ধুগণ! আজকাল বহু মানুষ দেখা যায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাহারা নিজেদের মত মানুষ মনে করে এবং মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত তাদের নজর পৌঁছে না। মাওলানা রুমী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ঐ সমস্ত বেআদবদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন-

کرنه فرزند ابلیس ای عنید
بس مراث ان سکے کے رسید

অর্থাৎ হে বেআদব! তুমি যদি ইবলিশের সন্তান না হইতে তবে তুমি ইবলিশের ওয়ারিশ কেমন করিয়া হইলে। অর্থাৎ নবীগণকে নিজের মত মানুষ মনে করা কোথায় পাইলে?

বন্ধুগণ! কতগুলি বেয়াদব মানুষ হুজুরকে নিজের মত মানুষ মনে করে এবং হুজুর কে নূর বলিয়া স্বীকার করে না। এক্ষেত্রে আমার একটি কিচ্ছা স্মরণ হইল- একজন সুন্নী মানুষ ঐ প্রকারের এক বেয়াদবের সঙ্গে তর্ক আরম্ভ করিলেন। সুন্নী বলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নূর এবং বেয়াদব বলিতেছিল না তিনি আমাদের মত একজন মানুষ ছিলেন। তিনির দুই হাত ছিল আমাদেরও দুই হাত, তিনির দুই চক্ষু ছিল আমাদেরও দুই চক্ষু, তিনির দুই কান ছিল আমাদেরও দুইকান। আবার পার্থক্য কি? ইতিমধ্যে এক মেথর সেখানে আসিয়া হাজির হইল। এইকথা শুনিয়া মেথর বলিতে লাগিল এই কথার ফায়ছালা আমার সঙ্গে হউক। বেয়াদব বলিল আচ্ছা তুমি বল। তখন ঐ মেথর বলিল এখন খানা খাইবার সময় হইয়াছে; চলুন খানা খাইয়া নেই। হোটেল সম্মুখে আছে। খানা খাওয়ার পর বাহাছ হইবে। বেয়াদব বলিল বড়ই ভাল কথা। এই বলিয়া তারা হোটেলে গেল। বেয়াদবের জানা ছিল না যে সে ব্যক্তি মেথর। মেথর খানা আনাইয়া তারা একত্রে মিলিয়া খাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর মেথর বলিল জনাব আপনি যে আমার সঙ্গে খানা খাইতেছেন আপনার জানা দরকার যে,

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আমি একজন মেথর। বেয়াদব এই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল লাহাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা এবং একেবারেই দাঁড়াইয়া গেল। মেথর বলিল জনাব একি? তখন বেয়াদব বলিল- হে কমবখ্‌ত! তুমি আগে বলিলে না কেন যে তুমি মেথর? তখন মেথর উত্তর দিল জনাব যাহাই বলেন, কিন্তু আমি তো আপনার মতই একজন মানুষ। দুই হাত আপনার দুই হাত আমার; দুই কান আপনার, দুই কান আমার; দুই চক্ষু আপনার, দুই চক্ষু আমার; আবার পার্থক্য কি? বেয়াদব বলিল একথা ঠিকই। কিন্তু তুমি তো মেথর আমি মুসলমান। মেথর বলিল তদ্রুপ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নূর এবং তুমি চোর। অর্থাৎ হুজুর নূরে পাক এবং তুমি নাপাক। তখন বেয়াদব এই কথা শুনিয়া শরমিন্দা হইয়া চলিয়া গেল। বন্ধুগণ! ঈমান রাখিবেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নূর। তিনিকে নিজের মত মনে করা শক্ত বেয়াদবী। দেখুন, তিনিকে আল্লাহও নূর বলিয়াছেন এবং তিনি নিজেও নিজেকে নূর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাও জানিতে পারিলেন যে, সর্ব প্রথম হুজুর পাকের নূরকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তবে কেন বলা যাইবে না যে, হুজুর নূর? বরং তিনির নূরের খাতিরে সারা জাহানকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। বন্ধুগণ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ প্রকাশ হওয়ার একমাত্র কারণ। তিনির নবুয়তই নূর। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নূরে পাক যখন হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পিঠ মোবারকে ছিল; তখন তিনির পেশানিতে ঐ নূর চমকাইতেছিল। একদিন হযরত আব্দুল্লাহ মক্কা শরীফের একজন অতিজ্ঞানী, বুদ্ধিমতি মেয়ে লোকের সাথে দেখা করিলে এই বুদ্ধিমতি মেয়েলোকটি তাহাকে বলিল, হে আব্দুল্লাহ! আপনি আমাকে বিবাহ করেন। তখন হযরত আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) উত্তর করিলেন আমি আমার পিতামাতার মর্জি ভিন্ন কোন কাজ করি না। কিছু দিন পর হযরত আবদুল্লাহর বিবাহ হযরত মা আমেনা খাতুন (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার) সঙ্গে হইয়া গেল এবং এই নূরে পাক হযরত আমেনা খাতুন (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার) সেকেম মোবারকে আসিল। কিছুদিন পর পুনরায় হযরত আব্দুল্লাহ ঐ রাস্তায় যাইতে ছিলেন। তখন পুনরায় ঐ মেয়েলোকটি তাহাকে দেখিয়া ঠান্ডা নিঃশ্বাস ফেলিল এবং মুখ ঘুরাইয়া ফেলিল। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মেয়েলোকটি উত্তর করিল-

لقد رايت بين عينيك نورا ما اراه الان

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(কিতাব খছায়েছে কোবরা প্রথম খন্ড ৪১ পৃঃ) অর্থ আমি আপনার পেশানিতে যে নূর দেখিয়াছিলাম ঐ নূর এখন আর দেখি না।

وہ جسکے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پشانی
اسے کے تھی مین طالب اور اسی کی تھی دیرانی
مکرمین رہ کی محروم قسمت میرد توتی ھی
سناھی کہ وہ نعمت امنہ نے تجہ سے لوٹی ھی

যে নূরে পাক পেশানিতে চমকিতে দেখিয়াছিলাম ঐ নূরে পাকের আমি আশেক ছিলাম। কিন্তু আমি বঞ্চিত হইলাম। কিছমত আমার নষ্ট হইয়া গেল। শুনিয়াছি ঐ নিয়ামত আমেনা খাতুন নিয়া গিয়াছেন। ঐ নূরে পাক যখন হযরত আমেনা খাতুন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সেকেমে ছিল তখন হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ইন্তেকাল করিলেন। হুজুরের দাদাজান আব্দুল মোতালেব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনির ছেলে হযরত আবদুল্লাহর ইন্তেকালের পর এই নীতি করিয়াছিলেন যে রাত্রি উঠিয়া খানায়ে কা'বার তাওয়াফ করিতেন এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই দোয়া করিতেনঃ

دعایہ تھی کہ یارب نعمت موعود مل جانے
بنی ھلشم کا مرجعایا ھوا کلزار کھل جائے

হযরত আমেনা খাতুন বলেন যে বেলাদতের রাত্রে আমি একটি নূরানী দল আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়াছি। তাদের নিকটে তিনটি নূরানী ঝান্ডা ছিল। একটি ঝান্ডা কাবা শরীফে গাড়িল। দ্বিতীয়টি বায়তুল মুকাদ্দাসে। তৃতীয়টি আমার বাড়িতে গাড়িল। আবার আমি দেখিতে পাইলাম যে আকাশের নক্ষত্রসমূহ আমার বাড়ীর দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছে وامتلئا لدنيا نورا (কিতাব নূজহাতুল মাজালীস ২য় খন্ড ৮৩পৃঃ) এবং সমস্ত দুনিয়া নূরে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হযরত আব্দুল মোতালেব তাহার নিয়ম ও নীতি অনুযায়ী কা'বা শরীফের তওয়াফে মগ্ন ছিলেন এবং দোয়া করিতে ছিলেনঃ

اجانك صبح کی پہلی کرن ھسی ھوئ ائی
مبارك کہ کویہ خبر دادا کو بونجائی
ملاھے امنۃ کو فضل باری سی یتیم ایسا
نہین ھی بحر ھسی مین کوشی دریتیم ایسا

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

হযরত আব্দুল মোতালেব এই সুসংবাদ পাইয়া দৌড়াইয়া আসিয়া বাড়ীতে হাজির হইলেন এবং পবিত্র নাতিকে কোলে নিলেনঃ

زمین یرعرش بالا کے نشان معلوم هوتے تهے
که انکے کود مین دو نون جهان معلوم هوتے تهے
لئی روحانیت کے جام مخمور یبهاتها
کها دادانی ائی یبتی مرایو تا محمد هے
جودنیا بهر کی انسانون سی علی اور امجد هی

الصلاة السلام عليك يا نور الله
الصلواو والسلام عليك يا رسول الله
الصلواو والسلام عليك ياحبيب الله

বন্ধুগণ, যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায় আসিলেন তখন হুজুরের মাতা হযরত আমেনা খাতুন এমন একটি নূর দেখিতে পাইলেন যে নূরের আলোতে হযরত আমেনা খাতুন মুলকে শাম দেখিতে পাইলেন। এইহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যখন আমি জন্ম হইলামঃ

قد خرج لها نورا اضاء منه قصور الشام

(মেশকাত শরীফ ৫০৫পৃঃ) আমার মাতার জন্য এমন একটি নূর প্রকাশ হইল, যাহার দ্বারা তিনি মুলকে শামকে দেখিতে পাইলেন। যে মুলকে শাম আলোকিত হইয়াছে। হুজুরের মাতা সাহেবাহ বলেনঃ

انه خرج منى نورا اضائت لى قصور الشام

(কিতাব খাছায়েছে কোবরা ১ম খন্ড ৬৪পৃঃ) অর্থ বেলাদতের সময় এমন একটি নূর প্রকাশ হইল যে মুলকে শাম পর্যন্ত আলোকিত হইয়া গেল। বন্ধুগণ! আমাদের আঁকা ও মাওলা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নূর নিশ্চয়ই নূর। ইহাতে সন্দেহ নাই। এই জগতে মানব লেবাছ পরিধান করে আসিয়াছেন। যেমন দেশ তেমন বেশ। লেবাছ পরিবর্তনে আসল পরিবর্তন হয় না। যেমন জায়েদ ইউরোপ গিয়া কোট এবং ফুলপেন্ট পড়িয়াছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়া শিরওয়ানী ও সিলওয়ার পড়িয়াছে। পাঞ্জাবে গিয়া মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়াছে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ইউপিতে গিয়া হালকা পাতলা টুপী পড়িয়াছে। পূর্বপাকিস্তানে আসিয়া উলঙ্গ মাথায় ঘোরাফেরা করে। এই সমস্ত অবস্থায় দেশের পরিবর্তনে লেবাছের পরির্তন হইয়াছে। কিন্তু জায়েদ জায়েদই রহিয়াছে। জায়েদ তো আর পরিবর্তন হইতে পারে না। তদ্রুপ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নূর। তাহার নূর সমস্ত সৃষ্টির সর্ব প্রথম সৃষ্টি হইয়াছে। যখন তিনি এই জগতে আসিলেন তখন এই জগতের মানব লেবাছ পরিধান করায় নূরের কমতি হইতে পারে না। বরং পূর্বেও নূর ছিলেন এখনও নূর। তাহার লেবাছও নূরানী ছিল। হুজুরের মানবতা আপনার আমার মত নয়। তিনি বেমিছাল, বেনজীর নূরানী মানুষ এইহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেনঃ

من رأني فقد رأى الحق

অর্থ-যে ব্যক্তি স্বপনে আমাকে দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই হককে দেখিয়াছে। হুজুরে পাকের শরীর মোবারক যেন মেশ্‌ক ও আম্বরের খাজানা ছিল। দূরে ও নিকটের মানুষ সুঘ্রাণে মুগ্ধ হইয়া যাইত। এখন পর্যন্তও মদীনা শরীফে এই সুঘ্রাণ আছে। যে সুঘ্রাণ কোন মেশ্‌ক ও আম্বরে নাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেমন সামনে দেখিতেন তেমনি পিছনের দিকেও দেখিতেন। হুজুর প্রকাশ্যে ঘুমাইতেন কিন্তু দ্বীল জাগরণ থাকিত। হাদিসে আছেঃ

ينام عيني ولا ينام قلبى

অর্থাৎ- আমার চক্ষু ঘুমায় এবং আমার দ্বীল ঘুমায় না। তাঁহার শরীরের ছায়া জমিনে পড়িত না। এই জন্যই তিনি নূর এবং হুজুরে পাকের নূর সূর্য্যের আলোর উপর গালেব ছিল (অর্থাৎ প্রবল ছিল)। মাওলানা রুমী আলাইহে রহমত বলিয়াছেনঃ

سایه ندید بهر زمین هج کس   نور بود سایئة خرشید وبن
جانش زالانش تن یاکبود   سایه یبندا خت بري خاك درد
عکس جمال نو نمود افتاب   سایه زنور امدهزان دو حجاب

ان اشعار کا اردو ترجمه :-

یه هی تها نه سایه اسکایه مشهور هے   سایه خورشید کیا هی
نور جان هی الانش نن سی وه یاك   اسلے سایه نه تها الانی خاك
نور خود اس نور سے مغلوب تها   سایه اسکا اسئے محبوب تها

হুজুর পাকের ছায়া ছিল না এ কথাটি প্রকাশ্য। সূর্য্যের ছায়া হইল সূর্য্যের আলো।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ময়লা হইতে হুজুরের শরীর পাক ছিল, এই জন্যই জমিনে হুজুরের ছায়া পড়িত না। সূর্য্যের আলো তাহার নিকটে মাগলুব ছিল (অর্থাৎ পরাস্থ ছিল)। এই জন্য তাঁহার ছায়ায় পর্দা ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন লোকের সঙ্গে চলিতেন তখন সবার চেয়ে উঁচু দেখা যাইত, যত উঁচু মানুষই থাকুকনা কেন। তাহার শরীরে মাছি বসিত না। তাহার ছায়া ছিল না এই জন্যই যে হুজুরে পাক নূর। হযরত কাছতালানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) মাওয়াবিুল লাদুন্নিয়্যাহতে লিখিয়াছেন যে-

وكان عرقه اطيب من المسك وراه ابو نعيم واذا مشى مع الطاويل طاله
رواه اليحقى ولا يقع على ثيابه ذياب قط ولا يمتص دمه البعوض وما اذاه القمل-

(কিতাব মাওয়াবিুল লাদুন্নিয়্যাহ ১ম খন্ড ৩৯৮পৃঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শরীরের পছিনা (ঘাম) মেশ্‌ক আম্বরের চাইতে বেশী সুঘ্রাণ ছিল। হুজুর যদি কোন লম্বা মানুষের সঙ্গে চলিতেন তখন সকলের চেয়ে বেশী উঁচু মনে হইত। হুজুরের ছায়া জমিনে পড়িত না। তাঁহার ছায়া চন্দ্র এবং সূর্য্যের আলোতে দেখা যাইত না। তাহার কাপড়ে মাছি বসিত না এবং তাহাকে কাটিত না। উকুনে হুজুরকে কষ্ট দিত না। ফলকথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষ কিন্তু তিনি বেমিছাল মানুষ। দুনিয়ার মানুষের সঙ্গে হুজুরের তুলনা হইতে পারেনা।

দরূদ শরীফ পাঠ করুনঃ

الصلاة السلام عليك يا نور الله
الصلواة والسلام عليك يا رسول الله
الصلوة والسلام عليك يا حبيب الله

বন্ধুগণ, আজকাল বহু বেয়াদব বাহির হইয়াছে। তাহারা বলিয়া থাকে আমরাও খাই হুজুরও খাইতেন। আমরা পান করি। হুজুরও পান করিতেন। তবে আবার হুজুর আমাদের মত মানুষ কেন হইবেন না। ঐ বেয়াদবদিগকে মাওলানা রুমী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) জওয়াব দিয়াছেন-

این خورد کردد همه پلیدی زین جدا
وان حورد کردد همه نور خدا

অর্থাৎ- বেয়াদবগণ যাহা কিছু খায় পেটে ইহা নাপাক হইয়া যায়। রুটি বা ভাত খায় তো পায়খানা হইয়া যায়। পানি পান করে, পেসাব হয়।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ খানাই খাইতেন কিন্তু ইহা খোদার নূর হইয়া যাইত। তবে আবার কোন মুখে তাদের মত মানুষ মনে করে।

نعوذ بالله نعوذ بالله

বন্ধুগণ, একটি হাদিস আছে একদিন হযরত উম্মে আয়মন (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা) রাত্রির বেলায় পিপাসিত হইলেন। তখন তিনি একটি বর্তন (পাত্র) হইতে পানি পান করিলেন। ভোরের সময় জানিতে পারিলেন যে রাত্রে যাহা পানি মনে করিয়া পান করিয়াছিলেন, ইহা হুজুরের পেসাব মোবারক ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ রাত্রে ঘরের এক কোণে একটি বর্তনে পেশাব মোবারক করিয়াছিল। হুজুর এই ঘটনা জানিয়া উম্মে আয়মনকে বলিলেনঃ

اما والله لايجعن بطنك ابدا

(কিতাব কানযুল উম্মাল ২য় খন্ড ১৩০ পৃঃ এবং খাছায়েছে কুবরা ১ম খন্ড ৭১পৃঃ)

খোদার কছম অদ্য হইতে তোমার পেট বেদনা করিবে না।

হে আমার বন্ধুগণ, দেখেছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পেসাব মোবারক কেমন জিনিস। যাহার দ্বারা পেটের বেদনা চলিয়া যায়। আমাদের আঁক্বা ও মাওলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পেসাব মোবারকও বালা মছিবত দূর করে এবং আমাদের জন্য ঔষধ। আর আমরাও এক মানুষ যে আমাদের মুখের থুথু ফেলার জন্য রেল গাড়ীতে, ষ্টেশনে, ষ্টিমার, লঞ্চে, লেখা থাকে যে যেখানে সেখানে থুথু ফেলিবেন না। ইহাতে নানা রোগ জন্মে। হুজুরের পেসাব মোবারকও আমাদের জন্য ঔষধ, তিনির মুখের লব (লালা) ও আমাদের জন্য ঔষধ। তবুও তিনি আমাদের মত মানুষ? নাউজুবিল্লাহ! নাউজুবিল্লাহ!

হে আমার বন্ধুগণ, সাহাবায়ে কেরামের নিকট জিজ্ঞাসা করুন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নূরানী চেহারার কি পর্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। হযরত আবু হিন্দ ইবনে আবিহালা বলেনঃ

يتلا لوء وجهه تلألأ القمر

অর্থ- হুজুরের নূরানী চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় চমকিত (কিতাব শামায়েলে তিরমিজি ৩পৃঃ)। হযরত জাবের (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলেন আমি একদা চাঁদনী রাত্রে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একটি লাল চাদর গায়ে দিতে দেখিলাম। একবার আমি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকাই আর একবার হুজুরের নূরানী চেহারার দিকে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

فاذا هواحسن عندی من القمر

তখন আমি হুজুরের চেহারায়ে আনওয়ারকে পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে অতি বেশী সুন্দর দেখিলাম (মেশকাত শরীফ ৫১০পৃঃ)।

جاند سے تشبھه دینا کیا ھی انصاف ھے
اسکے منه یرجھا نیان حضرت کا جھراہ صاف ھے
اس حسن وجمال نور کے تنویر نے عالم ذرہ ذرہ جمکادیا

বন্ধুগণ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নজরে করম যার উপরে পড়িয়াছে সেই নূর হইয়া গিয়াছে। এইহেতু একরাত্রে ছাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম হুজুরের মাহফিল হইতে অন্ধকার রাত্রে নিজ নিজ বাড়ীতে যাইবার সময় হুজুরের মো'জেজায় তাহাদের হাতের লাঠিগুলিতে আলো বাহির হইতে লাগিল এবং তাহারা ঐ লাঠিগুলির আলোর দ্বারায় নিজ নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। এই হাদিসটি খাছায়েছে কুবরা নামক কিতাবের ২য় খন্ড ৭৭পৃষ্ঠায় আছে। জানা গেল যে, হুজুর নূর এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন নূর বানাইয়া দিতে পারেন। যে ব্যক্তি হুজুরের দরবারে আসিয়াছেন নূরের অংশ নিয়া বিদায় হইয়াছেন। কাজেই আমাদের আলা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাতুল জামাত আল্লামা আহমাদ রেজা খান সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহে কাছিদায়ে নূর নামক কিতাবে লিখিয়াছেনঃ

جو کداد یکھوئی جاتا ھی تورا نورکا
نور کا سرکار ھی کیا اس مین تورا نور کا

উপরের শেরের উভয় চতরে তুড়া শব্দটি আসিয়াছে। একটি শব্দের অর্থ অংশ অপরটির অর্থ কম। এখন পড়ুনঃ

جو کداد یکھوئی جاتا ھی تورا نورکا
نور کا سرکار ھی کیا اس مین تورا نور کا

বন্ধুগণ, আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নূরকে আল্লাহ পাক কয়েকটি পর্দায় লুকাইয়া রাখিয়াছেন। তাহা না হইলে কাহারো সাধ্য ছিল না যে হুজুরের দিকে তাকাইতে পারে। এত লোকায়িত অবস্থায় থাকার পরেও এই অবস্থা ছিল।

نکان برق نہیں جھراہ افتاب نہیں
وہ ادمی ھے مکر دیکھنی کی تاب نہیں

বন্ধুগণ, হযরত ইউসুফ আলাইহিছ সাল্লামের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মিশরের বহু মেয়ে লোক লেবু কাটিতে গিয়া হাতের আঙ্গুল কাটিয়া ছিল। আমাদের হুজুরকে আল্লাহপাক মানব পর্দায় না রাখিতেন, তবে কোরবান হইয়া যাইত।

حسن یوسف یرکتین مصر مین انکثت زنا
سرکتات ھین نام یرمر دان عرب

ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম যখন মিশরের বাদশা ছিলেন তখন এক বছর তাহার রাজ্যে বিরাট অভাব হইয়াছিল। ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম ধারণা করিতেন যে, যাহার গমের দরকার সরকারী গুদাম হইতে আসিয়া নিয়া যাক। সেহেতু লোকজন আসিয়া দরকার অনুযায়ী গুদাম হইতে নিতে লাগিল। সম্মুখের ফসল আসিবার তিনমাস বাকী ছিল। হঠাৎ সরকারী গুদামের গম শেষ হইয়া গেল। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, তিনটি মাস কেমন করিয়া অতিবাহিত করা যাইবে?

اوس وقت خدا حناب الا اله وحی بیام لیا نرا
یا نبی لله حکم نسانون باك خدافو مانر
برقعه کھول زیارت بخشو جور بھکھا بی او
دیکھه جمال مبارك تیرابیك تما می جاوی

তাহার উপর আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে অহি আসিল। হে নবী! খোদার আদেশে বোরকা খুলেন এবং লোকদিগকে দেখা দেন, যে সমস্ত ক্ষুধার্থ লোক আসিবে আপনাকে দেখিয়া তাহাদের ক্ষুধা পিপাসা থাকিবে না (ছুবহানাল্লাহ, ছুবহানাল্লাহ)। এক নবীকে দেখিলে ক্ষুধা পিপাসা চলিয়া যায়, আর এক মানুষ যাহারা নবীকে তাদের মত মানুষ জানে, তাদের মুখ দেখিলে সারাদিন উপবাস থাকিতে হয়। কথিত আছে যে, তিন মাস পর্যন্ত লোকজন হযরত ইউছুফ আলাইহিস্ সালামকে দেখিয়া ক্ষুধা পিপাসা হইতে বাঁচিয়া ছিল (ছুবহানাল্লাহ ছুবহান্নাল্লাহ)। কি সুন্দর লিখিয়াছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেহারায়ে আনওয়ারকে যাহারা দেখিয়াছেন তাহারা উভয় কালে শান্তি লাভ করিয়াছেন।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

হে আল্লাহ আমাকে এবং আমার বংশ বুনিয়াদকে এবং আমার বন্ধু-বান্ধবদিগকে ও আমার মুরিদ, মুতাদিগকে এবং সমস্ত সুন্নী মুসলমানদিগকে ঐ নূরানী চেহারার উপর কোরবান করিয়া দেন। যখন মৃত্যু আসিবে তখন ঐ নূরানী চেহারা দেখাইয়া মৃত্যু দিবেন। এই আমার প্রার্থনা।

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام
على رسوله محمد واله واصابه وجمعين ★ اما بعد :-
فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

অর্থ- আল্লাহ পাক বলেন, হে দোস্ত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমি আপনাকে পাঠাই নাই, কিন্তু সারা জাহানের জন্য রহমত বানাইয়া পাঠাইয়াছি।

বন্ধুগণ, এক্ষণে আমি রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রহমত সম্বন্ধে কিছু লেখিতে চাই। এই জন্যই উক্ত আয়াতে কারিমা লেখিয়াছি। যাহার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা নিজের মাশুকের আর রহমতের কথা বর্ণনা করিয়াছেন যে, হে আমার প্রিয় নবী! আপনাকে আমি رحمة للعالمين অর্থাৎ সমস্ত আলমের রহমত বানাইয়া পাঠাইয়াছি। বন্ধুগণ, উক্ত আয়াতে (আলামিন) শব্দটি সম্মুখে রাখুন! এবং সূরায়ে ফাতেহার প্রথম আয়াতটি তেলাওয়াত করুন।

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমস্ত জাহানের রব। অর্থাৎ পালনেওয়ালা। দেখুন এই স্থানে ঐ আলামিন শব্দটি আসিয়াছে।

জাহানের الحمد لله رب العالمين মধ্যে আসিয়াছিল। যেমন খোদা তায়ালা বলেন, আমি রাব্বুল আলামিন। আমার মাশুক রাহমাতুল্লিল আলামিন। এখন দেখা চাই আলামিন শব্দের অর্থ কি। বন্ধুগণ, আলম এক বচন, আলামিন বহুবচন। আলম শব্দের অর্থ ما يعلم به الشئ এমন একটি জিনিস যাহার দ্বারা অন্য একটি জিনিসের পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিসে স্রষ্টার পরিচয় দেয়।

শায়ের বলেছেনঃ

هو كيا هى كه اززمين روید * وحده لاشريك مى كويد

প্রত্যেকটি গাছ যাহা জমিনে উদ্ভিদ হয়, এই কথার ঘোষণা করে যে, আমাদের স্রষ্টা ওয়াহদাহু লাশারিক, এই জন্য দুনিয়াকে আলম বলে। আলম শব্দটি খোদাতায়ালার জাত ও সিফাত বাদে প্রত্যেকটি সৃষ্টির উপর পতিত হয়। খোদাতায়ালার অসংখ্য সৃষ্টি অনুযায়ী আলম কয়েক প্রকারঃ

১। আলমে মুজার্‌রেদাত, যথা- আত্মা ও ফেরেশতাসমূহ

২। আলমে জিছমানিয়াত, যাহাদের শরীর আছে

জিছমানিয়াত আবার দুই প্রকারঃ যথা-

(১) আলমে উলুফাত, যথা- আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রাদি।

(২) আলমে ছুফলিয়াত, যাহা নিচের দিকে জমিনের সঙ্গে সমন্ধ রাখে।

আলমে ছুফলিয়াত আবার দুই প্রকারঃ

১) আলমে লতিফাত, যথা- বাতাস

২) আলমে কাছিফাত

আলমে কাছিফাত আবার দুই প্রকারঃ

১। আলমে মুফরাদাত, যথা- পানি, মাটি ইত্যাদি

২। আলমে মুরাক্কাবাত

আলমে মুরাক্কাবাত আবার চার প্রকারঃ

১) আলমে কায়েনাত, যাহা মাটি হইতে উদ্ভিদ হয়।

২) আলমে জামাদাত, যথা- পাহাড়, পর্বত, রৌপ্য,স্বর্ণ, হীরা ইত্যাদি।

৩) আলমে নাবাতাত, যথা- গাছ পালা তৃণ লতা ইত্যাদি।

৪) আলমে হায়ওয়ানাত, যথা- মানুষ, গরু, ঘোড়া ইত্যাদি।

জানদার প্রাণীসমূহ স্থলভূমির মধ্যে হউক বা জলভূমির মধ্যে হউক ঐ আলমে হায়ওয়ানাতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম উৎকৃষ্ট মানবজাতি। ফলকথা, আল্লাহ পাকের আলম অর্থাৎ সৃষ্টিকুল বহু। কোরআন পাকে আছে-

ما يعلم جنود ربك الاهو

অর্থঃ আল্লাহ ভিন্ন কেহই জানে না যে, আল্লাহর কি পরিমাণ লস্কর আছে। অর্থাৎ সৃষ্টি আছে। তবে আলম একবচন। আলামিন বহুবচন। যাহার অর্থ সমস্ত আলম অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি। কোন সৃষ্টিই আল্লাহর লালন পালন হইতে বাদ না বরং মশা মাছি উকুন হইতে নিয়া ছোট বড় জ্ঞানদার বেজ্ঞানদার সমস্তকেই আল্লাহ লালন পালন করে। কাজেই আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামিনের অর্থ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি সমস্ত আলমের অর্থাৎ সৃষ্টির লালন পালন করণেওয়ালা। বন্ধুগণ! এখন আলামিন শব্দের অর্থ জানিতে পরিলেন যে আলামিনের মধ্যে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আল্লাহ পাকের সৃষ্টির ভিতরে আল্লাহ বাদে বা আল্লাহ ব্যতিত আর কোন জিনিস বাকী থাকেনা। এখন এই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন যাহা হুজুর আলাইহি সাল্লামের রহমতের শানে লেখিয়াছি এবং চিন্তা করুন খোদাতায়ালা কি বলেনঃ

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

অর্থাৎ হে মাশুক, আপনাকে আমি সমস্ত আলমের জন্য রহমত বানাইয়া পাঠাইয়াছি। যেমন হে প্রিয় নবী, আল্লাহর সমস্ত আলমের লালন পালনকারী এবং আপনি সমস্ত আলমের রহমত। حق تعالى كى بتى نعمت هى تو
سارى عالم كيلئ رحمت هى تو

বন্ধুগণ, الحمد لله رب العالمين এবং وما ارسلناك الا رحمة للعالمين এই উভয় আয়াতটিকে সামনে রাখিয়া দেখুন সমস্ত সৃষ্টির জন্য আল্লাহ রব এবং ঐ সমস্ত সৃষ্টি জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রহমত। যে সমস্ত সৃষ্টির জন্য খোদার লালন পালনের দরকার ঐ সমস্ত সৃষ্টির জন্য হুজুরের রহমতের দরকার। যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ রাসুলুল্লাহর রহমতের দরকার নাই ঐ ব্যক্তিদের জন্য বলা উচিৎ যে, আমার আল্লাহর লালন পালনের দরকার নাই। বন্ধুগণ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রহমতের কথা বলিবার পূর্বে কয়েকটি তাহমিদি কালাম শুনিয়া নেন। পিতা মাতা সন্তানকে লালন পালন করে। কোরআন পাকে আল্লাহ তায়ালা পিতা-মাতাকে সন্তানের রব অর্থাৎ পালনেওয়ালা বলিয়াছেন- كما ربيانى صغيرا

পিতা মাতা সন্তানকে লালন পালন করে। এই জন্যই আল্লাহ পাক পিতামাতাকে রব বানাইয়াছেন। এখন চিন্তা করা চাই যে, পিতা মাতা কি পর্যন্ত দুঃখ কষ্ট করিয়া নিজের সুখ শান্তি ত্যাগ করিয়া ঘুম, নিদ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা কোরবান করিয়া সন্তানকে লালন পালন করিয়া থাকে। আপনি জানেন পিতামাতা সন্তানকে এত দুঃখ কষ্ট করিয়া কেন লালন পালন করেন? এই জন্যই যে আল্লাহ তায়ালা পিতা-মাতার দ্বীলের মধ্যে রহমতের গুদাম (খাজানা) সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য নিজে দুঃখ করে কিন্তু সন্তানের দুঃখ তাহার নিকট সহ্য হয়না। যদি পিতা মাতার দ্বীলে সন্তানের প্রতি রহমত না হইত তাহা হইলে কখনও লালন পালন করিত না। মার দ্বীল সন্তানের জন্য রহমতের খাজানা। এই সন্তানের দুঃখ মায়ে সহ্য করিতে পারে না। বন্ধুগণ! মার দ্বীল যে সন্তানের জন্য রহমতের সমুদ্র এই সম্বন্ধে

একটি ঘটনা লিখিতে বাধ্য হইলাম। একজন আধুনিক মেয়ের একজন আধুনিক ছেলের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল। ছেলের মাত্রই এক বুড়ী মা ছিল। তার আর কেহই ছিল না। আজকাল বিবাহ দিতে গিয়া মানুষেরা দেখে যে, মেয়ের শশুর শাশুরী দেবর ভাশুর কেহই না থাকে আর খালি ঘর হয় তবেই ভাল। আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ

فاظفر بذات الدين

তোমরা বিবাহ দিবার পূর্বে ধর্ম দেখ। ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে ধর্ম আছে কিনা। এই তো আমার হুজুরের আদেশ কিন্তু আজ কালের রেওয়াজ ও রছমে বলে যে, দেখ ছেলে জেন্টেলম্যান কিনা। দাঁড়ি মুছের দুশমন কিনা। দাঁড়াইয়া পেসাব করে কি না এবং মেয়ের ঠোটে, হাতের তালু, পায়ে আলতা লাগায় কিনা এবং নাচ গান জানে কিনা।

বন্ধুগণ, ঐ যুগ কোথায় গেল যে যুগের মানুষ দেখিত মেয়ের লজ্জা-শরম আছে কিনা। কোরআন শরীফ ও নামাজ পড়ে কিনা। এখনতো বড় বড় ভদ্র লোকেরা নাচ-গান শিক্ষা দিতেছে। আল্লাহ যেন এই ধরণের গোমরাহী হইতে বাঁচাইয়া রাখে। চিন্তা করুন এই প্রকৃতির মেয়ে শশুর বাড়ীতে গিয়া নাচই তো শিক্ষা দিবে। আফসুস, আজকাল উন্নতির নামে কত কত গোমরাহ সৃষ্টি করিয়াছে।

چار چیزیں چاهئے از بهر زن * چکی چولها اور چادر پیرهن

মেয়ে লোকের জন্য চারটি জিনিসের দরকার চাক্কি, চুলা, চাদর এবং পিরহান। কিন্তু আজকাল নাচ-গান এবং উলঙ্গ শরীরের তামাশা দেখা যায়। বর্তমানে আরও একটি গোমরাহী বাংলাদেশে আসিয়াছে। যাহা পূর্বে হিন্দুদের মধ্যে ছিল। ছেলে কিছুটা শিক্ষিত হইলেই সাইকেল, ঘড়ি, রেডিও, গ্রামোফোন ও পড়ার খরচ ইত্যাদি দাবী করে। ইহা ছেলের পক্ষের পণ। এই পণও মেয়ের পক্ষের পণের মত হারাম। হুসিয়ার হউন। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান হুসিয়ার হউন। সামনে বিপদ আসিতেছে। হ্যাঁ আমি লেখিতেছিলাম আধুনিক ছেলে ও আধুনিক মেয়ের কথা। এক আধুনিক ছেলের সঙ্গে এক আধুনিকা মেয়ের বিবাহ হইয়াছিল। ছেলের শুধু এক বুড়ি মা ছিল আর কেহই ছিল না। ছেলে নিউ ফ্যাশন মার্কা ছিল। ধর্ম হইতে আজাদ ছিল। মেয়েটি শ্বশুর আলয়ে আসিয়া একটি বুড়ি শাশুরী ঘরে বসা দেখিতে পাইল এবং হয়রান পেরেশান হইল যে আমি তো বিবাহের

Scanned with CamScanner

পূর্বে শুনিয়াছিলাম স্বামীর ঘরে কেহই নেই। এখন বুড়ি কোথা হইলে আসিল। প্রথম সাক্ষাতের রাত্রিতে স্বামীর সঙ্গে বলিতে লাগিল, দেখেন যদি আপনি আমাকে মহব্বত করেন যেমন নাকি আপনি প্রকাশ করিতেছেন তবে শুনেন আমি আপনার খাতিরে এক মা এক বাপ, তিন চাচা, তিন ফুপা, দুই খালু, পাঁচ ভাই, চার ভগ্নি এই সকলকে ছাড়িয়া দিয়াছি এবং আপনার নিকটে আসিয়াছি। এখন যদি আপনি আমাকেই ভালবাসেন তবে আমার খাতিরে কেবল একজন মানুষকে অর্থাৎ আপনার বুড়ি মাকে ত্যাগ করুন এবং তাহাকে বাড়ী হইতে বিদায় দেন। স্বামী এই কথা শুনিয়া বিবির মহব্বতে অন্ধের মত হইয়া গেল এবং বলিতে লাগিল ইহাও একটি কথা। কাল ভোরেই বুড়ি মাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিব। ভোরে ছেলে তাহার বুড়ি মাকে বলিল আম্মা, অদ্য হতে আপনি অন্যত্র একটি বাড়ীতে চলিয়া যান। ঐ স্থানে আমি খানাপিনা পৌছাইব। এই কথা শুনিয়া বুড়ি মা বুঝিতে পাইলেন যে, আজ হইতে আমার ছেলে বউয়ের ফাঁদে পড়িয়া গিয়াছে। মা বলিল আচ্ছা বেটা যেখানেই যাইতে বল যাইব এবং সদায় সর্বদায় এই দোয়া করিব যেন তোমাকে খোদায় কোন কষ্ট না দেয়। ঐ দিন মাকে অন্য বাড়িতে পাঠাইয়া দিল। এই অবস্থায় আট দিন অতিবাহিত হইল। একদিন রাত্রে বিবি স্বামীকে বলিতে লাগিল যে, আমি শুনিয়াছি আপনি বুড়ি মাকে দেখিতে যান এবং এখনও খানাপিনা দেন। দেখেন যদি সত্যই আপনি আমাকে মহব্বত করেন তবে এই অন্ধকার রাত্রে কেহই জানিবে না। নেন এই খঞ্জর আপনার মাকে কাতল করিয়া আসেন। ছেলে বিবির মহব্বত পড়িয়া বলিল যাও তোমার খাতিরে আমার বুড়ি মাকে কাতল করিব। তুমি নিদ্রায় যাইওনা। এখনই মাকে কতল করিয়া আসিতেছি। বিবি বলিল আমার শান্তি ও বিশ্বাসের জন্য আপনার মার দ্বীলটি বাহির করিয়া আমার সম্মুখে নিয়া আসিবেন। ছেলে বলিল আচ্ছা এই বলিয়া খঞ্জর হাতে নিয়া ঘর হইতে বাহির হইল এবং মার নিকট পৌছিল। বুড়ি মা অচৈতন্য অবস্থায় নিদ্রায় ছিলেন, কমবক্ত ছেলে বুড়ি মাকে নিদ্রায় খঞ্জর দ্বারা কোপ দিল। এই অবস্থায় মার জান বাহির হইয়া গেল। ঐ বেদ্বীন ছেলে তার মার দ্বীল বাহির করিয়া বিবিকে দেখবার জন্য নিয়া রওনা হইল। অন্ধকার রাত্রি ছিল, রাস্তায় ওঠা খাইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। তখন মার দ্বীল হইতে আওয়াজ হইল বেটা দুঃখ তো পাওনাই? এই আওয়াজ শুনিয়া ছেলে কাঁদিতে লাগিল এবং হায় আফসুস করিতে লাগিল। এত বড় দয়াল মাকে কাতল করার পরেও আমার মহব্বত তার দ্বীল হইতে যায় নাই। দেখেছেন বন্ধুগণ, মায়ের মহব্বত স্মরণ রাখিবেন আমার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতের প্রতি মার চেয়ে হাজার হাজার গুণ বেশী মহব্বত রাখেন। যখন কবরের মধ্যে মা বাপ সন্তানকে রাখিয়া আসে, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কবরে আসিয়া হাজির হন এবং উম্মতকে রহমতের কোলে নেন। আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মোজাদ্দেদে জামান আল্লামা আহমাদ রেজা খাঁন সাহেব বলিয়াছেনঃ

ماں جب اکلو تے کو جورا اکے بلاتے یہ ھیں
باب جہا ینتی سے جہاد کے لطف وحاں فرماتے یہے ھیں
مرقد میں بندوں کو تجك کو میٹیھی نبند سلاتے یہ ھیں
لاکھوب بلائیں کروروں دشمن کون بجای بجاتے یہ ھیں

বন্ধুগণ দরূদ শরীফ পাঠ করুনঃ

الصلوٰۃ والسلام علیك یا رحمة للعلمین

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রহমত কবরেও আমাদের কাজে আসিবে। কাল কিয়ামতের দিনও যখন মা-বাপ সন্তানকে ভুলিয়া যাইবে তখন হুজুরের রহমত আমাদের কাজে আসিবে। সমস্ত নবীগণ নাফছি নাফছি বলিবেন। কিন্তু আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ দিন উম্মতি উম্মতি বলিবেন। খোদার কছম যদি হুজুরের রহমত না হয় তবে আমরা কেহই আল্লাহর আজাব হইতে বাঁচিতে পারিব না।

عصیاں سے ھمنی کبھی کنارہ نہ کیا
پرتونے دل ازدہ ھما وابہ کیا
ھمنے تو جہنم کی بہت کے تجویز
لکن تیری رحمت نی گوادا نہ کیا

বন্ধুগণ, মায়ের লালন পালনের পূর্বেই রহমতের সৃষ্টি হওয়ার দরকার। যদি রহমত না হইত তবে লালন পালনও হইত না। তদ্রুপ খোদাতায়ালা রাব্বুল আলামিন যিনি সারা জাহানের পালনে ওয়ালা তিনি নিজের লালন পালনকে সৃষ্টি করিবার পূর্বেই সর্ব প্রথম রাহমাতুল্লিল আলামিনকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি না করিতেন তবে খোদার লালন পালনও প্রকাশ পাইত না। যদি খোদার লালন-পালন প্রকাশ না হইত তবে কিছুই হইত না। যদি সর্ব প্রথম রহমতে আলম না হইতেন তবে কিছুই হইত না। এইজন্য আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত মোজাদ্দেদে

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

জামান আল্লামা আহমাদ রেজা খান সাহেব (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলিয়াছেন-

وہ جونہ تھےتو کچہ نہ تھا
وہ جونہ ھو تو کچہ نہ ھو
جان ھے وہ جہان کی جان ھے تو جہان ھے

সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক হুজুরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কথাটি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আছে, যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলিয়াছেন যে, আমি একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসুল্লাল্লাহ! সর্ব প্রথম আল্লাহ তায়ালা কি সৃষ্টি করিয়াছেন? নবীজী বলিয়াছেন-

يا جابر ان الله تعالى خلق الاشيائ نور نبيك من نوره ولم يكن
فى ذالك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك
ولاسماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولاانس

(কিতাব- হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামিন ২৮পৃঃ) অর্থ: হে জাবের! নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্ব প্রথম তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নূরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন লৌহ, কলম, বেহেশত, দোযখ, ফেরেশতা, আসমান, জমিন, সূর্য্য, চন্দ্র, জ্বিন ও মানব কোন কিছুই ছিলনা। জানা গেল সর্ব প্রথম আল্লাহ তায়ালা হুজুরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি আল্লাহ তায়ালা হুজুরকে সৃষ্টি না করিতেন তবে রহমতও হইত না। খোদার লালন পালনও প্রকাশ পাইত না এবং লালন পালন যদিও সম্ভব না হইত তবে দুনিয়া ও দুনিয়ার কোন কিছুই হইত না। এই জন্যই হাদিস শরীফে আসিয়াছে, যথা- খোদাতায়ালা বলেনঃ

لولاك لما خلقت الدنيا

অর্থ: হে প্রিয় নবী যদি তুমি না হইতে তবে দুনিয়াকে সৃষ্টি করিতাম না (কিতাব হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামিন ২৯ পৃঃ)। এখন প্রমাণ হইল যে, হুজুর রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উছিলায় সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিরই উছিলায় দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামত আমরা পাইয়াছি।

تیر ھے صدقہ مین ملین حکویہ جانین اینی
جان جان تم یہ ھی صدقہ یہ ھمارا جانین

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বন্ধুগণ, আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রহমতের উছিলায় সমস্ত নবীগণ দুনিয়ায় আসিয়াছেন। এইজন্য আলা হযরত বেরলভী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলিয়াছেনঃ

ترا قدم مبارك كلبن رحمت كى دالى هے
تجهى بو كر نبا الله نے رحمت كے دالى هے

নবীগণের সর্ব প্রথম নবী মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হইতে দুনিয়ায় নবীগণের ছিলছিলা জারি হয় এবং সমস্ত নবীগণের শেষ নবী আমাদের নবী মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তিনির পরে আর কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় নবী হইবে না। দেখুন একটি নকশা আঁকিতে হইলে যে স্থান হইতে কলম ধরা হয় ঐ স্থানে গিয়াই শেষ হয়। হুজুর হইতেই নবুয়ত আরম্ভ হুজুর পর্যন্ত আসিয়াই শেষ। কাজেই তাঁহার পর আর কোন নবী হইবে না। তাই কোরআন শরীফে আছে-

اليوم اكملت لكم دينكم

অদ্য হইতে আমি তোমার ধর্ম পূর্ণ করিয়া দিয়াছি। বন্ধুগণ, চিন্তা করুণ যখন ধর্ম পূর্ণ হইয়াছে এবং নবূয়ত শেষ হইয়াছে তবে কাদিয়ানীগণ কোথায় নবূয়ত পাইল? যে মির্জা গোলাম আহাম্মদকে নবী মানে। استغفر الله আস্তাগ ফিরুল্লাহ। বন্ধুগণ, মার লালন পালন এবং হুজুরের রহমতের মিছালের দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে, আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন রহমতে আলম কাজেই আল্লাহু তায়ালা সর্বপ্রথম তিনিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সারা জাহানের জন্য আল্লাহর রহমত এবং আল্লাহর রহমতের সকলেই মুখাপেক্ষী। আল্লাহ বলেন لاتقنطوا من رحمة الله অর্থ: আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইওনা। যখন প্রমাণ হইল যে হুজুর সারা জাহানের জন্য রহমত, আমরা সকলেই রহমতের মুখাপেক্ষী কাজেই আমরা হুজুরের মুখাপেক্ষী। এই জন্য মাওলানা রুমী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলিয়াছেনঃ

زين سبب فرمود حق صلوا عليه
كه محمد بود محتاج اليه

অর্থ: এই জন্য আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, দরুদ ও সালাম পাঠ কর । কেননা সমস্ত দুনিয়া মুখাপেক্ষী এবং হুজুর মুখাপেক্ষীগণের স্থান।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বন্ধুগণ! মনযোগ দিয়া পড়েন এবং বুঝিতে চেষ্টা করেন। মানুষের জন্য অগ্নি, পানি, মাটি এবং বাতাসের দরকার। যে সমস্ত জিনিস মানুষের জন্য দরকার ঐ সমস্ত জিনিস মানুষ সৃষ্টি করিবার পূর্বে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ অগ্নি, পানি, মাটি এবং বাতাসকে মানুষ সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন দুনিয়ায় আসিয়াই তাহার দরকারী জিনিসগুলি পায়। খোদা তায়ালা মানুষের (রব) পালনেওয়ালা এবং মানুষ প্রত্যেক জিনিসের মুখাপেক্ষী। কাজেই মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন। বন্ধুগণ, এখন চিন্তা করুন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির জন্য রহমত। কাজেই রহমতকে অর্থাৎ হুজুর রহমতে আলমকে সকল সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেন সৃষ্টি অর্থাৎ দুনিয়া সৃষ্টি হইয়াই রহমত পায়। বন্ধুগণ, এই ক্ষেত্রে আরও একটি কথা জানিয়া রাখুন ফালচাফীগণ (দার্শনিকগণ) বলে যে, হুজুর জমিনকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া উপরের দিকে অর্থাৎ মেরাজে গেলেন? মেরাজ গমণকালে তো বাতাস নাই দুনিয়ার এত তেজ বাতাস ভেদ করিয়া বাতাস ভিন্ন জাগায় কি সে জিন্দা থাকিতে পারেন? বন্ধুগণ, এই সমস্ত আক্কল-মন্দকে আমি বেকুফ আক্কল-মন্দ বলি। অগ্নি, পানি, বাতাস, মাটির আমরা মুখাপেক্ষী। এই সমস্ত ভিন্ন আমরা বাঁচিতে পারিব না। কেননা জমিন, বাতাস, পানি আমাদের দরকারী এবং প্রত্যেক দরকারী জিনিসকে আল্লাহ পাক মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং প্রত্যেকটির জন্য রহমতের দরকার। রহমত ছাড়া কোন সৃষ্টি বাঁচিতে পারে না। সমস্ত সৃষ্টির রহমত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

কাজেই আল্লাহ পাক হুজুরকে সর্ব প্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন। খুব চিন্তা করুন যেমন মানুষ আছে পানি নাই। তখন মানুষের উপায় নাই। কিন্তু পানি আছে মানুষ নাই তখন পানির কোন ক্ষতি নাই। মানুষ আছে বাতাস নাই তখন মানুষের কোন উপায় নাই। কিন্তু বাতাস আছে মানুষ নাই তখন বাতাসের কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু মানুষ আছে মাটি নাই তখন মানুষের কোন উপায় নাই। দরকারী জিনিস থাকিবে এবং মানুষ থাকিবে না তখন জিনিসের কোন ক্ষতি হইবেনা। হ্যাঁ মানুষ থাকিবে আর দরকারী জিনিসগুলি থাকিবেনা, তখন মানুষের কোন উপায় থাকিবেনা। কাজেই আল্লাহ পাক হুজুরকে অগ্নি পানি মাটি বাতাসের বরং সমস্ত সৃষ্টির জন্য রহমত বানাইয়া পাঠাইয়াছেন। সৃষ্টির জন্য রহমতের দরকার। কেননা কোন সৃষ্টি রহমত ভিন্ন বাঁচিতে পারিবে না। এখন সৃষ্টি আছে রহমত নাই তখন সৃষ্টির কোন উপায় নাই। কিন্তু রহমত আছে সৃষ্টি নাই তখন রহমতের কোন ক্ষতি নাই। যখন কোন সৃষ্টিকেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন না, তখনতো হুজুরকে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আল্লাহ পাক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তখন তিনি কেমন করিয়াছিলেন। কাজেই অগ্নি, পানি, বাতাস হুজুরের দরকার নাই। বরং জমি, পানি, বাতাসের জন্য হুজুরের দরকার। কাজেই হুজুর লা মাকানে মেরাজে বাতাস, পানি ইত্যাদি ভিন্ন থাকিতে পারেন, ছিলেন।

فلسفی کو رفعت سرکرسے انکار ھے
ایسی بدبختون کی بے عقلی یہ رب کی مار ھے

বন্ধুগণ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ পাক সারা জাহানের জন্য রহমত বলিয়াছেন এবং ঐ জাহানে নেক ও বদ, মুমিন ও কাফের উভয়ই আছে। তবে হুজুর সকলের জন্যই রহমত। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। হুজুর নিজের গোলাম অর্থাৎ মুসলমানের জন্য তো রহমত আছেনই, আবার হুজুর উম্মতকে সর্বদা স্মরণ রাখেন, মেরাজে গিয়াও, যেথায় অন্য কাহারও যাওয়ার সাধ্য নাই, আমাদিগকে ভুলেন নাই। আমাদের জন্য রাত্রে জাগ্রত থাকিয়া কান্নাকাটি করিয়াছেন। আমাদের জন্য দোয়া করিয়াছেন এবং মছিবত হইতে বাঁচাইয়া দোযখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন ও বেহেশত দিয়াছেন। আমাদের কবরে আসিয়া সান্তনা এবং হাশরে শাফায়াত করিবেন। ফলকথা, হুজুর আমাদের জন্য উভয়কালে রহমতই রহমত।

دافع نافع دافعے شافعے * کیا کیا رحمت لاتے یہ ھین
انك نام کے صداقے حبس سے * جیتے ھم ھین جلاتے یہ ھین

হুজুরের পূর্বে কোন নবী ও রাসূল নিজ উম্মতের জন্য এমন রহমত শফ্কত আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে রহমত হুজুর উম্মতের উপর করিয়াছেন। এমন কোন নবী রাসূল নাই যে, উম্মতের জন্য জীবনের প্রতিটি রাত্রি জাগরণ করে, গোনাহগার উম্মতের জন্য কাঁদিয়াছেন। আল্লাহ পাকের লাখ লাখ শুকরিয়া যে, হুজুরকে আমাদের জন্য খাস রহমত বানাইয়াছেন।

چشم پے خواب کے صاقی کہ ھین بیدار نصیب
اب جاکے تو ھین جین کہ نیندائے ھے

বন্ধুগণ, পূর্বের যুগের উম্মতের মালের গনীমত হালাল ছিল না। আমাদের জন্য হালাল। পূর্বের যুগের উম্মতের জন্য মসজিদ ভিন্ন অন্য জায়গায় নামাজ পড়া জায়েজ ছিল না, হুজুরের খাতিরে আমাদের জন্য দুনিয়ার সমস্ত জায়গায় নামাজ পড়া জায়েজ।

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

পূর্বের যুগে উম্মতের জন্য তওবা করিতে হইলে ঘোষণা করিয়া প্রকাশ্যে তওবা না করিলে কবুল হইত না। কিন্তু হুজুরের খাতিরে আমাদের জন্য তওবা নীরবে, গোপণে চক্ষের পানি আল্লাহর দরবারে ফেলিলেই তওবা কবুল হয়।

دوبی ناوین تراتے یه هین * هلتی نیوین جماتے یه هی
جلتی اکے جماتے یه هین * ورتی انکه هنساتی یه هني

মুসলমান ব্যতিত কাফেরও সৃষ্টির মধ্যে গণ্য বিধায় আয়াতে কারিমা অনুযায়ী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরের জন্যও রহমত। কিন্তু পার্থক্য এই যে, মুসলমানের জন্য ইহকালেও পরকালেও রহমত এবং কাফেরের জন্য কেবলমাত্র ইহজগতে রহমত পরজগতে নহে। মুফাচ্ছীরে কেরাম লেখিয়াছেন ঃ

هو رحمت للمؤمين فى الدارين وللكافرين فى الدنيا بتأخير العقوبة فيها

(কিতাব মাদারেকুন্তানযিল ২৭৯ পৃঃ হাসিয়ায়ে খাজেন) অর্থাৎ হুজুর মুসলমানের জন্য উভয় কালে রহমত এবং কাফেরের জন্য দুনিয়াতে রহমত পরকালে নহে। প্রথম যুগের নবীগণের উম্মতগণ যখন নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, তখন তাহাদের উপর দুনিয়ায়ও আজাব হইত, কিন্তু আমাদের হুজুরের যুগে কিয়ামত পর্যন্ত কাফেরের উপর হইতে খোদা দুনিয়ার আজাব উঠাইয়া নিয়াছেন। কেবলমাত্র হুজুর রহমতে আলমের খাতিরে।

এই হেতু কোরআনে পাকে আসিয়াছে। কাফেরগণ নিজেই দোওয়া করিত-

اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا
حجارة من السماء اوئتنا بعذاب عليم

হে আল্লাহ, যদি এই কোরআন তোমার পক্ষ হইতে সত্যই হয় তবে আমাদের উপর আকাশ হইতে পাথর বর্ষণ কর। অথবা অন্য কোন কঠিন আজাব অবতীর্ণ কর। দেখুন, কাফেরগণ নিজেই আল্লাহর নিকট এই দরখাস্ত করিল যে, হে আল্লাহ যদি কোরআন ও ইসলাম সত্যই হইয়া থাকে এবং আমরা মিথ্যা হইয়া থাকি তবে, আমাদের উপর আকাশ হইতে পাথর বর্ষণ কর, তা না হয় অন্য কোন কঠিন আজাব অবতীর্ণ কর। কিন্তু কাফেরদের উপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রহমত আছে বলিয়াই আল্লাহ জওয়াব দেন (৯ পারা ১৮ রুকু)।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم

অর্থ- আল্লাহর কাজ নয় যে, কাফেরের উপর আজাব দেওয়া। হে দোস্ত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাহাদের মধ্যে আছেন। দেখুন, কাফেরগণ নিজেই দরখাস্ত করিয়াছিল আজাবের জন্য কিন্তু আল্লাহ পাক বলেন যে, আমি কাফেরগণের উপর আজাব নাজিল করিব না। যেহেতু রহমতে আলম মুহাম্মদ মোস্তফা তাহাদের মধ্যে আছেন। বন্ধুগণ! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রহমত এই দুনিয়ায় প্রত্যেক ভাল মন্দ মোমেন ও কাফেরের জন্য আমভাবে আছে। মুসলমানের জন্য রহমতই রহমত। তিনি কাফেরের জন্যও রহমত। কেননা বৃষ্টি যখন হয় তখন ভাল মন্দ সকলের বাড়ির জমিনেই হয়। আমাদের আঁক্বা ও মাওলা রাউফ ও রাহিম হুজুরের রহমতের দ্বারা এই দুনিয়ায় উপকৃত হইয়াছেঃ

نجدی اس نے تجھکو مہلت دی کہ اس عالم مین ہی
کافر ومرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی

হে নজদী ওহাবী, ইহজগতে আল্লাহ তোমাদিগকে অবসর দিয়াছেন। কেননা কাফের ও মুরতাদের উপরও রাসূলুল্লাহর রহমত আছে। আল্লাহর জলিলুল কদর পয়গাম্বর হযরত নূহ আলাইহিচ্ছাল্লামের ঘটনা শুনুন। তিনি ৯৫০ (সাড়ে নয় শত) বৎসর ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। এই হেতু কোরআনে পাকে আছে-

ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنته الاخمسين عاما

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমি নূহকে তাঁহার কওমের মধ্যে পাঠাইলাম ৯৫০ বৎসর। ৫০ কম হাজার বৎসর ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। দেখেছেন বন্ধুগণ, হযরত নুহ আলাইহিস সালাম ৯৫০ (সাড়ে নয় শত) বৎসর ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনির বয়স আরও বেশী ছিল কিন্তু এই দুনিয়ায় হাজার বৎসর বাঁচা কিছুই না। নুহ আলাইহিচ্ছাল্লামের নিকট যখন মালেকুল মওত হাজির হইল, তখন জিজ্ঞাসা করিল যে, এত দীর্ঘদিন বাঁচার পর এখন আপনার বিদায় হইতে হইল। এতদিন বসবাস করে আপনার জন্য কেমন ধারণা হইল।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ১২১

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

হযরত নুহু আলাইহিচ্ছাল্লাম উত্তর দিলেন যে, একটি ঘরের এক দরজা দিয়া ঢুকিয়া অপর দরজা দিয়া বাহির হইয়াছি। বন্ধুগণ, আমাদের যে জীবন পিছনে পড়িয়াছে, মনে হয় যেন কিছুই না। হ্যাঁ, ঈমান ও ইসলাম এমন একটি জিনিস, যাহা কিয়ামত পর্যন্ত থাকিবে।

বন্ধুগণ! এই অস্থায়ী দুনিয়ায় মগ্ন হইয়া পরকালকে ভুলিয়া যাওয়ার মত বেকুবি আর কি হইতে পারে। আফসুস আজকে আখেরাতের চিন্তা নাই। দুনিয়ার মহব্বতে এত মগ্ন হইয়াছে যে, পরকালের চিন্তাই নাই।

شهد دیکھا ئے زهر بلائے قائل دائین شوهر کش
کس مراد به تو للجایا دنیا دیکھی بهالی هی

দুনিয়ায় দেখাই মধু কিন্তু সুযোগ পাইলে বিষ খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দেয়। যাহারা অলস মানুষ তাঁহারা অলসতায় পড়িয়াছে ও সর্বনাশ করিয়াছে। আলা হযরত (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলেনঃ

سونا جنکل سونا یاس هے سونا هے اتهه یبائے
توکهتا هی میتهی نیند مت هی ذرالی هی

অর্থাৎ দেখ হে গাফেলগণ! এই দুনিয়া একটি ভয়াবহ জঙ্গল, জঙ্গলেই শুইতে হইবে এবং তোমার নিকটে সর্প আছে। অর্থাৎ ঈমান আছে ও জঙ্গলে ভয়ের কারণ আছে। তোমার নিদ্রা যাওয়ার চাইতে বেকুবী আর নাই। তোমার জাগ্রত থাকা দরকার। হে বন্ধুগণ! দুনিয়ায় হুশিয়ার থাক, আল্লাহকে স্মরণ কর। খোদাকে ভুলিয়া যাওয়ার নামই নিদ্রায় যাওয়া। যে কোন ব্যক্তি আল্লাহকে ভুলিয়া গিয়াছে, সেই নিদ্রায় গিয়াছে এবং ইহার নামই দুনিয়া এবং যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ রাখিয়াছেন এবং আহকামে শরিয়ত পালন করিয়াছে সে জাগ্রত আছে, সেই দিনদার। খোদাকে ভুলিয়া যাওয়ার নামই দুনিয়া।

جست دنیا از خدا غافل بدن * نے قماش وتقره وفرزند وزن

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ইসলাম এই কথা বলে না যে, তুমি ভাল খাইও না ভাল পড়িও না, টাকা পয়সা রোজগার করিওনা, হাওয়াই জাহাজে উঠিও না, আরাম করিও না। হ্যাঁ, আমি বলিতে ছিলাম যে, নুহু আলাইহিচ্ছাল্লামের ধর্ম প্রচারের বয়স ৯৫০ বৎসর ছিল। দেখেছেন পূর্বের জামানার মানুষ কত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতেন। বর্তমানে ৩০ বৎসর হইলে যেন জীবনের অর্ধ বয়স হইল। ১০০ বৎসরের কোন মানুষ বাঁচিয়া আছে বলিয়া শুনিলে আজকালের যুবকেরা বড়ই আশ্চার্য্যন্বিত মনে করে। বহু মানুষ আছে অনর্থক মিথ্যা কথা বলে। যেমন কোন একজন লোকের বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছে, সে তাঁহার ৫০ বৎসরের বন্ধুর সঙ্গে বলে যে, আমার বয়স মাত্র ৩০ বৎসর হইয়াছে। চুল দাড়িত সর্দ্দি কাশে নানা রোগে পাকিয়া গিয়াছে। বন্ধুগণ, হ্যাঁ নূহু আলাইহিচ্ছাল্লাম ৯৫০ বৎসর ধর্ম প্রচার করার পরেও কোন মানুষ ধর্মের পথে আসিল না, বরং বিপরীত হইল। কাজেই কোরআনে পাকে আছে-

رب انى دعوت قومى ليلا ونهارا فلم يزد هم دعائى الا فرارا

অর্থ: আমি আমার ক্বওমকে রাত দিন, তোমার দিকে ডাকিয়াছি কিন্তু আমার ডাকায় আরও বেশী ধর্ম হইতে দূরে সরিয়াছে। অবশেষে হযরত নূহু আলাইহিচ্ছাল্লাম বেদ্বীনদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করিলেনঃ

رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا

অর্থ: হে আল্লাহ এই কাফেরগণকে জমিনে বাঁচাইয়া রাখিওনা। ঘরবাড়ি সহ সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দাও। তখন নূহু আলাইহিচ্ছাল্লামের দোয়া কবুল হইল এবং তুফান ও বন্যা আসিয়া ডুবাইয়া মারিল। এখন আসুন বন্ধুগণ! রহমতে আলম মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আজ রহমত দেখুন। ময়দানে উহুদে এক দিকে কাফের দাঁড়াইয়াছে, অপর দিকে হুজুর মুষ্টিমেয় ছাহাবী নিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কাফেরগণ তখন পাথর নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

بھرئے تے جھو لیون مین ان کی یتھر سنکبلرری کو
یشایہ دور سی کرنی لکے محبوب باری کو

ঐ পাথর নিক্ষেপে হুজুরের দাঁত মোবারক ভাঙ্গিয়া গেল। হুজুরের নূরানী মুখ মোবারক হইতে রক্ত মোবারক জাহির হইল, সাহাবায়ে কেরাম পেরেশান ও দুঃখিত হইয়া আরজ করলেন ادع علی المشرکین ইয়া রাসূলুল্লাহ এই মুশরেকদের জন্য বদ দোয়া করুন। হযরত নূহ আলাইহিচ্ছাল্লাম ও কাফেরদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করিয়াছিলেন এবং কাফেরদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। অদ্রুপ আপনিও কাফেরদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করুন। হুজুর বলেন আচ্ছা হাত উঠাও, আমিন বল, আমি দোয়া করি। বন্ধুগণ, দেখুন হযরত নূহ আলাইহিচ্ছাল্লাম হাত উঠান এই দোয়া করেন- হে আল্লাহ কাফিরদের ছাড়িওনা এবং রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাত উঠান এবং এই দোয়া করেনঃ

کہ ائے یرورد کا رامر زکار انکومعافی دئی
نہ کرانکی خطاؤں کا شمارانکومعافی دئے

হে পরওয়ারদিগারে আলম তাহাদিগকে মাফ করিয়া দাও, এদের অপরাধকে ধরিওনা। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনিতো এদের মাফের জন্য দোয়া করিলেন, এদের গজবের দোয়া করুন।

یہ سن کر رحمتؐ للعالمین نہنس کے فرمایا
کہ مین اس دھر مین قہر وغضب بنکر نہیں ایا

এই কথা শুনিয়া হুজুর হাসিয়া বলিলেন, আমি এই দুনিয়ায় গজব হইয়া আসি নাই। মেশকাত শরীফ ৫১১ পৃষ্ঠায় আছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

انى لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمة

অর্থঃ আমাকে অভিসম্পাত বানাইয়া পাঠানো হয় নাই, বরং রহমত বানাইয়া পাঠাইয়াছেন। মোছলেম শরীফের মধ্যে আছে হুজুর রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক হইতে রক্ত মোবারক পড়িতেছিল। তিনি রক্ত মোবারক মুছিতে মুছিতে বলিলেন-

رب اغفر قومى فانهم لايعلمون

(মুসলিম শরীফ)

হে আল্লাহ ! তুমি তাহাদিগকে মাফ করিয়া দাও, তাঁহারা জানেনা যে আমি কে? বন্ধুগণ, দরূদ শরীফ পাঠ করুন ঃ

الصلواة والسلام عليك يارحمة للعلمين

سلام اس پر كه كمروائے بهى جسكو تنك كرتے تهى

سلام اس پر وطن وائے بهى جسے جنكے كوتے تے هے

سلام اس پر كه جسنى دشمنون كر بهى قيائن دين

سلام اس پر كه جسنى كا ليا سنكى دعائين دين

سلام اس پر يرجو دشمن يربهى رحم وفضل فرمائ

سلام اس پر كه حسنى رحمتون كى بارش براسائ

বন্ধুগণ, দেখিয়াছেন, আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শত্রু এবং মিত্র-এর উপর কেন রহম করিয়াছেন। কেন করিবেন? যেহেতু তিনি رحمة للعالمين রাহমাতুল্লিল আলামিন এবং عالمين আলামিনের মধ্যে যাহা কিছু আছে সম্পূর্ণ হুজুরের রহমতের দ্বারাই উপকৃত হইয়াছে। ঐ সমস্ত আজাব-গজব যাহা হুজুরের পূর্বের যুগে ছিল এখন দুনিয়া হইতে উঠিয়া গিয়াছে। হুজুর দুনিয়ায় আসার পূর্বে সমস্ত জগতে অভাব ছিল, বৃক্ষাদি শুকাইয়া গিয়াছিল, জমিন অনাবাদ হইয়াছিল। হুজুর রহমতে আলম দুনিয়ায় আসাতে কোরায়েশগণ দুর্ভিক্ষ হইতে মুক্তি পাইয়াছিল।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

গাছ-বৃক্ষ তরুলতা সতেজ হইল এবং চতুর্দিকে বরকত নাজিল হইতে লাগিল। বৃক্ষের ফল আসিতে লাগিল। গরু, ঘোড়া, মহিষ শক্তিশালী হইয়া দুধ পরিমাণে বেশী দিতে লাগিল। আরববাসীগণ ঐ বৎসরের নাম রাখিয়াছিল- سنة الفتح والابتحاج ছানাতুল ফাতাহওয়াল ইবতেহাজ।

مجیر خیر وبرکت کا ایا یہ سال * ہوا جسکے انیسے عالم نہال

বন্ধুগণ, ঐ যে দুনিয়ার সমস্ত আপদ-বিপদ বালা মুছিবত দূর হইয়া গেল, রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায় আসার বরকতে। খুব স্মরণ রাখিবেন, রহমতের কাজই দুঃখকে দূর করা, যদি আপদে-বিপদে, দুঃখে-মুছিবতে হুজুর কাজেই না আসিবেন, যেমন বেয়াদবদের আকীদা, তবে আবার হুজুর রহমত কেমন করিয়া। বরং মুসলমানদের জন্য আকীদা রাখিতে হইবে, হুজুর দুঃখে-কষ্টে আমাদিগকে রহমতও করেন বরং সমস্ত দুনিয়ার জন্য তিনি রহমতও دافع البلاء "দাফেউল বালা" হইয়া আসিয়াছেন। তিনি আমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করতঃ শান্তি ও সুখ দান করেন। এই কথা কেবল আমারই নয় বরং আল্লাহ নিজেও বলিয়াছেন।

الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجدونه مكتوبا فى التورة
والانجيل يأمروهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم
عليهم الخبائث ويضع عنهم اصراهم والاغلال التى كانت عليهم.

অর্থ: যাহারা তাবেদারী করিবে ঐ রাসূলের, যিনি বিনা পাঠে গায়েবী খবর দাতা। তাঁহারা পাইবে তাহাদের নিকট লিখিত অবস্থায় তাওরাত এবং ইঞ্জিল। নীতিসিদ্ধ কাজের আদেশ এবং বদ কাজের নিষেধ করিবেন এবং হালাল করিবেন তাহাদের জন্য পবিত্রসমূহ এবং তাহাদের উপর যে ভারি বুঝা ও গলার তওফ ছিল উহা তিনি সরাইবেন।

বন্ধুগণ, দেখুন উক্ত আয়াতে কারিমায় পরিষ্কার বোঝা গেল যে, রাসূলে কারিম

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

নবীয়ে আজিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যিনির আলোচনা তাওরাত ও ইঞ্জিলে আছে। আদেশ ও নিষেধও আছে এবং কষ্টের বোঝাও তিনি উঠান। মছিবত হইতে বাঁচান। যেমন دافع البلاء দাফেউল বালা অর্থাৎ বালাকে দূর করণেওয়ালা। এখন বলুন, কোরআন দ্বারা হুজুর দাফেউল বালা প্রমাণ হইল কি না। তবে হুজুরকে দাফেউল বালা বলা শেরেক কেমন করিয়া হইবে। যেমন ওয়াহাবীগণ বলিয়া থাকে, আমাদের তো কোরআনের উপর ঈমান রাখিতে হইবে ঃ

يضع عنهم اصراهم ولاغلال التى كانت عليهم
شافعى امت نافع خلقت رافع رتبى برها تى يه هين
دافع يعنى حافظ حامى دفع بلاء فرمات يه هين
فيضن جليل خليل سے يوجهو * اكى مين باغ كهلا تے يه هين

উপরে উল্লেখিত আয়াতের দ্বারা প্রমাণ হইল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদেশ করণেওয়ালা এবং নিষেধ করণেওয়ালা, কারণ তিনি শারেহ অর্থাৎ শরীয়তের মূল। তিনি পাক জিনিস আমাদের জন্য হালাল করেন এবং নাপাক জিনিস আমাদের জন্য হারাম করেন। যেমনি তিনির জবানই আমাদের জন্য শরিয়ত। তিনি যাহা বলিতেন তাহাই উম্মতের জন্য শরীয়ত হইত। কাজেই হাদিস শরিফে আসিয়াছে, হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, একবার হুজুর ওয়াজের মধ্যে বলিয়াছেনঃ

ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يارسول الله فسكت حتى قالها ثلثا فقال لو كنت نعم لوجبت ولما اسطعتم.

(কিতাব মেশকাত শরীফ ২১৩ পৃঃ) অর্থ: হে মানুষ তোমাদের উপর হজ্ব ফরজ করা হইয়াছে। কাজেই তোমরা হজ্ব কর। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাস করিল, কি প্রত্যেক বৎসর ইয়ারাসুলুল্লাহ। তখন হুজুর চুপ রহিলেন। ঐ ব্যক্তি ৩ বারই ঐ প্রশ্ন করিল। হুজুর বলিলেন যদি আমি হ্যাঁ বলিতাম তবে প্রত্যেক বৎসর তোমাদের জন্য হজ্ব ফরজ হইয়া যাইত এবং তোমরা হজ্ব করিবার শক্তি রাখিতে না।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বন্ধুগণ, এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণ হইল যে, হুজুর যদি বলিয়া দিতেন, 'হ্যাঁ' তবে আমাদের জন্য প্রত্যেক বৎসর হজ্ব ফরজ হইয়া যাইত। যেহেতু মুখে যে কথা বাহির হয় তাহা আল্লাহ পাকের মর্জি অনুযায়ী বাহির হয়। কাজেই কোরআন পাকে আছে- ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى (২৭ পারা ৫ম রুকু) অর্থ: তিনি নিজের খাহেশে অর্থাৎ ইচ্ছায় কোন কথাই বলিতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ওহি না হইত। জানা গেল হুজুর যে কাজে বাঁধা দেন, ঐ কাজে আল্লাহ নারাজ এবং যে কাজের হুজুর আদেশ দেন ঐ কাজে আল্লাহ খুশী।

جناب مصطفى هون جس سے ناخوش
نهين ممكن كه هواسے خدا خوش
يسند حق تعالى تيرى هربات
ترئے انداز خوش تيرى ادا خوش

হ্যাঁ, আমি লেখিতেছিলাম আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রহমত এবং রহমতের কাজ জখমতকে দূর করা, কাজেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির যখমতকে দূর করিয়াছেন। এই কারণেই ছাহ-াবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম মুছিবতের সময় হুজুরের দরবারে হাজির হইতেন। কাজেই হযরত হাবিব ইবনে ফেদয়াক রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতা ৮০ বৎসরের বুড়ো এবং একেবারেই অন্ধ ছিলেন। হাদিসে আছে-

أن اباه خرج به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

একদিন হাবিব ইবনে ফেদয়াকের পিতা নিজ ছেলের সঙ্গে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং অন্ধ দুইটি চক্ষু দেখাইলেন। হুজুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? তখন হাবিবের (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) পিতা জওয়াব দিলেন। হুজুর আমার চক্ষু ভাল ছিল, কিন্তু এক দিন একটি সর্পের ডিমের উপর আমার পা পড়িয়া ছিল। ঐ দিন হইতে আমার ঐ চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

فتفث رسول الله صلى الله عليه وسلم ف عينيه فابصر وهو يدخل الخيط ف الاره

(কিতাব হুজ্জাতুল্লাহে-৪২৪ পৃঃ)। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থুথু মোবারক তাঁহার চক্ষুতে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে লাগিল এবং চক্ষুর জ্যোতি এত বৃদ্ধি হইল যে, তিনি সূঁচের ছিদ্রতে ঢালিতে পারিতেন। দেখেছেন বন্ধু সাহাবায়ে কেরামগণ মুছিবতের সময় হুজুরের সেবায় হাজির হইতেন। ইহাও দেখুন হুজুর এই কথা বলিতেন না যে, আমার নিকট আসিয়াছ কেন? আল্লাহর নিকট যাহা কিছু চাইবার চাও। বরং ছাহাবায়ে কেরামের তো ঈমান ছিল যে হুজুর রহম করিবেন, হুজুর রহম করিতেন, কেননা তিনি সৃষ্টির রহমত।

بخدا خدا کا یهین هے در نهین اور کوئی مفر مقر
جوو هان سی هو یهین اکے هو جوا یهان نهین تووهان نهین

আরও দেখুন হযরত হারেছ ইবনে আউছ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর এক যুদ্ধে মাথা এবং পায়ের মধ্যে বহু বড় বড় যখম হইয়াছিল। হাদিস

فاحتملوه فجلوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم

ছাহাবায়ে কেরাম তাহাকে ধরিয়া হুজুরের দরবারে হাজির করিলেন। হুজুর রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম- فتفل على جرحه فلم يؤذه হুজুর হারেছের যখমে থুথু দিলেন, তখনই তিনি ভাল হইলেন (কিতাব ঐ ৪৮২ পৃঃ)। হযরত বরাহ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আতিক (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ছাদের উপর হইতে পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়া ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক বলেন-

فحدثنى النبى صلى الله عليه سلم

আমি আমার কষ্ট হুজুরের নিকট পেশ করিলাম।

فقال ابسط رجلك فبسطتها فكا نما لم اشكى قط

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

হুজুর বলিলেন, পা বিছাও, আমি পা বিছাইলাম। তখন হুজুর রহমতের হাত দিয়া আমার পা স্পর্শ করিয়াছিলেন। তখন আমার পা এত ভাল হইল যে, কোন সময় আমার পা ভাঙ্গেই নাই। বন্ধুগণ, এই ধরনের শত শত ঘটনা আছে। যাহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, সাহাবায়ে কেরামগণ মুছিবতের সময় হুজুরের দরবারে আসিতেন, কেন আসিবেন না। এই দরবরাই রহমতের দরবার। এই দরবারে আসিলে দুঃখ দরদ দূর হয়। কাজেই সাহেবে কাছিদায়ে বুরদা শরীফে লিখা আছে–

يا اكرم الخلق مالى من الوذبه
سواك عند حلول الحادث العمم

অর্থ: হে সৃষ্টির সম্মানী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমি মুছিবতের সময় আপনি ভিন্ন আর কার নিকটে আশ্রয় নিব। অথচ মুছিবত দূর করার জন্য আপনিই একমাত্র আশ্রয় দাতা। বন্ধুগণ, হযরত ইমাম কাছতালানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বহু বড় ইমাম ও মুহাদ্দেছ ছিলেন। বোখারী শরীফের শারেহ্ অর্থাৎ শরাহ্ লেখনেওয়ালা (ব্যাখ্যাকারী)। তিনি নিজের লিখিত কিতাব মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ'র মধ্যে নিজের একটি বিমারের কথা আলোচনা করিয়াছেন। আমার একটি এমন বিমার হইল যে, বহু বহু ডাক্তার-হেকিম চিকিৎসা করিয়া জওয়াব দিল যে আমাদের দ্বারা আর চিকিৎসা হইবে না। তিনি নিজেও চিকিৎসা হইতে বিরত হইলেন। ইমাম কাছতালানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলেন যে, জমাদিউল আওয়াল চাঁদের ২৮ তারিখ দিবাগত রাত্রে ৮৩৯ হিজরী সনে আমি মক্কা মুয়াজ্জামায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম এবং হুজুরের নিকট সাহায্য চাহিলাম। ইমাম সাহেবের এবারত এই যে–

فاستغيث به صلى الله عليه وسلم ليلة الثامن والعشرين من جمادى
الاولى سنة ثلاث وتسعين وثمان مائة بمكة زادا ها الله شوقا

অর্থ: আমি ঐ বিমার অবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সাহায্য চাহিলাম, জমাদিউল আওয়াল ৮৯৩ হিজরী ২৮ তারিখ রাত্রে মক্কা মুয়াজ্জামাতে। দেখুন, বর্ণিত ইমাম সাহেব ৩০০ মাইল দূরে মক্কা মুয়াজ্জামায় বসিয়া হুজুরের নিকট সাহায্য চাহিতেছেন এবং বিমার হইতে বাঁচিবার জন্য দরখাস্ত করিতেছেন –

فریادا متی جوکرنے حال زارکی
ممکن نہین کہ خیر بشرکو خبرنہ ہو

ইমাম সাহেব বলেন আমি যখন দরখাস্ত করিলাম।

فبینا انا نائم اذا جاء رجل معه قرطاس یکتب فیه هذا دواد داء
احمد بن القسلانی من الحضرة بعد الاذن الشرف

অর্থ: আমি নিদ্রায় ছিলাম এক ব্যক্তি একটি কাগজের টুকরা নিয়া আসিল। উহাতে লেখা ছিল যে, ইহা আহাম্মদ ইবনে কাছতালানীর বিমারের ঔষধ হুজুরের দরবার হইতে হুজুরের এজাজতের পর। উল্লেখিত ইমাম সাহেব বলেন ঃ

ثم استیقظت فلم اجدنی والله شیئا مما کنت اجده وحصل الشفاء برکة النبی صلی الله علیه وسلم

যখন আমি জাগ্রত হইলাম আল্লাহর কছম দিয়া বলি আমার যে বিমার ছিল ঐ বিমার একেবারেই নাই এবং হুজুরের বরকতে আমি ভাল হইয়াছি (কিতাব মাওয়হিবুল লাদুন্নিয়্যাহ ২য় খন্ড ৩৯২পৃঃ)। বন্ধুগণ! ১৯৪১ সনের ঘটনা ইহা। তদ্রুপ, আমার এক বন্ধুর ঘটনা। তিনির বাড়ী পাঞ্জাবে নাম আল্লামা বশির আহমাদ। উপাধী সেরে পাঞ্জাব। তিনির পিতা আল্লামা ফকিহে আযম (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কলেরা বিমার হইয়াছিল। ২টি পা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। দাঁড়ানোর তো দূরের কথা বসাই কঠিন ছিল। শিয়ালকোট হইতে একজন বাঙ্গালী ডাক্তার আনিয়া ব্যবস্থা করাইলে বাঙ্গালী ডাক্তার বলিল। এই বিমার ভাল হইবার মত নয়। তবে আমি

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

চিকিৎসা করিয়া দেখী। ডাক্তার দুর্বলতার সঙ্গে চিকিৎসা আরম্ভ করিল। বিমারী ব্যক্তি বড়ই আশেকে রাসুল ছিলেন। হঠাৎ একদিন রাত্রে স্বপ্নে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনির পুত্র আল্লামা বশির আহাম্মদ সেরে পাঞ্জাব সাহেব নিকটে বসা ছিলেন। তিনি নিদ্রা হইতে জাগিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা তুমি কিছু দেখিয়াছ তিনি বলিলেন না। কেবল শুধু মাত্র আপনাকে নিদ্রায় কাঁদিতে দেখিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন, বাবা এই মাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসিয়া বলিলেন উঠ। আমি এখন অন্য বিমারী দেখিবার জন্য যাইতেছি। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তখন তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া গেলেন, একে বারেই যেন তিনির বিমার নাই বলিয়া বিবেচনা হইল। তখন চতুর্দিক হইতে মানুষ দলে দলে হিন্দু ও মুসলমান আসিয়া দেখিতে লাগিল এবং সকলেই অবাক হইয়া গেল। কিছু দিন পর তিনি একটি বিরাট সভা করিলেন। উক্ত সভায় হাজার হাজার লোক হইল। বহু আলেম ওয়াজ করিলেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে দাফেউল বালা অর্থাৎ বালাকে দূর করণেওয়ালা এ বিষয়ে ওয়াজ করিলেন। যিনি বিমারী ছিলেন তিনিও দাঁড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লোকের সামনে স্বপ্নের কথা প্রকাশ করিলেন। যাহারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে দাফেউল বালা বলিয়া মানিত না তাঁহারাও ঈমান আনিল। এই মর্মে আলা হযরত বলেন ঃ

دوبی نوین تراتے یہ ہین * ہلتی نورین جماتے یہ ہین

ডোবা নৌকা ভাসায় তিনি, নাড়াছাড়া করে নৌকা থামায় তিনি। দরূদ শরীফ পাঠ করুন ঃ

الصلواة والسلام عليك يا دافع البلاء
الصلواة والسلام عليك يا دافع البلاء

মাওলানা রুমী (রাহমতুল্লাহ আলাইহে) মসনবী শরীফে আরবের এক পিপাসিত কাফেলার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। কেমন করিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিপদের সময় উম্মতকে রহম করেন। রুমী (রাহমাতুল্লাহ আলাইহে) বলেন, আরবের এক বিরাট ময়দানের মধ্যে এক বিরাট কাফেলা। তাহাদের সঙ্গে ছোট বড় সকলেই ছিল এবং বহু জানোয়ারও ছিল। পানির পিপাসায় সকলেই মরণাপন্ন অবস্থায় ছিল, আরবের ময়দানের পানির বড়ই অভাব। কাফেলার সঙ্গে পানি ছিল না। পানির অভাবে তাঁহারা বড়ই বিপদে পড়িয়াছিল। প্রায় মরণ ঘনাইয়া ছিল। মাওলানা রুমি বলেন ঃ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

در میان ان بیا بان ماندئی * کاروانے مرك بر خود خواندئی

অর্থাৎ ঐ কাফেলা পানির পিপাসায় মউতকে দাওয়াত দিতেছিল।

اشتران شان راز او یختہ * خلق اندر ریك هر سور یختہ

অর্থ– এবং পানির পিপাসায় তাদের উটগুলির জিহ্বা, মুখ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল এবং চতুরদিকে মানুষ, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ পানির পিপাসায় মরু ভূমিতে গড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ناکها نے ان مغیث هردو کون * مصطفی ایبدا شده ازبهر عون

তখন আচানক ঐ লোকজনের সাহায্যের জন্য দুজাহানের প্রার্থনা শ্রবণকারী, আঁক্বা মাওলা, রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনিলন। বন্ধুগণ, এই স্থানে আমার একটি কথা, মাওলানা রুমী সাহেব হুজুর দুজাহানের প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা শ্রবণকারী বলিয়াছেন। ওহাবীগণ কি মাওলানা রুমী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কে মুশরেক বলিতে পারেন? বন্ধুগণ, হুজুর রহমতে আলম নিজেই দুজাহানের প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা শ্রবণকারী। হুজুর আল্লাহর রহমত এবং আল্লাহর রহমত যদি বিপদের সময় কাজে না আসে তবে রহমত কি করিয়া হইলেন। বন্ধুগণ, হুজুর আল্লাহর রহমত দুজাহানের প্রার্থনা শুনেন- ইহাই আমাদের ঈমান। বন্ধুগণ ঐ কাফেলা, যাহারা পানির পিপাসায় মরণাপন্ন ছিল তখন তাঁহারা শুকরিয়া আদায় করিতে লাগিল যে, আমাদের সাহায্যের জন্য রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসিয়াছেন।

رحمتش امد کفت هین زد ترودید * جند یارئ سوئی ان کیشان روید

لصلواة والسلام علیك یا رحمة للعالمین

কাফেলার এই অবস্থা দেখিয়া হুজুরের রহমত আসিল এবং বলিলেন যে তোমরা কতক মানুষ এ টিলার দিকে যাওঃ

که سیا هی برشتر کشك اورد * سوئ میر خو برودی میرود

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তখন টিলার ঐ পার্শ্বে কালা রঙ্গের এক হাবশি গোলাম উটের উপর করিয়া একটি পানির মশক নিয়া আসিতেছে এবং তাঁহার মনিবের দিকে যাইতেছে।

ا شتر بان سیه دا باشتر * سوی من ارید بافرمان مر

তখন হুজুর বলিলেন ঐ হাবশিকে উট সহ নিয়া আস। যদি খুশীতে আসে তবে ভাল, তাহা না হইলে ধরিয়া নিয়া আস। এই হেতু কতেক মানুষ টিলার ঐ পার্শ্বে গিয়া দেখিল, সত্যই এক হাবশি গোলাম মশক দিয়া পানি উটের উপর করিয়া নিয়া যাইতেছে।

یس به وکفتند- خوانه ترا * این طرف فخر البشر الورای

তাঁহারা ঐ হাবশিকে বলিল যে তোমাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ডাকিয়াছেন ঃ

کفت من نشنا سم اورا کیست او * کفت او ان ماه ورئ خنده خو

হাবশি বলিল আমি জানিনা সে কে? তখন তাঁহারা বলিল, তিনি হুজুর চাঁদের মত চেহারা এবং মিষ্ট ব্যবহার তাঁর।

نوعها تعریف کردندش ندشکه هست * کفت مانا او مکر او ساحراست

সাহাবায়ে কেরাম হুজুরের বহু বহু প্রশংসা করিল। কিন্তু ঐ গোলাম বলিল যে, হইতে পারে সে একজন যাদুকর, যাহার আলোচনা হইতেছে, আমি তাঁহার নিকটে যাব না। সাহাবায়ে কেরাম তাহাকে ধরিয়া জবরদস্তি করিয়া হুজুরের দরবারে হাজির করিলেন। হুজুর হাবশিকে বহু সান্ত্বনা দিলেন যে, তুমি ভয় করিওনা। তোমাকে কোন কষ্ট দেওয়া হইবে না। তোমার পানিও একেবারে নিঃশেষ হইবেনা। তুমি মশক আমার হাওয়ালা কর। হাবশি হইতে ঐ মশক আনিয়া হুজুর রহমতের হাত ঐ মশকে রাখিলেন এবং কাফেলার লোক জনকে বলিলেন যে, এখন তোমরা পানি পান কর এবং পিপাসা মিটাও। জানোওয়ারগুলিকে পানি পান করাও এবং সমস্ত বরতন গুলিতে পানি ভরিয়া রাখ, যেন রাস্তায় কাজে আসে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

جمله را او مشك او سيرب كرد * شتران وهو كسى زان اب خورد

অর্থাৎ হুজুর ঐ অল্প পানি সকলেই শান্তি মতো পান করাইলেন। মানুষ এবং উটগুলি শান্তি মতো তৃপ্তির সহিত পানি পান করিল এবং মশক পূর্বের মত পূর্ণই ছিল। হাবশি এই মুজেজা দেখিয়া হয়রান হইল ও আফসুস করিতে লাগিল।

مصطفى دست مبارك بررخش * ان زمان ماليد كردا اورا ورخش

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নূরের হাত মোবারক তাঁহার চেহারায় মুছিলেন তৎক্ষণাৎ ঐ কালো রঙ্গের হাবশি সুন্দর সাদা রঙ্গের হইয়া গেল এবং নূরের মতো চমকিতে লাগিল।

شد سفيد ان زنكى زدائد حبش
همجوبد رورز ور شن شد سبش

ঐ হাবশি গোলাম পূর্ণিমার চাঁদের মতো হইয়া গেল এবং তাঁহার রাত্র দিন হইয়া গেল। তখন ঐ হাবশি মুসলমান হইল এবং হুজুরের আদেশ নিয়া তাঁহার মালিকের নিকট পৌছিল। মালিক তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞেস করিল তুমি কে? হাবশি উত্তর দিল আমি আপনার গোলাম। ইহা শুনিয়া মালিক অবাক হইয়া বলিলেন তুমি মিথ্যা বলিতেছ। আমার গোলাম তো কাল রঙ্গের হাবশি। উত্তর করিল কিন্তু আমি ঐ মহাপুরুষের নিকট হইতে আসিয়াছি, যিনি সমস্ত আলমকে তাঁহার নূরের দ্বারা রাঙ্গাইয়াছেন। তখন গোলাম তাঁহার মালিককে সমস্ত ঘটনা শুনাইল। মালিক এই ঘটনা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ মুসলমান হইয়া গেল। বন্ধুগণ, আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম رحمة للعالمين রাহমাতুল্লিল আলামিন এবং আলামিন এর মধ্যে জানোয়ারসমূহ ও শামিল আছে। কাজেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জানোয়ারের জন্যও রহমত।

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

যেহেতু কুতুবে হাদিসের মধ্যে এক হরিণীর কথা লিখিত আছে (তিবরাণী শরীফের হাদিস)। একটি হরিণীকে এক শিকারী জালে আবদ্ধ করিয়াছিল এবং হুজুর রহমতে আলমও সেই জঙ্গলে আসিয়া পৌছিলেন। হরিণী হুজুরকে দেখিয়া ডাকিতে লাগিল –

اذا مناد يناديه يارسول الله

অর্থ- কোন ডাকনেওয়ালা হুজুরকে ডাকিল এবং বলিতে লাগিল, ইয়া রাসু-লুল্লাহ। হুজুর নজর করিয়া দেখিতে পাইলেন, একটি হরিণী জালে আবদ্ধ এবং সে-ই ডাকিতেছে। হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন আমাকে ডাকিতেছ ? হরিণী উত্তর করিল ঃ

ادن منى يا رسول الله

হুজুর আমার দিকে তশরীফ আনুন। তখন হুজুর রহমতে আলম, তশরীফ নিলেন, অগ্রসর হইলেন এবং বলিলেন ما حاجتك তোমার কি দরকার? হরিণী আরজ করিল, হুজুর আমার ২টি বাচ্চা আছে, আমি বাচ্চাদের দুধ খাওয়াইতে যাইতে ছিলাম। কিন্তু এক্ষণে এই জালে আবদ্ধ হইয়াছি। হুজুর আমার বাচ্চা দুটি রাস্তার দিকে চাহিয়া আছে। আপনি রহমতে আলম এবং আমি বিপদগ্রস্থ আমাকে রহম করেন এবং অল্প সময়ের জন্য আপনি জামিন হইয়া আমাকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দেন। যেন আমি বাচ্চাদিগকে দুধ পান করাইয়া আসিতে পারি। হুজুর! আমি বাচ্চাদের দুধ পান করাইয়া আবার আসিব। হুজুর বলিলেন, আচ্ছা যাও, বাচ্চাদের দুধ পান করাইয়া জলদি করিয়া আসিও। হরিণী আরজ করিল, আচ্ছা ওয়াদা দিলাম। এই বলিয়া হরিণী চলিয়া গেল, হাদিসের এবারত ঃ

فذهبت فارضعت خشفيها ثم رجعت

হরিণী চলিয়া গেল এবং বাচ্চাদিগকে দুধ পান করাইয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিল। শিকারী এই মুজেজা দেখিয়া আশ্চার্যান্বিত হইয়া গেল। হুজুর বলিলেন, এই হরিণীকে ছাড়িয়া দাও। শিকারী হরিণীকে ছাড়িয়া দিল।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

فخرجت تعده وهى تقول اشهدان لا اله الا الله وانت رسول الله

তখন হরিণী দৌড়িয়া যাইতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই এবং আপনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এই রেওয়ায়েত নূহ্জাতুল মাজালিস নামীয় কিতাবের তৃতীয় খন্ডে ৪৯১ পৃঃ আছে। এক বুজুর্গ বলিয়াছেন আমি মদীনায় জিয়ারতকালে হঠাৎ দেখিলাম এক হরিণী কোথা হইতে আসিয়া হুজুরের রওজা শরীফের দিকে মাথা লুকাইয়া দিয়াছে যেন, হুজুরকে সালাম করিয়াছে। যাইবার সময় পিঠ পিছনের দিকে রাখিয়া উল্টা পায়ে চলিয়া গেল, পিঠ রওজার দিক হইতে দিল না। ঐ বুজুর্গ বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই এই হরিণী ঐ হরিণীর আওলাদ হইবে। বন্ধুগণ, এই পশুর আদব ছিল আর বর্তমাণে প্রমাণ পাই যে, নজদের ওহাবী পুলিশরা রওজা শরীফে পিঠ লাগাইয়া হেলান দিয়া সারাদিন বসিয়া থাকে। আল্লাহ হেদায়েত করুন।

বন্ধুগণ, এক উটের কিস্সা শুনুন- হাদিছ শরীফের মধ্যে আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক আনসারীর বাগানে তশরীফ নিয়াছিলেন। ঐ বাগানে উট ছিল, ঐ উট হুজুরকে দেখিয়া ফরিয়াদি হইয়া হুজুরের খেদমতে হাজির হইল। হাদিসে আছে যে, ঐ উটের চক্ষু হইতে পানি বাহির হইতে লাগিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে হুজুরের নিকট ফরিয়াদ করিল। হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, এই উটের মালিক কে? তখন এক যুবক উত্তর করিল হুজুর আমি। তখন হুজুর বলিলেন, তুমি এই জানোয়ারের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করনা?

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

فانه شكاالى تجيعة এই উট আমার নিকট বিচার দিয়াছে যে, তুমি তাহাকে ভুখা রাখ, খাইতে দেওনা (কিতাব হুজ্জাতুল্লাহ ৪৫৮ পৃঃ)। হযরত ইবনে মাছউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি এক সফরে হুজুরের সঙ্গে ছিলাম। একটি বৃক্ষের নীচে দিয়া যাইবার সময় ঐ বৃক্ষে ২টি পাখির বাচ্চা ছিল আমি ধরিয়া নিয়া আসিলাম। ঐ বাচ্চাদের মা (পাখি) উড়িয়া আসিয়া হুজুরের সম্মুখে পড়িল এবং নালিশ করিল।

হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার বাচ্চাকে কে আনিয়াছ? আমি আরজ করিলাম ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি আনিয়াছি। হুজুর বলিলেন, যাও বাচ্চাদিগকে তাদের জায়গায় রাখিয়া আস (কিতাব হুজ্জাতুল্লাহ ৪৬৪ পৃঃ)। দেখেছেন, বন্ধুগণ, পাখিও রহমতে আলমের দরবারে আসিয়া দুঃখ-দরদ শুনাইত এবং শান্তি পাইত।

আলা হযরত বলেন-

هان يهين كرتى هين جريا فرياد
هن يهين جاهتى هى هرنى اولاد

বন্ধুগণ, আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রহমতে আলম হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষাও রহমতের ছিল। তিনি আল্লাহর সৃষ্টির উপর রহমত করিবার জন্য তাগিদ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন-

لا يرحم الله من لايرحم الناس مشكواة شريف

অর্থ- যাহারা মানুষের উপর রহমত করে না আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে রহমত করিবেন না।

كرو مهر بانى تم اهل زمين ير
خدا مهربان هو كا عرش برين ير

বন্ধুগণ, হুজুরের ঐ রহমতের শিক্ষায় বুজুর্গানে দিন কেবল মানুষের তাহা

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

নয় বরং জানোয়ারের উপরও রহম করিয়া দেখাইয়াছেন। যথা শাহ অলী উল্লাহ সাহেবের পিতা শাহ আবদুর রহীম সাহেব (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) একবার কুকুরের বাচ্চা নর্দমায় পড়িয়া ঠান্ডায়, মরণাপন্ন হইতে দেখিয়া ইহাকে তুলিয়া নিকটস্থ এক হাম্মাম খানায় নিয়া গোসল দিলেন। অতঃপর এক গরম জায়গায় ইহাকে রাখিয়া দিলেন। একদা শাহ্ আবদুর রহীম সাহেব কোথাও যাইতেছিলেন। রাস্তায় একটি বাঁশের সাঁকু, দুই পার্শ্বে নর্দ্দমা। কোন রকমে এক জন মানুষ যাইতে পারে। তিনি সাঁকুর মাঝামাঝি পৌছিলে এমন সময়ে একটি কুকুরও আসিয়া পৌছিল। শাহ্ সাহেব বলেন হে কুকুর তুমি নামিয়া যাও। কারণ তোমার পাক পবিত্র ও নামাজ পড়িতে হইবে না। আমার পাক পবিত্র থাকিতে হয়, নামাজ পড়িতে হয়। তখন কুকুর উত্তর করিল আফসুস। আজকালকার দরবেশের মধ্যে তাকাব্বুরী পাওয়া যায়। হে দরবেশ সাহেব আপনি নিজেকে ভাল জানিয়াছেন এবং আমাকে খারাপ জানিয়াছেন। হে দরবেশ আপনার শরীরে যদি নাপাক লাগে তবে এক ঘটী পানি দ্বারা ধৌত করিলেই পাক হইবে এবং আমি যদি নামিয়া যাই তবে আপনার মধ্যে তাকাব্বুরী আসিবে ৭০০ সমুদ্রের পানি দিয়া ধুইলেও সাফ হইবে না। তখন ঐ শাহ আবদুর রহীম সাহেব নর্দ্দমায় নামিয়া পড়িলেন এবং কুকুর চলিয়া গেল। বন্ধুগণ, দেখিয়াছেন বুজুর্গানে দীন কেমন ভাবে কুকুরের উপর রহম করিয়াছেন। কোন শিক্ষিত, মুর্খ লোক প্রশ্ন করিতে পারে, কুকুর আবার কথা বলে কিরূপে? শুনুন, আপনার গ্রামোফোন সুইচ লাগাইলে কাঠের বাক্স হইতে যদি কথা বাহির হইতে পারে, তবে আল্লাহওয়ালাগণের সঙ্গে কুকুর কথা বলিতে পারিবেনা কেন? ইহাইতো অলীউল্লাহ্ গণের কেরামত।

شنيدم كه مردان راه خدا * دل دشمنان هم نكرد ند تنكى
تراكه ميسر شود اين مقام * كه باد وستانف خلاف است وجنك

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বন্ধুগণ, কিতাব লিখার উদ্দেশ্য একমাত্র এই যে, ইহা পাঠ করিয়া সর্বসাধারণ তাদের ঈমান মজবুত করিবে এবং হুজুরকে নিজের চেয়েও বেশী ভালবাসিবে। তৎসঙ্গে আমি গোনাহ গারের গোনাহর কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। বন্ধুগণ, আমাকে দোয়ায়ে মাগফেরাতের সঙ্গে স্মরণ করিবেন। যেন খাতেমা বিল খায়ের হয়। উভয় কালে হুজুরের গোলাম হিসাবে গণ্য হইতে পারি। হে সুন্নী মুসলমানগণ কোথায়ও ভুল দৃষ্ট হইলে আমাকে জানাইয়া দিবেন। পুনঃ মুদ্রণে সংশোধন করিয়া দিব। এই পুস্তকখানা আমার অনুমতি ব্যতিত ভিন্ন নকল করিলে, আইনত অপরাধী হইতে হইবে।

باخدا جسم مین جب تك میری جان رهے
تجهیه یه صدقے ترگے محبوب کے قربان رهے
کچهے رهے یانه رهے یریه دعا هے که امیر
نزع کے وقت سلامت میرایمان رهے
(امین یارب العالمین)

দরূদ শরীফ ঃ

আছ্ছালাতু আছ্ ছালামু আলাইকা
ইয়া নূরাল্লাহ
আছ্ ছালাতু আছ্ছালাম আলাইকা
ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন
বাংলা-
আমার দরূদ ও সালাম
লও হে আল্লাহর নূর
মোহাম্মদ রাসূল।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

নূরে খোদা
মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
২য় খন্ড

১ম প্রকাশ:
১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪ বাংলা
২য় প্রকাশ:
১ বৈশাখ ১৪১১ বাংলা
১৪এপ্রিল ২০০৪ইং

মাওলানা আকবর আলী রেজভী,
সুন্নী আল ক্বাদরী

পিডিএফ:ইকরামুল হক

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ১৪১

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুছাল্লি আলা রাছুলিহিল্‌ কারীম।

নূর নবীর শরীর মোবারকের ঘাম ও পায়খানা মোবারক

মহতোমহান সর্বগুণবান নূরে খোদা আল্লাহর নূর, নূরে মোজাচ্ছাম, নূরময় দেহ মোবারক, যিনি স্বশরীরে জিন্দা, হাজির ও নাজির গায়েবের খবরদাতা, বেনজীর বেমিছাল, মহামানব, হুজুর পোরনূর মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুপম বৈশিষ্ট্য ও আশ্চর্য্যতম গুণাবলীর মধ্য হতে একটি অত্যাশ্চর্য্য গুণ হল তাঁর নূরানী দেহ মোবারকের সুঘ্রাণ। এ মহিমাময় সুঘ্রাণ মোবারক ছিল তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। কোন প্রকার দুনিয়াবী সুঘ্রাণ ব্যবহার ব্যতীত এবং দুনিয়ার কোন সুঘ্রাণই হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শরীর মোবারকের সুঘ্রাণের সমতুল্য হয় নাই বা হতে পারেও না।

(১) হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন আমি দুনিয়ার সর্ব প্রকার সুঘ্রাণ তথা মেশ্‌ক-আম্বর ইত্যাদি ব্যবহার করেছি কিন্তু নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শরীর মোবারকের সুঘ্রাণ হতে উত্তম সুঘ্রাণ দুনিয়ায় পাইনি। উম্মে আছেম বিবি উতবা বিন ফরকদ ছালমী বলেন, আমরা চারজন উতবার বিবি ছিলাম। আমাদের প্রত্যেকেরই চেষ্টা ছিল যে, কে কত সুঘ্রাণ ব্যবহার করে হযরত উতবার নিকট যেতে পারি। কিন্তু যে যতই সুঘ্রাণ ব্যবহার করতাম আমাদের শরীরের সুঘ্রাণ হজরত উতবার শরীরের সুঘ্রাণ পর্যন্ত পৌছতে পারে নাই। অথচ হজরত উতবা সুঘ্রাণ যুক্ত তৈল নিজ হাতে নিয়ে দাঁড়িতে ব্যবহার করতেন। কিন্তু তাঁর সুঘ্রাণ ছিল আমাদের সকলের সুঘ্রাণের উর্দ্ধে। যখন হজরত উতবা বাইরে কোথাও যেতেন তখন লোকজন বলাবলি করত যে, হজরত উতবা সুঘ্রাণযুক্ত আতর ব্যবহার করে আসছেন। কোন সুঘ্রাণই হজরত উতবার সুঘ্রাণের মত হত না। উম্মে আছেম বলেন, আমি একদা হজরত উতবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা সকলে সুঘ্রাণ ব্যবহারে যত চেষ্টা করলাম কিন্তু আপনার সুঘ্রাণের নিকট পৌছতে পারলাম না। আপনার শরীরের সুঘ্রাণ সকলের চাইতে অধিক এর কারণ কি? উত্তরে হজরত উতবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক সময় আমার শরীরে গরমীর ফলে ফোঁড়া-ফোস্কা হয়েছিল এবং এতে শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। তখন আমি নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে আমার অসুখের কথা উল্লেখ করলাম যেন কোন ব্যবস্থা লাভ করি। তৎক্ষণাৎ হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম ইরশাদ করেন,

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তোমার শরীরের কাপড় খোল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে কাপড় খুলে হুজুরে পাকের সামনে বসে পড়লাম। অতঃপর হুজুর পাকের নূরানী হাত মোবারক আমার শরীরে, পেট ও পিঠে স্পর্শ করিবামাত্রই আমি আশ্চর্য্যজনকভাবে আরোগ্য লাভ করি এবং সে মুহুর্ত্ত হতেই এ মোবারক সুঘ্রাণ আমার শরীরে পয়দা হল। সুবহানাল্লাহ! তিবরানী মাআজমায়ে ছগীর তা বর্ণনা করেছেন।

(২) এক ব্যক্তি তাহার মেয়েকে স্বামীর বাড়ীতে পাঠাবার সময় আতর তালাস করে না পেয়ে হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবার শরীফে হাজির হলেন এবং আবেদন পেশ করলেন। হুজুরে পাক উপস্থিত কোন আতর বা সুগন্ধি দ্রব্য না থাকায় ঐ ব্যক্তির নিকট শিশি চাইলেন। হুজুর নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছাম উক্ত শিশি হাতে নিয়ে নূরানী শরীর মোবারক হতে ঘাম মোবারক দ্বারা শিশিপূর্ণ করে দিয়ে ইরশাদ করেন- যাও তা তোমার মেয়ের শরীরে মেখে দাও। সোবহানাল্লাহ! নূরানী ঘাম মোবারক উক্ত মেয়ের শরীরে লাগানো মাত্রই সমগ্র মদীনা শরীফ সুঘ্রাণে মুগ্ধ হয়ে গেল এবং ঐ ঘরের নাম রাখা হল বায়তুল মুতাইয়েবিন বা সুঘ্রাণের ঘর। আফসুস! দু'পা বিশিষ্ট মানুষ নামের প্রাণীরা বলে, নবী আমাদেরই মত মানুষ। আসলে এরা চতুস্পদ জানোয়ারের চাইতেও অধম।

(৩) হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে- হজরত আনাছ বলেন, একদিন নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার বাড়ীতে আগমন করলেন। তখন সময় ছিল দ্বিপ্রহর, হুজুরে পাক কায়লুলাহ করছিলেন; হুজুরে পাকের শরীর মোবারক হতে পছিনা বা ঘাম মোবারক আসছিল। তখন আমার আম্মা যার নাম ছিল উম্মে ছালিম, তিনি হুজুরে পাকের নূরানী পছিনা মোবারক শিশিতে ভরতে লাগলেন। হুজুরে পাকের নিদ্রা ভেঙ্গে গেল এবং হুজুর জিজ্ঞাসা করলেন- হে উম্মে ছালিম! তুমি কি করছ? উম্মে ছালিম উত্তরে বললেন, ইয়া রাসুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আপনার পছিনা মোবারক জমা করছি যেন আতররূপে ব্যবহার করতে পারি। কেননা এর সুঘ্রাণ সব চাইতে উত্তম (মুসলিম শরীফ)।

(৪) হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, যখন কোন ছাহাবী হুজুরের খেদমতে হাজির হওয়ার জন্য আসতেন এবং হুজরা শরীফে হুজুরকে না

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

পেতেন তখন রাস্তায় যেখানে হুজুরে পাকের সুঘ্রাণ পেতেন সেখানে তালাসে বের হতেন। কেননা হুজুর নূরে মোজাচ্ছাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে রাস্তা দিয়ে গমনাগমন করতেন হুজুরের গমনাগমনের কারণে রাস্তায় সুঘ্রাণ পাওয়া যেত। মদীনা শরীফের যে যে গলিতে সুঘ্রাণ পাওয়া যেত ছাহাবাগণ সে সে গলিতে হুজরের তালাসে বের হতেন। আজও মদীনা মুনাব্বারার দার ও দিওয়ার হতে সুঘ্রাণ আসে। নবীজীর সুঘ্রাণে মূহ্ধ বিভোর হচ্ছে আশেকগণের দ্বীল ও দেমাগ। হে আল্লাহ! এ গরীব-দুঃখী মুসাফীরের জন্যে সে মোবারক সুঘ্রাণ নসীব করুণ!

হজরত আবু আবদুল্লাহ আত্তার মদিনা তাইয়্যেবার প্রশংসাকালে বলেন যে, নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শরীর মোবারকের সুঘ্রাণে মদীনা মুনাব্বারা মুগ্ধ-সুবাসিত। মেশ্‌ক ও কাফুর কি? মেশ্‌ক ও কাফুরের মত সুঘ্রাণ তো মদীনার খেজুরের মধ্যেও রয়েছে। হজরত শিবলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, যিনি উলামায়ে ওয়াজদানের মধ্যে একজন, তিনি বলেন যে, মদিনা তাইয়্যেবার মাটিতে এক প্রকার বিশেষ সুঘ্রাণ রয়েছে যা মেশক ও আম্বরের মধ্যে নেই। তিনি বলেন যে, মদীনা তাইয়্যেবার এ সুঘ্রাণ আজায়েব ও গারায়েবের মধ্যে গণ্য।

(৫) আবু নাঈম হতে বর্ণিত আছে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন যে, হুজুরে পাকের পছিনা মোবারক মতির মত চমকদার এবং তাঁর সুঘ্রাণ মেশ্‌ক হতে অধিক সুঘ্রাণযুক্ত ছিল।

হাত মোবারকের সুঘ্রাণ

(৬) নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাত মোবারকের গুণঃ-

হজরত জাবের বিন ছামরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বর্ণিত হাদিছে রয়েছে, তিনি বলেন একবার নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার মুখের উপর হাত মোবারক বুলালেন তখন এতে আমি এত ঠান্ডা এবং সুঘ্রাণ অনুভব করেছি যে আমার ধারণা হল যেন হুজুরে পাক এই মাত্র কোন আতরের পাত্র হতে হাত মোবারক বের করেছেন। বস্তুত তাই ছিল। যে কেউ রাসূলে পাকের সাথে মুছাফা করতেন, নূরানী হাত মোবারকের স্পর্শে তিনি যেন সারাদিন সুঘ্রাণ পেতেন। হুজুরে পাক যদি কোন ছোট ছেলে-মেয়ের মাথায় হাত মোবারক লাগাতেন সে ছেলে-মেয়েদের হুজুর পাকের হাত মোবারকের সুঘ্রাণ দ্বারা

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

অন্যান্য ছেলে মেয়েদের মধ্য হতে সহজে বের করা যেত।

(৭) হাদিছে আছে যে, নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পছিনা মোবারক হতে গোলাপ ফুলের জন্ম।

(৮) অন্যত্র আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাদা ফুল অর্থাৎ চাম্পা আমার পছিনা হতে শবে-মেরাজে জন্ম হয়েছে, লাল ফুল অর্থাৎ গোলাপ জিব্রাঈলের পছিনা হতে এবং বুরাকের পছিনা হতে। এও বর্ণিত আছে যে, নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন মেরাজ শরীফ হতে ফিরবার পথে আমার শরীরের এক ফোঁটা পছিনা জমীনে পতিত হলে এতে গোলাপের জন্ম হয়। যে কেউ আমার সুঘ্রাণ নিলো, যদিও সে গোলাপ এর সুঘ্রাণ নিলো তা আমারই সুঘ্রাণ।

অপর এক রেওয়ায়েতে এসেছে যে, হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন আমার পছিনা জমীনে পড়লো তখন জমীন হাসলো এবং তাতে গোলাপ জন্ম নেয়।

(৯) মাওয়হিবুল লাদুন্নিয়্যাহ'র মধ্যে আবুল ফরাহ নহরদানী হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, এই হাদিসসমূহে যা এসেছে তা নবীয়ে মোখতার সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার ফজল ও করমের সমূদ্রের এক ফোঁটা মাত্র। বহু বহু গুণাবলী হতে অতি অল্প। যার কারণে আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবকে মোকাররম বলেছেন।

জমিন পায়খানা মোবারক গ্রাস করে ফেলত

(১০) যখন হুজুর নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পায়াখানা করার ইচ্ছা করতেন তখন জমিন ফেটে যেত এবং জমিন হুজুরের প্রসাব ও পায়খানা মোবারক গ্রাস করে ফেলত। ঐ স্থান সুঘ্রাণে মুগ্ধ হয়ে যেত। হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার পায়খানা মোবারক কেউ দেখে নাই। সাইয়্যেদেনা হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বয়ান করেছেন যে, হুজুর এস্তেঞ্জা করে বাইতুলখলা হতে তাশরীফ আনয়ন করলে আমি ঐ স্থানে গিয়ে দেখতাম যে পায়খানা মোবারকের কোন চিহ্নও নেই। হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- হে আয়শা! তুমি কি জাননা নবীগণের পেট মুবারক হতে যা কিছু বের হয়, জমিন তা সঙ্গে সঙ্গে গ্রাস করে ফেলে? কাজেই উহা দেখতে পাওয়া যায় না। হায়! আফসোস !

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

এমন মহান শানমান নবীর সম্পর্কে আজ নামধারী মুসলমান, মুনাফেক, কাফেরের চাইতেও নিকৃষ্ঠ। নজদী, ওয়াহাবী পান্ডারা বলে নবী আমাদের মত সাধারণ মানুষ, তিনি অতি মানব ছিলেন না। নাউজুবিল্লাহ্ !

(১১) জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেছেন এক সফরে আমি হুজুরে পাকের সঙ্গে ছিলাম। হুজুর পায়খানা মোবারক করার জন্যে এক জায়গায় তাসরীফ নিয়ে গেলেন। যখন ফিরে আসলেন তখন আমি ঐ জায়গায় গেলাম যেখানে হুজুর পায়খানা মুবারক করেছিলেন। আমি ঐ জায়গায় পেশাব ও পায়খানা মোবারকের কোন চিহ্ন পর্যন্ত পেলাম না। তবে হ্যাঁ কয়েকটি ঢিলা ঐ স্থানে পড়েছিল। আমি ঐ ঢিলাগুলি উঠিয়ে নিয়ে আসলাম, ঐ ঢিলাসমূহ হতে অতি সুন্দর মনমুগ্ধকর সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল।

হায় কত বড় দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, আখেরী জামানার দাজ্জালের লস্কর দুষমনে রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ও দুষমনে আওলিয়া, নজদী-ওহাবীরা বলে যে, নবী আমাদেরই মত দোষে গুণে মানুষ। অথচ যার পায়খানা মুবারকের ঢিলাতেও কোন দোষ পাওয়া যায় না।

(১২) কাজী আয়াজ মালেকী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে শেফা শরীফে লিখেছেন যে, আলেমগণের এক জমাত হুজুরে পাকের হাদ্দিছিন অর্থাৎ পেশাব ও পায়খানা মুবারকের পর ওজু করার স্বপক্ষে। এ অভিমত কতক আছহাবে ইমাম শাফেঈ রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের। অথচ হুজুরে পাক ওজু করতেন কেবল উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই।

পেশাব মোবারক

(১৩) এখন পেশাব মুবারকের অবস্থা। পেশাব মুবারক ছাহাবায়ে কেরাম দেখেছেন। হযরত উম্মে আইমন যিনি হুজুরে পাকের খেদমতে থাকতেন, তিনি হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার পেশাব মুবারক পান করেছেন। বর্ণিত আছে যে, রাত্রে হুজুরে পাকের চার পায়ী মুবারকের নীচে পেয়ালা রাখা হতো এবং তাতে হুজুর পেশাব করতেন। এক রাত্রে হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ পেয়ালাতে পেশাব মুবারক করলেন। যখন ভোর হলো তখন হুজুরে পাক ইরশাদ করলেন হে উম্মে আয়মন! খাটের নীচে পেয়ালা আছে উহা জমীনে সোপর্দ করে দাও। কিন্ত তালাশ করে পেয়ালাতে যখন কিছুই

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

পাওয়া গেল না তখন উম্মে আয়মন আরজ করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) খোদার কছম! রাত্রি কালে আমার বড়ই পিপাসা হয়েছিল এবং উক্ত পেয়ালা হাতে নিয়া শরবত মনে করে আমি তা পান করেছিলাম। এতে হুজুর নূরে খোদা মুছকি হাসলেন। পেশাব মুবারক পান করার কারণে তিরস্কার করলেন না কিংবা মুখ ধৌত করতে নির্দেশ দান অথবা দ্বিতীয়বার পান করতে নিষেধ প্রদান কিছুই করলেন না। বরং হুজুর নূরে খোদা ইরশাদ করেন যে, উম্মে আয়মন! এখন হইতে আর কোন সময় তোমার পেটে বেদনা হবে না। নিশ্চয়ই তুমি সৌভাগ্যবান।

(১৪) একজন মহিলা যার নাম ছিল বারফাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনিও নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পেশাব মোবারক পান করেছিলেন। এতে হুজুরে পাক ইরশাদ করেন, হে উম্মে ইউছুফ! তুমি সর্বক্ষণের জন্যে উত্তম স্বাস্থ্য লাভ করলে। তোমার দেহে আর কখনও অসুখ হবেনা। বারফাহ্ তার কুনিয়াত বাস্তবিক, আর কোনও সময় ঐ মহিলার কোন প্রকার অসুখ-বিসুখ হয় নাই; মৃত্যু ব্যতীত। মৃত্যুর কোন চিকিৎসা নাই।

(১৫) অনেক রেওয়ায়েতে আছে যে, এক ব্যক্তি হুজুরে পাকের পেশাব মুবারক পান করেছিলেন। ফলে ঐ ব্যক্তির শরীর হতে সর্বক্ষণ সুঘ্রাণ বের হত। বরং তার আওলাদের মধ্যে কয়েক নছল পর্যন্ত এই মুবারক সুঘ্রাণ বিদ্যমান ছিল।

(১৬) এক রেওয়ায়েতে আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম হুজুরে পাকের পেশাব মুবারক ও রক্ত মুবারক বরকত স্বরূপ পান করতেন। রক্ত মুবারক কয়েকবার সাহাবায়ে কেরাম পান করেছেন বলে প্রমাণ রয়েছে। হাজ্জাম যিনি সিঙ্গা লাগাতেন, হুজুরে পাকের নূরানী শরীর মুবারক হতে যা রক্ত বের হতো তা গিলে ফেলতেন। হুজুরে পাক জিজ্ঞাসা করলেন রক্ত কি করেছ? তিনি উত্তরে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! রক্ত মুবারক বের করে আমার পেটে সযত্নে রেখেছি। আমি চাইনা যে হুজুরে পাকের রক্ত মুবারক জমিনে পড়ুক। তখন নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- নিঃসন্দেহে তুমি তোমার মুক্তি (সাতটি দোজখ হতে) খালাশ করে নিয়েছ। আর তুমি তোমাকে নিরাপদ করেছ; অর্থাৎ বালা মুছিবত ও রোগ পীড়া হতে বেঁচে গিয়েছ।

(১৭) উহুদের যুদ্ধের দিন যখন হুজুরে পাকের শরীর মুবারক জখম হয়, তখন আবু ছায়ীদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতা মালেক ইবনে ছুনাম রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের মুখদ্বারা চুষে পাক-ছাফ করেছেন। লোকজন তাকে বলল যে, মুখ হতে রক্ত বের করে ফেল। তিনি বললেন খোদার কছম! হুজুরের রক্ত মুবারক কখনো

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

জমিনে পড়তে দেব না। তিনি সে নূরানী রক্ত মুবারক গিলে ফেললেন এতে নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- যে ব্যক্তির বেহেশতী মানুষ দেখার বাসনা আছে সে যেন এ ব্যক্তিকে দেখে যায়। সোব্হানাল্লাহ! আল্লাহর হাবীবের শান কতই না মহান। আল্লাহর মাহবুব নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছাম অতি মহামানব (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়া আলীহি ওয়াসাল্লাম)। হে দু'পায়া জানোয়ার নজদী ওহাবী দুষমনের দল। তোমাদের বই-পত্রে কেমন করে লিখেছ, নবী আমাদেরই মত মাটির মানুষ? তওবার মত তওবা করে দেখ দোজখের কঠিন আজাব হতে বাঁচতে পার কিনা। আফছোসের বিষয়! কোথায় এরা ইবলিসের পান্ডাদের বদ আকায়েদ বর্জন করতঃ খাটী অন্তকরণে তওবা করে পাক-ছাফ হবে; অতঃপর মুমিন মুসলমানের কাতারে দাঁড়াবে এবং পরকালীন নাজাতের রাস্তায় পা বাড়াবে; কিন্তু তা না করে তাদের বদ আকীদাসমূহ ও প্রলাপোক্তিগুলির সপক্ষে ইবলিসী যুক্তি পেশ করে এবং কোরআনের আয়াত ব্যবহারের দুঃসাহস দেখায়। আসলে এরা নিরেট মূর্খ। কোরআন মজীদ সম্পর্কে অজ্ঞ। আল্লাহ হেদায়াত করুন।

(১৮) হজরত আবদুল্লাহ্ বিন যোবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিঙ্গা লাগিয়েছেন এবং রক্ত মোবারক আমাকে দিয়ে বলেন, কোন এক জায়গায় গোপন করে রেখ যেন তা কারও দৃষ্টিতে না পড়ে। আমি তৎক্ষণাৎ রক্ত মোবারক পান করে ফেললাম। কেননা এর চেয়ে অধিক গোপন জায়গা আমি কোথাও পেলাম না। এতে হুজুর নূরনবী মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আফছুছ! তোমার উপর মানুষের এবং আফছুছ! মানুষের উপর তোমার; ঐ রক্ত মোবারক শক্তি, পুরুষত্ব, বীরত্ব ও বাহাদুরী যা ঐ রক্ত মোবারক পান করার বদৌলতে অর্জন করলে। তিনি ঐ আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি পরবর্তীকালে নাপাক ও মালাউন এজিদের বায়াত আনুগত্য স্বীকার করেন নাই এবং মক্কা শরীফে অটলভাবে অবস্থান করেছিলেন; জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তাঁর আহবানে হেজাজ, ইয়ামন, ইরাক এবং খোরাসানের লোকজন এসে সমবেত হয়েছিল। কিন্তু আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের কঠোর আদেশে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাকে নির্মমভাবে শহীদ করে। আরও এক রেওয়ায়েতে এসেছে যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রক্ত মোবারক পান করায় হুজুর নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দোজখের অগ্নি তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্ত কছমের জন্য

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

এই হাদিছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হুজুর পাকের পেশাব, পায়খানা মোবারক ও রক্ত মোবারক পাক ও পবিত্র। এতদ্ব্যতীত, হুজুরে পাকের যাবতীয় ফজুলাত পাক ও পবিত্র।

(১৯) আইনী শারেহ্ ছহি বোখারী বলেন যে, ইমামে আজম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মজহাবও তাই; অর্থাৎ রাসুলে পাকের যাবতীয় ফজুলাত পাক পবিত্র।

(২০) শায়খ ইবনে মক্কী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে বলেন, নূরে খোদা মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার ফজুলাত অর্থাৎ পেশাব মোবারক, পায়খানা মোবারক এবং রক্ত মোবারক, থুথু মোবারক ও পছিনা মোবারক পাক পবিত্র হওয়ার বহু বহু প্রকাশ্য ও স্পষ্ট দলীল রয়েছে।

(২১) আমাদের মজহাবের ইমামগণ একে কেবল হুজুরে পাকের খুছুছিয়াত বা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য করেছেন।

(২২) নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার কখনো স্বপ্ন দোষ হয় নাই। সাইয়্যেদেনা ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, কোন নবীর কখনো স্বপ্নদোষ হয় নাই। স্বপ্নদোষ শয়তানের দ্বারা হয়ে থাকে। তা তিবরাণী বর্ণনা করেছেন।

(২৩) হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মুখ মোবারকের লালা মোবারক সর্ব প্রকার রোগের শেফা অর্থাৎ বেমিছাল ঔষধ। জঙ্গে খায়বরের দিন হুজুর মাওলা আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহাহুর চক্ষু ব্যধিতে ঐ নূরানী লালা মোবারক লাগানো মাত্রই তা সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যায়। এই ঘটনা দুনিয়া জোড়া মশহুর হয়ে আছে।

(২৪) হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার দরবারে একটি পানির পাত্র আনা হয়। হুজুর তখন এক কুলি পানি মুখে নিয়ে পাত্রে কুলি করে দিলেন। অতঃপর ঐ পানি কূপে ঢেলে দেয়া হলে ঐ কূপ হতে কস্তুরির সুঘ্রাণ বের হতে লাগল।

(২৫) হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ীতে কূপের মধ্যে হুজুর পাক নূরানী মুখের লালা মোবারক ফেললেন তখন মদিনা শরীফের কোন কূপের পানিই ঐ কূপের চাইতে মিষ্টি ছিলনা।

(২৬) একদিন হযরত হাছান রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়েছিলেন; তখন হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বীয় জিহ্বা মোবারক সাইয়্যেদেনা ইমাম হাসানের মুখের ভিতর প্রবেশ করিয়ে ছিলেন। হজরত ইমাম হাছান তা চুষতে লাগলেন। এতে হজরত ইমাম হাছান সারাদিন সন্তুষ্টি ও

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

পরিতৃপ্ত রইলেন। এ ধরনের হাজার হাজার ঘটনা ও দৃষ্টান্ত রয়েছে, যা মানবিক জ্ঞান ও যুক্তিকে অবাক করে দেয়, পরাস্ত করে দেয়। কিন্তু এতদসত্বেও লা মজহাবী, ওহাবী মরদুদ ও বেদ্বীনের দল বলে, নবী আমাদের মতই সাধারণ মানুষ।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এ বদবখতদিগের মধ্যে কিছু সংখ্যক নামধারী মৌলভীও রয়েছে, কিন্তু দলীল প্রমাণসহ বাহাসে হাজির হতে সাহস পায়না। তাদেরকে আমি হুশিয়ার করে দিচ্ছি যে, বাংলার জমিনে এখনও সুন্নী মুসলমান রয়েছে; নবীয়ে পাকের দুষমনদিগকে শায়েস্তা করতে তাদের যথেষ্ট ঈমানের তেজও বাকী রয়েছে। সময় থাকতে তওবা করে মুসলমান হও।

অসুস্থকে সুস্থ করা

(২৭) হজরত ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, একবার হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে একজন মহিলা তার মেয়েকে নিয়া হাজির হয়ে আরজ করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! এ বাচ্চা পাগল হয়ে গিয়েছে; আমাদিগকে কষ্ট দেয়, সকাল বিকাল আমাদের সময় নষ্ট করে। তা শুনে হুজুর পোরনূর ঐ বাচ্চার সিনায় নূরানী হাত মোবারক বুলাইবা মাত্রই সে বমি করে এবং তাহার পেট হতে কাল রং এর একটি কীট বের হয়ে আসল। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটি সুস্থ হয়ে গেল (দারুমী হতে বর্ণিত)।

(২৮) কবিলায়ে বণি কশআম হতে একজন মহিলা তার একটি বাচ্চা হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির করল। বাচ্চাটি একবারেই বোবা ছিল। হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক পাত্র পানি আনতে আদেশ করলেন এবং ঐ পানিতে হুজুর পোরনূর কুলি রাখলেন, হাত মোবারক ধৌত করলেন। অতঃপর ঐ বাচ্চাকে এ মোবারক পানি পান করান হল। তৎক্ষণাৎ সে বাচ্চা সুস্থ এবং জ্ঞানবান হয়ে উঠল। পরবর্তী সময়ে এই বাচ্চা সকল বাচ্চাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানবান বলে পরিগনিত ছিল।

(২৯) হজরত ক্বাতাদা বিন নোমানের চক্ষুতে জঙ্গে ওহোদের দিন তীর লেগেছিল এবং তাতে চক্ষু বের হয়ে গালের উপর ঝুলছিল। হজরত কাতাদা হুজুর পোরনূরের দরবারে হাজির হয়ে আরজ করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ আমার এক বিবি যে আমার অত্যন্ত প্রিয় আমি ভয় পাচ্ছি যে, জখমযুক্ত চক্ষু নিয়ে কিরূপে তার সম্মুখে যাব। এতদশ্রবণে আমার দয়াল নবীর অন্তরে দয়ার সঞ্চার হল এবং তৎক্ষণাৎ নূরের হাত মোবারক দ্বারা ঐ চক্ষুকে ধরে স্বস্থানে লাগিয়ে দিয়ে বললেন

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

হে খোদা! এই চক্ষুকে নিরাময় করে দাও। সঙ্গে সঙ্গে সে চক্ষু নিরাময় হয়ে উঠল এবং দ্বিতীয় চক্ষু অপেক্ষা অধিকতর উত্তম ও সুন্দর হয়ে গেল, দৃষ্টিশক্তিও বৃদ্ধি পেয়ে গেল। দ্বিতীয় চক্ষুতে দরদ হলে প্রথম চক্ষু ঠিকই থাকতো।

(৩০) হজরত ক্বাতাদা বিন নোমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক ছেলে হতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি হজরত ওমর বিন আবদুল আজিজের খেদমতে হাজির হলে খলিফা তাকে জিজ্ঞাস করলেন তুমি কে? তিনি বললেন আমি ঐ ব্যক্তির ফরজন্দের সন্তান যাঁর চক্ষু হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার নূরানী হাত মোবারকের দ্বারা সুস্থ হয়েছিল। তা শুনে হজরত ওমর বিন আবদুল আজিজ তাকে পুরস্কৃত করলেন এবং অত্যন্ত সমাদর করলেন।

(৩১) তিবরানী এবং আবু নাইম হজরত ক্বাতাদা (রাদিয়াল্লাহু তায়াল আনহু) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি আমার চেহারার দ্বারা হজরত নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেহারায়ে আনোয়ারকে তীরের বর্ষন হতে হেফাজত করতাম। উদ্দেশ্য এই যে, যুদ্ধের ময়দানে আমি আমার দেহকে হুজুর পাকের জন্যে ঢাল বানিয়ে রেখেছিলাম। অবশেষে দুষমনের এক তীর এসে আমার চক্ষুতে এমনভাবে লাগলো যে চক্ষুটি স্ব-স্থান হতে বের হয়ে পড়ল। তারপর আমি ঐ চক্ষুকে হাতে নিয়ে হুজুরে পাকের দরবারে হাজির হলাম। হুজুর পোরনূর যখন চক্ষুটি আমার হাতে দেখতে পেলেন তখন হুজুর পোরনূরের মোবারক চক্ষু হতে পানি আসতে লাগল। এবং হুজুরে পাক আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে লাগলেন, হে খোদা এ ব্যক্তি তোমার নবীর চোহারা হতে যেভাবে তীর কে ফিরিয়ে রাখত এবং যখন তার চক্ষু জখম হল; তখন তুমি তার চক্ষুকে দ্বিতীয় চক্ষু হতেও উত্তম বনিয়ে দাও।

(৩২) অন্য এক ব্যক্তি ছিল যার দুটি চক্ষু সাদা বর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সে কিছুই দেখতে পেত না। হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার চক্ষুতে ফুঁফ দিলেন। এতে তার দৃষ্টি শক্তি এতই প্রখর হয়েছিল যে, আশি বৎসর বয়সেও সে ব্যক্তি সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে সুতা ঢুকাতে পারতেন। হুজুর আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এই রকম বহু বহু মুজেজা মওজুদ রয়েছে।

(৩৩) জঙ্গে খায়বরের মধ্যে নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাইয়্যেদেনা হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কোথায় আছেন জানতে চাইলেন। আছহাবগণ উত্তরে বললেন- তিনি আমাদের সম্মুখে নাই, তাঁর চক্ষুতে অসুখ।

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন একজনকে পাঠিয়ে মাওলা আলীকে ডেকে আনলেন। অতঃপর মাওলা আলীর মাথা মোবারক হুজুরে পাকের জানু মোবারকের উপর রেখে তাঁর উভয় চক্ষুতে হুজুর নূরে খোদা স্বীয় নূরানী মুখের লালা মোবারক লাগিয়ে দিলেন এবং নিরাময়ের জন্যে দোয়া করেন তৎক্ষনাত মাওলা আলীর চক্ষু মোবারক সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। মনে হল যেন ঐ চক্ষু মোবারকে কোন অসুখই ছিলনা। অতঃপর ঐ চক্ষু মোবারকে আর কোনদিন অসুখ হয় নাই।

(৩৪) হজরত জায়েদ বিন মাআজের পায়ে তলোয়ারের আঘাত লেগেছিল। তিনি কাআব ইবনে আশরাফকে হত্যা করেছিলেন। হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থুথু মোবারক তাঁর ক্ষত স্থানে লাগানো মাত্রই ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যায়।

(৩৫) সহিহ্ বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন আবদুল্লাহ ইবনে আতিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আবুরাফে নামক ইহুদীকে কাতল করেছিলেন তখন চাঁদনী রাত্রি ছিল। তিনি সিড়ির উপর পা রাখবার সময় পা পিছলিয়ে পড়ে যান এবং তাতে তার পেন্ডুলি ভেঙ্গে যায়। হজরত আবদুল্লাহ্ হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলে হুজুর নূরানী হাত মোবারক তার পেন্ডুলীতে লাগালেন এবং তৎক্ষণাৎ তা ভাল হয়ে যায়। এ ধরণের ঘটনা ও হেকায়াতে বহু বহু রয়েছে, যা হাদিসের কিতাবাদিতে বর্ণিত আছে।

মৃত কে জিন্দা করা

(৩৬) ইমাম বায়হাকী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) দালায়েলের মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলে ঐ ব্যক্তি উত্তরে বলল আমি ইসলাম গ্রহণ করব না যে পর্যন্ত আপনি আমার মৃত মেয়েকে জীবিত না করবেন। হুজুর নূরনবী নূরে খোদা ইরশাদ করলেন, তুমি তোমার মেয়ের কবরটি আমাকে দেখাও। সে ব্যক্তি হুজুরকে মৃত মেয়ের কবরটি দেখাল। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, ঐ লোকটি বলছিল আমি একটি মেয়েকে কুপের ভিতর ফেলে দিয়েছি। হুজুর পোরনূর ইরশাদ করলেন তুমি ঐ কুপটি দেখাও। অতঃপর কুপটি দেখান হলে হুজুর নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ মৃত মেয়েটিকে নাম ধরে ডাক দেয়া মাত্রই ঐ মেয়েটি উত্তরে বলল লাব্বাইকা ওয়া ছাআদাইকা অর্থাৎ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

হাজির আছি গোলামীর জন্যে। তখন হুজুর সরকারে দোআলম ইরশাদ করলেন, তুমি কি দুনিয়ায় দ্বিতীয়বার আসতে পছন্দ কর? মেয়েটি উত্তর দিল না, আল্লাহর কছম ইয়া রাসুলাল্লাহ আমি আখেরাতকে দুনিয়ার চেয়ে অধিক ভাল এবং উৎকৃষ্ট পেয়েছি। অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে যে, রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমার মা-বাপ ঈমান এনেছে তুমি যদি চাও তোমাকে দুনিয়ায় এনে দেই। মেয়েটি বলল ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার মা-বাপের দরকার নেই, মা-বাপের চেয়েও আমার আল্লাহকে বেশী দয়াবান পেয়েছি। হাদিছের দ্বারা জানা যায় যে, মুশরেকদের সন্তানাদির উপর কোন আজাব নেই, যদি সে নাবালক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

(৩৭) হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলেদ্বয়কে জীবিত করার ঘটনাও ছিল অনুরূপ। একদিন রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বাড়ীতে দাওয়াত রেখেছিলেন। হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি ছাগল জবেহ্ করে তার বিবিকে পাকের ব্যবস্থা করতে বলে স্থানান্তরে গেলেন। এদিকে জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বড় ছেলে ঘটনাক্রমে ছোট ছেলেকে ছাগল জবেহ করার অনুকরণে জবেহ করে দিল। চীৎকার শুনে তাদের মা দৌড়ে আসলে বড় ছেলেটি ছুরি হাতে পালাইবার জন্যে ছাদে উঠিল এবং ছাদ হতে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করল। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিবি উভয় সন্তানের লাশ ঘরের কোনে চাদর দিয়ে ঢেকে রাখল এবং তাহার স্বামী ফিরে আসলে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার বিবি পুত্রশোকে কাতর হলেও সে মুহূর্তে তাদের মনে পড়ল যে, আল্লাহর হাবীবকে দাওয়াত করেছে। পুত্রশোকে কতার হলে নবীজীর খেদমতের ত্রুটি হবে। কাজেই তারা ছবর এখতিয়ার করে পুত্রশোক ভুলে মেহমানদারীর আয়োজনে লেগে গেল। কিছক্ষণের মধ্যেই রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চারজন সাহাবাকে নিয়ে হজরত জাবেরের বাড়ীতে এসে পৌছালেন। খানা খাবার পূর্বে হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জাবেরের সন্তানদিগকে তালাস করলেন। হজরত জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ঘটনা প্রকাশ না করে তারা কোথাও খেলতে গিয়েছে বলে উল্লেখ করলেন এবং নবীজীকে খানা খাওয়ার জন্যে আরজ করলেন। হুজুরে পাক তাদেরকে না নিয়ে খানা খাবেন না বললেন। জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। অতঃপর আল্লাহর হাবীব নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হজরত জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সন্তানদ্বয়ের পূনঃজীবনের জন্যে দোয়া

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

করলেন এবং তাদেরকে নাম ধরে ডাক দিলেন। রাসুলে খোদার ডাক শুনিবামাত্রই জাবের তনয় এক এক করে নিদ্রা হতে জেগে উঠার মত উঠে বসল। তারপর হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আহার সমাপন করলেন। এই ঘটনা শাওয়াহেদুন্নবুওয়াত গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

(৩৮) অদ্রুপ ছিল হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবুওয়াইন শারীফাইন অর্থাৎ পিতা মাতার জিন্দাকরা এবং ঈমান আনয়ন করার বিষয়টি যেরূপ হাদিসসমূহে বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু মোহাদ্দেসীনগণ ঐ হাদিসের ছেহেতের মধ্যে কালাম করেছেন। আর কিছু সংখ্যক মোতাআখঁখেরীন ঐ হাদিসসমূহকে প্রমাণ করতঃ দরজায়ে এতেবারে পৌছেছেন।

(৩৯) হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, একজন আনছারী যুবক অবস্থায় পরলোক গমন করেছেন। তার অন্ধ বৃদ্ধা মা ছিল। লোকজন ঐ মৃত যুবকের শরীরের কাপড় পড়ার পর তার মাতার সঙ্গে আফসোস করতে লাগল। অন্ধ বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করল সত্যই কি আমার ছেলে মারা গিয়েছে? লোকজন উত্তর করল হ্যাঁ! তৎপর ঐ বৃদ্ধা বলতে লাগল, হে খোদা তুমি নিশ্চয়ই জান যে, আমি তোমার খাতিরে এবং তোমার নবীর খাতিরে এই আশায় হিজরত করেছিলাম যে, তুমি আমাকে সাহায্য কর এবং সকল প্রকার বিপদ আপদে আমার প্রার্থনা শুনবে। হে খোদা! আজ এ বিপদে আমাকে সাহায্য কর, আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা এখনও সে স্থান ত্যাগ করি নাই! মৃত ব্যক্তির মুখের কাপড় সরালে দেখা গেল সে জিন্দা। তৎক্ষণাৎ সে যুবক উঠে দাঁড়াল এবং আমাদের সঙ্গে খানাখেলো। ইবনে আদি ইবনে আবিদুদ্দুনিয়া, বায়হাকী ও আবুনাঈম বর্ণনা করেছেন। ইহা ঐ মেয়েলোকটির প্রতি নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুনজরের বরকত ছিল।

(৪০) অদ্রুপ রেওয়ায়েত আছে যে, আবিবকর বিন জুহাক হজরত ছাইদ বিন মাছিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, এক আনছারের মৃত্যুর পর লোকজন কাফনের কাপড় পড়িয়ে লাশ কাধে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে সে ব্যক্তি কাফনের ভিতর হতে বলতে লাগল মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

(৪১) অদ্রুপ বর্ণিত আছে যে, জায়েদ বিন খারেজা আনছারী খুজরেজী তাঁর পিতার সাথে হাজির হয়েছিলেন এবং বয়াতে রেদোয়ানে সামিল ছিলেন। তিনি খেলাফতে উছমানীর মধ্যে পরলোকগমণ করলেন। তিনি পরলোকগমণের পরে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

কথা বলেছিলেন এবং তার কথা স্মরণীয় করে লিপিবদ্ধ রাখা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন আহমাদু আহমাদু ফিল কুতুবিল আউয়্যালে ছাদাকুন ... শেষ পর্যন্ত। মাদরেজুন নবুওয়াত ৩৬০পৃ।

(৪২) মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ-এ হজরত নোমান বিন বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বললেন যে, হজরত জায়েদ বিন খারেজা আনছারগণের সরদার ছিলেন। তিনি মদীনা শরীফের রাস্তায় চলাকালীন যোহর এবং আছরের মধ্যবর্তী সময়ে কোন এক স্থানে পড়ে গেলেন এবং তার ইন্তেকাল হয়ে গেল। আনছার পুরুষ ও মহিলাগণ কান্না-কাটি করতে লাগল। তিনি মৃত এবং শায়িত অবস্থায়। হঠাৎ মাগরের ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে একটি আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল তিনি বললেন 'চুপ কর'। এর পর চিন্তা ও লক্ষ্য করে দেখা গেল যে, চাদরের নীচ হতে আওয়াজ আসছিল। অতঃপর তারা ঐ ব্যক্তির চেহারা হতে চাদর সরিয়ে লক্ষ্য করলে শুনতে পেলেন যে, তিনি বলেছেন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহিন্নাবিঈল, উম্মিয়্যে খাতামান্নাবিয়্যিন লা-নাবীয়া বা দাহু ওয়াকানা জালিকা ফিল কিতাবিল। আউয়ালে.... শেষ পর্যন্ত।

(৪৩) হজরত আবদুল্লাহ বিন উবায়দুল্লাহ আনসারী হতে বর্ণিত, তিনি রেওয়ায়েত করেন যে, আমি এক জমাতে শরিক ছিলাম যারা ছাবেত বিন কায়েছ বিন শামাসকে দাফন করেছিল এবং যখন তিনি মৃত্যুবরণ করবার পর তাকে কবরের ভিতর রাখা হল তখন তাকে এই কথা বলতে শুনতে পেয়েছি যে, মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ আবুবকর সিদ্দিক আমরুস্ শহীদ। উসমান ইবনে আফফান। আবার যখন খুব খেয়াল করলাম তখন দেখতে পেলাম যে, তিনি মৃত। তদ্রুপ শেফা শরীফেও বর্ণিত আছে।

(৪৪) আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন যে, হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি ছাগল জবেহ করে সম্পূর্ণ পাক করে হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে নিয়ে হাজির করল। তখন সমস্ত সাহাবাগণ মিলে খেলেন। হুজুর পোরনূর বললেন- তোমরা সকলেই গোশ্ত খাও কিন্তু হাড্ডি চিবিও না। অতঃপর আহার সমাপন হলে হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমস্ত হাড্ডি জমা করলেন এবং তাতে নূরানী হাত মোবারক রেখে কিছু পাঠ করলেন। মুহুর্তের মধ্যে দেখা গেল যে, উক্ত ছাগল জিন্দা হয়ে উঠল এবং দাঁড়িয়ে কান দুলাতে লাগল।

(৪৫) কতেক কামেল আওলিয়ায়ে কেরাম রয়েছেন, যাঁরা আল্লাহ পাকের কুদরতের প্রকাশক এবং নূরে খোদা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ওয়াসাল্লামের গোলামীর দ্বারা সম্মানিত। তাঁরা নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ছায়ায় অবস্থান করে কেরামত জাহির করে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যেমন লোকজন একটি মোরগ খেয়েছে এবং বুজুর্গ এর হাড্ডিসমূহ একত্র জমা করে তার উপর হাত রেখে আল্লাহ তায়ালা এবং রাছুলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম নিলেন। আর তৎক্ষণাৎ সে মোরগ জিন্দা হয়ে উঠল এবং চীৎকার করতে লাগল। এও নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোজেজাতের অর্ন্তভূক্ত।

(৪৬) জানা দরকার যে, খাইবরে বিষমিশ্রিত ছাগলের প্রসঙ্গকে অনেক আলেমগণ মৃতকে জিন্দা করার ভেদের মধ্যে শামিল করেছেন এবং কেউ কেউ বলেন যে, এমন কথা যা আল্লাহ পাক মৃত ছাগলে জাহির করেছেন। যেমন, বৃক্ষাদি ও পাথরসমূহে হরুফ এবং আওয়াজকে আল্লাহ পাক জাহির করেছেন। আর তা ছুরত পরিবর্তন এবং আকৃতি পরিবর্তন ব্যতীত শুনতে পাওয়া যায়। শায়েখ আবুল হাসান এবং কাজী আবুবকর বাকালানীর মজহাব তাই।

চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করা

(৪৭) হাদীস শরীফে এসেছে সাইয়্যেদেনা হজরত ইবনে মাছউদ রাদিয়াল্লাহু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার উত্তম জমানায় চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়। এক টুকরা পাহাড়ের উপরে এবং এক টুকরা পাহাড়ের নীচে ছিল। এ রেওয়ায়েত সাহাবায়ে কেরামের এক জমাত বর্ণনা করেছেন। তারা বলেছেন, কুফফারে মক্কা অর্থাৎ কোরায়েশ বংশের আবুজেহেল ইত্যাদি কাফেরগণ একদিন নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট মোজেজা চেয়ে বলল আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন তবে আকাশের ঐ চাঁদকে দুই টুকরা করে দেখান। সে সময় আকাশে ছিল পূর্ণিমার চাঁদ। হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ঐ পূর্ণিমার চাঁদকে স্বীয় শাহাদাত আঙ্গুলের দ্বারা ইশারা করিবামাত্রই চাঁদ দু'টুকরো হয়ে যায়। লোকজন হেরা পাহাড়কে চাঁদের দু'টুকরার মাঝখানে দেখতে পায়। হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ইশহাদু, তোমরা স্বাক্ষী থাক। কিছুক্ষণ পরে আবু জাহেল বলল, হে মোহাম্মাদ চাঁদকে পুনরায় আদেশ কর যেন সে একত্রে মিলিয়া যায়। রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পুনরায় শাহাদাত আঙ্গুলি উঠিয়ে ইশারা করতেই দ্বিখন্ডিত চাঁদের দু'টুকরা পুনরায় মিলিত হয়ে যায়। এ অলৌকিক ঘটনা দেখে উপস্থিত সকলেই হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ওয়াসাল্লামকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করে ইসলাম গ্রহণ করল। কিন্তু পাপীষ্ঠ আবু জেহেল বিশ্বাস করল না। সে বলল এবারে মোহাম্মদ সকলের চক্ষুর উপরেই তাঁর যাদু খাটিয়েছে।

একটি সর্তকবাণীঃ- মাওয়হিবুল লাদুন্নিয়্যাহ গ্রন্থের মুছান্নিফ বলেন, কতক লোক বয়ান করে যে, নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার দামান মোবারকে চাঁন্দ দুই টুকরা হয়ে আস্তিন শরীফ এর ভিতর দিয়ে বের হয়েছে। এ কথার কোন আসল বা মূল পাওয়া যায় না। যেমন শায়খ বদরউদ্দীন বরকাসী নিজের শায়খ এমাদুদ্দীন ইবনে কাছির হতে নকল করেছেন। আল্লাহু আলামু।

(৪৮) সূর্য অস্ত যাবার পর পুনরায় তার ফিরে আসা আকাশে উদয় হওয়া হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার একটি অন্যতম বিখ্যাত মুজেজাহ। হজরত আছমা বিনতে আমিছ হতে বর্ণিত আছে যে, হুজরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর এ অবস্থায় ওহি নাযিল হয় যখন হুজুর পোরনূর হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর রানের উপর মাথা মোবারক রেখে আরাম করছিলেন। সাইয়্যেদেনা হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আছরের নামাজ পড়েন নাই অপর দিকে সূর্য অস্ত হয়ে গেল। হুজুর সরকারে দো আলম জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে, মাওলা আলীর আসরের নামাজ কাজা হয়ে গিয়েছে। হুজুর পোরনূর মুনাজাত করলেন, হে খোদা! তোমার আলী তোমার এবং তোমার রাসূলের খেদমতে নিয়োজিত ছিল, তুমি তার জন্যে সূর্য্যকে ফিরিয়ে দাও। তৎক্ষণাৎ রাসুলে খোদার মুনাজাত শেষ হতে না হতেই অস্তমিত সূর্য পুনরায় আকাশে উদিত হল এবং আছরের ওয়াক্ত বরাবর ফিরে আসলো। হুজুর পাকের নির্দেশ অনুযায়ী মাওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু আছরের নামাজ আদায় করবার পর সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। হজরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমি সুর্য অস্ত হতে দেখেছি এবং এরপর তাকে পুণরায় উদীত হতে দেখেছি। আর এ নিদর্শন পাহাড়সমূহে এবং জমীনে প্রকাশ পেয়েছে। এই ঘটনা ছুহবা নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিল। এই হাদিসের পূর্ণ আলোচনা গাজওয়ায়ে খায়বরে রয়েছে।

আঙ্গুল মোবারক হতে পানির নহর জারি

(৪৯) হুজুর নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার আঙ্গুল মোবারকসমূহ হতে পানির নহর জারি হয়েছে। এ ধরনের মুজেজাহ অন্য কোন নবীর ছিল বলে জানা যায় না, শুনিতেও পাওয়া যায় না।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

যদিও হজরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের লাঠির আঘাত দ্বারা পাথরের মধ্য হতে পানির নহর জারি হয়েছিল; তবু এতে সন্দেহ নাই যে, আঙ্গুল মোবারক হতে পানির নহর জারি হওয়া পাথরের মধ্য হতে নহর জারি হওয়ার মুজেজাহ হতে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চস্তরের আলৌকিক ব্যাপার। কেননা, পাথর হতে স্বাভাবিকরূপেই পানি বের হয়। পক্ষান্তরে, চামড়া-মাংস পেশি ও হাড্ডির ভেতর হতে পানির ধারা জারি হওয়া সত্য সত্যই আজব ব্যাপার। এক মাত্র নূরে মুজাচ্ছাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর জন্য ছিল। এই আঙ্গুল মোবারকের একক ও অনন্য শ্রেষ্ঠ মুজেজাহ। সেই নহরের পানি মোবারক ছিল বেহেশতী নহর কাওছার ছালছাবিলের পানি হতেও উৎকৃষ্টতর। এই হাদিসকে সাহাবায়ে কেরামের এক বিরাট জমাত সংগ্রহ করেছেন। হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিছ বোখারী ও মুসলিমের মধ্যে এসেছে।

(৫০) হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাকে দেখেছি যে, আছরের নামাজের সময় হতে লোকজন চারিদিকে পানির তালাস করছে; অথচ পানি পাচ্ছে না। ইতোমধ্যে হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার নিকট কিছু পানি আনা হয়েছে এবং হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজ হাত মোবারক উক্ত পানির পাত্রে রাখলেন এবং লোকজনকে আদেশ করলেন– তোমরা ওজু কর। ঐ সময় আমি দেখলাম যে, নূরে খোদার আঙ্গুল মোবারক হতে পানির ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। অন্য এক রেওয়াতে আছে যে, আঙ্গুল মোবারক এবং আঙ্গুল মোবারক সমূহের ফাঁক হতে পানির ধারা বের হয়ে আসছে। যেহেতু, সমস্ত লোকজন ওজু করলেন; লোকজন হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বললেন, আমাদের সংখ্যা ছিল ৩০০(তিনশত) জন।

(৫১) ইবনে শাহীনে হাদিস হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি গাজওয়ায়ে তবুকের মধ্যে হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। মুসলমানগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ আমরা এবং আমাদের উট ও অন্যান্য প্রাণিগুলি পানির পিপাসায় অস্থির হয়েছি। হুজুর পোরনূর ইরশাদ করলেন, পানি কম বেশী যাহা পাও নিয়ে আস। তখন লোকজন তাদের মশক বা পাত্রসমূহ হতে পানি জমা করে সামান্য পানি হাজির করলেন। হুজুর পোরনূর নিজ হাত মোবারক ঐ সামান্য পানিতে রাখলেন। হজরত আনাছ বলেন, আমি দেখলাম হুজুরে পাকের আঙ্গুল মোবারক হতে পানির নহর জারি হয়েছে। অতঃপর আমরা সকলে মিলে পানি পান করলাম এবং আমাদের উট ও অন্যান্য পশুগুলিকে পানি পান করালাম। আর অতিরিক্ত পানি আমাদের মশকসমূহ পূর্ণ করে রাখলাম।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(৫২) বাইহাকী শরীফে সাইয়্যেদেনা হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে এও বর্ণিত আছে যে, তিনি বর্ণনা করেন যে, নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাবার দিকে তশরীফ নিলেন। এ স্থানে এক ব্যক্তি ছোট এক পিয়ালা নিয়ে আসে এবং হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজ হাত মোবারক ঐ পিয়ালায় রাখলেন, কিন্তু পূর্ণ হাত মোবারক পিয়ালায় পুরাপুরি ধরে নাই। তখন হুজুরে পাক ৪(চার) আঙ্গুল মোবারক পিয়ালায় রাখলেন এবং বড় আঙ্গুল মোবারক বাইরে রাখলেন। তারপর লক্ষ্য করা গেল যে, ঐ নূরানী আঙ্গুল মোবারক হতে পানির স্রোতধারা প্রবাহিত হতে লাগল।

(৫৩) বোখারী ও মুসলীম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হজরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বয়ান করেন- হুদাইবিয়ার দিন আমরা পিপাসার্ত ছিলাম। হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার সামনে এক ঘটি পানি ছিল, যা দ্বারা হুজুরে পাক ওজু করছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম হুজুরে পাকের চারদিকে হালকার অবস্থায় দন্ডায়মান হলেন। হুজুরে পাক এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় ছাহাবাগণ আরজ করলেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের নিকট একটু পানি নাই যে ওজু করব কিংবা পান করব। একমাত্র হুজুরের সামনেস্থিত পানি ব্যতীত আর কোন পানি নাই। এ কথা শ্রবণ মাত্রই হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উক্ত পানির ঘটিতে হাত মোবারক রাখলেন এবং তাতে ভয়ানকভাবে পানির স্রোতধারা জারি হয়ে গেল। অতঃপর সকলেই আমরা পানি পান করলাম, ওজু করলাম। লোকজন হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ঐ সময়ে উপস্থিত সাহাবাগণের সংখ্যা জিজ্ঞাসা করায় হজরত জাবির বললেন, আমরা যদি সংখ্যা একলক্ষও হতাম তবুও পানির কমতি হত না; যথেষ্ট হত। কিন্তু আমরা ছিলাম সংখ্যায় মাত্র ১৫০০(পনেরশত) জন।

(৫৪) সহিহ মুসলিম শরীফে আছে যে, সাইয়্যেদেনা জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বর্ণনা করেন, আমরা গাজওয়ায়ে বাওয়াতের মধ্যে ছিলাম। আমাদের নিকট মশকের মধ্যে কয়েক ফোটা পানি মাত্র ছিল। তা পিয়ালায় ঢালা হল তারপর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পিয়ালায় আঙ্গুল মোবারক রাখলেন। তৎক্ষণাৎ আঙ্গুল মোবারক হতে পানির স্রোতাধারা জারি হয়ে গেল। হুজুরে পাক লোকজনকে পানি পান করতে আদেশ করলেন এবং সকলেই পরম তৃপ্তির সাথে পানি পান করলেন। এর পর হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পিয়ালা হতে হাত মোবারক উঠালেন। তখন পিয়ালা পরিপূর্ণ ছিল। হজরত জাবের হতে ইমাম আহমদ, বায়হাক্বী এবং ইবনে শাহীনও এই রেওয়ায়েত নকল করেছেন।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(৫৫) হজরত ইবনে মাছউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস সহীহ্ বোখারী শরীফের মধ্যে আলকামার রেওয়ায়েত আছে যে, হজরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা হুজুরে পাকের দরবারে ছিলাম আমাদের নিকট পানি ছিল না। হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আদেশ করল কারও নিকট হতে তালাস করে অল্প পানি নিয়ে এসো। আমরা অল্প পানি নিয়ে হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার দরবারে হাজির হলাম। উক্ত পানি একটি পাত্রে ঢেলে হুজুর পোরনূর নিজ হাত মোবারক পানিতে রাখা মাত্রই পানির স্রোতধারা প্রবাহিত হতে লাগল।

(৫৬) সহীহ্ মুসলিম শরীফে সাইয়্যেদেনা মাআজ ইব্নে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে গাজওয়ায়ে তবুকের ঘটনায় বর্ণিত আছে, তিনি বর্ণনা করেন যে, নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে বললেন, তোমরা ইন্শাআল্লাহ সূর্য উদয়ের সময় তবুকের কুপের নিকট পৌছে যাবে। তোমাদের যে কেউ ঐ স্থানে পৌছবে পানিতে হাত লাগাবেনা; যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ঐ স্থানে না পৌছি। হজরত মাআজ বলেন-যখন আমরা কুপের নিকট হাজির হলাম, তখন দেখলাম ২ জন লোক আমাদের পূর্বেই ঐ জায়গায় পৌছেছিল। ঐ কূপ হতে তখন ফোঁটা ফোঁটা পানি বের হচ্ছিল। হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি পানিতে হাত লাগিয়েছে? তারা বলল- হ্যাঁ, হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তিরস্কার করলেন এবং বললেন আল্লাহ যা ইচ্ছা করুন। তারপর সাহাবাগণ নিজ হাতে কূপ খনন করলেন যেন কিছু পানি জমা হয়। যখন পানি কিছু বাহির হল তা-ও দুর্গন্ধ যুক্ত, ব্যবহারের যোগ্য নয়। অতঃপর হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজ চেহারায়ে আনোয়ার এবং উক্ত হাত মোবারক ধৌত করলেন এবং ঐ পানি মোবারক ঐ কূপে ঢেলে দিলেন। ফলে কূপটি পানিতে ভরপুর হয়ে গেল। সাহাবাগণ পানি পান করলেন হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- হে মা'আজ! যদি তোমরা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকো, তবে এ জায়গায় দালান কোটা এবং বাগান দেখতে পাবে। পরবর্তী সময়ে হুজুরে পাকের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে ছিল। এই ভবিষ্যৎ বাণীটিও হুজুরে পাকের মুজেজাহ এবং গায়েবী খবর প্রদানের মধ্যে গণ্য হয়েছে। হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এই ধরণের মুজেজার সংখ্যা অগণিত। এক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি কোথাও সাধারণ মানুষের পক্ষে এসব অলৌকিক ও আজব ঘটনা ঘটানো সম্ভব কি?

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ১৬০

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বুদ্ধি ও বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই উত্তরে বলবে, কখনো সম্ভব নয়। অথচ মানুষ নামের একশ্রেণীর দুই পা বিশিষ্ট জানোয়ার বলে -নবী আমাদের মতই সাধারণ মানুষ। ভুল ভ্রান্তিতে ভরা দোষ গুণে মানুষ। আর বহু বহু জঘন্য উক্তি ওহাবী লা-মজহাবী বেদ্বীনের দলে মুখে বলে এবং বই পত্রে লিখে প্রচারও করে। নাউজুবিল্লাহ! হে আল্লাহ, বেদ্বীন ওহাবীদের হাত হতে সুন্নী মুসলমানদের ঈমানের হেফাজত কর, এই বদবখত দিগের বাতাস যেন সুন্নীদের গায়ে না লাগতে পারে। আমীন!

(৫৭) ফাজিয়া হুদাইবিয়ায় এসেছে যে, হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ৪০০ (চারশত) সাহাবার সাথে হুদাইবিয়ার কূপে হাজির হলেন। এ কূপ হতে ৫০ (পঞ্চাশ) টি ছাগলকে পানি পান করানো যেত। কিন্তু সাহাবাগণ সম্পূর্ণ পানি উঠিয়ে ফেললেন। এক ফোটা পানিও কূপে অবশিষ্ট রইল না। এ সময় হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ কূপের এক পার্শ্বে তাশরীফ আনয়ন করলেন। বালতির দ্বারা উঠানো পানি দিয়ে হুজুর ওজু করলেন এবং মুখ মোবারকের পানি কূপের মধ্যে ফেলে দিলেন। তৎক্ষণাৎ ঐ কুপের প্রবল বেগে পানি উঠতে লাগল। মুহুর্ত্তের মধ্যে পানির স্রোতধারা কূপের উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে লাগল। সমস্ত সাহাবাগণ শান্তিমতো তৃপ্তির সাথে পানি পান করলেন এবং তাদের উট সমূহকে পানি পান করালেন।

(৫৮) হাদিসে জাবিরেও অদ্রুপ মোকামে হুদাইবিয়ার মধ্যে হুজুর পোরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার আঙ্গুল মোবারকের মধ্য হতে পানির নহর জারি হওয়ার রেওয়ায়েত এসেছে। আর এ দু'কিচ্ছার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আলেমগণ উভয় ঘটনাকে একই সময়ের সাথে একত্রিত করেছে। যেহেতু হাদিছে জাবিরের নির্ধারিত সময় একই। যখন নামাজের সময় উপস্থিত হত তখন হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওজু করতেন এবং সকলেই শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করতেন এবং বালতির অবশিষ্ট পানি কূপে ফেলে দেয়া হয়েছিল যা দ্বারা কূপের পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এরূপ উভয় রেওয়ায়েতের তাৎবিক বা সমন্বয় সাধন করা হয়।

(৫৯) হজরত ক্বাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন যে, সাইয়্যেদে আলম নূরে খোদা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এক সফরে এ বলে আদেশ দান করেছিলেন যে, তোমরা সারারাত্রি ব্যাপি চলতে থাকবে এবং আগামীকাল্য ভোরবেলায় ইনশায়াল্লাহ তাআলা তোমরা পানির সন্ধান পাবে। লোকজন পানির তালাসে এদিক ওদিক ঘুরাফিরা করতে শুরু করে দিল।

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

এদিকে হুজুর পাকের ছোহবতের খেয়াল রইল না এবং পানির সন্ধানে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে গেল। যখন রাত্রির তৃতীয় অংশ উপস্থিত হল তখন হুজুর নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আপন মাথা মোবারক রেখে শয়ন করলেন এবং সাহাবাগণকে বললেন ফজরের নামাজের খেয়াল রাখিও; অর্থাৎ জাগ্রত থেকো ফজরের নামাজের অপেক্ষা করিও যেন ফজরের নামাজ ফওত না হয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে তারা সকলেই ঘুমিয়ে পড়লেন। সকলের পূর্বে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হলেন। ঐ সময় সূর্য্য যখন হুজুর পাকের পিঠ মোবারকের উপর তাহার কিরণ দিতেছিল তখন হুজুর হুকুম করলেন ছওয়ার হয়ে যাও ইহা শয়তানের জায়গা। তৎক্ষণাৎ সকলেই ছওয়ার হয়ে গেলেন এবং সূর্য্য খুব উপরে উঠে গেল হুজুরে পাক তখন পানির ঘটি চাইলেন। হজরত ক্বাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-আমার নিকট পানির ঘটি এবং এতে অল্প পানিও ছিল। হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা দ্বারা ওজু করলেন। আর অবশিষ্ট পানি এই বলে হেফাজতে রাখবার নির্দেশ দান করলেন যে উহাতে এক উৎকৃষ্ট মুজেজা প্রকাশ পাবে। অতঃপর হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আযান দিলেন এবং ফজরে নামাজ আদায় করা হল। অবশেষে ছওয়ার হয়ে সকলেই রওয়ানা করলেন। সূর্য্যের তেজ ক্রমশ প্রখর হয়ে উঠল। সব কিছুই উত্তপ্ত হতে লাগল। বর্ণনাকারী হজরত ক্বাতাদা বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ্! পিপাসায় আমার প্রাণ বের হবার উপক্রম হয়েছে। হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, পিপাসায় তোমার প্রাণ বের হবেনা। হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার নিকট পানির ঘটি চাইলেন এবং হুজুর পোরনূর ঐ ঘটিতে মুখ মোবারাক রাখলেন। আমার জানা নাই যে, হুজুরে পাক তাতে লালা মোবারক রাখলেন না ফুঁক দিলেন (আল্লাহ পাক ভাল জানেন)। তৎক্ষণাৎ ঐ ঘটি হতে পানির স্রোত প্রবাহিত হতে শুরু করল। হুজুর পোরনূর পানির পান করতে আদেশ করলেন। লোকজন তখন ভীড় করতে লাগল। হুজুর পাক ইরশাদ করলেন, ভীড় করিও না, সকলেই পানি পাবে শান্ত হও। সকলেই শান্ত হল। বর্ণনাকারী হজরত ক্বাতাদা বলেন আমি এবং হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সহ দু'জন পানি পান করার বাকি ছিলাম হুজুর আমাকে বললেন তুমি পান কর। আমি আরজ করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপানার পূর্বে আমি পান করব না। হুজুর পাক ইরশাদ করেন ইশরিব্ ছাকিল কাওমে আখিরুহুম শারবান অর্থাৎ পান কর কওমকে পান করানেওয়ালা শেষে পান করে থাকেন। তখন পান করলাম। অবশেষে হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পান করলেন।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ১৬২

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(৬০) সাইয়্যেদেনা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে দুঃখ কষ্টের বিষয় বর্ণিত আছে যে, লোকজন পিপাসায় এতই কাতর হয়েছে যে উপায়ান্তর না দেখে উট জবাহ করে উহার নাড়ীভূড়ি চুষে পানি বের করে পান করতে লাগল। ঐ সময় হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার দরবারে হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দোয়া করবার জন্যে আরজ করলেন। হুজুর পোরনূর দোয়া করতে দুহাত মোবারক উঠালেন। হুজর পোরনূর তখন হাত মোবারক নীচে নামান নাই; বৃষ্টি মুসলধারে বর্ষিতে লাগিল। যার নিকট যে পাত্র ছিল; পানি পূর্ণ করে নিল। এই বৃষ্টির পানি লস্করের বাহিরে ব্যবহার করা হয় নাই।

(৬১) বর্ণিত আছে যে একবার হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং হজরত আবু তালেব এক ছওয়ারীতে ছওয়ার হয়ে ছফরে গিয়েছিলেন। আবু তালেব আরজ করলেন হে ভ্রাতুস্পুত্র! আমার বড়ই পিপাসা পেয়েছে আমার সঙ্গে পানিও নাই। হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ নীচে নেমে নিজ পা'মোবারক জমীনে আঘাত করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বেগে জমীন হতে পানি বের হতে লাগল হুজুরে পাক হজরত আবু তালেবকে বললেন- হে চাচাজী পানি পান করুন।

(৬২) বোখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, হজরত এমরান বিন হাছিন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত- তিনি বলেন যে, এক সময় আমি রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার সাথে ছিলাম। লোকজন পানির পিপাসার অভিযোগ করলে হুজুর পোরনূর নিজের কাছে দু'জন সাহাবীকে ডেকে এনে বললেন- তম্মধ্যে একজন হযরত আলী বিন আবু তালেব ছিলেন। হুজুর পাক তাঁকে বললেন, তোমরা পানির সন্ধানে বের হয়ে কিছু দূর যেতেই একজন মহিলাকে উটের উপর ছওয়ার হয়ে রাস্তা অতিক্রম করতে দেখবে। তার নিকট পানির দুটি মশক পাবে। তারা উভয়ে পানির সন্ধানে বের হলেন এবং কিছু দূর গিয়ে বর্ণনানুযায়ী ঠিকই ঐ মহিলাকে পেলেন যে পানির মশক সহ যাচ্ছিল। তাঁরা দুজন ঐ মহিলাকে পানির মশক সহ রাসূলে খোদা নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির করলেন। তারপর উটের উপর হতে পানির মশক নামানো হল। হুজুর পোরনূর পানির পাত্র চাইলেন। পানির পাত্র আনা হলে হুজুরে পাক উক্ত মশক হতে পাত্রে পানি ঢেলে ছাহাবাগণকে পানি পান করতে আদেশ করলেন, তোমরা পানি পান কর এবং পান করাও। ঐ মহিলাটি দাঁড়িয়ে দেখছে যে, আগে কি ঘটে। বর্ণনাকারী বলেন আল্লাহর কসম! নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ মহিলাকে যখন পানির মশক ফেরৎ দিলেন তখন আমি লক্ষ্য করলাম যে মশকটিতে পানির পরিমাণ পূর্বের চাইতে বেশী ছিল।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

অতঃপর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মহিলার জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করতে আদেশ দিলেন। আদেশ পেয়ে লোকজন খেজুর, আটা এবং ছাতু একত্র করে তার চাদরে বেঁধে উটের উপর রেখে দিলেন। অবশেষে হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মহিলাটিকে বললেন এখন তুমি যেতে পার আমি তোমার পানি হতে একফোঁটাও কমাইনি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা নিজ কুদরত দ্বারা আমাদিগকে পানি দান করিয়েছেন। যখন উক্ত মহিলা তার কবিলার নিকট পৌছালো তখন লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করলে মহিলাটি উত্তরে বলল আমি এক অতি আশ্চর্য্যজনক ঘটনা দেখেছি। দুই ব্যক্তি এসে আমকে এমন এক মহান ব্যক্তির নিকট নিয়ে গেল; যাকে লোকজন আঁক্বা ও মাওলা বলে সম্বোধন করে থাকে। এই বলে শুরু করে মহিলাটি সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করল। আর বলল খোদার কছম! এই ব্যক্তি হয় মানুষের মধ্যে বড় যাদুকর অথবা খোদার সত্য রাসূল। তোমাদের মধ্যে কেউ ইসলাম কবুল করার আছে কি? লোকজন মেয়েটির কথায় সাড়া দিল এবং হুজুর নূরনবীর দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল।
(৬৩) হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিছে গাজওয়ায়ে খন্দকের প্রসঙ্গে বোখারী ও মসুলিম শরীফ হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত জাবের বলেন আমি আমার বিবিকে তার নিকট কিছু খাদ্য আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম। কেননা আমি রাসুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেহারায়ে আনোয়ারের মধ্যে ক্ষুধার কিছুটা নমুনা দেখতে পেলাম। এই কথা শুনে আমার বিবি একটি থলি বের করল তাতে এক 'ছা' অর্থাৎ সাড়ে চার সের যব ছিল এবং একটি মোটা বকরির বাচ্চাও ছিল। আমি ঐ বাচ্চাটি জবাহ করে গোশত বানিয়ে ডেকসিতে রেখে দিলাম; আমার বিবি যবের আটা পিশলো এবং আমি হুজুর পাকের খেদমতে হাজির হলাম। আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমি একটি বকরির বাচ্চা জবেহ করেছি এবং আমার বিবি যবের আটা পিশছে। হুজুর কয়েকজন সাহাবা নিয়ে গরীব খানায় তশরীফ নিয়ে বসেন। অতঃপর হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন আস! জাবের খানা তৈয়ার করেছে, আস তার বাড়ীতে যাই (এই স্থানে হুজুর পোরনূর সাহাবাগণকে আহবান করার সময় 'ছুর' শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং ছিন এর পেশ ও ওয়াও এর ছকুন অর্থাৎ খাদ্য; ইহা ফরাশী শব্দ হুজুরে পাকের জবান মুবারক হতে নিঃসৃত হয়েছে)। হুজুরে পাক বললেন আমি না আসা পর্যন্ত ডেকছি চুলার উপর উঠাইওনা এবং গুলা আটাকে ঐ অবস্থায় রেখে দিও। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক হাজার সাহাবাকে সঙ্গে

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

করে হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ীতে আগমণ করলেন। হজরত জাবের উক্ত আটা এবং গোসতের ডেকছি হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার সামনে হাজির করলেন। হুজুর নূরে খোদা মুখের লালা মোবারক ডেকছিতে রাখলেন এবং বরকতের জন্যে দোয়া করলেন। তারপর হুজুর জাবেরের বিবিকে বললেন তুমি রুটি তৈরি কর। তোমার সাহয্যকারী অন্য আর একজন মেয়ে লোক সঙ্গে নাও। আর ডেকছি হতে গোশত বের করতে থাক। কিন্তু উপুর হয়ে ডেকছির ভিতর দেখোনা। হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন খোদার কছম! ঐ এক হাজার লোকের পেট ভরে খানা খাওয়ার পর ডেকছিতে পূর্বের মত গোশত পূর্ণ ছিল এবং আটাও অনেক মওজুদ ছিল।

(৬৪) হজরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, গাজওয়ায়ে তবুকের মধ্যে যা নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শেষ গাজওয়া ছিল। যখন লোকজন ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পড়েছিল তখন হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! যাহা কিছু খাদ্য রয়েছে লোকজনকে আদেশ করুন তা এন্তেজাম করতে এবং ইয়া রাসূলাল্লাহ তাতে বরকতের দোয়া করুন। হুজুর পোরনূর ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ ঠিক আছে। আমি দোয়া করব। যখন হুজুরে পাক ঘোষণা করলেন তখন যার নিকট যে খাদ্য অবশিষ্ট ছিল তা হুজুরে পাকের সমনে আনতে লাগল কেহ এক মুষ্টি ছাতু, কেহ একটি রুটির টুকরা আনল। এক ব্যক্তির নিকট ছিল ১ 'ছা' অর্থাৎ (সাড়ে চার সের) খেজুর তা নিয়ে আসল। অতঃপর এ অল্প খাদ্য যখন দস্তরখানে জমা হল হুজুরে পাক তখন বরকতের জন্যে দোয়া করলেন এবং আদেশ করলেন তোমাদের নিজ নিজ বরতনসমূহ ভরে খাবার নিয়ে যাও। তখন ইসলামী লস্করের মধ্যে এমন কেউ বাকী ছিল না যার বরতন খাদ্য পূর্ণ হয় নাই। সকলেই পেট ভরে তৃপ্তির সাথে খেলেন। তবু দস্তর খানায় খাদ্য অনেক মওজুদ ছিল। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এ তবুকের যুদ্ধের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৭০ (সত্তুর) হাজার। যখন হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে এ বিখ্যাত মুজেজাহ প্রকাশ পেল তখন নবীজী বলেন 'আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া ইন্নী রাসূলুল্লাহ' আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল। তারপর হুজুর ইরশাদ করলেন, যে কেউ এ শাহাদাতের সাথে বহাল থাকে, আল্লাহর সাথে মিলিত হবে। নিশ্চয়ই তার জায়গা বেহেশতের মধ্যে হবে।

(৬৫) হজরত আনাছ রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, সাইয়্যেদেনা হজরত জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার শাদী মোবারকের সময় হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে উম্মে ছালিম পায়েশের একটি বড় পিয়ালা আমার হাতে পাঠালেন। পায়েশ এক প্রকার খাদ্য যা খেজুর ঘি এবং ছাতু ইত্যাদি

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

মিশ্রিত করে তৈরি করা হয়। যা হোক উম্মে ছালিম উক্ত পায়েশের পেয়ালা হজরত আনাসের হাতে দিয়ে বললেন এটা হুজুর পাকের খেদমতে নিয়ে যাও এবং আরজ কর ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ খাদ্য আমার আম্মা পাঠিয়েছেন এবং তিনি ছালাম আরজ করার পর জানিয়েছেন যে হুজুরের খেদমতে এ অল্প পরিমাণে খাদ্য পাঠিয়ে তিনি বড়ই সংকোচ বোধ করছেন। হুজুর পোরনূর ইরশাদ করলেন, রেখে দাও। হুজুর আরও ইরশাদ করলেন অমুক অমুক লোকের জমাতকে ডেকে নিয়ে এসো এবং রাস্তায় যাকে পাও ডেকে আনো। হজরত আনাছ বলেন আমি হুজুর পাকের নাম উল্লেখ করা জমাতসমূহকে এবং রাস্তায় উপস্থিত যাকে পেলাম ডেকে আনলাম। যখন আমি ফিরে আসলাম তখন দেখলাম যে, হুজুরে পাকের দরবার লোকজনে পরিপূর্ণ রয়েছে। সাহাবাগণ হজরত আনাছকে জিজ্ঞাস করলেন কি পরিমাণ লোকজন হবে? তিনি বললেন আনুমানিক ৩০০০ (তিন হাজার) হবে। এর পর আমি লক্ষ্য করলাম যে, নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজ হাত মোবারক ঐ পেয়ালার উপর রেখে কিছু পাঠ করলেন। তার পর দশ জন করে লোক ডেকে তাদেরকে বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলে খেতে আদেশ করলেন। এরূপে দলে দলে লোকজন আসতে লাগল এবং পরম তৃপ্তির সাথে খানা খেয়ে যেতে লাগল। আল্লাহর ফজলে সকলেই পেট ভরে তৃপ্ত হয়ে খাদ্য গ্রহনপূর্বক গমণ করল। অতঃপর হুজুর ইরশাদ করলেন হে আনাছ! বরতন উঠাও। হজরত আনাছ বলেন আমি বরতন উঠালাম আমি তখন বলতে পারি না যে এতে পায়েশ রাখবার সময় পূর্বের মত বেশী ছিল না, এখন উঠাবার সময় বেশি ছিল। ইহা ইমাম বোখারী ও মুসলীম রেওয়ায়েত করেছেন।

(৬৬) হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, হজরত রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হজরত মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এক পাত্র ঘি দান করেছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ ৪৫ (পয়তাল্লিশ) বছর পর্যন্ত সে পাত্র হতে প্রয়োজন মত ঘি খরচ করা সত্বেও তা পূর্ণই ছিল। ৪৫ বছর পরে হঠাৎ ধাক্কা লেগে পাত্রটি ভেঙ্গে সমস্ত ঘি পড়ে গিয়েছিল।

(৬৭) হজরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা আমাকে অর্ধ 'ছা' খুরমা দান করেছিলেন। আমি সে খুরমাগুলিকে একটি হাড়ির মধ্যে রেখেছিলাম। সুদীর্ঘ বিশ বৎসর পর্যন্ত আমি প্রত্যেকদিন সে হাড়ি হতে খুরমা বের করে নিজে খেয়েছি এবং বাড়ীর সকলকে দিয়েছি কিন্তু তবুও আমার হাড়ির খুরমা নিঃশেষ হয় নাই। অতঃপর আমীরুল মোমেনীন হজরত উসমান রাদিয়ল্লাহু আনহুর শহীদ হওয়ার পর আমার সে খুরমার বরকত চলে গিয়েছিল।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

৬৮। উট, পশু, পাখী ইত্যাদি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সেজদা করত। হজরত আনছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে তিনি বর্ণনা করেন যে, নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হজরত আবুবকর এবং হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে এক আনছারীর বাগানে তশরীফ নিয়ে গেলেন; ঐ স্থানে একটি বকরি ছিল এবং ঐ বকরি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সেজদা করল। হজরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা বেশী হকদার যে আমরা আপনাকে সেজদা করবার। হুজুরে পাক ইরশাদ করলেন কোন মানুষের জন্য শোভা পায়না মানুষকে সেজদা করা হাদিসের .... শেষ পর্যন্ত।

(৬৯) একবার এক উট নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার দরবারে এসে নিজ কওমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, তারা এশার নামাজের পূর্বেই শুয়ে পড়ে। সে বলল আমার ভয় হয় যে, না জানি আল্লাহ পাক কোন সময় তাদের উপর আজাব নাজিল করেন। হুজুর পোরনূর তা শুনে ঐ কওমকে ডাকলেন এবং তাদেরকে এশার নামাজের পূর্বে শুতে বারণ করলেন।

(৭০) সাইয়্যেদাহ হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার ঘরে ২টি বকরি ছিল। যখন হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে আরাম করতেন, বসবাস করতেন তখন এ বকরি নীরবতার সাথে আরামে এবং শান্তিতে থাকত। আর যখন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বাহিরে তাশরীফ নিতেন তখন ঐ বকরি পেরেশান-বেকারার ও বেহুশ হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকত। হায়! আফসোস চতুস্পদ জানায়ারের মধ্যে নবীজীর প্রেম ও ভালবাসা এতই ছিল যে, সে তূলনায় আজব মানুষের মধ্যে কতটুকু প্রেম আছে বা কী পরিমাণ থাকা উচিৎ তা পরিমাপ করে দেখা প্রয়োজন। আর ওহাবী বদ্‌বখ্‌তরা তো জানোয়ারের চাইতেও নিকৃষ্ট।

(৭১) এক রেওয়ায়েতে আছে হুজুরে আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন উট কোরবানী করতে যেতেন তখন প্রত্যেকটি উট একে অন্যকে সরিয়ে হুজুরে আনোয়ারের দিকে আসার জন্যে চেষ্টা করত যেন হুজুরে আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথমেই তাকে জাবেহ্ করে।

(৭২) বর্ণিত আছে যে, হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজ হাত মোবারক উম্মে মুরাদের বকরির স্তনে ফিরালেন যার দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল। ফলে ঐ বকরির স্তনে ঐ সময়েই দুধের জোয়ার আসল। তিনি নিজেও দুধ দোহন করে পান করতেন এবং হজরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকেও পান করাতেন।

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

উম্মে মুরাদের বকরির মশহুর কিচ্ছা ইন্‌শাআল্লাহ হিজরতের অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যাবে।

দরূদ শরীফের সংক্ষিপ্ত ফজিলত

(৭৩) হাদিস শরীফে আছে, মান সাল্লা আলাইয়া ওয়াহেদাতান সাল্লাল্লাহু আলাইহে আশরান- অর্থঃ যে ব্যাক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন।

(৭৪) অন্য এক হাদিসে আছে যে, হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন, তার দশটি গোনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে এবং দশটি সম্মান বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। ইহা শুধু দরূদ শরীফের উজরত এবং সওয়াবের সাথে খাছ রয়েছে। পক্ষান্তরে, অন্য আমলের মধ্যে এই দশগুণ বৃদ্ধি নাই অর্থাৎ নেক আমলের একের বদলা দশগুণ সওয়াব অবশ্যই মিলবে কিন্তু এ গুনাহ মিটিয়ে দেয়া এবং সম্মান বৃদ্ধি করে নাই। আমি রেজভী বলছি, বিষয়টি খুবই তাৎপর্য পূর্ণ এবং খুবই চিন্তামূলক ও রহস্যময় বটে।

(৭৫) "লাও শাক্কা ক্বালবী তারা ফি ওয়াছাতাতিহি জিকরুকা ফি ছাতারিন ওয়াত তাওহিদু ফি ছাতারিন"- যদি আমার দ্বীল চিড়ে দেখুন তবে তাতে এক ছতর আপনার জিকির এবং এক ছতর তৌহিদে এলাহী দেখতে পাবেন।

(৭৬) বড় ফায়দা দরূদ ও সালামের মধ্যে এই যে, এর সওয়াব দশটি গোলামকে আজাদ করে দেয়া। ১০টি জেহাদের মধ্যে শরীফ হওয়ার সমান। দোয়া কবুল হয়, হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাফায়াত, হুজুরে পাকের স্বাক্ষ্য এবং নৈকট্য লাভ হয়। বেহেশতের দরজা নিজ হাতে খোলা এবং কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হুজুরে পাকের সাথে সাক্ষাৎ লাভ এবং সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ লাভ, কিয়ামতের দিন সমস্ত দুঃখ-কষ্ট হতে নিরাপদে থাকা, সমস্ত হাজত পূরণ হওয়া, গোনাহ মাপ হওয়া, ভুল-ভ্রান্তিকে মিটিয়ে দেয়া- এ সমস্তই দরূদ শরীফের বরকতে হয়ে থাকে। আর কতিপয়ের অভিমত এই যে, দরূদ শরীফের ফায়দা এই যে, ফরজসমূহে যা ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে তার কাফফারা হয়ে যায়। দরূদ শরীফের বদৌলতে দুঃখ-কষ্ট দূর হয়, বিমার হতে মুক্তি লাভ করে, ভয়-ভীতি হতে নাজাত পায়, ক্ষুধা নিবারণ হয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ভালোবাসা লাভ হয়। তাঁর দরূদ আল্লাহর দরূদ এবং ফেরেশতাগণের দরূদের সাথে মিলিত হয়ে যায়। ধন দৌলত বৃদ্ধি হয়, পবিত্রতা আসে দ্বীল পরিস্কার হয়।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সমস্ত কাজ কর্মে বরকত হয় এবং চার পুরুষ পর্যন্ত বরকত জারী থাকে- এ সমস্তই দরূদ শরীফের ফায়দা।

'সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়ালিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়াবারিক ওয়াসাল্লাম'- এতদ্ব্যতীত দরূদ শরীফের হাজার হাজার ফায়দা রয়েছে।

(৭৭) আমিরুল মুমেনীন সাইয়্যেদেনা হজরত আলী ইবনে আবিতালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, হজুর পোরনূর ছসাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "ইন্নাল বাখিলা কুল্লাল বাখিলে"- যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পড়ে না নিশ্চয়ই সে সমস্ত বখিল হতে নিকৃষ্টতর বখিল। আরও একটি রেওয়ায়েত আছে যে, "আল বাখিলু মান জুকিরতু ইন্দাহু ফালাম ইউছাল্লি আলাইয়্য"- ঐ ব্যক্তি অধিক বখিল যার সম্মুখে আমার নাম উচ্চারিত হয় অথচ সে আমার উপর দরূদ পাঠ করে না।

(৭৮) আরও এক হাদিসে আছে যে, হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির সামনে আমার কথা আলোচনা করা হয় অথচ সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ে না, নিশ্চয়ই সে বেহেশতের রাস্তা ভুলে গেছে।

(৭৯) হজরত ক্বাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, নূরে খোদা মোহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন- যখন আমার আলোচনা যার সামনে করা হয় এবং আমার উপর দরূদ না পড়ে সে যেন নিশ্চয়ই আমার উপর জুলুম করল। নাউজুবিল্লাহ!

(৮০) হজরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- কোন একটি মজলিশ বসেছে এবং উঠে চলে গেছে, কিন্তু তারা (হুজুর পোরনূর উপর) দরূদ শরীফ পাঠ করে নাই। ঐ মজলিশটি মুর্দারের চেয়েও নিকৃষ্ট মজলিশ। নাউজুবিল্লাহ!

(৮১) হযরত আবু ছায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন- একদল লোক মজলিস জমিয়েছে এবং নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়সাল্লামার উপর দরূদ পাঠ করে নাই কিন্তু কিয়ামতের দিন ঐ মজলিশের লোকজন বড়ই অনুতপ্ত হবে, যদিও বেহেশতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ ঈমান ও আমলে ছোয়ালেহার দ্বারা বেহেশত পায়। ঈমান ও আমলে ছোয়ালেহার ছোয়াব পাইবে কিন্তু হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার উপর দরূদ শরীফ পাঠের বড় ছোয়াব ফৌত হয়ে যাওয়ার কারণে আফসোস ও অনুতাপের অগ্নিতে দগ্ধ হতে থাকবে কেন তারা এই বড় সওয়াব হতে বঞ্চিত রইল।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(৮২) অপর এক হাদিসে আছে, হুজুরে আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, ঐ ব্যক্তি অপমানিত হবে যার সম্মূখে আমার নাম বলবে আর সে দরূদ শরীফ না পড়বে।

(৮৩) আরও একটি হাদিসে আছে যে, হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বাহিরে কোথাও তাশরীফ নিয়ে গিয়েছেন এবং মিম্বারে আরোহন করার সময় বললেন 'আমীন'। আবার যখন কদম মোবারক রাখলেন তখনও বললেন 'আমীন'। হজরত মা'আজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন 'ইয়া রাসুলাল্লাহু! ঐ সময় আমিন বলার কারণ কি ছিল। হুজুর নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন- জিব্রাইল আমার নিকট এসে আরজ করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! যে ব্যক্তির সামনে আপনার নাম মোবারক উচ্চারণ করা হয় আর সে আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ না করে এবং মরিয়া যায় আল্লাহপাক তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন, আল্লাহপাক তাকে ধ্বংশ করুন, তিনি তাকে নিশ্চিহ্ন করুন; ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আমীন বলুন। আমি তখন আমিন বলেছি"।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করুন জিবরাঈল আমীনের মত আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশতার বদ দোয়া এবং নূরে খোদা মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম 'আমীন' বলায় দরূদ পাঠে অবহেলাকারীর প্রতি কত ভয়াবহ দুঃসংবাদ, কত মারাত্মক দুভার্গ্যের ব্যাপার তা সহজেই অনুমান করা যায়। অতএব, আমার সমস্ত ঈমানদার সুন্নী মুসলমান ভ্রাতা ও ভগ্নিগণকে বিশেষ করে আমার সমস্ত মুরীদীন মোতাক্বেদীন ও ভক্ত অনুরক্তগণের প্রতি জানাচ্ছি যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর ওজুর সাথে ডান মুড়ে বসে অথবা দাঁড়িয়ে বেশী বেশী দরূদ শরীফ মহব্বতের সঙ্গে পাঠ করবেন। জেনে রাখুন, দরূদ শরীফ সৌভাগ্যের পরশমনি স্বরূপ। আর বাকী সময় ওজু থাকুক না থাকুক বা পাক- নাপাকের প্রশ্ন নেই; মনে মনে সর্বদা ইয়াহু কিংবা ইয়া আল্লাহু জপতে থাকবেন। কাজে-কর্মে সকল অবস্থায় এ মোবারক নামের জিকির খেয়ালে-ধ্যানে জারী রাখবেন। কেউ যেন টের না পায়, জানতে বা বুঝতে না পারে যে আপনি কি করছেন? এমন কি আপনার উভয় কাঁধের-ফেরেশতা কেরামুন কাতেবীনও যেন টের না পায়, জানতে না পারে। চলাফেরায়, উঠাবসায়, হাটে-মাঠে-ঘাটে, কাজে-কর্মে ব্যবসা ও বাণিজ্যে এবং রাত্রে শুইবার সময়ে 'ইয়া হু' অথবা 'ইয়া আল্লাহু' জপতে জপতে ঘুমিয়ে পড়বেন এই অবস্থায় মরণ হলে শহীদী মরণ নসীব হবে। দুনিয়ার শান্তি ও পরকালের চিরশান্তি লাভ হবে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

নিম্নের দরূদ শরীফ বেশী পরবেন

"সাল্লাল্লাহু আলান্নাবিয়্যিল উম্মিয়্যে ওয়া আলিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা সালাতাও ওয়া ছালামান আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ।"

বয়াতে রাসুল গ্রহণকারীদের প্রতি সংক্ষিপ্ত নসিহত এই যে, কম আহার, কম নিদ্রা ও কম কথা বলার অভ্যাস গঠন করে নিবেন। নিজের হাত পা ও চোখকে পাপরাশি হতে হেফাজতে রাখবেন। চুরি ডাকাতি, জিনা ও শরাব খোরী ইত্যাদি জঘন্য পাপ হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবেন অপরকেও বাঁচাতে চেষ্টা করবেন। সাবধান! এতিমের হক নষ্ট করবেন না। ঋণগ্রস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবেন না। পরের হক কিংবা ঋণ আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়লে মৃত্যু আসার আগেই তা হকদার হতে বা ঋণদাতা হতে মাফ চেয়ে নিবেন। স্মরণ রাখবেন, পথভ্রষ্ট বাতিল ফেরকা ওহাবী তাবলিগী ইত্যাদির সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখবেন না। আল্লাহ পাক আপনাদিগকে ইহকাল ও পরকালের শান্তি ও মুক্তি দান করুন! আমীন। ভ্রাতৃগণ! আমার আঁক্বা ও মাওলা রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শৈশবকালে এতিম ছিলেন। এই কথা খেয়াল করে এতিমখানা মাদ্রাসা করেছি। এক্ষণে, রাসূলে পাকের প্রেমিকগণের প্রতি আরজ এই যে, এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি সুদৃষ্টি রাখবেন। রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আপনাদের প্রতি সহায়ক হবেন।

মুসলমান কাফের হয় কুফুরীর দ্বারা

(৮৪) কোরআন কারীমে সূরায়ে তওবায় আল্লাহপাক ইরশাদ করেন- ইয়াহ্লিফুনা বিল্লাহি মাক্বালু ওয়ালাক্বাদ ক্বালুকারিমাতাল কুফরি ওয়া কাফারু বা'দা ইছলামিহিম।

অর্থ; তারা আল্লার নামে শপথ করে বলে যে, তারা কিছু বলে নাই (নবীজীকে গালি দেয় নাই) এবং মুসলমান হওয়ার পর এরা কাফের হয়েছে। উক্ত আয়াতে কারীমার শানে নুযুল এই যে, তাফসীরে ইবনে জরীর এবং তিবরানী এ আবু শায়খ এবং ইবনে মারুবিয়ায় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদিন একটি বৃক্ষের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং সাহাবাগণকে বললেন কিছুক্ষণের মধ্যে এক ব্যক্তি আসবে এবং সে তোমাদেরকে শয়তানের চক্ষু দ্বারা দেখবে। তোমরা তার সাথে কোন কথা বলবে না।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

অল্পক্ষণ পরেই সেই কুরনজী চক্ষু ওয়ালা সে লোক সামনে দিয়ে যেতে লাগলো। রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন ওহে' তুমি এবং তোমার দল-বল আমাকে গালি দাও কেন? কথা বার্তায় বেয়াদবীপূর্ণ উক্তি কর কেন? লোকটি কোন উত্তর না দিয়া চলে গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তার দল-বলকে নিয়ে এসে সকলে মিলে আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে লাগল ওগো নবী ! আল্লাহর কছম! আপনাকে আমরা গালি দেই নাই; আপনার সম্পর্কে কোন বেয়াদবীজনক উক্তিও করিনা। সে মুহুর্তে আল্লাহ পাক উক্ত আয়াতে কারীমা নাযিল করলেন, ওগো নবী! এরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলল যে, এরা আপনাকে গালি দেয় নাই বেযাদবী পূর্ণ উক্তি করে নাই; কিন্তু না, নিশ্চয়ই এরা কুফুরীমূলক উক্তি করেছে। আর তোমার শানে বেয়াদবী করে মুসলমান হওয়ার পর কাফের হয়েছে। পাঠক! লক্ষ্য করুন, আল্লাহ পাক সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নবীজীর শানে গালি বা বেয়াদবীজনক শব্দ বা উক্তিই কুফুরী কালাম অর্থাৎ কুফুরীমূলক কথা। আর এ বেয়াদবীজনক কথা বা কুফুরীমূলক উক্তি যে করে লাখো মুসলমানের দাবীদার হোক কলেমা পাঠক হোক; নিঃসন্দেহে সে কাফের হয়ে যায়। কোরআনে কারীমের এ ফায়সালা। কোরআনে কারীমে আরও ইরশাদ হয়েছে- লাইন্ ছাআলতাহুম লাইয়াকু- লুন্নাইন্নামা কুন্না নাখুদু ওয়া নালআবু ক্বোল আবিল্লাহে ওয়া আয়াতিহি কুন্তুম তাছতাহাজিউন লা- তা' তাজিরু ক্বাদ্ কাফারতুম বা'দা ঈমা-নিকুম।

অর্থঃ ওগো নবী! যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাস কর তখন নিশ্চয়ই এরা বলবে আমরা কেবল হাসি-ঠাট্টা করতে ছিলাম। তুমি বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহ ও তার আয়াত এবং আল্লাহর রাসূলের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতেছ? টাল-বাহানা করিও না, ঈমান আনার পর তোমরা কাফের হয়ে গিয়েছ। ইবনে শুয়াইবা, ইবনে জরীর এবং ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে 'ইন্নাহু কালা ফি ক্বাওলিহি তায়ালা ওয়ালাইন ছাআলতাহুম লাইয়াকু লুন্না নাফাতা ফুলানা বুওয়াদিন ফাজাওয়া ফাজা ওয়ামা ইউদরিহি বিল গাইবে'- অর্থঃ কোন ব্যক্তির উটনি হারিয়ে গেছে এবং সে উটের তালাস করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর দরবারে আরজ করলে রাসূলে খোদা ইরশাদ করেন অমুক জঙ্গলের অমুক স্থানে তোমার উট পাবে। এই কথা শুনে এক মুনাফিক বলে উঠল মোহাম্মদ গায়েবের কি জানে? এই প্রসঙ্গে তৎক্ষণাৎ ওহি নাযিল হয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আল্লাহ ও রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছো! আল্লাহ ও রাসূল কি ঠাট্টার পাত্র?

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ১৭২

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

টাল বাহানা করিও না তুমি মুসলমান ছিলে ঐ কথার কারণে কাফের হয়ে গেছো। দেখুন তফছীরে ইমাম ইবনে জরীর মাতবা'মিছির জিলদে দহম ১০৫ পৃষ্ঠা, এবং তফ্ছীরে দুররে মনছুর ইমাম জালালুদ্দীন ছুয়ুতী ছিলদে ছুয়ম ২৫৪ পৃষ্ঠা।

প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন নূরে খোদা মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার শানে এতটুকু বেয়াদবী যে 'তিনি গায়েবের কি জানে'? এ উক্তির কারণে আর কলেমা পাঠের কোনও দাম রইল না। যেহেতু কালামে পাকে স্বয়ং আল্লাহ তা'লা ঘোষনা দিয়েছেন-আর টাল বাহানায় কাজ হবে না, পূর্বে মুসলমান ছিলে এখনতো কাফের হয়েছো। দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার ফায়সালা। এক্ষণে, নূরে খোদা সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবী ও গোস্তাখীতে যারা চরম সীমায় পৌছেছে সে হতভাগ্য নজদী, ওহাবী, দেওবন্দীদিগের প্রতি নছিহত এই যে, কোরানে কারীমের উক্ত ঘোষনা ও ফায়সালা হতে শিক্ষা গ্রহন করতে পারে। বিশেষতঃ নবীয়ে পাকের এলমে গায়েবকে যারা পুরাপুরি অস্বীকার করে থাকে, লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এ কথা ছিল মুনাফীকের। যে রাসূল গায়েবের কি জানে? আর উক্তিকারীকে আল্লাহতা'লা আল্লাহর সাথে কোরানে পাক এবং রাসূলে পাকের সাথে ঠাট্টাকারী বলে ঘোষনা দিয়েছেন এবং তাকে স্পষ্ট ভাষায় কাফের ও মোরতাদ বলে সাব্যস্থও করেছেন। আল্লাহ পাক আহকামুল হাকিমীনের ফায়সালা কতই না সুন্দর ও চমৎকার তা কেনই বা হবে না । গায়েবের কথা জানা গায়েবী সংবাদ দান করা তো নবীয়ে পাকেরই শান। এতে সন্দেহের কিছু বা আশ্চর্য্যের লেশমাত্রও নেই। গায়েবের কথা জানা কিংবা গায়েবী খবরদান করা তো নেহায়েত সাধারণ বিষয় আমার আঁক্বা ও মাওলা নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমস্ত গায়েবের গায়েব তথা গায়েবের মালিক স্বয়ং রাব্বুল ইজ্জাতকে দেখেছেন জেনেছেন এবং উত্তমরূপে চিনেছেন। সে নূরানী নজরের সামনে আর কোন জিনিস গায়েব থাকতে পারে? যেমন প্রমাণ করেছেন হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মোহাম্মদ গাজ্জালী, ইমাম আহ্মদ কাছতালানী, আল্লামা আলী ক্বারী, আল্লামা মোহাম্মদ জারকানী, আল্লামা ছুয়ুতী, আল্লামা শায়খ আব্দুল হক দেহলূভী এবং আল্লামা শায়খ আহ্মদ রেজা খান বেরলভী প্রমুখ শীর্ষ স্থানীয় আল্লামা ও মোহাদ্দেছীনে কেরাম, তাঁরা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহর হাবীব নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ প্রদত্ত এলমে গায়েবের অধিকারী। কোরানে কারীম ও হাদীস শরীফে এর বহু বহু প্রমাণ রয়েছে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বাতেল ফেরকার দ্বিতীয় মক্করবাজী

ইমামে আজম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাজহাব এই যে "লা-নুকাফ্ফিরু আহাদাম মিন আহলিল কেবলাতে" অর্থাৎ ইমামে আজম বলেন, আমি আহলে কেবলার কাউকে কাফের বলিনা এবং হাদিস শরীফে আছে আমাদের মত যে নামাজ পড়ে, আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের জবাহর গোশত খায় সে মুসলমান। ইমামে আজমের উপরোক্ত অভিমত এবং উল্লেখিত হাদিস দ্বারা মক্কর-বাজ ওহাবীরা সরল প্রাণ নিরীহ মুসলমানদের ধোকা দিয়ে থাকে। আসলে এ মক্কর-বাজ খবিছ সকলে কেবলা মুখী হওয়াকে ইমাম বানিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ কেবলা মুখী হয়ে নামাজ পড়লে মুসলমান যদিও আল্লাহ তা'লাকে মিথ্যাবাদী বলুক এবং রাসূলে খোদাকে জঘন্য গালি দিয়ে থাকুক, কোন অবস্থায়ই ঈমান নষ্ট হয় না। এই হল মক্কর-বাজ ওহাবীদের ধর্ম। আল্লাহ সরল প্রাণ মুসলমানের ঈমানকে এই মক্করবাজদের হাত হতে হেফাজতে রাখুন।

পক্ষান্তরে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন- লাইছাল বিররা আন তুয়াল্লু ওজুহাকুম ক্বিবালাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবি ওয়ালাকিন্নাল বির্‌রা মান আ-মানাবিল্লাহে্ ওয়াল ইয়াওমিল আখেরি ওয়াল মালায়িকাতি ওয়াল কিতাবি ওয়ান্নাবিয়্যিন।

অর্থ: মূলতঃ পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোর মধ্যে কোন পূণ্য নাই; বরং পূণ্যবান সে ব্যক্তি যে ঈমান এনেছে আল্লাহ, কিয়ামত, ফেরেশতা, সকল কিতাব এবং নবীগণের প্রতি। এই স্থানে, আল্লাহ পাক স্পষ্ট ভাষায় ঘোষনা করেছেন যে, প্রকৃত পক্ষে ধর্মের জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঈমান আনা বা বিশ্বাস স্থপনই হচ্ছে আসল পূণ্য বা মঙ্গল। এতদ্ব্যতীত, কেবলা মুখী হয়ে নামাজ পাঠ কোন বিষয় নয়; এতে ছওয়াবও নাই। আরও অন্যত্র বলা হয়েছে- ওয়ামা মানাআনহুম আনতুকবালা নাফাকাতুহুম ইল্লা আন্নাহুম কাফারু বিল্লাহে্ ওয়া রাছুলিহি .... শেষ পর্যন্ত (সূরা তওবা)।

অর্থাৎ, তারা যা খরচ করে তা কবুল হওয়া বন্ধ হয় নাই, কিন্তু তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফুরী করেছে। এরা নামাজে উপস্থিত হয় তো অলসতার সাথে, খরচ করে তো খারাপ অন্তরে। পাঠক! এখানে লক্ষ্য করুন, এরা নামাজ পড়ে তবু কোরাণে কারীমে কাফের বলা হয়েছে। জিজ্ঞাসা হল এরা কি কেবলার দিকে ফিরে নামাজ পড়ত না? এর উত্তর এই যে, এরা শুধু কেবলার দিকে ফিরে নামাজ পড়ত তাই নয়; বরং কেবলায়ে দ্বীল ও জান কাবায়ে দ্বীন ও ঈমান যিনি কাবার কাবা তাহার পেছনে নামাজ পড়ত। কোরানে কারীমে আরও

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আছে শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ, যদি তারা তৌওবা করে নামাজ কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে তবে তারা তোমাদের ধর্মের ভাই এবং এইভাবে আমি আমার নিদর্শনসমূহকে জ্ঞানবান লোকদের নিকট পরিস্কারভাবে বর্ণনা করে থাকি। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিবার পর তারা যদি চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মকে ঠাট্টা করে তবে এই সকল কাফের সর্দারগণের সাথে যুদ্ধ কর, কেননা তাদের প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নাই এবং তারা যেন বিরত হয়। দেখুন নামাজ আদায়কারী যদি ধর্মের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রুপ করে তবে তাকে কাফেরদের ইমাম বা সর্দার আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শনই হচ্ছে দ্বীনের প্রতি ঠাট্টা বা বিদ্রুপ করা।

(৮৫) ইমাম আবু ইউছুফ রাদিয়াল্লাহু আনহু কিতাবুল খারাজের মধ্যে লিখেছেন- যে কোন ব্যক্তি মুসলমান হয়ে নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে গালি দেয় অথবা তার প্রতি কোন দোষারোপ করে তাকে মিথ্যা অপবাদ দেয় অথবা হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মানহানি ঘটায়; তবে নিঃসন্দেহে সে কাফের। সে ব্যক্তি আল্লাহকেই অস্বীকারকারী হয়েছে। আর তার স্ত্রী তালাক হয়েছে। দেখুন একথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হল যে, হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুমহান শানের অবমাননা করে, ঐ ব্যক্তি মুসলমান থাকতে পারেনা, কাফের হয়ে গিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, সে ব্যক্তি আমাদের কেবলাকে মানত কিনা? অর্থাৎ কেবলামুখী হয়ে নামাজ পড়ত কিনা? কিন্তু এই সমস্ত ঠিক থাকা সত্বেও কেবল নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবী করার কারণে তার কেবলা মানা ও কলেমা পাঠ সবই নিস্ফল, কিছুই গহণযোগ্য হয় না। পরিণামে নিরেট কাফের ও মোরতাদ বলে গণ্য হয়। মোট কথা আয়েম্মায়ে মোজতাহেদীনগণের পরিভাষায় আহলে কেবলা তাকেই বলে যে ব্যক্তি সার্বিকভাবে জরুরাতে দ্বীন বা ধর্মের জরুরী বিষয়াদির উপর ঈমান রাখে অর্থাৎ ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের উপর দৃঢ়বিশ্বাস রাখে। উক্ত বিষয়সমূহের কোন একটি বিষয়কে অস্বীকার করবে কিংবা তুচ্ছ করবে তবে কাফের হয়ে যাবে। এমন ব্যক্তিকে যে কাফের না জানবে সেও কাফের হবে। শেফা শরীফ, বাজ্জাজিয়া এবং দুরার ও গুরার এবং ফতুয়ায়ে খাইরিয়া ইত্যাদি কিতাবসমূহে আছে যে, সমস্ত মুসলমানের এজমা অর্থাৎ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, যে ব্যক্তি হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার শানে বেয়াদবী করবে সে নিঃসন্দেহে কাফের। আর যে ব্যক্তি তার আজাব ও কাফের হওয়ার মধ্যে সন্দেহ করবে সেও কাফের।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ১৭৫

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(৮৬) মাজমাউল আনহার ও দুর্‌রে মোখতার নামক কিতাবে আছে- ওয়াল-লাফজু-লাহুল কাফেরু বিছাব্বে নাবিয়্যিল আম্বিয়ায়ে লা-তুক্ববালু তাওবাতুহু মুত্বলাক্কান ওয়ামান শাক্কা ফিহ্।

অর্থঃ যে ব্যক্তি কোন নবীর শানে বেয়াদবী করে কাফের হয়ে যায় তার তওবা কবুল হবার কোন উপায় নাই এবং যে কেউ তাকে কাফের আজাবের মধ্যে সন্দেহ করে সেও কাফের। ফেকহে আকবরের মধ্যে আছে, উলামাগণ বলেছেন যে, আহলে কেবলাকে গোনাহের কারণে কাফের বলা যায় না। রাফেজীরা 'ওহি'র ব্যাপারে জিব্রাঈলের ভুল ধরেছে। অর্থাৎ তাদের মতে, আল্লাহ পাক জিব্রাঈলকে হজরত আলীর নিকটে ওহিসহ পঠিয়েছিলেন; কিন্তু জিব্রাঈল ভুল করে ওহি নিয়ে হজরত মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার দরবারে এসেছে। তাদের মধ্যেই কিছু সংখ্যক হজরত আলীকে খোদাও বলিয়া থাকে। এই ধরণের বাতিল ফেরকা রাফেজীরা শুধু কেবলা মুখী হয়ে নামাজ পড়ে তাই নয় বরং পরহেজগারীতেও কম নয়। কিন্তু তবুও এরা মুসলমান নয় চার মজহারের আলেমগণ এদেরকে কাফের বলে ফতুয়া দিয়ে থাকেন।

পাঠকবৃন্দ! পূর্বে যে হাদিসের আলোচনা করেছি সেই হাদিসেও আমাদের বক্তব্য বিষয়ের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। অর্থাৎ- হাদিস শরীফে এসেছে আমাদের কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে, আমাদের জবাহ্কৃত গোস্ত খায় সে বক্তি মুসলমান। অর্থাৎ সমস্ত জরুরাত-ই দ্বীনের প্রতি ঈমান রাখে; যেন ঈমানের খেলাফকারী না হয়।

(৮৭) রদ্দুল মোহতারের মধ্যে আছে জরুরীয়াতে ইসলামের মধ্যে কোন বিষয়ের বিরোধীতা করলে বিল এজমা অর্থাৎ- সর্বসম্মতরূপে কাফের। যদিও সে আহলে কেবলা হোক কিংবা জিন্দেগী ভরা বন্দেগী করতে থাকুক।

(৮৮) যদি কোন ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত কেবলামুখী হয়ে নামাজ পড়ে এবং শুধু এক সময় মহাদেবকে সেজদা করে; এতে সে ব্যক্তি মুসলমান থাকবে কি? অথচ আল্লাহ তায়ালাকে মিথ্যাবাদী বলা এবং রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে জঘন্য বেয়াদবী করা মহাদেবকে সেজদা করার চাইতে অনেক বেশী নিকৃষ্ট।

(৮৯) কোন আলেম বা অলীকে যদি তাজিমান সেজদা করে তবে গোনাহগার হবে, কাফের হবে না । কিন্তু রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে সামান্য বেয়াদবী করলে কিংবা তাকে গালি দিলে কাফের হয়ে যায়, এমন কি তার তওবা কবুলেরও কোন উপায় থাকে না। সমস্ত ফেকার কিতাবে সমস্ত ইমাম ও মোজতাহিদগণ এক ও অভিন্ন মত প্রকাশ করেন যে, গোস্তাখে রাসূল বা দুষমনে রাসূলের তওবা কখনো কবুল হবার নহে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(৯০) তথাকথিত মক্কর-বাজ ওয়াহাবী বেদ্বীনদিগের সহস্র কুফরী ঢাকবার আরও একটি মক্কর-বাজী এই যে, এরা বলে ফেকার কিতাবে আছে যার মধ্যে ৯৯ (নিরান্নবই)টি কথা কুফুরী থাকে আর একটি কথা ইসলামের থাকে তবে তাকেও কাফের বলা যায় না। এক্ষণে এর উত্তর শুনুন, মক্কর-বাজ ওহাবীদের ধোকা ও মক্কর-বাজী সকল প্রকারের ধোকাবাজ ও মক্কর-বাজদের ছেড়ে গিয়েছে। এরা সবার চেয়ে নিকৃষ্ট। আমি জিজ্ঞাসা করি, কোন ব্যক্তি মুসলমান হয়ে সকালে আজান দিয়ে নামাজ পড়ে অতঃপর সে ভূতপূজা করল, পৈতা ধারণ করল, ঘন্টা বাজাল, সিংগায় ফুক দিল এবং কোরআনকে মিথ্যা বলিল, আল্লাহকে মিথ্যাবাদী বলিল, নবীগণকে গালি দিল বিশেষত: নবী করিম ছসাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবী করল, নবী করিমকে সাধারণ মানুষ বা বড় ভাই বলল ইত্যাদি কুফুরীর দ্বারা তার ৯৯ (নিরান্নব্বই)টি কুফুরী পূর্ণ করল; তবুও কি তাকে মুসলমান বলা যাবে? ইবলিসের উম্মত ওয়াহাবী বলবে তার মধ্যে একটি তো ইসলাম রয়েছে; কিরূপে কাফের বা যায়? আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ! আলেম তো দূরের কথা! সাধারণ কোন মুসলমানও বলবেনা যে, ঐ বদ্‌বখ্‌ত মুসলমান। অন্যকথায় ওহাবীদের মতে ইহুদী, নাছারা, মাজুছী, আড়িয়া, দাহরিয়া, নেচারী, চকড়ালুভী প্রভৃতি সবাই মুসলমান। কেননা এরা সবাই আল্লাহকে স্বীকার করে যা ইসলামের প্রধান অঙ্গ। ইহুদী ও নাছারা বা খ্রীষ্টানরা তো নবীও মানে। এরা তো ওহাবীদের মত কিয়ামত হাশর-নশর, হিসাব-কিতাব, ছওয়াব ও আজাব এবং বেহেশত দোজখ সবই বিশ্বাস করে যা সম্পূর্ণ ইসলামেরই কথা। নাইজুবিল্লাহু! নাইজুবিল্লাহু!! আল্লাহ পাক ওয়াহাবীদের মক্করবাজী হতে মুসলমানের ঈমানকে হেফাজত রাখন। আমীন।

(৯১) ওয়াহাবীদের মতে কারোও মধ্যে ৯৯টি কুফুরী থাকলে ১টি ইসলামের কথা থাকার কারণে কাফের বলা যায় না। ওয়াহাবীদের এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, স্বয়ং আল্লাহ পাকও ভুল করেছেন। আল্লাহ্ পাক কোরআনে কারীমের সূরায়ে তওবার জায়গায় ১টি মাত্র কুফুরীর কারণেও কাফের বলেছেন; যদিও তাদের মধ্যে নামাজ রোজা কলেমা পাঠ রয়েছে, আরও রয়েছে টুপী, দাঁড়ি, পাগড়ী, আচ্‌কান, জুব্বা এবং কোরাণ তেলাওয়াত ইত্যাদি। এতক্ষন আল্লাহ পাকের ভুল ধরায় ডবল কাফের হয়েছে। নাইজুবিল্লাহু!

(৯২) মনে করুন কোন ব্যক্তি কোরআনে কারীমের ১০০০ (এক হাজার) কথা হতে ৯৯৯ (নয়শত নিরানব্বই) টি মানল; আর শুধু একটি কথা মানল না তবে ঐ ব্যক্তি মুসলমান থাকবে?

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

কখনো না বরং কাফের হয়ে যাবে। তাহলে ৯৯টি কুফুরীর ১টি মুসলমানী থাকলে কিরূপে মুসলমান থাকে?

(৯৩) হে বদ্‌বখত ধোকাবাজ ওহাবী শুন। ৯৯ লাখ মুসলমানী আর ১টি কুফুরী যেন ৯৯ লাখ ফোঁটা গোলাপজল আর এক ফোঁটা পেশাব। যদি কেহ জানতে পারে যে ৯৯ লাখ ফোঁটা গোলাপ জলে এক ফোঁটা পেশাব মিশেছে তবে অবশ্যই তা ঘৃণা করবে, নাপাক জানবে, ব্যবহারের অযোগ্য বিবেচনায় ফেলে দিবে। ওয়াহাবী চকড়ালুভীর গুষ্টি! তোমাদের মধ্যে যে শত শত কুফুরী আকিদা রয়েছে সরল ও নিরীহ মুসলমান যদি জানতে পারত তবে মাদ্রাসার চাঁদা তো দূরের কথা জুতা ছাড়া তোমাদের ভাগ্যে আর কিছুই জুটত না। তবে হ্যাঁ, মুসলমানদের জাগরণ এসেছে। বাতিল পন্থী বদ আকিদা সম্পন্ন দু'পায়ের জনোয়ারদিগের দফা-রফা হয়ে যাবে। সে দিন আর বেশী দূরে নয়।

(৯৪) ফতুয়ায়ে খোলাছা ফছুলে এমাদিয়া এবং জামিউল ফুছুলীন ও ফতুয়ায়ে হিন্দিয়ায় ইত্যাদি বিখ্যাত ফতুয়ার কিতাবে আছে- ওয়াল লাফ্‌জু লিল এমাদি ক্বালা আনা রাসুলুল্লাহু আওক্বালা বিল্ ফারছীয়াতে মান পয়গম্বরাম ইফরিদুবিহি মান পয়গাম মিবুরাম ইয়াকফুরু!

অর্থঃ যদি কেহ নিজেকে আল্লাহর রাসূল অথবা পয়গাম্বর বলে এবং এ ধারণা করে যে আমি খবর নিয়া যাই আমি পিয়ন তবে সে কাফের হবে। এই ধরণের বাহানা বা ঠাট্টা তামাশা শরীয়াতে গ্রহণ যোগ্য নয়।

(৯৫) মাদারেজুন্নবুওয়ত শরীফ প্রথম খন্ডে ৩০ পৃষ্ঠায় আছে, যে ব্যক্তি হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে কোন জিনিসকে অপছন্দ করবে, কাফের হয়ে যাবে।

(৯৬) মালাবুদ্দামিনহু মাদ্রাসার পাঠ্য কিতাব ১০৭ পৃষ্ঠায় আছে যদি কেহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আয়েব করবে অর্থাৎ দোষারোপ করবে কাফের হবে। অথবা চুল মোবারককে কেউ হেকারতের সাথে চুল বলবে; তবে কাফের হবে (কিতাব ঐ ১৩২ পৃষ্ঠা)।

(৯৭) যদি কেহ বলে যে, আদম আলাইহিচ্ছাল্লাম যদি গন্দম না খেতেন তবে আমরা বদবখত হতাম না; তবে কাফের হয়ে যাবে (কিতাব ঐ ১৩২ পৃষ্ঠা)।

(৯৮) এক ব্যক্তি বলল যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন অন্য এক জন বলল ইহা বেয়াদবী। এতে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হবে (ঐ কিতাব মালাবুদ্দা মিনহু, পৃষ্ঠা-১৩২)।

(৯৯) আল্লামা ইলমুল হুদা 'বাহরুল মুহিত' নামক কিতাবে লিখেছেন যে,

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রত্যেক মালাউন যে হুজুর পাক সারোয়ার কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে গালি দিবে অথবা এহানাত করবে অথবা ধর্মের কোন বিষয়কে অথবা দোষী বলল মুসলমান হয়ে থাকুক কিংবা জিম্মি অথবা হারবী; ঠাট্টা করেই বলুক কাফের হবে তাকে কাতল করা ওয়াজিব, এ জন্যে তওবা গ্রাহ্য নয়।

(১০০) সমস্ত উম্মতের এজমা এ কথার উপরে যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবী ও কোন নবীর শানকে হাল্কা জানলে কাফের হবে; তা হালাল জেনেই করুক আর হারাম জেনেই করে থাকুক।

(১০১) রাফেজীরা বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুষমনের ভয়ে আল্লাহর আদেশ পুরাপুরি পৌছান নাই; এ কথায় এরা কাফের হয়েছে। অথচ রাফেজীরা নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, কলেমা ও কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি পরহেজগারীতে অদ্বিতীয় কিন্তু তবুও এরা কাফের। কেননা পরহেজগারী ঈমান নয় বরং ঈমানের অলংকার। প্রকৃত পক্ষে, ঈমান হচ্ছে আল্লাহ্ ও রাসূলের ভালবাসার নাম। পক্ষান্তরে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর বিরোধীতা ও বেয়াদবী সামান্য পরিমাণে হলেও তা কুফুরী। এক্ষণে হে মুসলমান ভ্রাতৃগণ! লক্ষ্য করুন আখেরী জমানার দেওয়ের বন্দা বেশধারী আলেমের কুফুরীর নমুনাঃ-

১) তানবীরুল মেশকাত বিস্তারিত ব্যাখ্যাও টীকা টিপ্পনী সহ দ্বিতীয় খন্ড, কিতাবুস সালাত অনুবাদক মুহাম্মদ হাদিসুর রহমান বি,এ,এম,এম।

১৮৭ ও ১৮৮ পৃষ্ঠায় ৯৫১ নং হাদিসের ব্যাখ্যায় উক্ত নামধারী ও বেশধারী মৌলুভী লিখেছে নবী আমাদের মতই রক্ত মাংসে গড়া ও ভুল ভ্রান্তিতে ভরা একজন মানুষ ছিলেন। সাধারণ মানুষের মত তাহার ভুলভ্রান্তি হতো। নাউজুবিল্লাহ!

২) দ্বিতীয় নামের মুসলমান অধ্যাপক গোলাম আজম "সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংকলন" নামক পুস্তকের ৯ পৃষ্ঠায় লিখেছে নবী অন্যান্য মানুষের মতই একজন মানুষ ছিলেন তিনি অতিমানব ছিলেন না, নাউজুবিল্লাহ। ঐ পুস্তকের ১১ পৃষ্ঠায় লিখেছে- তিনি মাটির মানুষ। আস্তাগফিরুল্লাহ্!

৩) পাঞ্জাবের মিঃ মওদুদী তার রচিত তাফহিমুল কোরাণে লিখেছে- আল্লাহ নবীগনের দ্বারা নিজেই ভুল করিয়াছে। নাউজুবিল্লাহ্!

৪) ভারতীয় দাজ্জাল নয়াদিল্লীর ইসমাঈল দেহলুভী তার রচিত 'সিরাতে মুস্তাকীমে' লিখেছে "নামাজের মধ্যে জিনার ধারণা করা যায় সহবাসের ধারণা বেশী ভাল ঐ নামাজে গরু-গাধার খেয়ালের মধ্যে ডুবে থাকা যায় কিন্তু রাসূলে

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

পাকের ধ্যান-ধারণা আসলে গরু-গাধার খেয়ালের চাইতেও নিকৃষ্ট বরং মুশরীক হবে। নাউজুবিল্লাহ!

৫) ওয়াহাবীদের অন্যতম গুরু-ঠাকুর মৌঃ আশরাফ আলী থানুভী লিখেছেন রাসুলুল্লাহর যে এলমে গায়েব রয়েছে তাতে কোন বিশেষত্ব নাই, এ ধরনের এলমে গায়েব সমস্ত ছেলে-মেয়ে, পাগলের, এমন কি সমস্ত পশু পাখী ও চতুষ্পদ জন্তুরও রয়েছে। আস্তাগফিরুল্লাহ! নাউজুবিল্লাহ!! ওহাবীদের আরেক নেতা শয়তানের অনুচর খলিল আহমদ আমবটী তার 'বারাহীনে কাতেয়া'য় লিখেছে রাসূলুল্লাহর এলেম হতে শয়তানের এলেম বেশী, নাউজুবিল্লাহ! এ ধরনের জঘন্য গালি গালাজ ও শানে রেছালাতের আবমাননাকর উক্তি ও বদ আকিদা দু'পায়া জানোয়ারের দলে বই পুস্তকে লিখে প্রকাশ করেছে। পাঠকবৃন্দ! এ কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় হক-প্রকাশের বলিষ্ঠতা রক্ষা করতে গিয়ে নবীয়ে পাকের দুষমনদিগকে দু'পায়ের জানোয়ার আখ্যা দিয়েছি। আসলে এরাই কোরাণের ভাষায় চতুস্পদ জানোয়ারের চেয়েও অধম। হাদিসের ভাষায় এরাই জাহান্নামের কুকুর। মোট কথা জানোয়ার এদের চেয়ে ভাল কারণ জাহান্নামী নয়; কিন্তু এরা কাফের কাফেরের চেয়েও নিকৃষ্ট মুনাফেক। সপ্তম দোজখের তলদেশে এদের স্থান কোরাণে কারীমে প্রমাণ।

কাব্যে মিলাদ শরীফ ঃ

আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহু লা-ইলা-হা ইল্লা-হু। (৩ বার)
আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব মোহাম্মদ রাসুল
আসলেন ধরায় খোদার হাবীব নূরেরি পুতুল
হলেন যিনি সবার আদি সৃষ্টিকূলের মূল-নবীজী।
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহু লা-ইলা-হা ইল্লাহু।
পয়দা যদি তাঁকে নাহি করতো পরওয়ার
পয়দা তবে হইত নাহি এ বিশ্ব সংসার-নবীজী।
তাঁহার নূরে পয়দা হল জমিন ও আসমান-
আরশ কুরসী লওহ-কলম ফেরেশতা ইনসান-নবীজী।
রবি শশী গ্রহ তারা যতকিছু সব
নূরে মোহাম্মদীর দ্বারাই পয়দা করেন রব- নবীজী।
কোন কিছু না হইতে মোহাম্মদী নূর
সবার আগে পয়দা হলেন হুকুমে প্রভুর -নবীজী।
আদমেরে গড়ার আগে কাদা মাটি দিয়া

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

পেলেন খেতাব রসূলুল্লাহ্ খাতামূল আম্বিয়া-নবীজী।
আদমেরে পয়দা করি পেশানীতে তার
দিলেন সৈপ্যা আল্লাহ নূর নবী মোস্তফার- নবীজী।
আদমের ভালে থাকি ঐ নূর রাসূলের
লাভ করিলেন ফেরেশ্তাদের সেজদা তাজিমের- নবীজী।
আদম হইতে শীস হইয়া ক্রমে এসে নূর
নূহ নবীর পেশানীতে হইল তা' জহুর-নবীজী।
তামাম আলম ডুবল যখন অথৈ পানির তলে
কিশ্তী নূহের ভাসল তখন সেই নূরেরই বলে- নবীজী।
তাহার পরে বহু পোশ্ত ছায়ের করি শেষ
উদয় হল খলীলুল্লাহ নবীর ললাট-দেশ- নবীজী।
জল্লনা সেই নূর ওসিলায় ইব্রাহীম খলীল
তাঁহার পরে নূর পেল তাঁর পুত্র ইসমাঈল- নবীজী।
ইসমাঈলের পরে বহু পোশ্ত ঘুরি নূর
আব্দে মোত্তালিবের ভালে হইল তা জহুর- নবীজী।
নবীর দাদা মোত্তালিব কোরাইশী খান্দান
আরব জোড়া ছিল তাঁহার খ্যাতি যশঃমান- নবীজী।
তাঁহার পেশানী হইতে হুকুমে আল্লাহর
নাযিল হল নূর মোবারক ভালে আবদুল্লাহ্র- নবীজী
আদম হইতে আবদুল্লাহ তক যেইজনই সে নূর
লাভ করিতেন তিনিই পেতেন মর্যাদা প্রচুর- নবীজী।
কোরাশ বংশ সেরা বংশ উচ্চ তাহার শান,
তাহার মাঝে সেরা আবার হাশেমী খান্দান- নবীজী।
সেই খান্দানে জম্ম হলেন মোহাম্মদ রাসূল
কেউনা আছে বংশ গুণে তাহার সমতূল- নবীজী।
যাহোক যবে নূর আসিল ভালে আবদুল্লাহর
হইল তাহার বদন যেন চন্দ্র-পূর্ণিমার- নবীজী।
দ্বীল ভোলনো রূপ হল সেই নূরের ওসিলায়
যেই দেখে সেই তাঁর উপরে আশেক হইয়া যায়- নবীজী।
দেইখা সেরূপ বহু নারী হইল বেক্বারার
নূরের লোভে খায়েশ করে হইতে বিবি তাঁর- নবীজী।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ভাইগ্যে ছিল সে নূর পাবেন মাতা আমিনায়
তাইত গিয়া নবীর পিতা শাদী করেন তাঁয়- নবীজী।
যথারীতি নূর মোবারক নবী মোস্তফার
হাজির হইলেন এক জুমার বার গর্ভে আমিনার- নবীজী।
নবীর নূরে মা আমিনার হল নূর বদন
দেখেন রাতে শুইয়া কেবল অদ্ভুত স্বপন- নবীজী।
দেখেন তাহার পেটে আছেন সবার সেরা জন
ওহে বিবি সাবধানে তাই রহ অনুক্ষণ- নবীজী।
আবার দেখেন সৃষ্টি-বাগের শ্রেষ্ঠতম ফুল
তোমার পেটে নাম রেখ তাঁর মুহাম্মদ রাসুল- নবীজী।
খতম হতে চললো এবার ব্যাকুল এন্তেজার
আগমনের সময় হইয়া আসলো মোস্তফার- নবীজী।
খুইলা গেল হঠাৎ আজি আসমানী তোরণ
খোদার নূরে নিখিল জাহান হইল রৌশন- নবীজী।
বারেতে সোম সেদিন বারই রবিউল আউয়াল
ঈশায়ী সন পাঁচশ' সত্তর(৫৭০) পয়লা হাতী সাল- নবীজী।
শেষ রজনী প্রভাত রেখা জাগছে গগণ ভালে
দয়াল নবী এলেন ধরায় সেই মোবারক কালে- নবীজী।
যাহার লাগি পয়দা জাহান আসার খবর যাঁর
যুগে যুগে নবী রাসূল করেছেন প্রচার- নবীজী।
মাখলুকাতের আশেক ছিলেন পরম মাশুক ধন
ধ্যানের জগত হতে ধরায় করলেন আগমন- নবীজী।
উঠল কেঁপে মুহুর্ত্তে ভীত বাতিল খোদায়ীর
ভেঙ্গে পড়ে গেল হঠাৎ লাত-মানাতের শীর- নবীজী।
ভাঙ্গিল ভূল উঠলো কেঁপে পাপীষ্ট শয়তান
বালাখানা নওশেরওয়ার হইল খান খান- নবীজী।
মুনছীদের অগ্নিশিখা নিভে হইল পানি
বিশ্বব্যাপী সেখোশ-খবর হইল জানা জানি -নবীজী।
বেহেশত বাগে হুর বালারা উঠলো গেয়ে গান
ফেরেশতারা উঠলো বলে আহলান ও ছাহলান- নবীজী।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

খোদার হাবীব ধরার বুকে করলেন পদার্পন
ধ্যানের রাজা জ্ঞানের রাজা করলেন আগমণ- নবীজী।
এলেন ধরায় নবীকূলের বাদশা-নবীবর
শান্তিদাতা মুক্তিদাতা এলেন ধরাপর- নবীজী।
শান্তিদাতা মুক্তিদাতা এলেন দুলিয়ায়
আসুন সবাই দাঁড়াইয়া সালাম জানাই- নবীজী।
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহু।

* অতঃপর সকলে মিলিয়া দাঁড়াইয়া সমস্বরে সালাত ও সালাম পাঠ করে কিয়ামে তাজিমী পালন করবেন।

কিয়াম-ই তাজিমীঃ + সালামে মোস্তফা ঃ

ইয়া নবী সালামু আলাইকা
ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা
সালাওয়াতুল্লাহ্ আলাইকা।

* খালেকনে ছারী- মাখলুকছে পহলে
আপনি হাবীবকা নূর বানায়া-
উছি নূরে মোহাম্মদীপে গোলামোকে লাখো সালাম-ইয়া নাবী।
* খোদ খোদানে আপনি মাহবুবকো
আপনি শান আত্বা কিয়া-
উনকি শানে আজমতপে গোলামোকে লাখো সালাম-ইয়া নাবী।
* আরশছে যিয়াদা মরতবা ওয়ালা
রওজায়ে রাসূলুল্লাহ কা-
উছি রওজায়ে আনোয়ারপে গোনাহ-গারোঁকো লাখো সালাম-ইয়া নাবী
* জিনকি শানে আজমতকা তাফসীর
হেঁ পাক কোরআনমে-
উছি কালামে পাকপর আশোকোঁকা লাখো সালাম- ইয়া নাবী।

সমাপ্ত

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

শানে মাহবুবে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)

বা

ঈমান ভান্ডার (৩য় খন্ড)

১ম প্রকাশ:
১লা ফাল্গুন, ১৩৮০ বাংলা
২০ মহরম, ১৩৯৪ হিজরী
১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪ ইং

মাওলানা আকবর আলী রেজভী,
সুন্নী আল ক্বাদরী

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোয়ানির রাজীম
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম।
আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামিন ওয়াল আক্বেবাতুলিল্‌ মোত্তাক্বীন,
আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলা রাছুলিহি মোহম্মাদিও
ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি আজমাঈন॥

(কোরআনে পাক) হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আখেরু ওয়াজ্‌জাহেরু ওয়াল বাতেনু ওয়া হুয়া বিকুল্লি শাইয়্‌িন আলীম (সূরায়ে হাদীদ)।

অর্থ- তিনিই প্রথম তিনিই শেষ তিনিই জাহের তিনিই বাতেন এবং তিনি সব কিছু জানেন। শায়খ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু 'মাদারেজুন নবুওয়াত' কিতাবের খোতবাতে লিখিয়াছেন যে, এই আয়াতে কারীমায় আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রশংসা রহিয়াছে। হুজুরে পাক সাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্ব প্রথম এবং সর্বশেষ, সকলের নিকট জাহের এবং সকলের নিকট বাতেন, হুজুরে পাক আলাইহে সাল্লাম সব কিছু জানেন। এই প্রকারে যে ইহকাল ও পরকালে সর্বস্থানে প্রথম। সমস্ত সৃষ্টের প্রথম তিনির নূর সৃষ্টি করেছেন। হাদিস- 'আউয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরী'। প্রকাশ্যে দেহগত ভাবে তিনি আদম আলাইহিচ্ছালামের সন্তান কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, হুজুর আলাইহিচ্ছালাম আদম আলাইহিচ্ছালামের পিতা। প্রকাশ্যে বৃক্ষে ফুল জন্মে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফুল থেকেই বৃক্ষের জন্ম। এ সৃষ্ট বাগিচার ফুল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। সর্ব প্রথম নবুওয়ত তিনিকে দেওয়া হইয়াছে। হাদীস- 'কুন্তু নাবিয়্যান্‌ ওয়া আদামু বাইনাততিনে ওয়াল মায়ে' অর্থ- আমি ঐ সময় নবী ছিলাম যখন হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম পানি ও মাটির মধ্যে ছিলেন। অঙ্গীকার দিবসে 'আলাছতু বিরাব্বিকুম' এর উত্তরে সর্ব প্রথম 'বালা', শব্দ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন। কেয়ামতের দিন অর্থাৎ হাশরের দিন সকলের প্রথমে তিনির কবরকে উম্মুক্ত করা হইবে। ঐ হাশরের দিন প্রথম তিনিকেই সেজদা করার আদেশ দেওয়া হইবে। সকলের প্রথমে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শাফায়াত অর্থাৎ সুপারিশ করিবেন। শাফাআতের দরজা হুজুরে পাকের পবিত্র হাতের দ্বারাই উন্মুক্ত করা হইবে। প্রথম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই বেহেশতের দরজা খুলিবার অনুমতি দিবেন। প্রথম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই বেহেশতে প্রবেশ করিবেন, পরে সমস্ত নবীগণ।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ১৮৬

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রথম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মতই বেহেশতে প্রবেশ করিবেন, পরে বাকী উম্মতগণ। ফল কথা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সর্ব স্থানেই প্রথমে রাখা হইয়াছে। প্রথম দিন অর্থাৎ জুমার দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেওয়া হইয়াছে। এতদূর আওয়্যালিয়াত বা অগ্রগামীতা থাকা সত্বেও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সকল নবীগণের শেষে আগমন করেন। খাতামুন্নাবিয়্যিন তাহারই লক্বব্ বা উপাধি। সকলের শেষে তিনিকেই কিতাব দেওয়া হইয়াছে। সকলের শেষে তিনিরই ধর্ম দুনিয়ায় আসিয়াছে। সকলের শেষ দিন অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার ধর্মই জারী থাকিবে।

দরূদ শরীফ পাঠ করুনঃ-

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়্যেদেনা মোহাম্মদ
ওয়া আলা আলে সাইয়্যেদেনা মোহাম্মদ
আউওয়ালে আখেরে নবী মোহাম্মদ
জাহেরে বাতেনে নবী মোহাম্মদ
আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়্যেদেনা মোহাম্মদ
ওয়া আলা আলে সাইয়্যেদেনা মোহাম্মদা॥

মে'রাজের রাত্রে বাইতুল মোকাদ্দাসে সকল নবীগণের আগে ইমামতি করেন। সমস্ত নবীগণ পিছনে এক্তেদা করেন। অথচ তিনি সকল নবীগণের শেষে দুনিয়ায় আসিয়াছেন। ইহাতে তিনির আওয়াল ও আখির এর নিদর্শন রহিয়াছে। এখন রহিল জাহের ও বাতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সকলের উপরে জাহের এবং সর্বদা জাহের থাকিবেন। এমনিভাবে জাহের যে, মুসলমান তাঁহাকে জানে এবং কাফের ও তাঁহাকে চিনে। কোরআন- 'ইয়ারিফুনাহু কামা ইয়ারিফুনা আবনায়াহুম' অর্থ- কাফেররা তাঁহাকে চিনে যেমন তাদের পুত্রদেরকে চিনে। হুজুরে পাকের পরিচয়ে পুত্রের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে পিতার সঙ্গে নহে। ইহার তিনটি কারণ রহিয়াছে, পুত্র আপন পিতাকে কেবল মাত্র লোকের নিকট শুনিয়া জানে বিনা প্রমাণেই। কিন্তু পিতা নিজ পুত্রকে বিবাহ বন্ধন, গর্ভ, জন্ম ইত্যাদি সূত্রে জানে। কাফেরও হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রমাণের দ্বারা চিনিত, কেবল শুনিয়াই নয়। পুত্র দুনিয়ায় আসিয়া পিতাকে চিনে। কিন্তু পিতা পূত্রের জন্মের পূর্বেই জানে। কাফেরও হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লমকে জন্মের পূর্বেই জানিত এবং তাঁহার আগমনের প্রার্থনা করিত।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

পুত্র দুনিয়ায় আসা মাত্রই পিতাকে চিনে না বরং সমঝদার (বুদ্ধিমান) হইয়া চিনে। কিন্তু পিতা পুত্রকে প্রথম হইতেই জানে। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সারা জাহানে জানিত। পাহাড় ছালাম করিত, পাথর সু-সংবাদ দিত, বৃক্ষাদি ছায়া দিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িত এবং আকাশের চন্দ্র কথা বলিত, কাফেররা তাঁহার নবুওয়তের সাক্ষ্য দিত।

দরূদ শরীফ

আচ্ছালাতু ওয়াছ্ছালামু আলাইকা ইয়া আওয়ালু ইয়া আখেরু ইয়া জাহেরু ইয়া বাতেন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। জংগলের পশু পাখি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জানে, উট সেজদা করে, হরিণ আশ্রয় প্রার্থনা করে। আকাশের চন্দ্র সূর্যও নবী মোস্তফাকে জানে। চন্দ্র ইশারা পাইবা মাত্র দুই টুকরা হইয়া যায়। অস্তমিত সূর্য পুনরায় উদিত হয়। সূর্য জানে যে, তিনি মাহবুবে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। ফরশ-ওয়ালে এবং আরশ-ওয়ালে তাঁহাকে চিনে। হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম চক্ষু খুলিবা মাত্রই আরশে আজীমে আল্লাহ পাকের নামের সাথে মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে বেহেস্ত বাসীগণ জানে, দোজখ বাসীরাও চিনে। বেহেস্তের বৃক্ষের পাতায় পাতায়, হুরগণের চোখের ভ্রু'তে এবং গেলমানগণের ছিনাতে ফল কথা, সর্বস্থানে লিখিত অবস্থায় রহিয়াছে- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্। (দরূদ শরীফ)

আছ্ছালাতু ওয়াছ্ ছালামু আলাইকা ওয়া আওয়ালু ইয়া আখেরু ইয়া জাহেরু ইয়া বাতেনু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। (ইয়া মাহ্বুবে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা। শাফ্আত, কিজিও বাহ্রে খোদা)

দোজখীরাও স্বীকার করে (ক্বালু-লাম্নাকু মিনাল, মুসাল্লীন্) তাহারাও জানিবে যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করার জন্যেই আমাদিগকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। ফল কথা, যেথায় আল্লাহ সেথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। অর্থাৎ যেস্থানে আল্লাহর চর্চা আছে সেইস্থানে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রকাশ আছেন।

শুনেছিলাম হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থাকেন মদীনায় উহা ভুল ভুল। হুজুরে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থাকেন আশেকগণের ছিনায়। হুজুরে পাকের নূরানী দেহে মানবতার পর্দা ছিল। তাই আল্লাহ্ ভিন্ন কেহই জানতে পারে নাই যে, তিনি কে ছিলেন। দেখিতে মানবের মতো প্রকাশ হইত

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

কিন্তু হাকিকতে মোহাম্মদীয়া একমাত্র পরওয়ারদিগার ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারে নাই। যেমন সূর্যকে তার আলোক ঢাকিয়া রাখিয়াছে এবং কেহ সম্পূর্ণ ভাবে সূর্যকে দেখিতে পায় না; অদ্রুপ হুজুরে পোর নূর আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামের নূরানীয়াত পর্দার অন্তরালে ছিল। তজ্জন্যই আল্লাহ্ পাক তিনিকে নূর বলিয়াছেন। যথা- কোরাণে পাকে আছে- 'ক্বাদ্ জায়াকুম মিনাল্লাহে নুর ওয়া কিতাবুম মুবীন'। অর্থাৎ হে মুসলমানবৃন্দ। তোমাদের নিকট আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে নূর এবং প্রকাশ্য কিতাব আসিয়াছে।

উপরে উল্লেখিত আয়াতে কারীমায় রহিয়াছে- 'হুয়া বেকুল্লে শাইয়িন্ আলীম্'- অর্থাৎ মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সব কিছু জানেন। আল্লাহ্ পাকের জাত ও ছেফাত, জাহের ও বাতেন এবং প্রত্যেক সৃষ্টের আউওয়াল ও আখের অর্থাৎ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত এলেম হুজুর আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।

দরূদ শরীফ-

আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া আউওয়ালু ইয়া আখেরু ইয়া জাহেরু ইয়া বাতেনু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

হুজুরে পাকের খেদমতে নামাজ ভঙ্গ হয় না

(মাছয়ালা) যদি কোন ব্যক্তি ফরজ অথবা নফল নামাজ পড়িতে থাকেন এমতাবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যদি ডাক দেন (আহ্বান করেন) তবে নামাজ ছাড়িয়া দিয়া হুজুরে পাকের খেদমতে হাজির হওয়া ওয়াজিব বা ফরজ।

(কোরআন শরীফ) 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিন্না আমানুছতাজিবু-ল্লিল্লাহে ওয়াল্লির্ রাছুলি ইজা-দাআকুম্'- হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও রাসূল তোমাদিগকে যখনই ডাকিবেন (আহ্বান করিবেন) তখনই সাড়া দিবে।

কতক উলামায়ে কেরাম বলেন যে, যদি নামাজী নামাজ ছাড়িয়া হুজুরে পাকের খেদমতে হাজির হয় তবুও নামাজ ভঙ্গ হইবে না, নামাজের ভিতরেই থাকিবে। দেখুন ঈমাম কোস্তালানী শারেহ বোখারী- কিতাবুত্ তাফসীর (সুরায়ে আন্ফাল)।

উপরে উল্লেখিত আয়াতের মর্মে ইমাম সাহেব লিখিয়াছেন ক্বাবা শরীফ সম্মুখে রাখা ফরজ যদিও পিছনে পড়িবে অর্থাৎ ফরজ ছুটিয়া যাইবে তবুও নামাজ থাকিবে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

কেননা, যদিও ক্বাবা শরীফ নামাজীর পিছনে পড়িয়াছে কিন্তু নামাজীর সম্মুখে যিনি রহিয়াছেন তিনি ক্বাবার ক্বাবা। যদিও নামাজী নামাজের মধ্যে কথা বলিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন যে, নামাজী কাহার সঙ্গে কথা বলিয়াছেন? উত্তর- হ্যাঁ, তাঁহার সঙ্গে যাহাকে নামাজের মধ্যে সালাম আরজ করা ওয়াজিব (আচ্ছালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবীয়্যু ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু)।

কাবা শরীফ হুজুর আলাইহিচ্ছালামের বেলাদাত্ অর্থাৎ পয়দায়েশের রাত্রে মাকামে ইব্রাহীমের দিকে সেজ্দা করিয়াছিলেন (দেখুন, কিতাব- মাদারেজুন্ নবুওয়াত্- ২য় খন্ড)। ইহাতে প্রমাণ হইল যে, হুজুর আলাইহিচ্ছালাম ক্বাবা শরীফের ক্বাবা।

বেরাদরানে ইসলাম! জানিয়া রাখুন, আল্লাহ্ পাকের উপর ঈমান আনার পূর্বে রাসূলে পাকের উপর ঈমান আনয়ন করিতে হয়। কোরআনে কারীমে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন- 'মাইয়্যুতিয়্যির্ রাছুলা ফাক্বাদ্ আত্বায়াল্লাহা, ওয়া মান্ তাওয়াল্লা ফামা আরছাল্না-কা আলাইহিম হাফীযা'- যে ব্যক্তি রাসূলে পাকের আদেশ মানিল সে যেন আল্লাহ্ পাকেরই আদেশ মানিল এবং যে ব্যক্তি আপনার নিকট হইতে মুখ ফিরাইল অর্থাৎ পলায়ন করিল তাহাকে বাঁচাইবার জন্যে (তাহার হেফাজতকারী হিসাবে) আপনাকে প্রেরণ করি নাই হে মাহবুব! আলাইহিচ্ছালাম (সূরায়ে নেছা, ১১ রুকু, ৫ম পারা)।

এই আয়াতে কারীমার মধ্যে মাহবুবে খোদা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুমহান তারিফ ও প্রশংসা রহিয়াছে। এই আয়াতে পাকের শানে নুযুল এই যে, এক সময় রাসূলে পাক এরশাদ করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি আমার তাবেদারী বা গোলামী করিল সে যেন আল্লাহ পাকের গোলামী করিল। হুজুরের এরশাদ শ্রবণ করিয়া কতক মুনাফেক বলিয়া ফেলিল- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চাহিতেছেন (ইচ্ছা করিতেছেন) যে, আমরা তাহাকে খোদা মানিয়া লই, যেরূপ ঈসায়ীরা হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালামকে খোদা মানিতেছে। মাহবুবে খোদার শানে মুনাফেকদের এহেন ধৃষ্টতাপূর্ণ কটু উক্তি আল্লাহ পাকের নিকট সহনযোগ্য নহে। তাই তিনি তদীয় মাহবুবের শানে আজমতের প্রকাশহেতু নাযিল করে উক্ত আয়াতে কারীমা। আয়াতে কারীমায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। যথাঃ- (১) মাহবুবে খোদার তাজিমকে শেরেক জানা মুনাফেক লোকের কার্য। তাজিম এক জিনিস এবং এবাদত ভিন্ন এক জিনিস। সমস্ত তাজিমই এবাদত নহে। (২) রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খাছ করে (বিশেষভাবে) আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করিয়াছেন।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

যে ব্যক্তি রাসূলে পাকের গোলাম সেই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের বান্দা। (৩) আল্লাহ পাকের তাবেদারী বা গোলামীর পূর্বে রাসূলে পাকের তাবেদারী বা গোলামী করিতে হয়। এই জন্যে রাসূলে পাকের গোলামীর কথা আয়াতে কারীমার প্রথমাংশেই উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহার গোলামীকে শর্ত বানাইয়া আল্লাহর গোলামীকে জাযা (পুরস্কার) বানান পূর্বক ইরশাদ করা হইয়াছে (বলা হইয়াছে)। যথাঃ- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- হে মুসলমান বৃন্দ! আল্লাহ পাক তোমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করিয়াছেন। কোরআনে কারীমের এই আয়াত শরীফ আমার উপর নাযিল হইয়াছে। তখন প্রথমেই তাহার আদেশ মানিতে হইবে- ইহাই হুজুরে পাকের গোলামী। অতঃপর নামাজ আদায় করা হইবে- তাহাই আল্লাহ পাকের গোলামী।

কালেমায়ে তাইয়্যেবার মধ্যে হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার পাক নাম আল্লাহ পাকের নামের পরে আসিয়াছে। অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর পরে মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আসিয়াছে। কিন্তু ঈমানের বেলায় হুজুরে পাকের উপর ঈমান আনয়ন সর্বাগ্রে ফরজ।

জব্ মোহাম্মদ হুয়ে রাছুলুল্লাহ
তব্ খোলা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু॥

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মান্য করা ব্যতীত আল্লাহকে মানিলে কোন মানুষ মওয়াহহেদ বা একত্ববাদী হয় না। কারণ তাহাতে আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রমাণ হয় না। যেমন- শিখ, ইহুদী ও ঈছায়ী এরা আরিফ, আল্লাহকে মানে কিন্তু রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে না মানার কারণেই মুসলমান নহে।

বন্ধুগণ! দরূদ শরীফ পাঠ করুন:-

আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা
ইয়া রাছুলাল্লাহ!
আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা
ইয়া হাবীবাল্লাহ।

হে বেরাদর! অবগত হউন- হুজুরে পাক সাহেবে লাওলাক আলাইহিচ্ছালামের ডাকে তাঁহার খেদমতে হাজির হইলে নামাজ ফাছেদ (ভঙ্গ) হয় না। কোরআন শরীফে আল্লাহ পাকের ইরশাদ- 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানুছতাজিবু লিল্লাহি ওয়ালির রাসূলে ইজা দাআকুম লিমা ইউহিকুম'।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

অর্থ ঃ- হে মুমেনগণ! আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের ডাকে সাড়া দাও এবং হাজির হও যখন রাসূল তোমাদিগকে ঐ জিনিষের জন্য ডাকেন যাহাতে তোমাদের জীবন মিলে (৯ম পারা, ছুরায়ে আন্‌ফাল্‌ ৩ রুকু)। এই আয়াত শরীফের মর্ম সত্য উদ্‌ঘাটন করিলে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার বহুবিধ প্রশংসা প্রতীয়মান হয়। (১) আল্লাহ পাক ছাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে হুজুরে পাকের দরবারে মোস্তফায় থাকিবার বা অবস্থান করিবার নিয়ম কানুন এবং আদব ও তাজিম শিক্ষা দিয়াছেন। ২) আল্লাহ তাঁহার মাহবুব আলাইহিচ্ছালামকে এই কথা বলেন নাই হে আমার প্রিয় নবী আলাইহিচ্ছালাম! আপনি তাহাদিগকে আপনার তাজিম শিক্ষাদান করুন। বরং পাক বেনেয়াজ আল্লাহ তায়ালা নিজেই শিক্ষাদান করেন- হে মুমেনগণ! আমার প্রিয় নবীর মহান দরবারে অবস্থান করিবার এই বিধান এবং এই আদব রহিয়াছে। যদি কোন সময় আমার মাহবুব পেয়ারা মোহাম্মদ মোস্তফা আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াত্‌তাছলিমা তোমাদিগকে আহ্বান করেন (ডাকেন) অথচ তোমরা কোন অবস্থায় ব্যতিব্যস্ত থাক, হউক না নামাজের হালাতেই কিংবা ওজিফা তেলাওয়াতে মশ্‌গুল হয়ে, অপর কোন কাজ কর্মে লিপ্ত হয়ে ফলকথা, যে কোন অবস্থাতেই থাকিয়া থাক না কেন আহ্বান পাইবা মাত্রই সাড়া দিবে। সমস্ত কাজ-কর্ম ছাড়িয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ আমার মাহবুবের দরবারে হাজির হইবে। ইহাতে সামান্য বিলম্ব করাও চলিবে না।

আয় বেরাদর আশেকানে মোস্তফা! এক্ষণে আমাদের লক্ষ করা দরকার যে, আমাদের প্রিয় নবীজীর প্রিয় সহচর মন্ডলী সাহাবায়ে কেরাম উক্ত আয়াতের উপর কি রকম আমল কেমন করিয়া পালন করিয়াছেন। এক নিশিতে জনৈক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু স্বীয় বিবির সঙ্গে সহবাসে রত ছিলেন। এমন সময় মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাহার দ্বার প্রান্তে তশরীফ আনয়ন করিয়া তাহাকে আহ্বান করিলেন। মাহবুবে খোদার আহ্বান শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মনি নির্গত হইবার পূর্বে সহবাস কর্ম হইতে বিরত হইয়া হুজুরে পাকের দরবারে চলিয়া যান। হুজুরে আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন; 'লা আল্লানা আজালানাকা'- আমি কি তোমাকে তাড়াহুড়ার মধ্যে ফেলিয়া দিলাম? তিনি উত্তর দিলেন- জি হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! হুজুরে পাক ইরশাদ করিলেন- যাও, গোসল করিয়া লও! (তাহ্‌তাবী শরীফ- বাবুল গোছল দ্রষ্টব্য)।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ইহাতে ফকীহ্গণ এই মাছ্লা ছাবেত (প্রতিপন্ন) করেন যে, যদি কেহ বিবির সঙ্গে সহবাস করেন এবং মনি নির্গত না হয় তবুও গোছল ওয়াজেব হইবে। অর্থাৎ মনি নির্গত হওয়ার পূর্বে সহবাস ক্রিয়া সমাপ্ত হইলেও গোছল ওয়াজিব হইবে।

হযরত হান্জালা গাছিলুল্ মালায়েকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর বিবাহের প্রথম রাত্রিতেই বিবির সহিত মিলিয়াছিলেন অর্থাৎ সহবাস করিয়াছিলেন, তখনও গোসল করেন নাই। এমতাবস্থায় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাহাকে আহ্বান পূর্বক আদেশ করিলেন- জেহাদের জন্য প্রস্তুত হইয়া শীঘ্র চল। মাহবুবে খোদার আদেশ পাইবা মাত্রই বিনা গোসলেই হযরত হান্জালা রাদিয়াল্লাহু আনহু তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন এবং যুদ্ধ যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িলেন। অতঃপর জেহাদের ময়দানেই শহীদ হইয়া গেলেন। অবশেষে যখন সমস্ত লাশ হইতে তাহার লাশকে খুজিয়া বাহির করা হইল, তখন দেখা গেল তাহার লাশ মুবারক হইতে পানি ঝরিতেছে। কেহ এর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ফেরেশতারা তাহাকে গোসল দিয়াছেন। এই জন্যেই তাহাকে গাছিলুল্ মালায়েকা বলা হয়।

হজরত উবাই ইবনে কাআব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নামাজ পড়িতেছিলেন। এমন সময় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাহাকে ডাকিলেন। তিনি রাসূলে খোদার ডাক শুনিয়া যথা শীঘ্র নামাজ সমাপ্ত করিয়া রাসূলে পাকের দরবারে হাজির হইলেন। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমার হাজির হইতে বিলম্ব হইল কেন? তিনি উত্তর করিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহু! আমি নামাজ পড়িতেছিলাম। হুজুর পাক এরশাদ করিলেন- তুমি কি এই আয়াত পড় নাই? (ইস্তাজিবু লিল্লাহি ওয়া লির্ রাছুলে ইজা দাআকূম- আল্লাহ ও রাসূল এর ডাক বা আহ্বান যখনই শ্রবণ করিবে তখনই সাড়া দিবে এবং দরবারে মোস্তাফায় হাজির হইবে)। ইহার মর্মে বুঝা যায় যে, নামাজী নামাজ ছাড়িয়া রাসূলে পাকের দরবারে মোস্তাফায়ে হাজির হইতেই হইবে। বহু বহু ফকীহ্গণ বলিয়াছেন যে নামাজী নামাজ ছাড়িয়া রাসূলে পাকের ডাকে (আহ্বানে) তাঁহার দরবারে মোস্তফায় হাজির হইতে হইবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতের জন্যে যাহা আদেশ করিবেন তাহাই করিতে হইবে। তবু যেন নামাজের মধ্যেই রহিল। দেখুন, ইমাম কুস্তালানী শার্হে বোখারী কিতাবুত তাফ্সীর সুরায়ে হাজর। এই কথাই হক্ব, কেননা নামাজী যদি কথা বলিয়াছেন তো তাহারই সঙ্গে বলিয়াছন যাঁহাকে নামাজের মধ্যে সালাম প্রদান করা ওয়াজিব-

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

'আচ্ছালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু'। পক্ষান্তরে নামাজী যদি এই বিশ্ব জগতের অন্য কাহাকেও সালাম দিত তবে নামাজ ভঙ্গ হইয়া যাইত। কিন্তু হুজুর পাককে নামাজের মধ্যে সালাম না দিলে নামাজ ফাছেদ (ভঙ্গ) হইয়া যাইবে। নামাজের এই সালাম বিশ্ব জগতের রাজা মহারাজাকে দেওয়া হারাম। আর হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এই সালাম দেওয়া ওয়াজিব। বন্ধুগণ! বুঝিলেন তো আমাদের প্রিয় নবীজীর শান (মর্যাদা)।

নামাজের মধ্যে ওয়াজিব তরক্ হইলে ছহু সেজদা করিতে হয় এবং ফরজ তরক্ হইলে নামাজ দুহ্‌রাইতে হয়- এই মাছয়ালা ফকীহ্‌গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কিন্তু স্থান বিশেষে ফরজ তরক্ হইলে নামাজ দুহ্‌রাইতে হয় না। যেমন- নামাজে ক্বাবা শরীফকে সামনে রাখা ফরজ কিন্তু হুজুরে পাকের ডাকে হুজুরের খেদমতের জন্যে নামাজী পূর্বদিকে চলিয়া গিয়াছেন এবং ক্বাবা শরীফ পিছনে পড়িয়া গিয়াছে। তবুও নামাজ রহিয়াছে, ফাছেদ হয় নাই। কেননা, আপনার আমার কেবলা হইতেছে ক্বা'বা শরীফ আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, তিনি ক্বা'বারও ক্বা'বা। কাজেই, ক্বা'বা শরীফ পিছনে পড়ায় আপনার আমার ক্বা'বা পিছনে পড়িয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ক্বা'বার ক্বা'বাইতো সামনে রহিয়াছেন। এই হেতু নামাজ 'ফাছেদ' বা ভঙ্গ হয় নাই।

'ইয়া রাসূলাল্লাহু আর্‌ণী বি-জামালিকা'- হে আল্লাহ্‌র- রাসূল! আপনার সুন্দর চেহারা দেখাইয়া আমার এশ্‌কের জ্বলন্ত অগ্নিকে ঠান্ডা করিয়া দিন। হে আমার আল্লাহ্! তুমি আদেশ দান কর তোমার মাহ্‌বুবকে, যেন তিনি আমাকে দেখা দেন- তোমার জাতে পাকের দোহাই ইয়া আল্লাহ্। বিশ্ব জগতের মুসলমান পতঙ্গের মত পাগল হইয়া ক্বাবার দিকে ছুটে আর ক্বাবা পাগল হইয়া আমার রাসূলুল্লাহ্‌র রোখ্ করিয়া (ফিরিয়া) দাঁড়াইয়া আছে। ক্বাবার ক্বাবা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। **মাছআলা-** যদি কোন ব্যক্তির নামাজের মধ্যে অজু ছুটিয়া যায় তবে নীরব অবস্থায় নামাজ ছাড়িয়া পানির দিকে গিয়া অজু করতঃ পুনরায় নামাজ ঐ স্থান হইতে আদায় করিবে। তবেই নামাজ হইয়া যাইবে। এই স্থানে পানি পূর্ব দিকে ছিল, নামাজ ছাড়িয়া আসার সময় ক্বাবা পিছনে পড়িয়াছে। তবুও নামাজ ভঙ্গ হয় নাই, কারণ পানি আল্লাহর রহমত। পক্ষান্তরে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রহমতের সমুদ্র। তাঁহার দিকে তাঁহারই ডাকে হাজির হইলে নামাজ ভঙ্গ হইবে কেন?

বর্ণিত আয়াতে কারীমার 'আমানু' শব্দের অর্থ যদি মীছাকের দিন অর্থাৎ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

অঙ্গীকার দিবসের দিকে নেওয়া হয় তবে ইহাতে কাফেরও শামিল হয়ে যায়। বরং সমস্ত সৃষ্টের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমত ওয়াজেব (অপরিহার্য)। হুজুরে পাকের আদেশে অস্তমিত সূর্য্য পূনঃ উদয় হইল। হুজুরে পাকের আঙ্গুলের ইশারায় চন্দ্র দুই টুকরা হইয়া গেল। বাদল (মেঘ) ইশারা পাইবামাত্র ঝরঝর করিয়া বৃষ্টি বর্ষিতে লাগিল যখনই বুঝিতে পারিল যে এ নির্দেশ এ আদেশ মাহবুবে খোদা মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার।

দরূদ শরীফ পাঠ করুনঃ

আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া-
রাছুলাল্লাহু আরিনি বি-জামালিকা ইয়া-
হাবীবাল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম।

সমস্ত সৃষ্টিই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গোলামী করে। দেখুন, মেশ্কাত শরীফ বাবুল মো'জেজা- বৃক্ষও হুজুরে পাকের আদেশে হাজির হইল। হুজুরে পাক ছাহেবে লাওলাক আলাইচ্ছিালাতু ওয়াত্তাছ্লীমার শানে আজমতের জন্য বর্ণিত আয়াতে কারীমা কোরআনে পাকে মৌজুদ আছে।

মাছআলা- কতক অবস্থায় নামাজ ছাড়িয়া দেওয়া জায়েজ আছে। যদি নামাজীর নামাজের মধ্যে চারি আনা পরিমাণ ক্ষতি হইয়া যায় তবে নামাজ ছাড়িয়া দেওয়া জায়েজ হইবে। কোন মুসলমানের বিপদ দূরীকরণার্থে নামাজ ছাড়িয়া দেওয়া জায়েজ। নামাজী ব্যক্তি যদি কোন অন্ধলোককে কুপে পড়িয়া যাইতে দেখে তবে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য নামাজ ছাড়িয়া দেওয়া জায়েজ রহিয়াছে। নফল নামাজে থাকা কালীন যদি মা ডাক দেয় এবং মা যদি না জানে যে সন্তান নামাজ আদায় করিতেছে তবে মার ডাকে নফল নামাজ ছাড়িয়া দেওয়া জায়েজ আছে। কেহ ফরজ নামাজ একা আরম্ভ করিবার পর জামাতের তাকবীর শুনিতে পাইয়াছে তখন জামাতে শরীক হওয়ার জন্যে নামাজ ছাড়িয়া দেওয়া জায়েজ আছে। তাফসীরে রুহুল বয়ান উল্লেখিত আয়াতের প্রসঙ্গে এবং জগৎ বিখ্যাত শামী কিতাবের জিল্‌দে আওয়্যাল্ বার এদ্‌রাকুল্ ফর্‌জিয়া দ্রষ্টব্য।

একটি লতিফা বা রহস্য ঃ- উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক দুইয়ের তরফ হইতে ডাকা বা আহ্বানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা- আল্লাহ্ ও রাসূল যখন ডাকিবেন (আহ্বান করিবেন)।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

কিন্তু আল্লাহ্ পাক বেলাওয়াছেতা (মধ্যস্থতা ব্যতীত) কাহাকেও ডাকেন না এবং আল্লাহ্ পাকের আওয়াজ কাহারও কর্ণ গোচর হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই ডাকেন (আহ্বান করেন), তাঁহার ডাক বা আহ্বানই আল্লাহ্ পাকের ডাক্ বা আহ্বান। এই জন্যই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন- 'ইজা দাআকুম'- যখন ডাকিবেন (আহ্বান করিবেন)। 'দাআ'- ওয়াহেদের ছিগা (এক বচনের রূপ) বাহাছ ইছবাতে ফেইলে মাজি মা'রুফ। উক্ত আয়াতে আরও বলা হইয়াছে- 'লিমা ইওহিকুম'- এই হেতু যে নবী করিম আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালাম তোমাদিগকে জানদান (সঞ্জীবন) করিবেন। ইহাতে জানা গেল যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুর্দাকে জিন্দা করেন এবং জিন্দা দ্বীল্কে জান ও খেয়ালাতকে জিন্দা করেন তা'কেন করিবেন না? হজরত জিবরাইল আলাইহিচ্ছালাম ঘোড়ার উপর আরোহণ করিয়া ফেরাউনের ঘোড়ার আগে চলেন। ঐ ঘোড়ার পা যেথায় পড়িত ঐ স্থানে বৃক্ষদি ও উদ্ভিদ জন্মিত। বনি ইছরাঈলের ছামেরী নামক এক ব্যক্তি ঐ ঘোড়ার পায়ে নীচে মাটি রাখিয়াছিল। ফেরাউন ডুবিয়া মরার পর পর ঐ ছামেরী স্বর্ণ দ্বারা একটি বাছুরের (গো-বংশের) প্রতিমূর্তি তৈয়ার করিল। অতঃপর উক্ত বাছুরের প্রতিমুর্ত্তির মুখে উক্ত মাটি স্থাপন করা মাত্রই উহার মধ্যে জান (আত্মা) আসিল। প্রতিমূর্তি জীবন পাইল। হজরত জিবরাঈলের শরীরের স্পর্শ লাগিয়াছে ঘোড়ার উপর আর ঘোড়ার পদস্পর্শ লাগিয়াছে মাটির উপর এবং ঐ মাটি লাগিয়া মুর্দা মুর্ত্তির মুখে। তৎক্ষণাৎ ঐ মুর্দামূর্তি জীবন পাইয়া জিন্দা হইয়া গেল। এই জন্যই হযরত জিরাঈলকে রুহুল আমীন বলা হয়। কেন না জিবরাঈল হইতে রুহু পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে আমাদের আঁক্বা মাওলা ছাহেবে লাওলাক আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছাল্লামার নূরানী নজরে হাজার হাজার কোটি কোটি জিব্রাঈলী শক্তি রহিয়াছে। তবে তাঁহার ইশারায় মুর্দা জিন্দা হইবে না কেন? 'মাদারেজুন্ নবুওয়াত' নামক কিতাবে এই ধরনের বহু ঘটনা রহিয়াছে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুর্দাকে জিন্দা করিয়াছেন। হযরত- জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহুর বাড়ীতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দাওয়াত রাখিয়াছিলেন। হযরত জাবের হুজুর পাকের জন্য বক্রী জবাহ্ করিয়াছিলেন। হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-র এক ছেলে অন্য ছেলেকে বক্রীর মত (জবাহ্ ক্রিয়ার অনুকরণে) জবাহ্ করিয়াছিল। অতঃপর পিতার ভয়ে ভীত হইয়া দালানের ছাদের উপর উঠিয়া আত্ম গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

কিন্তু তথা হইতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া মৃত্যু বরণ করিল। জাবের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিবি উভয় মুর্দা ছেলে ঘরের এক কোনে চাদর জড়াইয়া শায়িত অবস্থায় রাখেন। খাবার দ্রবাদি তৈয়ার হইল। অতঃপর হুজুরে পাক ছাহেবে লাওলাক আলাইহিচ্ছাল্লাম তশরীফ আনয়ন করিলেন এবং এরশাদ করিলেন- "হে জাবের! তোমার ছেলেদ্বয় কোথায় আছে, তাহাদেরকে হাজির কর। অদ্য তাহাদেরকে নিয়া খানা খাইবো"। তখন হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর হুজুর ছাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উভয় ছেলেকে ডাক দিলেন (আহ্বান করিলেন) তৎক্ষণাৎ উভয় মুর্দা ছেলে জিন্দা হইয়া গেল। মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ডাকে সাড়া দিলেন এবং মাহবুবে খোদা তাহাদেরকে সঙ্গে নিয়া খানা খাইলেন। প্রিয় পাঠক। হুজুরে পাকের প্রতি মুহব্বতের সহিত দরূদ শরীফ পাঠ করুনঃ-

আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু ইয়া আওয়্যালু ইয়া আখেরু ইয়া জাহের ইয়া বাতেনু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম।

হযরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহুর বাড়ীতে একদা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দাওয়াত রাখিয়া ছিলেন। যথাসময়ে তথায় তশরীফ আনয়ন করতঃ খানা পিনা সমাপন করিয়া মাহবুবে খোদা আলাহিচ্ছালাম একখানা দস্তরখানায় হাত মুছিলেন। এর পরে এই দস্তরখানায় যখনই ময়লা পড়িত তখনই জলন্ত আগুনে ঢালিয়া দেওয়া হইত এবং উহার ময়লা আগুনে পুড়িয়া যাইত। কিন্তু দস্তরখানার একটি সূতা ও পুড়িত না, বরং পরিস্কার হইয়া যাইত।

দরূদ শরীফ- আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাহ্মাতাল্লিল্ আলামিন্।

মস্নবী শরীফে আছে- হুজুরে পাক সাহেবে লাওলাক এক সময়ে এক সাহাবীর বাড়িতে দাওয়াতে গিয়াছেন। বকরী জবাহ্ করা হইয়াছিল। (হুজুরে পাক জানিতে পারিলেন যে, উক্ত বকরীর দুধ ঐ সাহাবীর জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল) হুজুরে পাক সকলকে বলিলেন- তোমরা গোশ্ত খাও, কিন্তু হাড্ডি চিবাইও না। খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া হুজুরে পোর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমস্ত হাড্ডি একত্র করিয়া দোয়া করিলেন। তৎক্ষণাৎ ঐ বকরী জিন্দা হইয়া গেল। কথিত আছে, বক্রী এর পরে পূর্বাপেক্ষা অধিক দুধ দিত। কিতাব, 'মাদারেজুন্ নবুওয়ত' বাবুল মু'জেজা দ্রষ্টব্য।

সারকথা- জানোয়ারকে ও মানবকে এবং পাথরকে ও লাকড়ীকে হুজুরে আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জীবন দান করিয়াছেন।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

পাথরের কংকরকে জীবন দান করতঃ কলেমা পড়াইয়াছেন, শুষ্ক কাঠ জীবন লাভ করে নবীজির বিচ্ছেদ ব্যাথায় বুদ্ধিমান প্রাণীর ন্যায় জার জার হইয়া ক্রন্ধন করিয়াছে। হজরত ঈসা আলাইহিচ্ছালাম শুধু মুর্দা মানুষকে জিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের আঁক্বা মাওলা ছাহেবে লাওলাক আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালাম বেজান বস্তুকে জান দান করিয়াছেন, জীবন বিহীন বস্তুতে প্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন। ইহাই বর্ণিত আয়াতে কারিমার লেমা-ইউহিকুম্' এর মর্ম সত্য।

মীলাদে মোস্তফা আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াত্তাছলিমা

মীলাদের জল্সায় মীলাদ পাঠকারী মাওলানা সাহেব কোরাআন তেলাওয়াত ও দরূদ শরীফ পাঠ সহকারে যথানিয়মে জিক্রে বেলাদত শরীফ শুরু করতঃ নিম্নের লহরী পাঠ করিবেন, যাহা হাক্বীক্বতে মোহাম্মদীয়ার সুমহান বাস্তব অভিব্যক্তি। যাহার প্রতিটি শব্দ মাহবুবে খোদার শানে আজমতে একরার্ (স্বীকৃতি) ও এলান স্বরূপ ঃ-

(১) আমেনা বিবিকে গোলশান্মে
আয়া হায় তাজা বাহার
পড়েতেহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম
আয্ দার ও দিওয়ার্ নবীজী।
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহু
লা-ইলা-হা ইল্লাহু ----- ৩ বার।
(২) বারাহ্ রবিউল, আওয়্যালকু আয়াদুর্রে ইয়াতিম
মুহ্রে নবুওয়াত্ মাহে রেছালাত।
ছাহেবে খুলক্বীন্ আজী-ম্ নবীজী।
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহু
লা-লাইলাহা ইল্লাহু ..... ৩ বার
(৩) আয়া ওয়ালী দোজাহান্কা আউর আল্লাহ্কা মকবুল
শাফীয়ে মাহ্শার সাক্বীয়ে কাওছার
পেয়ারা মোহাম্মদ রাসূল-নবীজী। ঐ
(৪) হামেদ্ ও মাহ্মুদ আউর মোহাম্মদ দোজাহানকা সরদার
জানছে পেয়ারা রাজদুলারা রহমতকা সরকার-নবীজী। ঐ

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(৫) ইয়াছিন, ত্বোয়াহা, কাম্‌লিওয়ালা কোরআন্‌কি তাফ্‌ছীর
হাজের ও নাজের শাহেদ ও কাছেম আয়া ছেরাজুম্‌ মুনীর-নবীজী। ঐ
(৬) আওয়্যাল ও আখের ছবকুছ্‌. জানে দেখে বায়ীদ ও ক্বারীব
গায়েব্‌কী খবর দেনে ওয়ালা আল্লাহ্‌কা হাবী-ব-নবীজী। ঐ
(৭) ছাইয়্যেদে মক্কী শাহে মদীনা পেয়ারে নবীজি আয়ে
ছিন্‌লিয়া দেল মন্‌মোহন নে চাঁদছা মুখ্‌রা দেখায়ে-নবীজী। ঐ
(৮) বাহারে ছালামি ছারে ফেরেশ্‌তে আছমানুছে আয়ে
ছোবাহ্‌ বেলাদাত পেয়ারে নবীপর
সালাতু সালাম পৌঁছায়ে-নবীজী। ঐ
(৯) কুফ্‌র ও শেরেক কালী ঘাটায়ী হুগ্যায়ী ছারি দূর
মাশ্‌রেক ও মাগরেব দুনিয়া আন্দার হুগ্যায়ী নূরহি নূর-নবীজী। ঐ
(১০) জিব্রিল্‌ আয়ে ঝুলা ঝুলানে লহ্‌রী দিজিয়ে শান
ছু-জা ছু-জা রহ্‌মতে আলম দোজাহান্‌কা সুলতান-নবীজী
আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু। ৩ বার

দ্রষ্টব্য :- ৮নং শেরের মধ্যে ছোবাহ্‌ বেলাদাত্‌ পেয়ারে নবী পর সালাতু সালাম পৌছায়ে নবীজী পড়িতে পড়িতে দাঁড়াইবেন অর্থাৎ কিয়াম-ই-তাজিমী পালন করিবেন এবং পরবর্তী দু'টি শের পাঠ করতঃ শেষে এই সালাম সমস্বরে পাঠ করিবেন:-

ইয়া নাবী সালামু আলাইকা
ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীব্‌ সালামু আলাইকা
সালাওয়াতুল্লাহ্‌ আলাইকা।

অতঃপর মাওলানা সাহেব ছালাম পাঠের মাঝে মাঝে নিম্নে উদ্ধৃত কিয়ামের উৎকৃষ্ট বাংলা কাছিদা উচ্চস্বরে পাঠ করিবেন ঃ-

(১) বার-ই রবিউল আউওয়ালে
প্রভু যে তোমায় পাঠালে
আমিনা মায়ের কোলে
আব্দুল্লাহর নূরানী কুটিরে। ইয়ানাবী .....।
(২) আহ্‌মাদ নাম তোমার আসল
মুহাম্মদ সুরাতে শেকেল্‌
সৃজিলেন সৃষ্টির আউওয়ালে
পাঠালেন ধরায় আখেরে। ইয়ানাবী ... ...।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(৩) তুমি যে নূরেরি রবি
নিখিলের ধ্যানের ছবি
তুমি না এলে দুনিয়ায়
আঁধারে ডুবিত সবই। ইয়ানাবী ... ...।
(৪) চাঁদ সুরুজ আকাশে আসে
সে আলোয় হৃদয় না হাসে
এলে তাই হে নব রবি
মানবের মনের আকাশে। ইয়ানাবী ... ...।
(৫) তোমারি নূরের আলোকে
জাগরণ এল ভূ-লোকে
গাহিয়া উঠিল বুলবুল্
হাসিল কুসুম পুলকে। ইয়ানাবী ... ...।
(৬) নবী না হয়ে দুনিয়ার
না হয়ে ফেরেশতা খোদার
হয়েছি উম্মত তোমার
তার তরে শোকর হাজার বার। ইয়ানাবী ...।
(৭) হে প্রিয় নাবীয়ে রাহ্মাত
হাশরে করিও শাফা'আত
সবাই তো তোমারি উম্মাত
দরশন দিও মোদেরে। ইয়ানাবী ... ...।
হে নবী দয়ার আঁধার
(৮) মোরা তো অধম গোনাহ্গার
উম্মাতি বলে ডাকিও
তরাইও রোজে মাহ্শার। ইয়ানাবী ... ...।

অতঃপর মাওলানা সাহেব নিম্নে উদ্ধৃত মুনাজাত দরবারে মোস্তফা নিবেদিত-প্রাণ হইয়া আরজ করিবেন ঃ-

মোহাম্মদ ইয়া রাসূলাল্লাহ
শাফাআত কিজিও লিল্লাহ।
১। আপ্ হ্যেয়, মাহবুবে খোদা
ছারি খোদায়ী হ্যায় আপ্পর ফেদা
মোহাম্মদ ইয়া রাসূলাল্লাহ শাফাআত কিজিও লিল্লাহ।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

২। খালেকে কুল্নে আপ্কু মালেকে কুল্ বানা দিয়া
দুনু জাহা হ্যাঁয় আপ্কে কবজা ও এখতিয়ারমে
মোহাম্মদ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ শাফাআত কিজিও লিল্লাহ্।।
৩। ভিখারীহু আপকে দ্বার কা থোড়া ভিখ-দিজিও লিল্লাহ
মোহাম্মদ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ শাফাআত কিজিও লিল্লাহ্।।
৪। গোনাহ্গারহু বদ্কারহু লেকিন
উম্মিদ ওয়ারহু শাফায়াত্কা
মোহাম্মদ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ শাফায়াত কিজিও লিল্লাহ্।।
৫। রুখছারেছে পর্দা উঠা কার্ দেখাহাদ্যো চেহেরায়ে নূরকা।
মোহাম্মদ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ শাফাআত কিজিও লিল্লাহ্।।
৬। মালেকুল মউত জব্ আওয়ে এমদাদ কিজিও বাহ্রে খোদা।
মোহাম্মদ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ শাফাআত কিজিও লিল্লাহ্।।

সবশেষে, মাওলানা সাহেব নিম্নের মুনাজাত দরবারে ইলাহীয়াতে আরজ করিবেনঃ-

আল্লাহুমা ইয়া রাব্বি বেজাহে নাবিয়েকাল্ মোস্তাফা ওয়া রাছুলেকাল মোর্তাদ্বা তাহ্হির্ কুলুবানা মিনকুল্লে ওয়াছফীন তুবাইদুনা আন্ মুশাহাদাতিকা ওয়া মুহাব্বাতিকা ওয়া আমি্তনা আলা- ছুন্নাতে ওয়াল্ জামাআতে ওয়াশ্ শাউক্বে ইলা লেক্বায়েকা ইয়া জাল্ জালালে ওয়াল ইক্রাম ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যেদেনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সোয়াহ্বিহি ওয়াসাল্লামা তাছলীমান্ কাছিরান কাছিরান্ ওয়াল হামদুলিল্লাহে রাব্বিল্ আলামিন। আ-মী-ন। ইয়া রাব্বাল্ আলামীন।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আছমতে আম্বিয়া (নবীগণ নির্দোষী)
বা
ঈমান ও মারেফত ভান্ডার
(বিংশ খন্ড)

১ম প্রকাশ:
৯ নভেম্বর, ১৯৮৪ ইং
১৫ সফর, ১৪০৫ হিজরী
২৩ কার্তিক, ১৩৯১ বাংলা

মাওলানা আকবর আলী রেজভী,
সুন্নী আল ক্বাদরী

পিডিএফ:ইকরামুল হক

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২০৩

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

এই পুস্তকখানা লেখার উদ্দেশ্য এই যে, ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন হইতে শ্বাশত নবী নামক পুস্তক বাহির হইয়াছে। উক্ত পুস্তকের ১৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে যে "রাসুল (দঃ) মানুষ, আমাদেরই মত দোষে গুণে" এবং স্কুল ও মাদ্রাসার পাঠ্য পুস্তক মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্যের ১১৭ ও ১১৮ পৃষ্ঠায় মানুষ মুহাম্মদ (দঃ) নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, "মানুষ মুহাম্মদ (দঃ) রাসুল, কিন্তু তিনি মানুষ আমাদেরই মত"। ইহা ছাড়াও আরও অনেক পুস্তকে পাওয়া যায় ওহাবী দলের আলেমগণ লিখিয়াছে যে, 'রাসুল (দঃ) মানুষ, আমাদেরই মত পাপ পূণ্যে' নাউযুবিল্লাহ ॥ আল্লাহ হেদায়ত নসীব করুন। এই সমস্ত বেয়াদবীর দ্বারা ঈমান নষ্ট হইয়া যায়। ইসলামের মূল ঈমান-আক্বীদা। আক্বীদা নষ্ট হইয়া গেলে জাহেরী এবাদত বন্দেগী দ্বারা মোমিন থাকিতে পারে না। হুশিয়ার হে মুসলমান ভাই বোন ওয়াহাবীদের এই সমস্ত পুস্তক পড়িয়া বা শুনিয়া লা-হাওলা পড়িবেন। মূল শিকড় বাদে বৃক্ষ জন্মে না তদ্রুপ আক্বিদাই ইসলামের একমাত্র মূল শিকড়। আক্বিদা বাদে মুসলমান হইতে পারে না। আক্বিদা শব্দের বহুবচন হলো আকায়েদ। আকায়েদ শব্দের অর্থ হলো গায়েবের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। গায়েব শব্দের অর্থ- যে জিনিষ চক্ষে দেখা যায় না অর্থাৎ অদৃশ্য। মানব শক্তির দ্বারা অনুভব করা যায় না। যথা- আল্লাহ, ফেরেস্তা, জ্বীন, বেহেস্ত, দোজখ, আরশকুরসি, কবরের আজাব ও হাশর নসর ইত্যাদি। যাহা চক্ষে দেখা যায় এবং অনুভব হয়, উহা গায়েব নয়, জাহের অর্থাৎ প্রকাশ। শুধু জাহেরের দ্বারা বাতেন ব্যতিত মোমিন-মুসলমান হইতে পারে না। আগে মুসলমান হউন পরে নামাজ রোজা এবাদত বন্দেগী যত ইচ্ছা করুন শেষ বিচারের কালে বড়ই উপকার পাইবে।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين ونصلى على رسوله الكريم

আছমতে আম্বিয়া অর্থ নবীগণ নির্দোষ। ঈমান রাখিতে হইবে যে নবীগণ বেগুনাহ। অর্থাৎ গুনাহ্ হইতে মুক্ত পবিত্র। হাদিস শরীফ- الانبياء معصوم (আল আম্বিয়াউ মাছুমুন)। অর্থ- সমস্ত নবীগণ বেগুনাহ্।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

পিডিএফ:ইকরামুল হক

জানিয়া রাখিবেন যে, ঈমানের দ্বারাই মোমিন এবং ঈমানের অভাবে মানুষ কাফের। মোমিন এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্য শুধু ঈমান। গুনাহের দ্বারা এবং নেক আমলের অভাবে মোমিন-মুসলমান কাফের হয় না, শক্ত গুনাহগার হয়। কিন্তু যথেষ্ট নেক আমল করা সত্বেও ঈমানের অভাবে মানুষ কাফের হয়। বহু প্রমাণ কোরআনে কারিমে রহিয়াছে। ঈমান রাখিতে হইবে যে, নবীগণ গুনাহ্ ও ভুল করিতে পারেনা। ভুল করা অসম্ভব। যাহারা বলে এবং বই পত্রে লেখে নবীগণ আমাদেরই মত মানুষ দোষে-গুণে, তাহাদের ঈমান নাই। নামে মাত্র মুসলমান অর্থাৎ জাহেরে মুসলমান বাতেনে কাফের। মুনাফেক, কাফেরের চাইতেও নিকৃষ্ট। ঈমান রাখিতে হইবে নবীগণ আমাদের মত মানুষ নন। হুশিয়ার! হে মোমিন-মুসলমান ভাই কোন বর্তমান যুগে জাহেরী মুসলমানী দাবীদারগণের বই পত্র পড়িয়া বিশ্বাস করিয়া ঈমান হারা হইবেন না। আছমতে আম্বিয়া অর্থাৎ নবীগণ গুনাহ হইতে পবিত্র। ইহার বহু বহু দলিলাদি রহিয়াছে। কিছুমাত্র বর্ননা করিলামঃ

১নং দলিলঃ গুনাহগার শরিয়তের মতে ফাছেক এবং ফাছেকের বিরোধিতা করা দরকার। নবীর তাবেদারী করা ফরজ। যদি নবী গুনাহগার ফাছেক হয়, তবে তাহার বিরোধিতা করা দরকার এবং তাহার তাবেদারী করাও ফরজ। এই উভয় বিষয়কে 'এজতেমায়ে জিদ্দাইন' বলে। অর্থাৎ বিপরীত দুই জিনিস একত্রিত হইতেই পারে না।

২নং দলিলঃ ফাছেকের কথা প্রমাণ ব্যতিত গ্রহণ করা যায় না। কোরআন পাকের আদেশ পয়গাম্বরের কথা বিনা প্রমাণে গ্রহণ করা, মানা ফরজ। যদি নবীগণ গুনাহগার ফাছেক হয় তবে তাঁহার কথা মানা ও না মানা উভয়ই দরকার হইবে এবং ইহাকে এজতেমায়ে নাকি জাইন বলে। ইহা হইতেই পারে না। যেহেতু নবীগণ গুনাহ ও ভুল করিতে পারেন না। হে জ্ঞানী বিদ্যানগণ! বলুন কালেমায়ে তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এর প্রকাশক ও প্রচারক কে? নিশ্চয়ই আপনি উত্তর দিবেন যে, নবীগণ (আলাইহিচ্ছাল্লাম)। যদি নবীগণের ভুল হয়, তবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মধ্যেও ভুল থাকিতে পারে, নাউযুবিল্লাহ! নাউযুবিল্লাহ!! যাহার ঈমান নাই তাহার আক্কেলও নাই।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

৩নং দলিলঃ গুনাহ্গারের প্রতি শয়তান সন্তুষ্ট। এইজন্য গুনাহগার হেজবুশ শয়তানের মধ্যে শামিল। অর্থাৎ শয়তানের দলের মধ্যে শামিল। নেককারের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং নেককার হেজবুল্লাতে শামিল। অর্থাৎ আল্লাহর দলে শামিল। যদি পয়গাম্বর এক মুহুর্তের জন্যও গুনাহ্গার হয়, তবে সেই মুহুর্তে হেজবুশ শয়তানের মধ্যে শামিল হয়। অর্থাৎ শয়তানের দলের মধ্যে শামিল হয়। নাউজুবিল্লাহ! নাউজুবিল্লাহ!!

৪নং দলিলঃ পয়গাম্বর গুনাহ্ করিবার সময় যদি কোন উম্মত নেক কাজ করে তবে ঐ সময় উম্মত নবীর চাইতে উত্তম হইবে। একথা একেবারেই বাতিল, হইতেই পারে না শরীয়তে অগ্রাহ্য।

৫ নং দলিলঃ- রাসূলগণ ফেরেস্তার চাইতে উত্তম কোরআন পাকে আছে যে,

ان الله الصطفى ادم واوحا وال ابراهيم وال عمران على العلمين

'ইন্নাল্লাহাস্তাফা আদামা ওয়ানুহান ওয়া আলে ইব্রাহীমা ওয়া আলে এমরানা আলাল আলামিন'। যাহার দ্বারা জানা যায় যে, সমস্ত পয়গাম্বরগণ সারা জাহানের চাইতে উত্তম এবং জাহানের মধ্যে ফেরেস্তাও শামিল আছে। সেহেতু পয়গাম্বরগণ ফেরেস্তার চাইতে উত্তম। ফেরেস্তাগণ বেগুনাহ্ মাছুম। ফেরেস্তাগণের সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন যে, لايعصون الله লা ইয়া ছুনাল্লাহা অর্থাৎ ফেরেস্তাগণ কোন সময় গুনাহ করিতে পারে না। এখন যদি নবী গুনাহ্গার হয় তবে সম্মানের দিক দিয়া ফেরেস্তার চাইতেও ছোট হইয়া যায়। কেননা কোরআন পাকে বলিতেছে যে, لم نجعل المتقون كا الفجار 'লাম নাজআলুল মুত্তাকিনা কাল ফাজ্জার' যাহার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, পরহেজগার ও গুনাহগার সমান নয়। ফেরেস্তা পরহেজগার, যদি নবী এক মুহুর্তের জন্য গুনাহ্গার ফাছেক হইয়া যায় তবে ফেরেস্তাগণের চাইতে উত্তম থাকেন না; কাজেই নবীগণ গুনাহ্ ও ভুল করিতে পারেন না।

৬ নং দলিলঃ কোরআন পাকের দ্বারা প্রমাণ আছে যে, আল্লাহ পাক শয়তানকে বলেছেন যে, আমার খাছ বান্দাগণের উপর তোমার প্রভাব চলিবে না।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

শয়তানও বলেছিল যে, হে খোদা আমি সমস্ত বান্দাগণকে গোমরাহ করিব, তোমার খাছ বান্দাগণ ব্যতীত। হযরত ছালেহ আলাইহিচ্ছালাম বলিয়াছেন যে, হে মানুষ ! আমি তোমাদিগকে যে কথায় ও কাজে বাঁধা দিব ঐ কথা ও কাজ নিজে করিবার ধারণাও করি না। তিনি বলেন যে,

وما اريدا خالفكم ما انهكم عنه 'ওয়ামা উরিদু ইখালফাকুম মা আনহাকুম আনহু' যখন আল্লাহ বলেন যে, আমার নবীগণের উপর শয়তানের প্রভাব হইতে পারিবে না, নবীগণও বলেন যে, আমরা গুনাহের ধারণাও করিনা। শয়তানও বলেছে যে, পয়গম্বারগণের উপর আমার প্রভাব চলিবে না। এখন যে ব্যক্তি নবীগণকে গুনাহগার মানে ও জানে সে শয়তানের চাইতেও নিকৃষ্ট। হে সোনার বাংলার নিরীহ মুসলমান! রাষ্ট্রপতি হইতে নিম্ন শ্রেণীর বিচারকগণের প্রতি আমি সুবিচারের প্রার্থী যে, যাহারা বই-পত্র লিখিয়া বিপুল প্রচার করিয়া এবং স্কুল-মাদারাসায় পাঠ্য করিয়া মুসলমান ও মুসলমানের সন্তানাদিকে ঈমানহারা বানাইতেছে ইহার সুষ্ঠ ও সুবিচার হওয়া দরকার। নচেৎ এই দাবীগুলির দ্বারা সরল মুসলমানের ঈমান নষ্ট হইবে। যে হাদিসে পয়গাম্বরগণের গুণাহের প্রমাণ হয়, ঐ হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। বরং যে আয়াতে নবীগণের গুণাহের ধোকা আসে, ঐ আয়াতে তৌজি ও তাবিল দরকার। যেন কোরআনের আয়াতের মধ্যে তাআর্‌রুজ না হয়। আমাকে একজন খারেজী-ওয়াহাবী মোল্লা প্রশ্ন করিয়াছিল যে, নবীগণের গুণাহগার হওয়ার কোরআনের দ্বারা প্রমাণ আছে। আমি তাহাকে ইহাই বলিয়াছিলাম। সে ব্যক্তি মানে নাই। তখন আমি বলিয়াছিলাম যে, তবে তুমি আল্লাহকে গুণাহগার বলিয়া মান। কেননা কোরআনে আছে-

ومكر الله 'ওয়ামাকারাল্লাহু' আরও আছে যে وهو خادعهم 'ওয়া হুওয়া খাদেউহুম'। যাহার দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ পাক ধোকাবাজী ও মক্করবাজী করে। এই কথা গুণাহ্-পাপ। তখন ঐ খারেজী ওয়াহাবী মোল্লা বলিতে লাগিল যে, এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই নয় বরং ভিন্ন উদ্দেশ্য। তখন আমি বলিলাম যে, যেমন এই স্থানে ভিন্ন উদ্দেশ্য বাহির করিয়াছ, তদ্রুপ ঐ স্থানের নবীগণের জন্যও ভিন্ন উদ্দেশ্য বাহির করিয়া লও, যদি ঈমান বাঁচাতে চাও। তখন চুপ করিয়া চলিয়া গেল।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ফেরেস্তাগণ শুধু আবেদ ছিল এবং মানুষকে এবাদতের সহিত ভালবাসার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। ভালাবাসার জন্য পরিশ্রমের দরকার। কিন্তু বেহেস্ত পরিশ্রম হইতে পবিত্র। এই জন্য দরকার ছিল যে, আদম আলাইহিচ্ছাল্লামের ভালবাসার পরীক্ষার জন্য জমিনকে পরীক্ষার হল বানানো হইয়াছে। এই ইউনিভার্সিটিতে তিনি আসিবেন। এই জমিন হুজুর আলাইহিচ্ছাল্লামের জন্ম স্থান ছিল। বেহেস্ত তাহার মেরাজের স্থান। এই জন্য দরকার ছিল আদম আলইহিচ্ছাল্লামকে ঐ জায়গা হইতে অর্থাৎ বেহেস্ত খালি করিয়া জমিনে আনা। এই উদ্দেশ্যে আদম আলইহিচ্ছাল্লামের জমিনে আসিতে হইল। খোদার কুদরতে উত্তম তদবিরের দ্বারা শয়তানের ধোকায় আদম আলইহিচ্ছাল্লামকে বেহেস্ত হইতে জমিনে অবতীর্ণ করিলেন। যেমন ইউসুফ আলাইহিচ্ছাল্লামকে তাহার ভাইগণের আড়ালে কেনান হইতে মিসর পৌছাইয়া ছিলেন। যেন ঐ স্থানে আনার পর গেনা (সমৃদ্ধি) দান করা যায়। আদম আলাইহিচ্ছাল্লামকেও ছালামত হইতে সালামতের দিকে, শান্তি হইতে অশান্তির দিকে, নিয়ামত হইতে নুকমাতের দিকে, মুহাব্বত হইতে মেহনতের দিকে, কুরবত হইতে গুরবতের দিকে, উলফত হইতে বিচ্ছেদের দিকে পরিবহন করা হইয়াছে। আদম আলাহিচ্ছাল্লামের বেহেস্তে প্রত্যেক জিনিসের প্রতি ভালবাসা ছিল। আশেক চায় না যে, তার মাশুক অন্য কোন জিনিসকে ভালবাসুক। আশেক ভালবাসার মধ্যে শরীক ভালবাসে না। কাজেই এই সমস্ত হইতে পৃথক করিয়া সকলকে হযরত আদম আলাইহিচ্ছাল্লামের শত্রু বানাইয়া প্রিয়জন হইতে ছাড়াইয়া চিল্লা কাশির জন্য জমিনের এক প্রান্তে পাঠানো হয়েছে এবং বলা হইয়াছে যে, আপনি এই চিল্লা পূরণ করিয়া আবার আমার নিকটে আসিবেন। আদম আলাইহিচ্ছাল্লামের জমিনে আসা এই রকম ছিল যেমন বীজ জমিতে বপন করা। বীজ মালিকের ঘর হইতে বাহির করিয়া ফাঁকা মাঠে নেয়। এই মাঠে বৃষ্টি ও রৌদ্রের নির্যাতন ভোগ করিয়া সুজলা ক্ষেত হয়। আবার ফল হইয়া আবর্জনা যুক্ত লতা পাতা দুর করিয়া মালিকের ঘরে ফিরিয়া আসে। আদম আলাইহিচ্ছাল্লামকে জমিনে পাঠানো হইয়াছে। এবাদতের পানি দ্বারা সয়লাব করা হইয়াছে, যাহার দ্বারা এবাদতের শাখা-প্রশাখা বাহির হয় এবং শরীয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারফতের ফল জন্মে।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২০৮

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বীজ বহু সঙ্গে নিয়া যে স্থান হইতে আসিয়াছিল ঐ স্থানে পুনরায় ফিরাইয়া নেওয়া হইল। আদম আলাইহিচ্ছাল্লামকে খেলাফতের জন্য জমিনে আনা হইয়াছে। গুনাহের জন্য নহে। খেলাফতের জন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছিল। বেহেস্তে কিছুদিন এই জন্যই রাখা হইয়াছিল যে বেহেস্তের ঘর বাড়ী ও বাগ বাগিচা দেখিয়া ঐ ভাবে জমিনকে আবাদ করিবেন। বেহেস্ত তাঁহার ট্রেনিং ছিল। কাহাকেও ট্রেনিং স্কুলে সর্বদায় রাখা যায় না। ফেরেস্তাগণ কান্না ব্যতীত এবাদত করিয়াছিল। আদম আলাইহিচ্ছাল্লাম এশকের জ্বালায় কাঁদিয়া ছিলেন। গুনাহের জন্য নয় যাহার কারণে মানুষ ফেরেস্তার চাইতে উত্তম হইয়াছে। বেহেস্ত বাহানা ছিল হাকিকতে এশকের জ্বালায় কাঁদিয়াছিল। আদম আলাইহিচ্ছালাম আমাদিগকে বেহেস্ত হইতে বাহির করেন নাই। বরং আমরাই তাহাকে বেহেস্ত হইতে বাহির করিয়াছি। কেননা তাঁহার পৃষ্ঠে কাফের-মুশরেক বেহেস্ত হইতে বাহির করিয়াছি। কেননা তাহার পৃষ্ঠে কাফের-মুশরেক সকলেরই রুহু ছিল। যাহারা বেহেস্তের যোগ্য নয়। আদেশ হইল হে আদম নীচে নামিয়া যাইয়া ঐ খবিসগুলিকে ছাড়িয়া আস, এই বেহেস্ত তোমারই। শয়তানের জমিনে আসা বিদেশে আসা হইয়াছে। কিন্তু আদম আলাইহিচ্ছাল্লামের জন্য জমিনে আসা বিদেশ নয়। কেননা আদম দেহ ও রুহের নাম। তাঁহার দেহ যেহেতু মাটি দিয়া বানানো হইয়াছে কাজেই জমিনে তাহার দেহের বাড়ী হইয়াছে এবং আলমে আরওয়াহ রুহের বাড়ী। রুহের বাড়ী হইতে দেহের বাড়ী আসিলেন। যে মানুষ মরিয়া বেহেস্তে গিয়েছেন তাহারা বিদেশে যায় নাই। বরং দেহের বাড়ি হইতে রুহের বাড়ি গিয়েছেন। কিন্ত শয়তানের জন্ম অগ্নী দ্বারা সেহেতু জমিন তাহার জন্য বিদেশ। আদম আলাইহিচ্ছাল্লামের জমিনে আসা যদি গুনাহের জন্য হইত, তবে তাকে খলিফা বানানো হইত না। আওলাদের মধ্যে আওলিয়া আম্বিয়া হইত না। জেলীকে আগে মাফ করা হয়, পরে জেলখানা হইতে বাহির করা হয়। বাদশাহী মহলে রাখিয়া আবার তাহার উপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষন করা হয়, কিন্তু জেলখানায় রাখিয়া নয়। হাকিকত এই যে, বড় লোকের জাহির খাতা ছোট লোকের জন্য আতা অর্থাৎ উপহার।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ইহকাল ও পরকাল সমস্ত নিয়ামত আদম আলাইহিচ্ছাল্লামের একটি জাহেরী খাতার কারণে হইয়াছে।

হে পাঠকগণ! চিন্তার বিষয়। দ্বিতীয় কথা নূরে খোদা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মানুষ বলা বা ভাই বলা হারাম। নবী মানুষ জাতিতেই আসেন এবং মানুষই হয়, জ্বীন বা ফেরেস্তা নবী হয় না। ইহা এই দুনিয়ার নীতি বিধান। তাহা না হইলে মানুষ জাতির আরম্ভ হযরত আদম আলাইহিচ্ছাল্লাম হইতে হইত না। কেননা আদম আলাইহিচ্ছাল্লামই মানব পিতা যাহার আগে মানব সৃষ্টি হয় নাই। নূরে খোদা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ সময়ের নবী যখন মানব পিতা হযরত আদম আলাইহিচ্ছাল্লাম মাটিতে পানির মধ্যে ছিলেন। নূরে খোদা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজেই বলিয়াছেন كنت نبيا وادم بين الما والطين **'কুন্তু নাবিয়ান ওয়া আদামু বাইনাল মায়ে ওয়াত্বতিন'**। অর্থ- আমি নবী ছিলাম ঐ সময় যখন আদম আলাইহিচ্ছাল্লাম মাটি ও পানির মধ্যে ছিলেন। তাফসীরে রুহুল বয়ান শরীফে আছে যে, كهيعص 'কাফ, হা, ইয়া,আইন, ছোওয়াদ' এর মর্মে হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তিনটি ছুরত। ১নং ছুরতে হাক্কি অর্থ- আল্লাহর ছুরত। সে সময় শুধু আল্লাহ্ই আল্লাহ্ ছিলেন, অন্য কোন সৃষ্টি বলিতে ছিল না। তখন নূরে খোদা মুহাম্মদ মুস্তফা নবী ছিলেন। ছুরতে হাক্কির আলোচনায় হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, من رانى فقد راى الحق 'মান রা আনী ফাকাদরা আল হাক্কা' অর্থ- যে ব্যক্তি আমাকে দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই আল্লাহ্কে দেখিয়াছে। ২নং ছুরতে মালাকি অর্থ- ফেরেস্তার ছুরত। অর্থাৎ আদম সৃষ্টির পূর্বে নূরে খোদা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফেরেস্তার জগতে ফেরেস্তাগণের নবী ছিলেন। তখন ছুরত ছিল ফেরেস্তার, ছুরতে মালাকির আলোচনার হাদিস শরীফে আসিয়াছে যে, لى مع الله وقت **'লামায়াল্লাহে ওয়াক্তুন'**। অর্থ- আমার জন্য আল্লাহর নিকট একটি সময় নির্দিষ্ট রহিয়াছে। ৩নং ছুরতে বাশারী অর্থ- জাহেরী রঙ্গের মানুষ। অর্থাৎ আদম সৃষ্টির পর, আদম সন্তানের মধ্যে লক্ষ-লক্ষাধিক নবীর জন্মের পর ৫৭০ খৃষ্টাব্দে ১২ই

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

রবিউল আউয়াল সোমবার সুবেহ ছাদেকে মানব রঙ্গে মানব বেশে মানব জগতে জন্ম গ্রহন করেন। নূরে খোদা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর ছুরতে বাশারীর আলোচনায় কোরআনে পাকে আসিয়াছে যে, انما انا بشر ইন্নামা আনা বাশারুম' অর্থ আমি বাশার অর্থাৎ মানুষ। জিব্রাইল আমিন ছিফ্তী নূরের তৈয়ারী হাজরো বার রাসূলে পাকের দরবারে মানুষের সুরতে আসিয়াছেন, তাহাকে মানুষ বলেন না কেন? রাসূলে পাক আল্লাহ জাতি নূরের জ্যোতির তৈয়ারী তাঁহাকে মানুষ বলেন কেন? জিব্রাঈল আমিন মেরাজের সময় ছিদারাতুল মুনতাহায় যাওয়ার পর জিব্রাঈলী শক্তি শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাসূলে পাকের মানবিক শক্তি এখনো আরম্ভ হয় নাই। হে বিশ্বের মুসলমান, চিন্তা শক্তি কোথায় খরচ করিবার জন্য রাখিয়াছেন। কি উত্তর দিবেন হাশরের দিন। যাহা হউক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মানুষ বলিয়া ডাকা অথবা ভাই ইত্যাদি শব্দের দ্বারা ডাকা হারাম। যদি এহানতের অর্থাৎ তুচ্ছতার সহিত ডাকে তবে কাফের হইবে। কিতাব আলমগীরি। ফেকার কিতাবে আছে, যে ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হে মুহাম্মদ, হে ইব্রাহীমের বাপ অথবা হে ভাই ইত্যাদি সমসাময়িক শব্দের দ্বারা ডাকিবে তবে হারাম হইবে। যদি এহানতের সহিত ডাকে তবে কাফের হইবে। বরং ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া নাবিয়াল্লাহ এই ধরণের সম্মান জাতীয় শব্দের দ্বারা ডাকা দরকার। শায়েরগণ শেরের মধ্যে ইয়া মুহাম্মদ লেখে, ইহা জায়গার সংকীর্ণতার কারণে হইয়া থাকে। কিন্তু পাঠকের জন্য দরকার সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলা। কোরআনে কারিমে আছে যে, لا تجعلوا دعاء الرسول 'লাতাজআলু- দোয়াআর্‌রাসুলে বাইনাকুম' অর্থ- রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ডাকিও না এমনভাবে, যেমন তোমরা পরস্পর একজন অন্যজনকে ডাকিয়া থাক। তাঁহার দরবারে চিৎকার করিয়া কথা বলিও না যেমন তোমরা একে অন্যের সামনে চিৎকার করিয়া কথা বলিয়া থাক যেন তোমাদের নেক আমল বরবাদ না হইয়া যায় এবং তোমাদের খবর না থাকে। তাফসীরে রুহুল বয়ান শরীফে আছে যে, لا تجعلو 'লাতাজ আলু' এই আয়াতের

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

মর্মেও লিখিয়াছে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ডাকিও না তাহার নাম লইয়া। যেমন একজন অন্যজনের নাম ধরিয়া ডাকা ডাকি করিয়া থাকো যে, হে মুহাম্মদ, হে আব্দুল্লাহর বেটা বরং শানদার শব্দের সহিত ডাকিও। যেমন- ইয়া নাবিয়াল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যেমন আল্লাহ নিজে ডাকিয়াছেন। হে আমার নবী, হে আমার রাসূল, হে মুজাম্মিল, হে মুদ্দাসির। কোরআনে কারিমের এই আয়াত দ্বারা এবং মুফাচ্ছির ও মুহাদ্দিসগণের দ্বারা জানা যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদব রক্ষা করা সর্ব অবস্থায় একান্ত দরকার। হুজুর আলাইহিচ্ছাল্লামকে ডাকার সময় অথবা কথা-বার্তা বলার সময় সর্ব অবস্থায় আদব রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। এমন কি দুনিয়ার সম্মানি লোকদিগকেও তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকা বেআদবী। মাকে আম্মা ছাহেবাহ, পিতাকে আব্বা ছাহেব, ভাইকে ভাই সাহেব যেমন সুন্দর ও সম্মানীয় শব্দের দ্বারা ডাকেন। যদি কেহ মাকে বাপের স্ত্রী, পিতাকে মার স্বামী বলিয়া ডাকে অথবা নাম ধরিয়া ডাকে তবে যদিও কথা সত্য তবুও তাহাকে বে-আদব বলা হইবে। হুজুর আলাইহিচ্ছাল্লাম আল্লাহর খলিফায়ে আজম। তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকা অথবা ভাই বলা নিশ্চয়ই হারাম। বাড়িতে মা, বিবি এবং কন্যা সকলেই মেয়েলোক কিন্তু তাহাদের নাম, কাজ ও আদেশ পৃথক। যে ব্যক্তি মাকে বিবি, বিবিকে মা বলিয়া ডাকিবে নিশ্চয়ই সে বেঈমান এবং যে ব্যক্তি সকলকেই একনজরে দেখিবে সে মরদুদ শয়তান। তদ্রুপ যে ব্যক্তি নবীকে উম্মত ও উম্মতকে নবীর মত জানিবে সে মালাউন। কোরআনে কারিমে আছে যে মক্কা শরীফে কাফেরদের নীতি ছিল যে, নবীগণকে তাহারা আমাদের মত মানুষ বলিত। যথা-

قالوا ما انتم الا بشر مثلنا 'কালুমা আন্তুম ইল্লা বাশারুম মিছলুনা! অর্থ- কাফেরগণ বলিত তুমি নবী কিন্তু আমাদের মত মানুষ। এখনও কাফের হইলে বলিতে পারিবে যে, নবী আমাদের মত মানুষ। অথচ নবী আলাইহিচ্ছাল্লাম মুসলমানদিগকে বলিয়াছেন যে, ایکم مثلی 'আইয়ূকুম মিছলী'। অর্থাৎ আমার মত তোমাদের মধ্যে কে আছে? অর্থাৎ নবীজীর মত মানুষ দুনিয়ায় নাই। কোরআনে পাকে আছে যে, مثل نوره كمشكوٰة 'মাছালুনুরিহী কামিশ্‌কাতিন,

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

অর্থ- আল্লাহ নূর চেরাগের মত, নাউজুবিল্লাহ। তদ্রুপ কোরআনে কারিমে আছে যে,

وما من دابة فى الارض وعلا طئر يطير بجناحيه الا امم امثلكم

'ওয়ামা মিন দ্বাব্বাতিন ফিল আরদি ওয়ালা তাঈরি ইয়াতিরু বিজানাহাইহি ইল্লা উমামুন আমছালুকুম'। অর্থ- জমিনে এমন কোন জানোয়ার নাই যাহারা হামাগুড়ি দিয়া চলে এবং আকাশে কোন পাখী নাই যাহারা ডানার দ্বারা উড়ে। কিন্তু তাহারা তোমাদের মত উম্মত। এই আয়াতের শব্দের মত বলা হইয়াছে তবে কি বলা জায়েজ? যে প্রত্যেক মানুষ গাধা ভাল্লুকের মত? কখনও নয়।

'ইন্নামা হাছারে ইজাফি হাকীকি নয়' অর্থাৎ আমি খোদা নই, খোদার সন্তানও নই বরং তোমাদের মত খালেছ বান্দা। যেমন হারুত মারুতের কথা। ইন্নামা নাহনু ফিতনাতুন।

৭নং দলিলঃ চিন্তা করিলে বুঝা যায় হুজুর আলাইহিচ্ছাল্লাম ঈমান, মোয়ামেলাত ফলকথা কোন জিনিসের মধ্যে আমাদের মত নন। প্রত্যেক বিষয়ে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। হুজুর আলাইহিচ্ছাল্লামের কালেমা انا رسول الله 'আনা রাসূলুল্লাহ' অর্থ- আমি আল্লাহর রাসূল। যদি আমরা এই কলেমা পড়ি তবে কাফের হইয়া যাইব। হুজুর আলাইহিচ্ছাল্লামের ঈমান দর্শনীয় বস্তুর উপর। আল্লাহকে, বেহেস্তকে, দোযখকে, কবরের আযাব, হাশর নসরকে নিজ চক্ষু মোবারক দ্বারা দেখিয়াছেন। আমাদের ঈমান শুনা জিনিসের উপর। আমাদের ইসলামের আরকান ৫টি, হুজুর আলাইহিচ্ছাল্লামের জন্য ৪টি। তিনির জন্য যাকাত ফরজ নয়। আমাদের নামাজ ৫ ওয়াক্ত হুজুর আলাইহিচ্ছাল্লামের ৬ ওয়াক্ত। আমাদের ৪ জন বিবি রাখার আদেশ আছে। হুজুর পাকের জন্য কোন সীমা নির্দিষ্ট নাই যাহা ইচ্ছা তাহা গ্রহন করিতে পারেন। আমাদের বিবিগণ আমাদের মৃত্যুর পর ভিন্ন স্বামী গ্রহণ করিতে পারবে, কিন্তু হুজুর আলাইহিচ্ছাল্লামের বিবিগণ উম্মতের মা ازواجه امهاتهم আজওয়াজুহু উম্মাহাতুহুম রাসূলে পাকের বিবিগণকে কেহ বিবাহ করিতে পারিবে না হারাম।

لا تنكحوا ازواجه من بعد ابدا

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

লাতানকিহু আজওয়াজাহু মিমবাদিহি আবাদান। আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের মাল ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন হয়। হুজুর আলাইহিচ্ছাল্লামের মালামাল ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন হইবে না। আমাদের প্রশ্রাব, পায়খানা নাপাক কিন্তু রাসূলে পাকের প্রস্রাব-পায়খানা মোবারক উম্মতের জন্য পাক। জগৎ বিখ্যাত শামী নামক কেতাবে দেখুন, বাবুল আঞ্জাছে আছে। এই পার্থক্য শরিয়তের দিক দিয়া। তাছাড়া হাজার হাজার বিরাট পার্থক্য আছে। আমাদের রাসূলে পাকের জাতের সহিত কোন তুলনা হইতে পারে না। এতটুকু মনে রাখুন বেমিছাল স্রষ্টার বেমিছাল বান্দা।

৮ নং দলিলঃ بشر مثلكم বাশারুম মিছলুকুম কোরআনে কারীমে আছে। অর্থ- তোমাদের মত মানুষ। এই কথাতো কোরআনে নাই যে, انسان مثلكم 'ইনছানুন মিছলুকুম' অর্থাৎ তোমাদের মত ইনসান। কোরআনে বাশার শব্দের অর্থ- ذو بشر জুবুশরা অর্থ- জাহেরী চেহারা, বাশার বলে জাহেরী এবং এর চামড়াকে। এখন এই অর্থ হইবে যে, আমি জাহেরী রঙ্গে তোমাদের মত মানুষ মনে হই। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শরীর মোবারক দেখিতে তোমাদের সমান মনে হয়। কিন্তু হাকীকৃত ভিন্ন। এই সব কথা বার্তা শুধু জাহেরী অবস্থায়, তাহা না হইলে হুজুর আলাইহিচ্ছাল্লামের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন তুলনা হইতে পারে না। আল্লাহ পাকের কুদরত দেখ, হুজুর আলাইহিচ্ছাল্লামের মুখ মোবারকের থুথু মোবারক তিক্ত পানির কুপে পড়ায় ঐ পানি মিষ্ট হইয়া যায়, হুদাইবিয়ার শুকনা কুপে পড়ায় পানির স্রোত জারি হয়। হযরত জাবিরের পাতিলে পড়ায় সুররা ও গোস্তের বটি হইয়া যায়। আবু বকরের পায়ে লাগিয়া ভাঙ্গা জোড়া লয়। হযরত আলীর বিমারী চক্ষে ব্যবহারে রোগ মুক্ত হইয়া যায়। যদি মাথা মোবারক হইতে পা মোবারক পর্যন্ত প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বরকত দেখিতে চান তবে মনোযোগ সহকারে কিতাব পড়ুন এবং রাসূলে পাকের প্রেম সাগরে ডুব দিন। নিজের অস্তিত্ব বিলীন করিয়া দেন। হে আলেমগণ, নিজেই যদি না জানেন না বুঝেন তবে অন্যকে বুঝাইবেন কি? আমাদের ছায়া আছে কিন্তু রাছুলে পাকের ছায়া নাই।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আমাদের শরীরের ঘাম দুর্গন্ধযুক্ত কিন্তু রাসূলে পাকের শরীর মোবারকের ঘাম সুঘ্রান, মেস্ক আম্বরের চাইতেও উত্তম।

৯নং দলিলঃ শায়খ আব্দুল হক সাহেব মাদারেজুন্নবুওয়াতে লিখিয়াছেন যে, ঐ আয়াত انما انا بشر مثلكم 'ইন্নামা আনা বাশারুম মিছ্লুকুম'। যাহার দ্বারায় জাহেরী অবস্থায় বুঝায় নবী আমাদের মত মানুষ। এই আয়াত মুতাশাবেহাতের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। জাহেরী অর্থ নেওয়া যাইবে না। তৌজি ও তাবিল ওয়াজিব। ইহাতে জানা গেল যে। يد الله ইয়াদুল্লাহ অর্থ আল্লাহর হাত। مثل نوره মাছালু নূরিহি অর্থ আল্লাহর নূরের মিছাল ইত্যাদি আয়াতসমূহ জাহেরী অবস্থায় আল্লাহর শানের বিপরীত বুঝায়। এই আয়াতগুলি মুতাশাবেহাতের মধ্যে গণ্য। কাজেই আয়াতসমূহের জাহেরী অর্থের দ্বারা দলিল নেওয়া একেবারেই ভুল। বসিয়া নফল নামাজ পড়ার ব্যাপারে হুজুর আলাইহিচ্ছালাম বলিয়াছেন-

لكنى لست كاحدهم منكم

লাকিন্নী লাস্তকা আহাদিম মিনকুম। কিন্তু আমি তোমাদের মত নই। সাহাবায়ে কেরাম বহু জায়গায় বলিয়াছেন যে, ايونا مثله 'আইয়্যুনা মিছলুহু' অর্থ আমাদের মধ্যে হুজুরের মত কে? অর্থ্যাৎ কেহই নাই। হাদীসে তো বলে যে, হুজুর আমাদের মত নন। কোরানের আয়াতের জাহেরী অর্থ হয় যে হুজুর আমাদের মত মানুষ। সেহেতু ইহাতে মুতাবেকাত দরকার। মুতাবেকাত বলে তাবিল করাকে।

১০নং দলিলঃ বাশারুম মিছলুকুম ইহাতে এই কথা বলা হইয়াছে আমি তোমাদের মত মানুষ। এই কথা তো বলেন নাই যে, কোন গুণে তোমাদের মত অর্থাৎ শুধু বান্দা, না খোদা না খোদার সন্তান ছিফতের দ্বারা মওছুফ। এইভাবে তিনি আবদুল্লাহ, না আল্লাহর সন্তান। ঈসায়ীগণ ঈসা আলাইহিচ্ছালামের কিছু মাত্র মু'জেজা দেখিয়া ঈসা আলাইহিচ্ছাল্লামকে আল্লাহর সন্তান বলিয়াছে। তোমরা আমার (হুজুর আলাইহিচ্ছালাম) হাজার হাজার মুজিজা দেখিয়া উপরোক্ত কথা বলিও না বরং বলিও আবদুল্লাহে ওয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও রাসূল।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

১১নং দলিলঃ বহুশব্দ আছে যাহা নবীগণ নিজেরা নিজেদের জন্য ব্যবহার করিতে পারেন এবং ইহা নবীগণের জন্য কামাল কিন্তু কেহ যদি নবীগণের শানে ঐ সকল শব্দ ব্যবহার করিবে তবে বেয়াদবী হইবে। দেখুন, কোরআনে পাকে আছে হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম বলিয়াছেন- ربنا ظلمنا انفسنا 'রাব্বানা যালামনা আনফুসানা' অর্থঃ হে আল্লাহ আমি যালেম আমার নফছের উপর যুলুম করিয়াছি। হযরত ইউনুছ আলাইহিচ্ছালাম বলিয়াছেন যে,

انى كنت من الظالمين

'ইন্নি কুন্ত মিনায যোয়ালেমিন' অর্থঃ হে আল্লাহ আমি জালেমদের মধ্যে এক জন। কিন্তু অন্য কেহ যদি তাঁহাদেরকে যালেম বলিবে কাফের হইবে। তদ্রুপ বাশার শব্দটিও রাসূলে পাকের জন্য খাছ। অন্য কেহ যদি বাশার শব্দের জাহেরী অর্থ নিয়া রাসূলে পাককে আমাদের মত মানুষ বলিবে তবে কাফের হইবে। হুজুর আলাইহিচ্ছালামকে ভাই বলা হারাম। মওদুদী, খারেজী, দেওবন্দী, নব তাবলিগী ও ওহাবীরা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহিচ্ছালামকে বড় ভাইয়ের মত জানে। ওহাবীদের ইমাম ইছমাঈল দেহলুভী 'তাকবিয়াতুল ঈমান' নামক পুস্তকে লিখিয়াছে। ওহাবীরা কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াত হইতে দলিল বয়ান করে انما المؤمنون اخوة 'ইন্নামাল মোমিনুনা এখওয়াতুন'। অর্থ- মোমিন-মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। উত্তর শুনুন, কোরআনে পাকে আছে الملك القدوس السلام المؤمن 'আল মালিকুল কুদ্দুছুচ্ছালামুল মোমীনুন" সকল মোমিনেই যদি পরস্পর ভাই হয় তবে আল্লাহ পাকও তো মোমিন তাহাকেও ভাই বলিয়া ডাক, নাউজুবিল্লাহ্। ওহাবীরা হাদিস শরীফ থেকে আরও দলিল বলে اكرموا اخاكم 'আকরিম আখাকুম'। তোমাদের ভাইকে সম্মান কর। উত্তর শুনুন, হাদিসে রাসূলে পাক আখাকুম শব্দের দ্বারা তাওয়াজু এনকেছারী অর্থাৎ নম্রতা ও বিনয়ীভাব প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা শরিয়তের দলিল হয়। বাংলাদেশ সরকার প্রধান যদি বলে যে, আমি বাংলাদেশের গোলাম। এই গোলাম শব্দটি নম্রতা প্রকাশ করণার্থে শুধু সরকারই জনগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ বলিতে পারে না যে, বাংলাদেশ সরকার আমাদের বা আমার গোলাম, বেয়াদবী হইবে। আদম আলাইহিচ্ছাল্লাম বলিয়াছেন যে, আমি (আদম আলাইহিস সালাম) যালেম সে জন্য আদম সন্তানও কি বলিতে পারিবে যে, আদম আলাইহিচ্ছালাম যালেম? নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। যখন ঈমান নষ্ট হইয়া যায় তখন আকলও নষ্ট হইয়া যায়। জানিয়া রাখিবেন যে, নবীগণের শানে বরাবরী অর্থাৎ সমকক্ষতার শব্দ ব্যবহার করা হারাম। বাপও সহ্য করিতে পারিবেনা যদি সন্তান ভাই বলিয়া ডাকে। প্রশ্নঃ হুজুর আলাইহিচ্ছালাম আদম সন্তান? আমাদের মত খাইতেন, পান করিতেন, নিদ্রায় যাইতেন, আমাদের মত জীবন-যাপন করিতেন অসুখ হইত, পরলোক গমণ করিয়াছেন। এত সব বিষয়ে সাদৃশ্য থাকা সত্বেও কেন আমাদের মত মানুষ বলা যাইবে না?

উত্তরঃ- কোথায় আগরতলা আর কোথায় উগারতলা। কোথায় আঁখ আর কোথায় খাগরা নল বন। মাওলানা রুমী মসনবী শরীফে ইহার সুন্দর উত্তর দিয়াছেন। যে মক্কার কাফেররা বলিত আমরা এবং পয়গম্বরেরা উভয়েই মানুষ। কেননা আমরা ও তাঁহারা আহার নিদ্রায় প্রায় সমান। কিন্তু তাহারা জানিত না যে, কত বড় পার্থক্য। ভল্লা পোকা এবং মৌমাছি একই ফুলের রস শোষণ করে। ভল্লা পোকার দ্বারা হয় বিষ আর মৌমাছির দ্বারা হয় মধু। আমাদের খাদ্যের দ্বারা অপবিত্র মলমূত্র হয় আর নবী পাকের খাদ্যের দ্বারা আল্লাহর নূর সৃষ্টি হয়। দুইটি হরিণ একই জঙ্গলে খায় এবং একই ঘাটে পানি পান করে। কিন্তু একটির শুধু ময়লা হয়। অপরটির মেস্ক হয়। আরে বেয়াকুব, কথাটিত এই রকম যে, আমার লেখা বই এবং কোরআন শরীফ একই রকম এবং একই সমান। নাউযুবিল্লাহ। কেননা, উভয়টিই একই কাগজের দ্বারা এবং একই কলম এবং একই অক্ষর, একই কালির দ্বারা, একই প্রেস, একই বাঁধাইকারী ও একই আলমারীতে রাখা হইয়াছে। তবে আবার পার্থক্য কি? কিন্তু ইহাতে কোন বেয়াকুব বলিবে না যে, এই উপরোক্ত জাহেরী কারণে কোরআন শরীফ ও আমার বই সমান। জাননা, যে হুজুর পাকের কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইতে হয়। তিনির মে'রাজ হইয়াছে। তিনিকে নামাজে সালাম দিতে হয়। তিনির উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা হয়। সমস্ত নবীগণ, অলীগণ তাঁর খাদেম।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তুমি, আমি কি? ফেরেস্তাগণেরও এই সম্মান নাই। রাসূলে পাক জাহেরে আদম সন্তান কিন্তু বাতেনে আদম আলাইহিচ্ছাল্লামের পিতা। বাতেনই ঈমান, জাহেরী শরিয়ত ঈমান নয়। যদি এই বিষয়ে আরও ভাল জানিতে চান তবে আমার লিখিত তাফসীরে রেজভীয়া সুন্নীয়ার ইয়ুমিনুনা বিল গায়েবের তাফসীর সংগ্রহ করুন। আমি কোরআনে পাকের ৬৬৬৬ আয়াতের ৬৬৬৬ তাফসীর লিখিয়াছি। প্রতি আয়াতের একটি তাফসীর। ইমান ভান্ডার ১ম খন্ড হইতে শানে রাসূল বুঝিতে পারিবেন। মনযোগ সহকারে এবং গভীর চিন্তার সহিত পাঠ করুন। যদি কেহ দুনিয়ার বেহেস্তী মানুষের সাক্ষাত করিতে চান, তবে ঐ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাত করুণ, যে সারা জীবন মূর্তিপূজা করিয়া হঠাৎ বিশুদ্ধ অন্তরে একবার কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইয়াছে। তাহার সহিত সাক্ষাত করা যেন বেহেস্তী মানুষের সহিত সাক্ষাত করা হইল। একবার বিশুদ্ধ অন্তরে কালেমা পড়ায় সারা জীবনের মুর্তিপূজা, শেরেক ও কুফুরী সব মাফ হইয়া গেল। আচ্ছা ঐ ব্যক্তিকে কেমন করিয়া কালেমা পড়ান হইবে। আগে তাহাকে নামাজ পড়াইয়া না কোরআন পড়াইয়া? নিশ্চয়ই উত্তর দিতে হইবে যে, সর্ব প্রথমে তাহাকে কালিমা পড়াইতে হইবে। আচ্ছা কালেমা পড়ান হইয়াছে। لا اله الا الله লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মুসলমান হইয়াছে কি? উত্তর দিতে হইবে যে লক্ষবার পড়াইলেও হইবেনা। তবে কেমন করিয়া পড়াইতে হইবে? উত্তর ঃ- محمد الرسول الله মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়াইতেই হইবে নচেৎ মুসলমান হইবে না। তবে জানিয়া রাখুন একবার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পাঠ করায় সারা জীবনের পাপ মাফ হইয়া গেল এবং বেহেস্তী হইল এবং মোমিন-মুসলমান হইল। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন মুসলমানী কোথায় এবং রাসূলে পাকের নাম মোবারকের কি শান, মান, বরকত, ইজ্জত, রহমত, আজমত, আরও চিন্তা করুণ ১টি মানুষ ৮০ বৎসর বয়সে দিনের বেলা ৮ ঘটিকায় মুসলমান হইয়াছে। এখন তাহার উপর নামাজ ফরজ হইবে ১২ টার পর। কিন্তু সেই ব্যক্তির যদি সকাল ৯ ঘটিকার সময় মৃত্যু হয় তবে কি সে বেহেস্তী হয়? হ্যাঁ নিশ্চয়ই বেহেস্তী। হে মোমিন-মুসলমান ভাই-ভগ্নীগণ নবী চিনেন এবং তাহাকে জানের চাইতেও বেশী ভালবাসেন, যদি দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি পাইতে চান।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আমার জন্য দোয়া করিবেন যেন, রাসূলে পাকের গোলাম রূপে গণ্য হইতে পারি। আমার মুরিদানের প্রতি কঠোর আদেশ নামাজ পড়িও, রোজা রাখিও, উপযুক্ত হইলে হজ্জ-যাকাত আদায় করিও, চুরি ডাকাতি করিও না। মিথ্যা বলিওনা, জিনা করিওনা, ধোকাবাজী ও পরের হক নষ্ট করিও না। এশার নামাজ বাদ অজুর সহিত বেশী বেশী দরূদ শরীফ পাঠ করিও। কথাবার্তায় রাসূলে পাকের প্রশংসা করিও কিতাব খানা বেশী বেশী পড়িয়া সারমর্ম বুঝিয়া নিও।

পরিশেষে আমি আল্লাহ পাকের হাবিব গায়েবের খবর দেনে ওয়ালা নূরে খোদা, স্বশরীরে জিন্দা, হাজের ও নাজের হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহম্মদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আপনাদের ইহকালের শান্তি ও পরকালের মুক্তি কামনা করি। ইতি

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

মুসলমানদের পরিচয়

মাওলানা আকবর আলী রেজভী,
সুন্নী আল ক্বাদরী

পিডিএফ:ইকরামুল হক

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২২১

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

নাহমাদুহু ওয়ানুছাল্লি আলা-রাছুলিহিল কারীম।

মুসলমানের পরিচয়ঃ কোরআনে পাকে সুরায়ে মুজাদালার শেষ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার দুশমনের সহিত মিলামিশা ও ভালবাসা রাখিবে সে মুসলমান নহে। বরং মুসলমান ঐ ব্যক্তি যে, আল্লাহ রাসূলের দুষমনকে দুষমন জানিবে এবং মিলামিশা, ভালবাসা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিবে। যদিও আল্লাহ ও রাসূলের দুষমন মা-বাপ-ভাই-বন্ধু আত্মীয়-স্বজন হয়। যদি মা-বাপের হক সন্তানের উপর খুব বেশী কিন্তু আল্লাহ রাসূলের সামনে মা-বাপ কিছুই নহে।

লক্ষ্যনীয় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন দাঁড়ী রাখ। এক্ষনে যদি পিতা-মাতা আদেশ করে যে, দাঁড়ী কাট, তবে পিতামাতার আদেশ অমান্য করিয়া হুজুরে পাকের আদেশ পালন করিতে হইবে। আল্লাহ পাক আদেশ করিয়াছেন- নামাজ পড়, রোজা রাখ। যদি পিতা মাতা বলেন যে, নামাজ রোজা করিও না। তখন পিতামাতার আদেশ কখনও মান্য করা যাইবে না। কেননা, আল্লাহ ও রাসূলের হক সকলের উর্ধ্বে। তদ্রুপ যদি কাহারও পিতা-মাতা কিংবা সন্তানাদি অথবা ভ্রাতা-ভগ্নি অথবা আত্মীয় স্বজন পীর ওস্তাদ প্রভৃতি কুফুরী করিয়া কাফের হইয়া যায়; তবে তাহাদের সঙ্গে মিলামিশা ও ভালবাসা রাখা সম্পূর্ণ হারাম ও কুফুরী। উল্লেখিত আয়াতে কারীমের তাফছীর হইতেছে সাহাবায়ে কেরামের উজ্জল জিন্দেগী।

১। হযরত আবু উবায়দাহ ইবনে জারাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু উহুদের যুদ্ধে আপন বাপ জারাহকে কাতল করিয়াছিল।

২। হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ সন্তান আবদুর রহমানকে কাফের থাকাকালে পিতা-পুত্রের মধ্যে যুদ্ধের আহবান করিয়াছিলেন, যদিও হুজুরে পাক তাহা বন্ধ করিয়াছিলেন।

৩। হযরত মাছআব ইবনে আমীর আপন ভাই আবদুল্লাকে ক্বাতল করিয়াছিলেন কুফুরীর কারণে।

৪। হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু আপন মামা আছ ইবনে হেশামকে কুফুরীর কারণে ক্বাতল করিয়াছিলেন।

৫। হযরত আলী ও হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা রাবিয়ার দুই পুত্র উতবা এবং শুবায়াকে বদর যুদ্ধে কাতল করিয়াছিলেন, যাহারা তাহাদের অতি নিকটতম আত্মীয় ছিল। তাফসীরে রুহুল বয়ান এবং খাজায়েনুল এরফান দ্রষ্টব্য।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

৬। হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত কালে কোন এক ইমাম সাহেব প্রতি রাকাতে সুরায়ে আবাছা পাঠ করিত। হযরত ফারুকে আজম ইহার রহস্য জানিতে পারিয়া উক্ত ইমামকে ডাকিয়া আনিয়া কাফের বলিয়া ফতুয়া দান করতঃ ক্বাতল করিয়াছিলেন।

মাছআলাঃ- এই আয়াতে কারীমার দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহর রাসূলের সহিত যাহারা বেয়াদবী করে তাহাদেরকে ক্বাতল করা উচিত। তাহাদের সহিত মিলামিশা-ভালবাসা কিংবা আত্মীয়তা রাখা হারাম এবং বেঈমা'নের আলামত। জানা দরকার যে, ভাল ও চরিত্রবান ছেলে তাহার বাপের দুষমনের সহিত কখনো ভালবাসা রাখিতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তির সামনে তাহার পিতাকে কেহ গালী দেয়, তখন ঐ ব্যক্তি উহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। এক্ষণে, যেই মহান হাস্তির উপর উভয় জাহান তথা সমগ্র মানব মন্ডলীর মাতৃ-পিতৃকুল কোরবান, তাহার সুমহান শানের উপর যদি কেহ কটু উক্তি করে কিংবা তাহাকে গালি দেয় তবে অবশ্যই সে হতভাগাকে কাফের ও মোরতাদ জানিয়া ক্বাতল করিয়া দেওয়া উচিত। এই ধরনের লোকদের সহিত কোন সম্পর্ক রাখা, তাদের সহিত মেলা-মেশা ভালবাসা কিংবা আত্মীয়তার বন্ধন রাখা সম্পূর্ন হারাম। এই শ্রেণীর লোক আলেম দাবী করিলেও সে নির্ভুল কাফের ও মোরতাদ ক্বাতলের উপযোগী। যেমন বর্তমান যুগের দাজ্জালের লস্কর মৌলুভী নামধারী হাদিছুর রহমান (বি.এ.এম.এম) তানবীরুল মেশকাত, যাহা বর্তমানে সারা বাংলাদেশের মাদ্রাসাসমূহে আলেম শ্রেণীতে পড়ানো হয়। বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনীসহ দ্বিতীয় খন্ড, কিতাবুস সালাত ১৮৭ ও ১৮৮ পৃষ্ঠায় ৯৫১ নং হাদিছের ব্যাখায় উক্ত নামধারী ও বেশধারী মৌলুভী লিখিয়াছে- নবী আমাদের মতই রক্ত মাংসে গড়া ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা একজন মানুষ ছিলেন। সাধারণ মানুষের মত তাহার ভুল-ভ্রান্তি হইত। নাউজুবিল্লাহ! জানিয়া রাখিবেন, এই বাক্যে কয়েকটি কুফুরী শব্দ রহিয়াছে। ১ নং আমাদের মতই, ২নং রক্ত মাংসে গড়া, ৩ নং সাধারণ, ৪ নং মানুষ, ৫ নং ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা। তন্মধ্যে যে কোন একটি শব্দ দ্বারাই কাফের হইয়া যায়। অথচ একটি মাত্র বাক্যে পাঁচটি কুফুরী রহিয়াছে। এতবড় জঘন্য বেয়াদবী তো আবু জাহেল করে নাই। সেই হতভাগা আবু জাহেলের চাইতে ও নিকৃষ্টতর কাফের এই বিষয় বিস্তারিত জানিতে চাহিলে আমার লিখিত কিতাব নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম- ২য় খন্ড পাঠ করুন।

২নংঃ আলেম ১ম বর্ষে পড়ানো হয় উক্ত হাদিছুর রহমানের 'তানবীরুল মেশকাতে'

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আরও লিখিত আছে নবী, আমাদের ঈমানী ভাই। নাউজুবিল্লাহ। জানিয়া রাখিবেন, যদি নবী আলাইহিচ্ছালাম ঈমানী ভাই হইয়া থাকেন তবে বিবি আয়েশা ছিদ্দিকা ঈমানী ভাবী হইবেন। অথচ কোরআনে পাকে আল্লাহ বলেন, নবীর বিবি ঈমানদারগণের মা। নাউজুবিল্লাহ। নাউজুবিল্লাহ! কতবড় জঘন্যতম বেয়াদবী! মনে রাখিবেন, আল্লাহ তো আমাদের ঈমান, তবে কি আল্লাহ আমাদের বড় ভাই হইবেন। নাউজুবিল্লাহ। হে ওহাবী, দুষমনের দল, তোমাদের কি আর কোন ভাই নাই দুনিয়ায়, আল্লাহ রাসূল ব্যতীত?

৩নং: দাখেল শ্রেণীর পাঠ্য ও তানবীরুল মেশকাতে লিখিত- আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হাজির নাজির জানিয়া মিলাদ শরীফে কিয়াম করা সরাসরি বেদাত। এই জাহেলে মোরাক্কাবের বেদাত কারে বলে তাহাই জানে না। যদি জানিত তবে, কোরআন, হাদিছ ও কিতাবাদি পড়িত না। কেননা, বর্তমান যুগের নকশার কোরআন, হাদিছ ও অন্যান্য কিতাবাদি পড়াও বেদাত। মাদ্রাসা বেদাত। ঐ সমস্ত কিছুই রাসূলে পাকের যুগে ছিল না। ইহা ভিন্ন আরও বহু বহু কুফুরী আকায়েদ তাহার মধ্যে রহিয়াছে।

৪নং: অপর এক নামের মুসলমান অধ্যাপক গোলাম আযম। সে সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংকলন নামক পুস্তকের ৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে- নবী অন্যান্য মানুষের মতোই একজন মানুষ ছিলেন, তিনি অতি মানব ছিলেন না। নাউজুবিল্লাহ। সে ব্যক্তি আবার ঐ পুস্তকের ১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে তিনি মাটির মানুষ। নাউজুবিল্লাহ।

৫নং: পাঞ্জাবের মিঃ মওদুদী তার রচিত তাফ্হীমুল কোরআনে লিখিয়াছে আল্লাহ নবীগণের দ্বারা নিজেই ভুল করিয়াছেন।

৬নং: ভারতীয় দাজ্জাল নয়াদিল্লীর ইসমাইল দেহলুভী রচিত সীরাতে মোস্তাকীম নামক কিতাবে লিখিয়াছেন- নামাজের মধ্যে জিনার ধারণা করা যায়, সহবাসের ধারণা বেশী ভাল, ঐ নামাজে গরু গাধার ধারণাও করা যায়, কিন্তু রাসুলে পাকের ধ্যান ধারণা নামাজে আসিলে গরু-গাধার ধারণা কিংবা জিনা-সহবাসের ধারণার চাইতে নিকৃষ্ট হইবে এবং নামাজী ব্যক্তি মুশরিক হইয়া যাইবে। নাউজুবিল্লাহ।

৭নং: স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্যে একটি লেখক ওয়াজেদ আলী 'মানুষ মোহাম্মদ (সাঃ)' নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে সে লিখিয়াছে- 'মুহাম্মদ আল্লাহর চুক্ষ দাস (মানুষ) ও রাসুল'। এবং আরও লিখিয়াছে যে, 'তিনি রাসূল কিন্তু তিনি মানুষ, আমাদেরই মত দুঃখ বেদনা, জীবন-মৃত্যুর অধীন রক্ত মাংসের গঠিত মানুষ'।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২২৪

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

৮নং: বর্তমান প্রচলিত নব আবিস্কৃত স্বপ্ন প্রাপ্ত ছয় ওছুলী তাবলীগের প্রবর্তক মৌঃ ইলিয়াছ মেওয়াতী নয়াদিল্লী, ইন্ডিয়া। সে মালফুজাত নামক পুস্তকে এবং দাওয়াতে তাবলীগ নামক পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে- কুন্তুম খায়রা উম্মাতিনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ আমাকে আদেশ করিয়াছেন, হে ইলিয়াছ! তুমি পয়গম্বরগণের মতই লোকদের জন্যে প্রেরিত হইয়াছ। এক জায়গায় বসে তাবলীগ করা চলবে না, দেশে বিদেশে এই কাজ লইয়া ঘুরা-ফিরা করিতে হইবে। আরও লিখিয়াছেন যে, চিল্লা না দিলে মুসলমান হয় না এবং এক চিল্লায় সাত হজ্বের সওয়াব হয়। এক পয়সা খরচ করিলে সাত লাখ হইতে ঊনপঞ্চাশ কোটি পয়সার সওয়াব হয়। ইহা ভিন্ন আরও বহু জঘন্য ঈমান নাশক আক্বীদা রহিয়াছে যেহেতু এই দল ঈমান নাশক বাতেল পন্থী ও জাহান্নামী দলের অন্তর্ভূক্ত।

উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ শরীয়তের মীমাংসায় নির্ভুল কাফের ও মোরতাদ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সহিত সালাম-কালাম, যাবতীয় আদান-প্রদান তথা বিবাহ শাদী ইত্যাদি সুস্পষ্টরূপে হারাম। পাঠকবৃন্দ! জানিয়া রাখিবেন, রাসুলে পাকের শানে যে কথা বেয়াদবীজনক ও অবমাননাকর ঐ কথাকে কোরআন মজীদে আল্লাহ পাক কুফুরী কালাম বলিয়াছেন। ঐ কথা নবীজীর শানে বলিলে কাফের হয়, মুসলমানী চলিয়া যায় এবং ক্বাতলের উপযোগী হয়। যথা-

(১) নবীজীকে মানুষ বলা বেয়াদবী ও কুফুরী। কারণ মানব জাতির প্রথম মানব হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম যাহার পূর্বে আর মানুষ সৃষ্টি করা হয় নাই। হাদিছ শরীফে আছে আদম আলাইহিচ্ছালাম যখন মাটি ও পানিতে মিশ্রিত ছিলেন অর্থাৎ আদমের অস্তিত্বই ছিল না, তখন তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। জিবরাঈল আমিন নূরের ফেরেস্তা শত সহস্রবার রাসূলে পাকের দরবারে যুবকের বেশে আসিয়াছেন মাথায় কাল চুল পরিধানে সাদা পোশাক মোট কথা মানুষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিলক্ষিত হইত, কিন্তু তবু তাহাকে মানুষ বলা হয় না, বলিলে ভুল হইবে বরং বেয়াদবী হইবে।

(২) মানুষের মধ্যে চরিত্রহীন, তথা- চোর-ডাকাত, গুন্ডা বদমাইশ, প্রতারক বা ভন্ড-ধোকাবাজ এবং মিথ্যাবাদী জেনাকারী ও শরাব খোর, সুদখোর-ঘুষখোর প্রভৃতি শ্রেণী ভেদ রহিয়াছে। কিন্তু নবী ও রাসূলগণের মধ্যে তাহা নাই। এই হেতু, নবীউল্লাহ রাসূলাল্লাহ এবং হাবীবুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়া অতি আদরের সহিত সম্ভোধন করিতে হয়।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২২৫

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

৩। যিনি আদম সৃষ্টির পূর্বেই নবী ছিলেন, তিনিই আদম সন্তানের শেষ নবী হযরত ইছা আলাইহিচ্ছলাম আকাশে উঠিয়া যাইবার পর ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে হযরত আবদুল্লাহ ও আমেনার মিলনে দুনিয়ার আসিয়াছেন এই নাকি বেদ্বীন ওয়াহাবী কাট মোল্লার ওয়াজ নবী আমাদের মতই মানুষ। নাউজুবিল্লাহ! নাউজুবিল্লাহ!

৪। সাধারণ মানুষের জন্ম মা-বাপের মিলনে হইয়া থাকে। হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম মানব জাতির প্রথম মানব তাহারও কি মা-বাপ ছিল তবে সাধারণ মানুষ কেমন করিয়া বলা যাইবে।

৫। হযরত হাওয়ার কি মা-বাপ ছিল? তিনি ও কি আমাদের মতই সাধারণ মানুষ? নাউজুবিল্লাহ!

৬। হযরত ইসা আলাইহিচ্ছাল্লামেরও মা-বাপ ছিল? হযরত মরিয়ম আলাইহিচ্ছালাম মা হইলে বাপের প্রয়োজন কি না? নাউজুবিল্লাহ।

যেরূপ হযরত ইছা আলাইহিচ্ছালামের আমানতের জায়গা ছিল হযরত মরিয়মের পেট মুবারক অদ্রুপ, নূরে খোদা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আমানতের স্থান ছিল হযরত আমেনা খাতুন রাদিয়াল্লাহ আনহার পেট মুবারক। ইহারও শত শত কারণ রহিয়াছে। কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। হে কমবখত ওয়াহাবী-নজদী দেওবন্দীগণ। তোমরা সত্যি সত্যিই মুসলমান দাবী করিতে চাও, তবে নবীজীর সঙ্গে বেয়াদবী করা হইতে বিরত থাক। জানিয়া রাখ, আদব মুসলমানের বড় মূলধন।

সাধারণ মুসলমানের ঈমান হেফাজতের জন্য নিম্নে কতগুলি কালিমায়ে কুফুর বর্ণনা করা হইল; যথাঃ (১) নবীজীকে মানুষ বলা (২) তিনির শানে মত বলা (৩) তিনিকে সাধারণ বলা (৪) রক্তে মাংসে গড়া বলা (৫) ভুল ভ্রান্তিতে ভরা বলা। (৬) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নেতা বলা (৭) নবীর জুতা বলা (৮) নবীর চুল বলা (৯) নবীর পায়খানা বলা (১০) পেশাব বলা (১১) হাত বলা (১২) পা বলা (১৩) থুথু বলা (১৪) পছিনা বা ঘাম বলা (১৫) জামা কাপড় বলা (১৬) মুখ-নাক-কান বলা (১৭) দাঁড়ী বলা (১৮) আমাদের মত বান্দা বলা (১৯) আমাদের মত মানুষ প্রমাণ করিবার জন্য কোরাণের আয়াত 'কুল ইন্নামা আনা বাসারুম মিছলুকুম' পাঠ করা কুফুরী, এই আয়াত দ্বারা আমাদের মততো দূরের কথা মানুষ প্রমাণ করিতে পারিবে না এমন আলেম পয়দা হয় নাই এবং হইবেওন না। (২০) হুজুর পাকের শান ছোট প্রমাণ করিবার জন্য কোরআন পাঠ করা হারাম ও কুফুরী

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(২১) দাত ভাঙ্গা নবী বলা (২২) নবীজী গায়েব জানেন না বলা মুনাফেকী ও কুফুরী (২৩) হাজির নাজির না মানা (২৪) তাজিমী কিয়াম অস্বীকার করা কুফুরী (২৫) নবীজীকে ভাই বলা (২৬) মাটির মানুষ বলা (২৭) নূর না মানা (২৮) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ বলা বা আল্লাহর সমান জানা শেরেক ও কুফুরী (২৯) আল্লাহর শরীক জানা কুফুরী ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপরোল্লিখিত কথাগুলী বেয়াদবী ও কুফুরী। ফলকথা যে কোন প্রকার কুফুরী। অন্তরের ভালবাসার নাম ঈমান। অন্তরের সহিত যে ভালবাসে সেই মোমেন ও দোজখ হইতে মুক্ত-খালাস। মাদ্রাসায় পড়িয়া আলেম হওয়া সহজ কিন্তু মোমেন হওয়া কঠিন। এই বিষয় বুঝিতে হইলে আমার লিখিত তাফসীরে রেজভীয়া সুন্নীয়া সংগ্রহ করুন। কোরআনে করিমের তাফসীরে যেন বেহেস্তের শান্তি পাওয়া যায় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান ও বেমিছাল শান ও মান পাওয়া যায়।

হে প্রিয় মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ! মনে রাখিবেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পাইলেই আল্লাহকে পাওয়া যায়। বাংলার সরল প্রাণ সুন্নী মুসলমানদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ঢাকা হইতে মুফতী মাওলানা মঞ্জুরুল হক "রেজভী ফেতনা ও তাহাদের ভ্রান্ত মতবাদের জওয়াব" নামক একটি ক্ষুদ্র পুস্তক বাহির করিয়াছে। উক্ত পুস্তকের লেখক মুফতী মাওলানা মনসুরুল হক প্রথমেই মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে কাফের বলিয়া ফতুয়া দিয়াছে সঠিকই দিয়াছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্র দেওবন্দী এবং মুফতী মাওলানা মনসুরুল হকও দেওবন্দী। এই হিসাবে তাহারা উভয়েই ভাই ভাই। আর নতুন ফেতনার প্রবর্তক নয়া-দিল্লীর মেওয়াত নামক গ্রামের অধিবাসী মৌলভী ইলিয়াছ নবুওয়াতের দাবীদার স্বপ্ন প্রাপ্ত ছয় ওছুলের তাবলিগের প্রকাশক ও দেওবন্দী।

ইসলাম ধর্মে কুফুরীমূলক আকিদা দেওবন্দীদের থেকেই বাহির হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নামদারী মুফতী মনছুরুল হক, বাঁস বেরলী শরীফের অদ্বিতীয় আলেম আলা হযরত- ঈমাম আহমদ রেজা খাঁন ফাজেলে বেরলুভী যার তুলনা পাক-ভারতে নাই, যিনি শুধু অদ্বিতীয় আলেমই নয় বরং বেমিছাল অলী ও আশেকে-রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম), তাহাকেও ইংরেজদের দালাল বলিয়া আক্রমণ করিয়াছে। নাউজুবিল্লাহ! নাউজুবিল্লাহ!!

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

এই মনছুরুল হক দেওবন্দী, দেওবন্দীদের কুফুরী আকিদা ঢাকিয়া রাখার জন্য খুবই চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু পায়খানাতে নাড়া দিলে বেশী দুর্গন্ধই প্রকাশ পায়। আলা হযরত ফাজেলে বেরলভী রাদিয়াল্লাহ আনহু যে দেওবন্দের কুফুরী আকায়েদের কারণে দেওবন্দীদের উপর কুফুরী ফতুয়া মক্কা, মদীনা শরীফ ও পাক ভারতের আলেমগণের দ্বারা করাইয়াছেন তাহা একেবারেই নির্ভুল সত্য। দেওবন্দীদের উপর এই কুফুরী ফতুয়া, কিতাব আকারে বিশ্বজগতে মওজুদ আছে। আর দেওবন্দের কুফুরী আকায়েদ তাহাদের পুস্তকাদিতে এখনও মওজুদ রহিয়াছে। দেওবন্দীরা জাহেরে মুসলমানী দেখায় কিন্তু বাতেনে কুফুরী আকিদায় পরিপূর্ণ। যথা (১) আল্লাহ মিথ্যা বলিতে পারে (২) নামাজের মধ্যে জিনার ধারনা করা যায় সহবাসের ধারনা বেশী ভাল ঐ নামাজে গরু গাধার ধ্যান ধারনা করা যায় কিন্তু রাসুলে পাকের ধ্যান আসিলে জিনা-সহবাস গরু গাধার ধ্যায়ান ধারনার চাইতে নিকৃষ্ট ও মুশরেক হইবে। (৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চাইতে শয়তানের এলেম বেশী। (৪) নবী আল্লাহর সামনে চামারের চাইতে নিকৃষ্ট। (৫) নবীর এলমে গায়েব ছোট-ছেলে পাগল-ছাগল এমনকি চতুষ্পদ জন্তুও জানে। (৬) নবী আমাদের মতই দোষে-গুণে সাধারণ মানুষ। দেওবন্দীদের ৭০ টি কুফুরী আকায়েদ হইতে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করিলাম। মনছুরুল হক নবীজির এলমে গায়েব না থাকার দলীল যাহা লিখিয়াছে ইহাতে তাহার মূর্খ্যতার পরিচয় হইয়াছে। আরো যাহা কিছু লিখিয়াছে ইহাতে সম্পূর্ণ জাহেলীয়ত ও ওহাবীয়ত প্রকাশ হইয়াছে। সমর্থনকারীগণও দেওপাশ দেওবন্দী ও ওহাবী মনছুরুল হক জাতী ভাই।

উপরোল্লিখিত বিষয়বস্তু প্রমাণের জন্য বাংলার রাজধানী ঢাকাতে সরকারী আদেশক্রমে সময় সাপেক্ষে নিরপেক্ষ উচ্চ পদস্থ অফিসারের সভাপতিত্বে বাহাছ করিবার জন্য তৈয়ার আছি। যদি দেওবন্দীদের কুফুরী আকায়েদ প্রমাণ করিতে না পারি তবে সরকারী আইনানুযায়ী দন্ডনীয় হইব। এই মর্মে দস্তখত করিলাম।

আহকার-
মাওলানা আকবর আলী রেজভী, সুন্নী আল কাদেরী
সাংঃ সতরশীর, পোঃ রেজভীয়া এতিমখানা
জেলাঃ নেত্রকোনা, মোমেনশাহী।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

দিদারে নূরে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ও ১৬ টি নামাজের উপকারিতা

৩য় প্রকাশ:
১ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ ইং
১৯ মাঘ, ১৪১০ বাংলা
৯ জ্বিলহজ্ব, ১৪২৪ হিজরী

মাওলানা আকবর আলী রেজভী,
সুন্নী আল ক্বাদরী

পিডিএফ:ইকরামুল হক

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২২৯

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া নূরাম্‌মিন্‌নূরিল্লাহ। আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া নাবীয়াল্লাহু।

নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নযোগে দেখার দোয়া- এই দোয়ার নাম-

নাদে আলী শরীফ

নাদে আলীয়ান মাজাহারাল আজ্বায়েবে তাজীদহু আওনাল্লাকা ফিন নাওয়ায়েবে কুল্লা হাম্মিও ওয়া গাম্মিন্ ছাইয়ানযালী বিনাবুওয়াতীকা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়াবিওয়ালাইয়াতিকা ইয়া আলী ইয়া আলী ইয়া আলী।

১নং ঃ নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াসাল্লামের দিদারের জন্য উত্তমরূপে পাক-পবিত্রতার সহিত এশার নামাজের পর প্রথমে ১০০ (একশত) বার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া ৫০০(পাঁচশত) বার নাদে আলী শরীফ পাঠ করিবে। তারপর পুনরায় ১০০ (একশত) বার দরূদ শরীফ পাঠ করতঃ ওজুর সহিত বিছানায় শুইয়া পড়িবে। আল্লাহর ফজলে এই রাত্রেই দিদারে মোস্তফা নছীব হইবে।

২নং ঃ যত বড় বিপদ-আপদই হউক না কেন প্রতি দিন যে কোন সময় ৪১ (এক চল্লিশ) বার নাদে আলী শরীফ পড়িলে অতিসত্বর বিপদ হইতে মুক্তি-পাইবে।

৩নং ঃ রোগ পীড়ার জন্য যে রোগী ডাক্তার কবিরাজ হইতে নিরাশ হইয়াছে, এমতাবস্থায় ৭ বার পড়িয়া বৃষ্টির পানিতে ফুঁক দিয়া ঐ পানি কয়েকদিন পান করিলে ইনশাআল্লাহ আরোগ্য হইবে।

৪নং ঃ জিন, ভূত-পরীর আছরের জন্য আশ্রিত ব্যক্তিকে ১৫ বার পড়িয়া পানিতে ফুঁক দিয়া উক্ত পানি রোগীর শরীরে ছিটাইলে ইনশাআল্লাহ জিন, ভূত, পরী থাকিবে না।

৫নং ঃ ভালবাসার জন্য ৪৭ বার পড়িয়া নিজের হাতে ফুঁক দিয়া নিজের সমস্ত শরীরে মুছিলে যাহার কথা বলিবে সে তোমার বাধ্য হইবে।

৬নং ঃ যত বড় চিন্তাযুক্তই হউক না কেন প্রতিদিন ১০০০ (এক হাজার) বার পাঠ করিলে সকল প্রকার চিন্তা ভাবনা দূর হইবে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

৭নং ঃ যদি কাহাকেও কোন পয়গাম সহ পাঠাইবার সময় এই সন্দেহ জন্মে যে, পয়গাম গ্রহণ করবে কি না তখন নীরবে ৩ বার(নাদে আলী শরীফ) পড়িয়া তাহার কর্ণে ফুঁক দিয়া পাঠাইলে আল্লাহর ফজলে পয়গাম গ্রহণ করিবে।

৮নং ঃ যদি কাহারও উপর কেহ কোন মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয় তবে, সে পবিত্রতার সহিত দৈনিক ৪০ বার পড়িয়া নিজের শরীরে ফুঁক দিলে আল্লাহর ফজলে অপবাদ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

৯নং ঃ যদি কোন কথা বা পত্রের উত্তর না পাওয়া যায় তবে এশার নামাজের পূর্বে ঐ লোকটির দিকে ফিরিয়া ৬৫ বার ঐ দোয়া পাঠ করতঃ ঐ দিকে ফুঁক দিলে ইন্‌শাআল্লাহ তিন দিনের মধ্যে উত্তর বা খবর পাওয়া যাইবে।

১০নং ঃ যদি ধনী হইতে চাও অর্থাৎ ধন-সম্পদ উপার্জন করিতে চাও এবং ইজ্জত সম্মান পাইতে চাও, তবে দৈনিক ফজরের নামাজের পর ৯১ বার ঐ দোয়া পাঠ করিতে থাকিবে, ইনশাআল্লাহ কিছু দিনের মধ্যে ফলাফল পাইবে। কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ আজীবন পাঠ করিতে হইবে। আর সময় ও স্থান নিদিষ্ট করিতে হইবে। যদি অপারগ অবস্থায় কোথায়ও যাইতে হয় তবে জায়নামাজ সঙ্গে নিতেই হইবে।

১১নং ঃ যদি প্রচুর ধন-সম্পদ ও ইজ্জত সম্মান অর্জন করিতে চাও তবে দৈনিক ৫০০ বার পাঠ করিতে হইবে। কিন্তু সময় ও স্থান নির্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। ইনশা আল্লাহ অতি সত্বর ফলাফল পাওয়া যাইবে।

১২নং ঃ যদি দুষমনকে বাধ্য করিতে চাও তবে তাহার প্রতি ধ্যান-খেয়াল রাখিয়া দৈনিক ১৮ বার ঐ দোয়া পড়িতে হইবে।

১৩ নং ঃ কোন বিপদাপদ হইতে অতি সত্বর রেহাই পাইতে চাহিলে সালাতুল হাজত অর্থাৎ হাজত পূরণের নিয়তে ২ রাকাত নামাজ পড়িতে হইবে। প্রতি রাকাতে আল্‌হামদুর পর ক্বোলহু আল্লাহ সূরা ৩ বার করিয়া পাঠ করিতে হইবে। এই নামাজের সওয়াব পবিত্র রুহ হজরত আলী মুরতাজা কারামাল্লাহু কে দান করিতে হইবে। তারপর ৭০ বার নাদে আলী শরীফ পড়িবে ইনশা আল্লাহ তায়ালা ঐ দিনই কামীয়াব হইবে-ফলাফল পাইবে। তাহা না হইলে, ক্রমাগত ৩দিন এই আমল করিতে হইবে।

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

১৪নং ঃ দুষমন এবং গীবতকারীর মুখ বন্ধ করিতে হইলে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর ১০ বার করিয়া ঐ দোয়া নাদে আলী শরীফ পাঠ করিবে। নোট ঃ মনে রাখিবে, প্রত্যেক আমলের আগে ও পরে দরূদ শরীফ ৩ বার বা কিংবা ৭ বার অথবা ১১ বার করিয়া অবশ্যই পড়িত হইবে।

আল্লাহর হাবীব নূরে খোদা নূরে মোজচ্ছাম গায়েবের খবর দাতা হাজির ও নাজীর বেনজীর ও বেমিছাল মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াসাল্লামের দিদার পাইবার জন্য দ্বিতীয় তদবিরঃ

১৫নং ঃ হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াসাল্লামের দিদার স্বপ্নযোগে পাইতে হইলে দ্বিতীয় আমল হইতেছে ঃ- নিম্নের দরূদ শরীফ সমূহ-

* আল্লাহুমা সাল্লে আলা সাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন কামা আমারতানা আন্‌নুছাল্লি আলাইহে।
* আল্লাহুমা সাল্লে আলা সাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন কামা হুয়া আহলুহ।
* আল্লাহুমা সাল্লে আলা সাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারাদ্বালাহু এশার নামাজ বাদ দৈনিক ১৪১(একশত একচল্লিশ) বার পাঠ করত ওজুর সহিত শয়ন করিবে।

১৬নং ঃ তৃতীয় আমল- দিদারে নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

"আল্লাহুমা সাল্লে আলা রুহে সাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন ফিল্ আরওয়াহে আল্লাহুমা সাল্লেআলা জাছাদে সাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন ফিল্ আজছাদে" ১০০১ (এক হাজার এক) বার এশার নামাজান্তে পাঠ করতঃ শয়ন করিবে।

১৭নং ঃ চতুর্থ আমল ঃ- দিদারে নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঃ-

* "আল্লাহুমা সাল্লে আলা ক্বাবরে সাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন ফিল ক্বুরে সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যেদেনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মাদিন"- এশার নামাজের পর জিয়ারতের নিয়তে পড়িবেন। ইহার চাইতে বড় তদবির আর নাই। কিন্তু খালেছভাবে হুজুর নূরে খোদা মাহবুবে খোদা আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামের তাজিমের নিয়তে পড়িতে হইবে। মনে করিবেন না যে, কি জানি জিয়ারত হয় কি না। এই দরূদ শরীফ এশার নামাজের পর ১০০১ (এক হাজার এক) বার পড়িত হইবে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

মনে রাখিবেন, ঈমানদার উম্মতের প্রতি হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াসাল্লামের ভালবাসা অপরিসীম। * ১৫টি নামাজ তন্মধ্যে ৫টি পাঞ্জেগানা নামাজ ঃ- ফজর, জোহর, আছর, মাগরিব ও এশার নামাজ। এই পাঁচ ওয়াক্তের পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ। এ নামাজ লোক দেখানো উদ্দেশ্যে নহে, খালেছ আল্লাহুর বন্দেগী অতিশয় বিনয় ও নম্রতা সহকারে মুহব্বতের সহিত আদায় করিবেন।

* নফল নামাজ যে কোন হাজত বা মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবার উদ্দেশ্য অত্যন্ত উত্তম এবং সুফলদায়ক।

নফল নামাজের নিয়মাবলী

১নং তদবিরঃ- প্রথমে উত্তমরূপে ওজু করতঃ ২ রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া সালাম ফিরাইবার পর পাঠ করিবে- "আল্লাহুমা ইন্নি আছআলুকা ওয়া আতাওয়াজ্জাহু ইলাইকা নাবীয়্যেনা বিমোহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াসাল্লামা নাবীয়্যির রাহমাতে ইয়া রাসূলাল্লাহি ইন্নি ক্বাদ তাওয়াজ্জাহতু বিকা ইলা রাব্বী ফি হাজাতি হাজিহি লি তাকদিয়া ফাইয়াক্বী হাজাতী আল্লাহুম্মা ফাশাফ্ফি'হু ফিইয়্যা"। এই দোয়া পাঠান্তে নিজের হাজত বা মনোবাঞ্ছা আল্লাহর দরবারে কাতর মিনতি সহকারে আরজ করিবেন। এই সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণ রহিয়াছে যে একজন অন্ধ লোক হুজুরে নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হইয়া আরজ করিল- হুজুর। আমি অন্ধ, চোখে দেখিতে পাইনা। তখন হুজুরে পাক আলাইহিচ্ছালাম তাহাকে এই নামাজ ও এই দোয়া পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। অতঃপর অন্ধ মসজিদে গিয়া নামাজ শেষে এ দোয়া পাঠ করিল। তখন অল্প সময়ের মধ্যেই অন্ধলোকটি দৃষ্টি শক্তি লাভ করিল এবং অনুভব করিল যে সে কোনদিন অন্ধই ছিলনা, ভ্রাতৃগণ। উক্ত দোয়া পাঠের প্রারম্ভে এবং শেষে আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও হুজুর পোরনূর আলাইহিচ্ছালামের দরূদ ও সালাম পাঠ করিবেন।

২নং তদবিরঃ- যে ব্যক্তি ১২ রাকাত নফল নামাজ এই নিয়মে পড়িবে যে প্রত্যেক রাকাতে সুরায়ে এখলাছ পাঠ করিয়া সেজদায় যাইবে। অতঃপর সেজদারত অবস্থায় নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিবে। তাহা এই "ছোবহানাল্লাজি লাইছাল ইজ্জু ওয়া কালাবিহি+ছোবহানাল্লাজি তাআত্তাফা বিল্ মাজদে ওয়া তাকার্রামা বিহি+ছোবহানাল্লাজি আহজা

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

কুল্লা শাইইন বিইল্‌মিহি + সোবহানাল্লাজি লাইয়াম্‌বাগি তাছবিহ ইল্লাল্লাহু + সোবহানাল মান্নে ওয়াল ফাজলে ছোবহানাল যি ইজ্জে ওয়াল কারামে + সোবহানাজিত তাওলে ওয়ান, নিয়ামে আছ্‌আলুকা বিমা আকেদিল ওয়া বিইছমিকাল্‌ আজীমিল্‌ আ'জামে ওয়া জাদ্দিকাল আলা ওয়া কালিমাতিত তাম্মাতে কুল্লিহা লাইউজাবিরু হুন্না বিরুন ওয়ালা ফাজেরুন আন তুছাল্লি আলা মোহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াসাল্লাম"। অতঃপর আল্লাহ পাকের দরবারে ঐ জিনিস প্রার্থনা করিবে যাহা প্রার্থনা করার মধ্যে কোন গোনাহ্‌ নাই। যেমন- হে আল্লাহ আমার অমুক নেক বাসনা পূর্ণ কর কিংবা আমাকে এই এই জিনিস দাও। তখন আল্লাহ পাক তোমার মনের নেক বাসনা পূর্ণ করিবেন ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই নিয়ম বা তদবির কোন বেকুফ প্রকৃতির জ্ঞানহীন লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইবে না। হয়ত সে ইহার দ্বারা গোনাহের কাজও করিতে পারে।

৪নং তদবিরঃ- হজরত আবদুর রায্‌যাক ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন- হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফরমান যে, কোন লোক আল্লাহ পাকের নিকট হইতে কোন জিনিস পাইতে চায়, তবে একা এক ঘরে উত্তমরূপে ওজু করতঃ ৪ রাকাত নফল নামাজ পড়িবে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর ক্বোলহু আল্লাহু আহাদ ১০ বার দ্বিতীয় রাকাতে ২০ বার, তৃতীয় রাকাতে ৪০ বার এবং চতুর্থ রাকাতেও ৪০ বার। আবার ক্বোলহু আল্লাহু আহাদ ৫০ বার এবং লা-হাওলা ৭০ বার পাঠ করিবে। ঐ ব্যক্তি যদি ঋণ গ্রস্ত হইয়া থাকে তবে ঋণ আদায় হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি বিদেশে থাকে আল্লাহ পাক তাহাকে বাড়ী পৌছাইতে দিবে। আর যে ব্যক্তি আকাশ পরিমাণ গোনাহও যদি করিয়া থাকে এবং তওবা করে, আল্লাহ পাক তাহার সমস্ত গোনাহ মার্জনা করিয়া দিবেন। যাহার সন্তানাদি নাই আল্লাহ পাক তাহাকে সুসন্তান দান করিবেন এবং যাহাই প্রার্থনা করিবে আল্লাহ পাক সঙ্গে সঙ্গে তাহাই কবুল করিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করেনা আল্লাহ পাক তাহার প্রতি নারাজ হন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-এই নিয়ম কোন বেকুফ লোককে শিখাইওনা, কেননা সে ইহার দ্বারা নাফরমানীও করিবে।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৩৪

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

৪নং তদবিরঃ- ইমাম আহমদ নিজ মছনদে হজরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত, তিনি বলেন যে, আমি রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াসাল্লামার নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি খুবই ভাল করিয়া ওজু করতঃ ফরজ ও সুন্নাত আদায় করিয়া ২ রাকাত নফল নামাজ পড়িবে এবং আল্লাহ পাকের নিকট যাহা চাইবে আল্লাহ পাক তাহাকে তাহাই দান করিবে।

৫নং তদবিরঃ- তিরমিজি ও নেছাই এবং ইবনে খাযিমা ও ইবনে হাব্বান ও হাকিম হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহার মাতা উম্মে ছালিম রাদিয়াল্লাহু আনহা একদিন সকালে হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হইয়া আরজ করিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এমন কোন কালেমা শিক্ষা দেন যাহা আমি নামাজান্তে পড়িতে পারি। হুজুরে পাক ইরশাদ করেন, তুমি ১০ বার আল্লাহু আকবার, ১০ বার সোবহানাল্লাহ, ১০ বার আল্হামদুল্লিাহ পড়িও এবং যাহা আল্লাহ পাক বলবেন না'ম না'ম- হাঁ হাঁ- ভাল ভাল। ইমাম তিরমিজি বলেন এই হাদিসখানা হাছান। এই নামাজ পড়িবার নিয়ম এই যে, ২ রাকাত নফল নামাজ উত্তমরূপে ওজু করিয়া হুজুরী ক্বালবের সহিত পড়িবে এবং নামাজ শেষে দরূদ শরীফ ১০ বার, আল্লাহু আকবার ১০ বার, সোবহানাল্লাহ ১০ বার, আলহামদুলিল্লাহ ১০ বার পড়িয়া মকছুদের জন্য দোয়া করিবেন। যেমন- "আছআলুকা আন তাকযিয়ালী হাজাতী কুল্লাহা ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আখেরাত মাকানা মিনহা ইলা খাইরিন ওয়া লাকা রেদোআন্ ইয়া আর হামার রাহেমীন"- আমীন।

৬নং তদবিরঃ- তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ এবং হাকিম হযরত বিনা আবি আউকা রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক অথবা কোন মানুষকে পাইতে চায় তবে সে যেন খুবই ভাল করে ওজু করতঃ ২ রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া আল্লাহ পাকের প্রশংসা করিয়া হুজুর নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠপূর্বক বলিবে- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হাকিমুল কারীম সোবহানাল্লাহে রাব্বিল আরশিল আজীম-আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আছআলুকা মাওজেবাতে রাহমাতিকা ওয়া আজাঈমা মাগফিরাতিকা ওয়াল গানীমাতা মিন্ কুল্লে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বিররিন্ ওয়াচ্ছালামাতা মিন্ কুল্লে ইছমিন্ লা-লাদউলী জামরান্ ইল্লা গাফারতাহু ওয়া হাম্মান ইল্লা ফারাজতাহু ওয়ালা হাজাতান হিয়ালাকা রাদিয়ান ইল্লা কাদায় তাহা ইয়া আরহামার রাহেমিন" এই দোয়া সঙ্গে সঙ্গে কবুল হইবে।

৭নং তদবিরঃ- হযরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলিয়াছেন- হে আলী ! আমি কি তোমাকে ঐ দোয়া জানাইয়া দিব না যাহা তুমি যখন বহু চিন্তায় পতিত হও অথবা হয়রান-পেরেশান হইয়া পড়? তখন তুমি এই তদবির করিও, আল্লাহর ফজলে তোমার দোয়া কবুল হইবে এবং চিন্তা ও পেরেশানী দূর হইবে। ওজু করিয়া ২ রাকাত নফল নামাজ পড়িবে এবং আল্লাহর হাম্দ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পড়িয়া এবং সমস্ত ঈমানদার মুসলমান নর-নারীর জন্য আস্তাগ্ফার করিয়া এই দোয়া পড়িবে। যথা- "আল্লাহুম্মা আন্তা তাহকুমু বাইনা ইবাদিকা ফিমা কানু ফিহি ইয়াখ্তালিফুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আলীউল আজীম-লা ইলাহা ইল্লাল্ হাকীমুল কারীম- সোবহানাল্লাহে রাব্বিচ্ছামাওয়াতে ছাব্-আ-ওয়া রাব্বিল আরশিল আজীম আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন রাব্বিল আরশিল আজীম। আল্লাহুমা কাশিফাল গাম্মে মুফারেজাল গাম্মে মজিবাদ দাওয়াতিল মুদতাররিনা আদউক রাহমানুদ্দুইয়া ওয়াল আখেরাতে ওয়া নাজাহিহা রাহমাতান তুগনীয়ান্নী বিহা আন্ রাহমাতিম নিছেওয়াকা" সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর হইবে।

৮নং তদবিরঃ- হজরত আবদুল্লাহ বিন মাছউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে-হুজুরে পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, রাত্রে অথবা দিনে এক সময় ১২ রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া প্রত্যেক ২ রাকাত পাঠান্তে পূর্ণ আত্তাহিয়্যাতু অর্থাৎ দরূদ শরীফ সহ পাঠ করিয়া ছানা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ পূর্বক সেজদায় গিয়া সূরা ফাতেহা ৭ বার, আয়াতুল কুরছি ৭ বার এবং "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহাদাহু লা-শারীকালাহু লাহুম মূলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শাইইন্ কাদীর" ১০ বার পাঠ করিবে। তারপর পড়িবে "আল্লাহুমা ইন্নি আছ-আলুকা মুনতাহার রাহমাতে মিন কিতাবিকা ওয়াছমিকাল আজামে ওয়া জাদ্দিকাল আলা ওয়া কালামাতিকাল ক্বাইয়্যেমাত"-

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৩৬

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তখন নিজের হাজত প্রার্থনা করিবে এবং সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া ডাইনে ও বামে সালাম ফিরাইবে। এই নামাজ কোন বেকুফ লোককে শিখাইবে না, কেননা সে এই নামাজের দ্বারা শরীয়ত বিরোধী কর্ম করিতে পারে, এ বিষয়ে খুবই সাবধান। এই নামাজ যদি কোন লোক মারাত্মক বিমারে পতিত হয় ডাক্তার-কবিরাজ জওয়াব দেয় তখন এই নামাজ পড়িয়া মাথা সেজদা হইতে উঠাইয়া দেখিতে পাইবে যে, সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হইয়াছে। এই তদবির বার বার পরীক্ষা করা হইয়াছে।

৯নং তদবিরঃ- হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে কেহ আল্লাহ পাক হইতে কিছু হাজত প্রার্থনা করে বা কামনা করে তাহা দুনিয়ার হউক কিংবা পরকালের হউক তাহা পাইতে হইলে প্রথমে কিছু ছদকা করিবে এবং বুধবার বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার এই তিন দিন রোজা রাখিবে। তারপর জামে মসজিদে যাইয়া ১২ রাকাত নফল নামাজ পড়িবে। ১০ রাকাতে আলহামদু সূরা ১ বার, আয়াতুল কুরছি ১০ বার এবং শেষের ২ রাকাতে আলহামদু ১ বার ক্বোলহু আল্লাহু আহাদ ৫০ বার। তখন আল্লাহ পাকের নিকট যাহা প্রার্থনা করিবে- ইহকাল ও পরকালের ইন্‌শা আল্লাহ কবুল হইবে।

১০ নং তদবিরঃ- 'বাহ্‌জাতুল আছরার' শরীফে আছে যে, হুজুর সাইয়্যেদেনা গাউছুল আজম রাদিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেন- কোন লোক বিপদে পড়িয়া আমার দোহাই দিবে তার বিপদ দূর হইয়া যাইবে, যে কোন লোক মুশকিলে পড়িয়া আমার নাম নিয়া ডাকিবে তাহার মুশকিল আছান হইবে এবং যে কোন প্রকার হাজতে আল্লাহ পাকের নিকট আমাকে ওছিলা বানাইবে তাহার হাজত পূর্ণ হইবে। আর যে ব্যক্তি ২ রাকাত নফল নামাজ পড়িবে প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরায়ে এখলাছ ১১ বার পড়িয়া সালামের পর হুজুর নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পড়িবে এবং আমাকে (বড় পীর দস্তগীরকে) স্মরণ করতঃ ইরাক (বাগদাদ) শরীফের দিকে ১১ কদম যাইবে তাহা হইলে আল্লাহর ফজলে নিশ্চয়ই ঐ হাজত বা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। নামাজে আছরার শরীফ যে কোন লোকের দীন-দুনিয়ার হাজত হইবে, সে মাগরেব নামাজের সুন্নাত আদায় করিয়া

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সালাতে আছরারের নিয়তে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য এবং হুজুরে সাইয়্যেদেনা গাউছুল আজম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কিছু হাদিয়া দিয়া ওজু করতঃ ২ রাকাত নফল নামাজ পড়িবে। উত্তম হইতেছে প্রথমেই কিছু ছদকা করিয়া নেওয়া, তবে মকছুদ সত্তর পূর্ণ হইবে। বালা-মুছিবত হইতে বাঁচার নিয়তে হইলে নামাজে সূরা ফাতেহার পর কোরআন শরীফ যাহা জান পাঠ করিবে- যদি ক্বোলহু আল্লাহু আহাদ ১১ বার পাঠ কর তবে উত্তম। উক্ত নিয়মে নামাজ শেষ করিয়া কেবলা রোখ হইয়া দাঁড়াইয়া সূরা ফাতেহা ১ বার, আয়াতুল কুরছি ৭ বার পাঠ করতঃ এই দরূদ শরীফ পাঠ করিবে- "আল্লাহুমা সাল্লেআলা সাইয়্যেদেনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মাদিন মা'দানিল জুদে ওয়াল কারামে ওয়া আলিহি ওয়া ইবনিহিল কারীমে ওয়া উম্মাতিহীল কারীমাতে ইয়া আকরামাল আকরামিনা ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম"। এই দরূদ শরীফ পাঠ পূর্বক নিজের দ্বীলকে মদীনা শরীফের দিকে মুতাওয়াজ্জুহ্ করিয়া ১১ বার বলিবে "ইয়া রাসূলাল্লাহ ইয়া- নাবীয়্যাল্লাহ আগিছনী ওয়ামদুদ্নী ফি কাজায়ে হাজাতী ইয়া কাজীয়াল হাজত" তখন ইরাক শরীফের দিকে ১১ কদম অগ্রসর হইয়া আদব ও তাজিমের দিকে খেয়াল রাখিবেন এবং ধারনা করিবেন যেন আপনি বাগদাদ শরীফে হাজির ও রওজা পাক আপনার সামনে, গাউছে পাক কেবলা রোখ হইয়া আরাম-করিতেছেন। এবং আপনাকে দেখিতেছেন। তারপর, প্রতি কদমে বলুন- "ইয়া গাউছচ্ছাকা-লাইন ইয়া কারীমাত তারফাইন আগিছনী ওয়ামদুদ্নী ফি ক্বাজায়ে হাজাতী ইয়া কাজিয়াল হাজাত" তখন আবার আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিবেন-ইয়া আরহামার রাহেমীন, ৩ বার "ইয়া বাদিয়াচ্ছামাওয়াতে ওয়াল আরদে ইয়া জালজালালে ওয়াল ইকরাম বিজাহে সাইয়্যেদিল মুরছালীন ওয়াবিজাহে ইবনিহি হাজচ্ছাইয়্যেদিল কারীম গাইছেনাল আজামে রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু"। এক্ষণে, আপনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাজির করেন- ৩ বার আমীন বলিবেন এবং ৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবেন। উত্তম এই যে, আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলা খাতামান্ নাবীঈন ওয়াল হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন। এই জায়গায় খতম করিবেন এবং কাঁদিবেন, কাঁদা না আসিলে কাঁদার নমুনা বানাইবেন। আল্লাহ পাক আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। ইহা ভিন্ন আরও নফল বন্দেগী আছে।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৩৮

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আল্লাহ পাক যদি তৌফিক দান করেন তো পরবর্তী সময়ে উল্লেখ করিব।

হজরত খিজির আলাইহিচ্ছালামের সাক্ষাৎ লাভের- আমল

এই আমলের মধ্যে তিনটি উপকারিতা রহিয়াছে । যথা (১) এই আমলের দ্বারা একই সঙ্গে হুজুর নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জিয়ারত নছীব হইবে, (২) হজরত খিজির আলাইহিচ্ছালামের সহিত শীঘ্রই সাক্ষাত লাভ হইবে এবং (৩) আমলকারী গায়েব হইতে রিযিক প্রাপ্ত হইবে এবং কোন প্রকার অভাব অনটন ও দুঃখ কষ্ট তাহাকে স্পর্শ করিবে না।

আমল করিবার নিয়মঃ- সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে সূরায়ে ফাতেহা ৭ বার সূরায়ে ফালাক ও সূরায়ে নাছ ৭ বার, সূরায়ে এখলাছ ৭ বার, সূরায়ে কাফেরুন ৭ বার, কালেমায়ে তামজিদ ৭ বার এবং (আল্লাহুমা সাল্লে আলা সাইয়্যেদেনা মোহাম্মিদন আবদিকা ওয়া হাবীবেকা ওয়া নাবীয়্যেকা ওয়া রাসূলিকান নাবীয়্যিল উম্মিয়্যে ওয়া আলা আলে সাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম)- ৭ বার (আল্লাহুমাগফিরলে জামিয়্যিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মেনাতে ওয়াল মুসলেমীনা ওয়াল মুসলেমাতিল ওয়াল আহইয়ায়ে ওয়াল আমওয়াতে ইন্নাকা মুজিবুদ্দাওয়াতে ওয়া রাফিয়াদ্দারাজাতে ইয়া কাজীয়াল হাজাতে বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন) ৭ বার, তারপর (আল্লাহুমা ইয়া রাব্বিফআল বিওয়া বিহিন আজেলান্ ওয়া আজেলান্ ফিদ্দিনে ওয়াদ্দুনইয়া ওয়াল আখেরাত মা আন্তা লাহু আহলু ওয়ালা তাফআলু বিনা ইয়া মাওলানা মানহনু লাহু আহলুন ইন্নাকা গাফুরুন জাওয়াদুন কারীমুন মালিকুন বারুন রাউফুর রাহীম- ৭ বার। ইহার সাওয়াব সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং হজরত খিজির আলাইচ্ছাল্লামের এবং সমস্ত উম্মতে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার রুহের উপর বখশিয়া দিবে। আল্লাহর ফজলে তিন দিনের মধ্যে হুজুর নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছাম মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জিয়ারত নছীব হইবে এবং হজরত খিজির আলাইহিচ্ছালামের সহিত স্বাক্ষাত লাভ হইবে।

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বেরাদরানে ইসলাম! বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে ইদানীং ঢাকা মিরপুর হইতে আউর মোহাম্মদীয়া ফেরকার পীর দাবীদার এক গন্ড মুর্খের প্রচারিত ঈমান নাশক পোষ্টার ও বিজ্ঞাপন আমার নজরে পড়িল। তাহাতে ঈমান নাশক কয়েকটি বিষয় নিম্নে উল্লেখ করিলামঃ-

১। গায়েবের মালিক আল্লাহ। নবী পাক (সঃ) গায়েব জানতেন, তিনি হাজির, নাজির, তিনি মাটির মানুষ নন্ এই সবই কুফুরী মতবাদ।

২। রাসূলে পাক (সঃ) আল্লাহর জাতি নূর এই মতবাদ কুফুরী মতবাদ।

৩। কবর সেজদা হারাম।

৪। কবরে গিলাফ ছাপিয়ে আলোক-সজ্জা করে মানুষের ঈমানকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে।

৫। গান-বাদ্য, সুর হারাম, গানের সুরে গজল নাত, হামদ, এমনকি কোরআন শরীফ পড়াও হারাম, বাদ্যসহ জিকির করা হারাম ইত্যাদি।

এক্ষণে, আমি (মাওঃ রেজভী) উত্তর দিতেছি ঃ-

১। নবী শব্দ লিখিয়া (সঃ) এইরূপ সংক্ষেপে করা কুফুরী। প্রমাণ আল্লামা ছৈয়দ 'তাহাতাবী হাশিয়ায়ে' 'দূর্‌রে মোখতার' কিতাবে 'ফতুওয়ায়ে তাতারখানিয়া' নামক জগৎ বিখ্যাত ফতুয়ার কিতাব হইতে নকল করিয়াছেন যে, কোন নবীর নামে পাকের সহিত এইরূপ সংক্ষেপকারী কাফের হইয়া যায়। কেননা, ইহাতে শান হাল্কা করা হয়। আর নবীগণের শানমানকে হাল্কা করা নিশ্চয়ই কুফুরী- ইহাতে সন্দেহ নাই।

এক্ষনে বলিতে পারি কি তথাকথিত মুর্খ পীর হুজুর নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছাম বেনজীর বেমিছাল এবং স্ব-শরীরে জিন্দা হাজির ও নাজির গায়েবের খবরদাতা মাহবুবে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা আলাইহিচ্ছালাতু ওয়া তাছলিমার সুমহান শান ও মান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, কাজেই সে তার প্রচার পত্রটি ঈমান নাশক কুফুরী দ্বারাই শুরু করিল।

২। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন না, তিনি হাজির নাজির নন, তিনি আল্লাহর নিজ নূরের সৃষ্টি নহেন-এই সমস্ত আকীদাও বিশ্বাস যাহাদের তাহারা প্রথমতঃ কুখ্যাত নজদী-ওহাবী ও খারেজীদের অনুচর এবং দ্বিতীয়তঃ তাহারা নামে মাত্র মুসলমান এবং প্রকৃত পক্ষে মুনাফিক কাফেরের চাইতেও নিকৃষ্ট।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৪০

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

৩। আওলিয়াগণের মাজার শরীফে কদম মুবারকের দিক দিয়া চুম্বন করা জায়েজ আছে। ফেকার কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য। ইহাকে এবাদতের সেজদা বলায় যায় না। মাজার শরীফ চুম্বন দ্বারা আল্লাহর প্রিয় বন্ধু আওলিয়াগণেরই সম্মান করা হয়।

৪। মাজার শরীফে গিলাফ দেওয়া ও ফুল দেওয়া, অলি-আল্লাহগণের সম্মান প্রকাশ হেতু, নিঃসন্দেহে জায়েজ আছে, বরং তাহা উত্তম।

৫। ইসলামী গান বাদ্য আল্লাহ রাসূল এর শান মান তথা মহত্ত্ব ও গৌরব প্রকাশক গান বাদ্য জায়েজ বরং সুন্নাত। ইহা অপছন্দকারী কাফের হইবার আশংকা রহিয়াছে (ফতুয়ায়ে খাইরিয়া দ্রষ্টব্য)।

৬। গানের সুরে কবিতা, গজল, হাম্‌দ, না'ত পাঠ করাকে যে ব্যক্তি হারাম বলে সে গাধার সাথে বন্ধুত্ব রাখিতে পারে। কেননা, এমন বেসুর ও নীরস প্রেমিক গাধার স্বর ব্যতীত আর কি পছন্দ করিবে?

৭। গানের সুরে কোরআন পড়া সুন্নাত। গান শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে যে আওয়াজ মানুষের অন্তরে শান্তি ও তৃপ্তি দান করে তাহাই গান। উহা দ্বারা গোনাহের উত্তেজনা কমিয়া যায়, আল্লাহ ও রাসূলের প্রেম-ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের নির্দোষ ও পবিত্র ভাব ধারার গান-বাদ্য স্বয়ং রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার সুন্নাত-সুন্নাতে ছুকুতী।

৮। বিবাহ-শাদীতে ইসলামী গান-বাদ্য করিতে হইবে, নচেৎ বিবাহ শাদী হারাম হইবে।

৯। কবরে তালকিন করা দোয়া বা আযান দ্বারা, সুন্নাতে ক্বৌবী বা শক্তিশালী সুন্নাত।

১০। শুক্রবার দিন জুম্মার নামাজের আযান মসজিদের বাহিরে দরজায় দেওয়া সুন্নাত-সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং সুন্নাতে খোলাফায়ে রাশেদীন - উহা অপছন্দ ও অমান্যকারী কাফের হইবে। আমার রচিত আদাবুল আযান ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড পাঠ করুন।

১১। নজদী-ওহাবী ও খারেজীদের শাখা আওর মোহাম্মদীয়ায় যাহারা মুরীদ হইয়াছেন তাহাদের উপর তওবা করা ফরজ। নতুবা ঈমান হারা হইয়া শোচনীয় মৃত্যুবরণ করিতে হইবে।

১২। ফেরকারে আওর মোহাম্মদীয়া নজদী-ওহাবীদের অনুসারী, বাইয়াতে রাসূল ভঙ্গকারী এবং 'বাইয়াতে শেখ' প্রবর্তনকারী বিদআতী, এরা কোরআন-হাদীসের পরিপন্থী ঈমান-নাশক আকীদাধারী মুনাফিক কাফেরের চাইতেও নিকৃষ্ট।

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

১৩। পাক ভারত বাংলা উপ-মহাদেশ ওহাবী ধর্মমতের সর্বপ্রথম প্রচারক ছৈয়দ আহমদ বেরলুভী ও মৌঃ ইসমাঈল দেহলুভী নিঃসন্দেহে কাফের মুরতাদ। তাদের কুফুরীতে যাহারা সন্দেহ পোষণ করে তাহারাও কাফের। কেননা, ছৈয়দ আহমদ বেরলুভীর 'মালফুজাত' 'সিরাতে মোস্তাকীম' নামক ঈমান-নাশক পুস্তকে ছৈয়দ আহমদের নবুওয়তের দাবী রহিয়াছে। ইহা ছাড়া, ঐ পুস্তকে আরও রহিয়াছে যে ছৈয়দ আহমদ স্বয়ং আল্লাহ পাকের নিকট মুরীদ হইয়াছে, আল্লাহর নিকট হইতে খেলাফত লাভ করিয়াছে এবং সে আল্লাহ পাকের সঙ্গে মুছাফাহ্ করিয়াছে। এমন কি, আল্লাহ পাকের সঙ্গে তাহার গল্প-গুজবও হইয়াছে। নাউজুবিল্লাহ! নাউজুবিল্লাহ!!

হে ঈমানদার সুন্নী মুসলমান ভ্রাতৃগণ! হক ও বাতিলের পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইলে এই কিতাবকে সত্যের মাপ-কাঠি রূপে হাতে নিয়া পীর ও আলেমগণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন-ছৈয়দ আহমদ কাফের না মুসলমান? যাহারা মুসলমান বলিবে তাহারাই বেঈমান, ওহাবী, মুনাফেক কাফেরের চাইতেও নিকৃষ্ট। মনে রাখিবেন, ওহাবী জাহান্নামী ৭২ দলের পীর ও আলেমদের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া ঈমানকে বরবাদ করিবেন না। অতএব, ৭২ দলীয় আলেম ও পীর কেবল ধর্ম ব্যবসায়ী মাত্র, এদের সঙ্গে সমাজ নামাজ তথা সর্বপ্রকার মোয়ামেলা নিষিদ্ধ। সরল প্রাণের মুসলমান! হুশিয়ার হউন!

দাজ্জালী ফেৎনা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইতে হুজুর নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আমালী ও এতেকাদী তথা সর্বপ্রকার সুন্নাতকে মজবুতভাবে আঁকড়াইয়া ধরুন। তবেই ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তির আশা করা যায়। হে আল্লাহ, সুন্নী মুসলমানের ঈমানের হেফাজত করুন, দাজ্জালী ফেৎনা হইতে রক্ষা করুন আ-মী-ন। ইয়া রাব্বাল আলামিন।

ইতি-

মাওলানা আকবর আলী রেজভী

সুন্নী আল-ক্বাদেরী

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

দিদারে মোস্তফা
(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)
মৃত্যু ও কবরে রাখিবার সময়

১ম প্রকাশ:
২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ ইং
১০ ফাল্গুন, ১৪০২ বাংলা

মাওলানা আকবর আলী রেজভী,
সুন্নী আল ক্বাদরী

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمدن النبى الامى
الحبيب العلى العظيم الجاه وعلى اله وسحبه وسلم

"আল্লাহুম্মা ছাল্লে ওয়া ছাল্লিম্ ওয়া বারিক আলা ছাইয়েদেনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মাদি নিন্নাবিঈল উম্মিঈল্ হাবিবিল্ আলিঈল্ আযিমিল্ জাহে ওয়া আলা' আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লিম"।

আউলিয়ায়ে কেরামগণ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবার দিবাগত অর্ধ রাত্রির সময় রীতিমত কম্ আজ কম্ একবার পাঠ করিবে মৃত্যুর সময় যখন ছাক্রাত আরম্ভ হইবে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পূর্নিমার চাঁদের চাইতে উজ্জ্বল দেখিতে পাইবে এবং কবরে রাখিবার সময় সে দেখিতে পাইবে যে, মদিনার চন্দ্র নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রহমতের দুই হাত দ্বারা সোহাগের সহিত ধরিয়া কবরে রাখিতেছেন। (আফজালুচ্ছালাত আলাছাইয়েদিচ্ছাদাত)

ফজিলত রহমত ও বরকতের ভান্ডার

صل الله على النبى الامى واله صل الله عليه وسلم
صلوة وسلاما عليك يا رسول الله

"সাল্লাল্লাহু আলান্নবিঈল্ উম্মিয়ে ওয়া আলিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামা ছালাতাও ওয়া ছালামান আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ"- এই দরূদ শরীফ প্রত্যেক নামাজের পর পড়িবেন। বিশেষ করে জুম্মার নামাজের পর মদিনা শারীফের দিকে ফিরে দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া ১০০ বার অপারগতায় যত বার পারেন পড়িবেন বেশুমার অগণিত রহমত ও বরকত পাইবেন কোন প্রকার অভাব অনটন অশান্তি থাকিবে না।

১০০০ নেকী ও ছোওয়াব

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا
ومولانا محمد كما تحب وترضى له

"আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মাদিউ ওয়াআলা আলে ছইয়্যেদেনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদালাহু"

"মারজাউল-হাসানাত" কিতাবে লেখা আছে- যে ব্যক্তি উক্ত দরূদ শরীফ একবার পড়িবে ৭০ জন ফেরেশ্তায় তার আমল নামায় ১০০০ পর্যন্ত নেকী লেখিয়া দেয়।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৪৪

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

৬ লক্ষ দরূদ শরীফের ছোওয়াব

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما فى العلم الله صلوة
دائمة بداوام ملك الله

‘“আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ঈল্ মিল্লাহে ছালাতান দায়ে মাতান্ বিদাওয়ামে মুলকিল্লাহে”- শায়খুদ্দালায়েল ছাইদ আলী ইবনে ইউছুফ মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন, যে ব্যক্তি উক্ত দরূদ শরীফ একবার পড়িবে সে ৬ লক্ষ দরূদ শরীফের ছোওয়াব পাইবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি উক্ত দরূদ শরীফ প্রতি দিন ১০০০ বার পড়িবে সে উভয় কালে নেক ভক্ত ও বাদশাহী পাইবে। এই দরূদ শরীফকে ছালাতুচ্ছআদাত বলে (দালায়েলুল্ খায়রাত ১০১ পৃষ্ঠা)।

এক হাজার পর্যন্ত নেকী লেখা হয়

جزلى الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم
ماهو اهله

“জাযাল্লাহু আন্না সাইয়্যেদানা ওয়া মাওলানা মোহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মা-হুওয়া আহলুহু”
উক্ত দরুদ শরীফ পাঠকারীর জন্য ৭০ জন ফেরেশ্তায় ১০০০ হাজার পর্যন্ত নেকী লেখে।

দরূদ শরীফ গুনাহ-খাতা মাফ পাওয়ার জন্য

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وسلم

“আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মাদিউ ওয়া আলা আলিহি ওয়া ছাল্লিম”

তাজদারে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ পড়িবে যদি দাঁড়াইয়া পরে তবে বসিবার পূর্বেই যদি বসিয়া পড়ে তবে দাঁড়াইবার পূর্বেই সমস্ত গুনাহ্ খাতা মাফ করিয়া দেওয়া হয়।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৪৫

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

৭৮৬

ইসলামে নারীর মর্যাদা

নারী জাতি আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন। নারীগণ বেহেশ্‌তের উত্তম নিয়ামতের মধ্যে পরিগণিত; বরং এ পৃথিবী নারীগণের দ্বারাই কায়েম হইয়াছে, যদি নারীগণ না হইতেন, তবে নবী আলাইহিস সাল্লামগণ তথা আউলিয়ায়ে কেরাম, গাউছ, কুতুব, আওতাদ, আবদাল, সজীব, নকীব, এমন কি মৌলভী, মাওলানা, মুহাদ্দেস, মুফাচ্ছের, হাফেজ ক্বারী, মূন্সী, মোল্লা প্রভৃতি কেহই হইতেন না। অন্য কথায় বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যাহারা প্রথম স্থানে অবস্থান করছেন। বিশেষতঃ ডি সি, এস পি, জজ, ব্যারিষ্টার, গভর্নর, মিনিষ্টার, রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান মন্ত্রী সকলেই নারী জাতির কল্যানেই নিজ নিজ মর্যাদার অধিকারী। অর্থাৎ যার কারণে "আশরাফুল মাখলুকাত" মানব জাতির সৃষ্টি, সেই নারী জাতির সৃষ্টিতেই আল্লাহ পাক অগণিত নিয়ামত দান করতঃ মর্যাদাবান করিয়াছেন। আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, তোমাদের জন্যে তোমাদের জাত হইতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ নারীগণকে সৃষ্টি করিয়াছি। হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, হে আল্লাহর বান্দা! তোমরা দুনিয়া ও নারী জাতিকে ভয় কর। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, গোনাহের কর্ম হইতে বাঁচিয়া থাক বরং ইহার উদ্দেশ্য এই নহে যে, নারীগণকে ত্যাগ কর অর্থাৎ এমন সম্পর্ক বা ভালবাসা রাখিও না যে, তোমাকে আল্লাহর ভালবাসা হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তদীয় বিবিগণকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। উম্মতের জন্য ইহাও ইত্তেবায়ে সুন্নাত। যাহার বদৌলতে আল্লাহর হাবীবের সন্তুষ্টি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হইবে এবং জিন্দেগীর গোনাহ-খাতা মাফ হইবে।

জরুরী জ্ঞাতব্যঃ- যৌতুক হারাম, ইসলামে যৌতুক নাই। যৌতুকের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে বিরাট দূর্নীতির আমদানী হইয়াছে! যৌতুক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন অবস্থাতেই বা কোন কৌশলেই হালাল নহে; হালাল জানিলে কাফের হইবে। প্রিয় সুন্নী মুসলমান ভ্রাতৃগণ! যৌতুকের অভিশাপ হইতে নিজেও বাঁচুন এবং অপরকেও বাঁচিবার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালনে তৎপর হউন। যে সব মেয়ের বিবাহ যৌতুকের কারণে হয় না বা ভাঙ্গিয়া যায় তাদের প্রতি নসিহত এই যে, আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া ধৈর্য্য ধারণ কর, আল্লাহ পাক অবশ্যই জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সুরায়ে ইয়াসীন দৈনিক পাঠ করিলে অনতিবিলম্বে সৎ লোকের সঙ্গে বিবাহ হইবে ইনশাআল্লাহ। বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত কম খাইবে এবং রোজা রাখিবে, আল্লাহ পাক সদয় হইবেন।

বিঃদ্রঃ- মানুষ ও পশুকে খাসি করা নাজায়েজ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, তোমরা মানুষ ও পশুকে খাসি করিও না। হে প্রিয় মুসলমান রাসূলে পাকের আদেশ আল্লাহ পাকের আদেশ মনে করিতে হইবে। যিনি ঈমানদারী ও মুসলমানির দাবীর দলিল।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বয়ানে মেরাজ শরীফ

(শরীয়তের দৃষ্টিতে ও বিজ্ঞানের মর্মে
মেরাজ শরীফের প্রমাণ)

১ম প্রকাশ:
১৩৭৯ বাংলা
২য় প্রকাশ:
১৮ পৌষ ১৪১৫ বাংলা
১ জানুয়ারী ২০০৯ ইং

মাওলানা আকবর আলী রেজভী,
সুন্নী আল ক্বাদরী

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বয়ানে মেরাজ শরীফ

আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন ওয়াল আকেবাতুলিল মুত্তাকিন আস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিহি মুহাম্মাদেও ওয়া আলিহি ওয়াছহাবিহি আজমায়ীন- আম্মাবায়াদ-

ফা'আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতয়ানির রাজিম।

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

"সোবহানাল্লাজি আছরা বে আবদিহি লাইলাম মিনাল মাছজিদিল হারামে ইলাল মাছজিদিল আকছাল্লাজি বারাকনা হাওলাহু লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা ইন্নাহু হুয়াছ ছামীয়ুল বাছীর"।

অর্থ:- পাক পবিত্র আল্লাহ তায়ালা যিনি নিজ প্রিয় বান্দাকে রাত্রের কিয়দংশের মধ্যে নিয়া গিয়াছেন, মসজিদে হারাম হইতে মসজিদে আকছা পর্যন্ত। যার চতুপার্শ্বে আমি বরকত রাখিয়াছি। এই জন্যে যে আমার বান্দাকে আমার বড় বড় চিহ্নসমূহ দেখাইব। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা।

বন্ধুগণ! অদ্য আমি মেরাজ শরীফ সম্পর্কে কিছু লিখিতে ইচ্ছা করিলাম। মেরাজ শরীফ আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মো'জেজাসমূহ ইহতে একটি বিরাট মো'জেজা। মেরাজের রাত্রে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জাগ্রহ অবস্থায় স্বশরীরে সপ্তম আকাশে গিয়াছিলেন এবং স্রষ্টার দিদার অর্থাৎ সাক্ষাৎ করতঃ যাহা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা হইবে জানিয়া এবং ভেদসমূহ অবগত হইয়া ঐ মুহুর্তে ফিরিয়া আসা নিশ্চয়ই আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের বাহিরে। আর এই জ্ঞান বুদ্ধি হয়রান হয় যে, ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে। কিন্তু ইহা আমাদের ঈমানের মধ্যে নিশ্চয়ই শামিল। আমাদের ঈমান আছে যে, নিশ্চয়ই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লমের জাগ্রত অবস্থায় স্ব-শরীরে মসজিদে হারাম (বায়তুল্লাহ শরীফ) হইতে মসজিদে আকছা (বায়তুল মোকাদ্দাছ) পর্যন্ত আবার এই স্থান হইতে আকাশের উপর এবং আরশে মুয়াল্লায় গিয়াছেন ও দিদারে এলাহি লাভ করতঃ এবং নিগুঢ় ভেদ তত্ত্বসমূহ অবগত হইয়া মুহুর্তের মধ্যে পুনঃবার তশরীফ নিয়া আসিলেন।

জিনজীর ভি-হিলতি রাহি বিস্তার ভি রাহা গরম

এক দমকে ছেরে আরশে গায়ে আয়ে মুহাম্মদ।

মোজেজা উহাকেই বলে, যাহা জ্ঞান বুদ্ধিকে অপারগ করিয়া দেয়। যে কথা জ্ঞানে আসে উহা মোজেজা নয়।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

যেমন- একমণ দুধ এক পোয়া পরিমান পেয়ালায় ধরে না, যদি এক পোয়া পরিমান পেয়ালায় একমণ দুধ ধরে তবে উহা একমণ হইতে পারে না। মোজেজাও উহাই যাহা আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে ধরে না। অর্থাৎ বুঝে আসিতে পারে না। কিন্তু ঈমান নিশ্চয়ই রাখিতে হইবে। আমরা সমস্ত আম্বিয়া কেরামের মো'জেজাসমূহকে বিশ্বাস করি। যে খোদায় তুর পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গের উপর হযরত মুসা কলিমুল্লাহ আলাইহিচ্ছালামের সঙ্গে কথা-কথোপকথন কয়িাছেন। যে খোদায় হযরত মুসা আলাইহিচ্ছালামের জন্যে এক বিরাট সমুদ্র ফাঁড়িয়া উহাতে শুকনা রাস্তা বানাইয়া দিয়াছিলেন। ওই খোদায় আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্য ভূমি হইতে আরশ পর্যন্ত সমস্ত বাঁধা বিঘ্ন দূরকরতঃ একটি নূরানী অর্থাৎ আলোকিত রাস্তা তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। যে রাস্তায় হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গিয়াছেন এবং আসিয়াছেন। আল্লাহ পাকের কুদ্রতে হযরত খলিলুল্লাহ আলাইহিচ্ছালামের জন্য নির্মিত প্রকান্ড অগ্নিকুন্ডকে ফুলের বাগান বানাইয়াছেন। খোদায় আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্য প্রকান্ড অগ্নিকান্ড ঠান্ডা করিয়া দিয়াছেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লমের উহাতে গমন করিয়াছেন। একজন মুমিন যখন জিব্রাইল আলাইহিচ্ছালাম এর আসমান হইতে জমিনে আসা বিশ্বাস করে, তবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জমিন হইতে আকাশ পর্যন্ত যাওয়া বিশ্বাস করিবে না কেন?

বন্ধুগণ! মুসলমানের জ্ঞান তাহার ঈমানের অধীনে। অর্থাৎ মুসলমানের জ্ঞানও মুমিন এবং মুসলমান এই জন্যে সুক্ষ্মজ্ঞানে ঘোষণা করে যে, হুজুরে পাক সর্বমঞ্জিল স্বশরীরে অতিক্রম করেছেন, সর্বপ্রকার কুদ্‌রতি তামাসা দেখেছেন দুই নয়ন ভরে। যেখানে যাইতে সাধ্য নাই কোন মানব জাতির, সেই স্থানে পৌছেছেন তিনি খোদার মহব্বতের খাতিরে। আশেক ও মাশেকের পরদা গেল তখন উঠিয়া। আল্লাহর কুদরতের শবে মেরাজ নিলেন তিনি বুঝিয়া।

বন্ধুগণ! আজকাল বহু লোক মেরাজ সম্পর্কে আতঙ্কিত হইয়া উঠেন এবং আশ্চর্যান্বিত হইয়া বুদ্ধিহীন মানুষের মত বলিয়া থাকে যে, হুজুরে পাক উপরে গেলেন কেমন করিয়া। আবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। বিছানা গরম পাইলেন, জিঞ্জিরও হেলিতে দেখিলেন। আকাশের মধ্যে কোন রাস্তা নাই তবে তিনি কিভাবে আকাশে গমণ করিলেন। রাস্তায় প্রকান্ড অগ্নিকুন্ড রহিয়াছে, যাহা বিজ্ঞানমতে পৃথিবীর চেয়ে সাড়ে তের লক্ষগুণ বড়, ইহার ভিতর দিয়া তিনি কেমন করিয়া গমন করিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আমি বলি খোদার কুদরতে গিয়াছেন এবং আসিয়াছেন। খোদা যিনি তাঁহার মাশুককে ডাকিয়াছেন তিনি রাস্তার বাঁধা বিঘ্নকেও দুর করিয়াছেন। এখন যাহারা জ্ঞানী তাহারা তো ঈমান রাখিবে এবং জ্ঞানশূন্য ও বুদ্ধিহীন লোক হায় হুতাশে পড়িয়া ঈমান নষ্ট করিবেই। আজ দীর্ঘ ৩০ (ত্রিশ) বৎসর পূর্বে আমি যখন হিন্দুস্থান এলাহাবাদে ছিলাম তখন খবরের কাগজে দেখিয়াছিলাম যে, জনসিং নামক এক নেপালী ব্যক্তি আবার মুসলমানও না, সে বলিয়াছে যে "আমি হিমালয় পর্বতের উচ্চ শৃঙ্গে চড়িয়া ছিলাম"। তখন বহুলোক বিনা আপত্তিতে সঙ্গে সঙ্গে তাহার কথা সমর্থন করিয়াছিল এবং মৌখিক প্রচার ও খবরের কাগজে আলোচনা করিতে বিরত হয় নাই। সে সময়মতো কেহ বলে নাই যে, উহা কেমন করিয়া হইতে পারে? পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাহাড় হিমালয় পর্বতের উচ্চ শৃঙ্গে জনসিং কেমন করিয়া চড়িল? জনসিং উহাও বলিয়াছিলেন যে, "আমি পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গের এক যায়গায় ছয়ত্রিশ ঘন্টা ভুখা ও পিপাসিত অবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিলাম"। উহাতে কাহারো কোন প্রশ্ন উঠিল না যে ইহা কি করিয়া হইতে পারে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আজকালকার কতেক জ্ঞানী দাবীদার লোকেরা নবীগণের মো'জেজা কে অস্বীকার করিয়া থাকে। জনসিংয়ের হিমালয় পর্বতের উচ্চ-শৃঙ্গে উঠা সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করিতে পারে এবং সুলতানুল আম্বিয়া সমস্ত নবীগণের বাদশা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লমের কথা যে, "আমি আরশের উপর গিয়াছি" উহা তাহাদের জ্ঞানে গ্রহণ করে না। তবে এই সমস্ত নামধারী জ্ঞানীদিগকে জ্ঞানশূন্য বেয়াকুব বলাতে দোষ কি। বন্ধুগণ বর্তমানে এই সমস্ত মানুষ আমাদের সম্মুখে হুজুরে পাকের মেরাজকে অস্বীকার করিতে শরমবোধও করে না। অথচ এই সমস্ত লোক নানাহ কথার প্রবাকান্ড করিয়া থাকে যে, "এমন একটি রকেট তৈয়ার হইয়াছে যে, যা দ্বারা মানুষ চাঁদে গিয়াছে"। অথচ পেপারে প্রচার করিতেছে যে আমেরিকা ও ইউরোপের কতেকলোক চাঁদে নিজ নিজ নামে জমি খরিদ করিতেছে। আমি আরও এক খবরের কাগজে দেখিয়াছিলাম যে আমেরিকার এক পাদ্রী চাঁদে কতটুকু জায়গা খরিদ করিয়াছেন এবং প্রচারও করিয়াছেন যে, আমি এই জায়গাতে গীর্জা তৈয়ার করিব এবং তাহারা আরও বলেন যে জমি হইতে চাঁদ পর্যন্ত রাস্তায় কয়েকটি ষ্টেশান তৈয়ার করা যাইবে। ওয়েটিং রুম, হোটেল এবং আরাম ও শান্তির জন্য বহু কিছু ছামান তৈয়ার করা হইবে। তবে এই সমস্ত পেপারসমূহকে কোন জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক অস্বীকার করিয়াছেন কি? না বরং এই সমস্ত সংবাদাদি সমর্থন করতঃ প্রচার করিয়াছেন।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৫০

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তবে আমাদের আঁক্বা মাওলা নবীগণের বাদশাহ গোনাহগার উম্মতের শাফী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রকৃত ঘটনা জমি হইতে আরশ পর্যন্ত ভ্রমণ বিশ্বাসের যোগ্য নয় কি? ইহাতো বিজ্ঞান যুগের রকেট, যাহা চাঁদে যাওয়ার আলোচনা শোনা যায়। কিন্তু বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ পাক তাহার প্রিয় বান্দা হুজুরে পাকের জন্য নিশ্চয়ই একটি ভ্রমণ বোরাক তৈয়ার করিয়াছেন। অর্থাৎ এমন একটি রকেট যার দ্বারা আমাদের আঁক্বা মাওলা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লমের অল্প সময়ের মধ্যে চাঁদ হইতে বহু বহু উর্ধ্বে নিয়াছেন এবং এই চাঁদের খালেক স্রষ্টা পর্যন্ত পৌছিয়াছেন। মুমিনগণের জ্ঞানে তো এই ফতোয়া হইবে যে, যদি বিজ্ঞানের রকেটে চাঁদে যাওয়া যাইতে পারে তবে খোদার কুদরতের রকেট চাঁদের চাইতেও আরও অনেক উর্ধ্বে কেন যাইতে পারিবে না। এই চন্দ্র ও সূর্য রাস্তার মধ্যে পড়িয়া থাকে। বুদ্ধিহীন লোকেরা প্রশ্ন করিয়া থাকে যে, হুজুর স্বশরীরে উপরে যাওয়া তাহা জ্ঞানে ধরে না। জ্ঞানের বিরুদ্ধে হয় এই জন্য যে কোন ভারী জিনিস উপরে যাইতে পারে, গেলে ও বেশী সময় থাকিতে পারে না। যদিও যায় তৎক্ষনাৎ ফিরিয়া আসে। তবে হুজুরে পাক তো ওখানে থাকেন নাই, ফিরিয়া আসিয়াছেন বরং তিনি এত তাড়াতাড়ি আসিয়াছেন, সে জিঞ্জির হিলানো অবস্থায় এবং বিছানা গরম পাইয়াছেন। ভারী জিনিস যথা একটি মাটির ঢিলা বেশী উপরে যায় না এবং তৎক্ষনাৎ ফিরিয়া আসে। ঢিলাটির গতি ঢিলটি উপরের দিকে মারনেওয়ালার শক্তির উপর নির্ভর করে। একটি ছয় মাসের শিশু যদি কোন জিনিষ উপরের দিকে মারে, আর একটি ত্রিশ বছরের যুবকে মারে তবে কি তূলনা সমান হইবে? এক ব্যক্তি বাঁশের গোলাইল যদি উপরের দিকে মারে এবং অপর ব্যক্তি যদি বন্দুকের গুলি চালায় আর এক ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে তোপকামান চালায়। তবে কোন জিনিসটি সবচেয়ে উর্ধ্বে যাইবে। বাঁশের গুলি হইতে বন্দুকের গুলি বহু উর্ধ্বে যাইবে এবং বন্দুকের গুলি হইতে তোপকামানের গুলি আরও অনেক উর্ধ্বে বাইবে। তবে উহার কারণ কি? কারণ এই যে, গুলাইল হইতে বন্দুক শক্তিশালী এবং বন্দুক হইতে তোপ অধিক শক্তিশালী। কাজেই আল্লাহ তায়ালা যেহেতু সর্বশক্তিশালী, তার শক্তির সামনে বিশ্বের সমস্ত শক্তি এক ফোটা পানির তূল্য নয়। কাজেই আল্লাহ পাকই হুজুরে পাককে এত উর্ধ্বে পৌছাইয়াছেন যে তিনি আরশে আজীমে পৌছিয়াছেন।

বন্ধুগণ! আজকাল উড়োজাহাজের যুগ। যাহা কত কত টন ওজন সহকারে শত শত ফুট উপর দিয়া চলাফেরা করে এবং ইহা আল্লাহর এক সাধারণ বান্দার কারিগরি।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তবে কি এই বান্দার যে স্রষ্টা খোদা তাঁহার নিজের প্রিয়তম বান্দাকে নিজ কুদরতের হাতে এত শক্তি দিয়াছেন যে, তিনি আরশে আজীমে যাইতে পারেন নাই? আল্লাহর সাধারণ বান্দার জ্ঞানের দ্বারা উড়োজাহাজ তৈয়ার করতঃ কয়েক মিনিটের মধ্যে কোথায় হইতে কোথায় চলিয়া যায়। তবে কি আল্লাহ বোরাক অর্থাৎ রকেট সৃষ্টি করতে পারেন না, যে এক নূরে মোজাচ্ছাম মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নূরানী বোরাকে বসাইয়া জমি হইতে আরশ পর্যন্ত নিয়া যাইবে? হে জ্ঞানী বন্ধুরা, নিজের জ্ঞানের কাছে প্রশ্ন করিয়া জওয়াব দেন। মোল্লাদেরে পরীক্ষা করিয়া থাকেন, আপনাদেরও ইহার মধ্যে পরীক্ষা রহিয়াছে। জানিয়া রাখুন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লমের অতি সত্বর সফর করিয়া ফিরিয়া আসার মধ্যে অনেকে প্রশ্ন করিয়া থাকে যে, এত লম্বা সফর এত অল্প সময়ে জিঞ্জির হিলানো অবস্থায় বিছনা গরম অবস্থায়, পাওয়া কেমনে হইতে পারে? আমি বলি যে, আমাদের দেশে পুরাতন যুগে যানবাহনের গরুর গাড়ী ও মহিষের গাড়ীর প্রচলন ছিল। যার দ্বারা অল্প রাস্তা গেলেও বেশী সময় লাগিত। আজাকাল রেলগাড়ী, উড়োজাহাজ ইত্যাদি আবিস্কার হইয়াছে। দিনের সফর ঘন্টায় এবং ঘন্টার সফর মিনিটে করিতে পারে। দিন দিন এমন ধরনের উড়োজাহাজ তৈয়ার করা হইতেছে যে কয়েক মিনিটের মধ্যে শত সহস্রাদিক মাইল যাইতে পারে। ইহার চাইতেও উন্নতির পথ তালাস করিতে গিয়া রকেট আবিস্কার করিয়াছে, যাহা ঘন্টায় আশি হাজার মাইল যাইতে পারে। ইহার চেয়ে আরও উন্নতির পথ সন্ধান করিতেছে। তবে কি রাতের কিয়দংশের মধ্যে আল্লাহ পাকের তৈয়ারী রকেট দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এত লম্বা সফর করানো সম্ভব হইতে পারে না?

বন্ধুগণ! বিজ্ঞান মতে সূর্য্যের দূরত্ব পৃথিবী হইতে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। সূর্য্য উদয় হইতে না হইতে তাহার আলো নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া আসে, তাহা হইলে হুজুরে পাকের নুরের শরীর আল্লাহর কুদরতি নূরের রকেটে আরশে আজীমে যাওয়া এবং আসা অসম্ভব হইবে কেন?

বন্ধুগণ! সূর্য্যের আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি (১ লক্ষ ৮৬ হাজার) মাইল। অথচ এই কিরণ বা আলো হুজুরে পাকের কিরণের প্রতিচ্ছায়া। তাহা হইলে এই নূর অর্থাৎ অজুদে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অতিসত্তর আরশে আজীমে যাওয়া এবং আসা সম্ভব হইবে না কেন? প্রিয় পাঠকগণ! মনে রাখিবেন, বোরাক শব্দটি বারকুন হইতে আসিয়াছে। বিজলিকে বারকুন বলে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আজকাল এই বিজলী আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগিতেছে। উহার যে, কত গতি তাহা সকলের সামনেই ধরা আছে। রেলওয়ে এবং হাওয়াই জাহাজের গতি বাদ দেন। ঘরের বিজলী (কারেন্ট) টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং ওয়ারলেছকে দেখুন যে, উহার কত গতি, এ গুলি বিজলী দ্বারা চলে। হাজার ২ মাইল দূরে থাকিয়া টেলিফোনে একে অন্যের সহিত কথাবার্তা বলিয়া থাকে। সেকেন্ডের পূর্বে এই সমস্ত কথা হাজার ২ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিতে পারে। টেলিফোনের মধ্যে বারকুন অর্থাৎ বিজলীর তার আছে। ওয়ারলেছের মধ্যে তো ইহাও নাই। বাংলাদেশে বসিয়া লন্ডন, নিউইয়র্ক নিজের আওয়াজ অর্থাৎ কথাকে মুহুর্তের মধ্যে পৌছাইয়া থাকেন।

বন্ধুগণ! বর্তমান যুগে মুতাকাল্লিমের তছবীর মুখাতেব পর্যন্ত পৌছিতেছে, যাহাকে টেলিভিশন বলে অর্থাৎ টেলিভিশন সেন্টারে যাহারা কথাবার্তা বলে তাহাদের ছায়া ছবিকে শত শত মাইল দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতো বিজ্ঞান যুগের (কারেন্ট) বিজলী। বোরাকতো আল্লাহ পাকের বিজলী অর্থাৎ কারেন্ট যা আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়তম বান্দাকে নিবার একটি যানবাহন। এই বোরাক মুহুর্তের মধ্যে হুজুরে পাককে মেরাজে ভ্রমণ করানো কি অসম্ভবের কাজ হইতে পারে?

প্রিয় পাঠকগণ! আমাদের চোখের দৃষ্টি, আলোর গতি দেখুন। এইমাত্র আমাদের নজর দৃষ্টি জমিনের উপর ছিল, উপরের দিকে উঠাইতে না উঠাইতে চোখের দৃষ্টি আকাশে চলিয়া গেল। যদি আমাদের দৃষ্টির এই অবস্থা হইতে পারে, তবে হুজুরে পাক খোদাতায়ালার খাছ রহমতের নজর তাহা হইলে তিনি চক্ষু খুলিতে না খুলিতেই জমি হইতে আরশ পর্যন্ত কেন যাইতে পারে না? আমাদের নজর তো আকাশ পর্যন্ত যাওয়ার পর ফিরিয়া যায়। খোদার নজরে রহমত অর্থাৎ হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসমানসমূহে ভেদ করতঃ ঐ পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষমতা পাইয়াছেন এবং গিয়াছেন, যেখানে খোদার কোন সৃষ্টি যাওয়ার ক্ষমতা রাখে না। একটি আকলী সন্দেহ অনেকে প্রকাশ করিয়া থাকে যে, হুজুরে পাক যদি উপরের দিকে গিয়া থাকেন তবে এই প্রকান্ড অগ্নিকুন্ডের ভিতর দিয়া ছহিছালামতে কি করিয়া গেলেন, পুড়িয়া গেলেন না কেন? আমি বলি যে, যিনি হুজুরে পাকের উপরের দিকে ডাকিয়াছেন; তিনি প্রকান্ড অগ্নিকুন্ডের ভিতর দিয়া যাইবার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। তিনি সর্বশক্তিমান। দেখুন, সমন্দল একটি পোকা আগুনে থাকে, আগুন খায়, আগুনে পায়খানা করে, আগুনে ঘুমায় কিন্তু' জ্বলেও না মরেও না।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৫৩

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আল্লামা দামেরী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা) হায়াতুল হায়ওয়ার নামক কিতাবের (২৯৭ পৃষ্ঠা:) দ্বিতীয় খন্ডে 'সতের মোরগ' নামক একটি পাখী সম্বন্ধে লিখেন যে, 'সতের মোরগ' অগ্নির টুকরা খায় এবং তার পেট পুরে যায় না। তদ্রুপ সমন্দল সম্বন্ধে আল্লামা কাজরিনী আজায়েবুল মাকলুকাত নামক কিতাবে লেখেন যে, সমন্দল এমন একটি জানোয়ার, যার নমুনা ইদুরের মত কিন্তু ইঁদুর নয়। তাহার শরীরের লোম ও চামড়া এবং গোশতকে অগ্নিতে নষ্ট করিতে পারে না। কাজেই মাহে তাইয়্যেবা সামরা সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ সালে লিখেন যে, এই জানোয়ার আগুনে থাকিয়া স্বাদ পায়। যখন তার শরীর ময়লা হয়, তখন আগুনে চলিয়া যায় এবং তার শরীর পরিস্কার হয়। এই সমন্দলের পরের (পালক) দ্বারা যদি রুমাল তৈয়ার করা যায়, তবে এই রুমালে ময়লা হইলে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। আর আগুনের দ্বারা রুমাল পরিস্কার হইয়া যায়। এই রুমাল পুড়ে না। সুলতান হালব নামক বাদশাহকে দুইহাত লম্বা একহাত চওড়া একটি রুমাল দেওয়া হইয়াছিল। যাহা চমন্দলের পরের (পালক) এর দ্বারা তৈয়ার করা হইয়াছিল। বাদশাহের আদেশে এই রুমাল তৈল ভিজাইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। ফলে আগুনে তৈল জ্বালাইয়া ফেলিল, যখন তৈল শেষ হইয়া গেল, তখন আগুন নিভিয়া গেল এবং রুমাল পূর্বের মতই বরং আরও উজ্জল হইল।

বন্ধুগণ! বর্তমান যুগের আবিস্কৃত মেন্টেল দেখুন যাহা সূতার জালি দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছে। অগ্নিতে এত তেজ থাকা সত্বেও উহা সহজে জ্বলে না। প্রিয় পাঠকগণ! যে খোদায় সমন্দল পোকাটিকে আগুনে নিরাপদে রাখে এবং সতের মোরগ এর পেটকে আগুনে জ্বলতে না দেয়। এই খোদায় তার প্রিয়মত বান্দাকে প্রকান্ড অগ্নিকুন্ডের ভিতর দিয়া বিনা জ্বালায় পুড়ায় নিতে পারে ইহাতে সন্দেহের কি কারণ হইতে পারে।

বন্ধুগণ! ইহাতো হুজুরে পাকের জাতের তাছির। খোদার কছম হুজুরে পাকের নামের মধ্যে এই তাছির রহিয়াছে যে, জাহান্নামের আগুনকে ঠান্ডা করিয়া দিবে।

ছরদে করদেয়েঙ্গে আছি জাহান্নামকি আগ
মোস্তফা কাহ্কে জিছওরাক্ত চিল্লায়েঙ্গে।

ঠান্ডা করে দেওয়া হইবে জাহান্নামের আগুন গুনাহগারের প্রতি মোস্তফা মোস্তফা বলে যখন হাশরে চিৎকার করিবে। আরও একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, হুজুর কেমন করিয়া গমন করিলেন, যেহেতু আকাশে কোন দরজা নাই। মুমিনের উত্তর এই হইবে যে, আকাশে দরজা আছে। যাহা হুজুরে পাকের মেরাজের রাত্রে খোলা হইয়াছিল।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৫৪

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

এই তাহাদিগকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য তাদের এক্সরে লাইটকে দেখা উচিত। যাহা বিমারির কাপড় এবং শরীরকে কাটা ছিড়া ব্যতিত রোগীর ভিতরে রগরেশায় পৌছে এবং আন্ দুরুনী বিমারের ফটো বা নকশা বাহিরে আনিয়া দেখায়। তবে কি উহা সম্ভব নয় যে হুজুরে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আকাশ হইতে খোদার কুদ্রতের দ্বারা অতিক্রম করিতে পারিবেন। এই কথার প্রতিও জ্ঞানের সন্দেহ আনে যে এত দূরের রাস্তা অতিক্রম করতঃ পুনর্বার ফিরিয়া আসিয়া বিছানা গরম পাওয়া জ্ঞানে সমর্থন করে না। অথচ বর্তমান যুগে একটি বোতল আবিস্কার হইয়াছে, যাকে ইংরেজীতে ফ্লাক্স বলা হয়। যার মধ্যে 'চা' চব্বিশ ঘন্টা গরম থাকে। তবে কি আল্লাহ পাকের প্রিয়তম বান্দার বিছানা গরম থাকিতে পারে না। নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ নাই।

বন্ধুগণ! বুদ্ধিহীন লোকেরা ইউরোপের প্রতিটি কথা বুঝে আসুক বা না আসুক মানিয়া নিতে বাধ্য। কিন্তু দ্বীন ধর্মের প্রতিটি কথায় নুকতা বাহির করতঃ সন্দেহের সৃষ্টি করে। তাদের সম্পর্কে একটি নকল শুনুন। এক জেন্টেলম্যানের নিকট তার গ্রামের এক হাজ্জাম (নাপিত) আসিলে জেন্টেলম্যান হাজ্জামকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার বাড়ীর কি অবস্থা শুনাও। হাজ্জাম উত্তর করিল যে, বাবুজি কি বলিব আপনার বিবি বেওয়া (বিধবা) হইয়াছে। বাবুজি এই কথা শুনিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল বাবুর কান্নাকাটি ও চিৎকার শুনিয়া মহল্লাবাসী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, কি হইয়াছে? বাবুজি বলিল কি বলিল এই হাজ্জাম আমার গ্রাম হইতে আসিয়াছে এবং সে বলিয়াছে যে আমার বিবি বেওয়া হইয়াছে। মহল্লাবাসীরা এইকথা শুনিয়া বলিল যে, আরে বাবুজি আপনার কি জ্ঞান বুদ্ধি নাই, আপনি জীবিত থাকায় বিবি কেমনে বেওয়া হইতে পারে? বাবুজি বলিল হ্যা এই কথাতো ঠিকই। কিন্তু এই হাজ্জাম (নাপিত) বড়ই সত্যবাদী মানুষ। প্রিয় পাঠকগণ, তদ্রুপ এই বেয়াকুব জ্ঞানী লোকদের জন্য ইউরোপের হাজ্জাম বড়ই সত্যবাদী। যে যাহাই বলে তাহাই মানে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, ধর্মকে অমান্য করিয়া নানাহ সন্দেহজনক কথার দ্বারা ঈমান নষ্ট করে।

বেদ্বীনের কথা আনন্দে লয় মানিয়া
ধর্মের কাহিনী শুনিয়া দেয় উড়াইয়া।

প্রিয় পাঠকগণ! সর্ব প্রথম আমি যে আয়াতে করিমা লিখিয়াছি, ইহাতে আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম সোবহানা শব্দ বলিয়াছেন। সোবহানা শব্দের অর্থ পবিত্র অর্থাৎ আল্লাহ পাক পবিত্র। খোদা তায়ালার জানা ছিল যে, তাহার প্রিয় বান্দার মেরাজের কথা শুনিয়া বেয়াকুবগণ সন্দেহ করিবে এবং মিথ্যাভাব পোষণ করিবে।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৫৫

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

এই জন্য খোদা তায়ালা এই বেয়াকুবদিগকে জব্দ করিবার জন্য সর্বপ্রথম 'সোবহানা' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন আল্লাহ পাক প্রত্যেক অপারগ কার্য্য হইতে এবং প্রত্যেক লোকসান হইতে লক্ষ বৎসরের এবং হাজার হাজার মাইলের সফরকে অতিক্রম করাইতে এবং স্বশরীরে মেরাজে নিতে রাস্তায় অগ্নিকুন্ড হইতে আসমানসমূহে নিয়ে যাওনেওয়ালা প্রত্যেক অপারগ হইতে পাক পবিত্র সাব্যস্ত হইল। তবে আবার সন্দেহের কারণ কি? ইহার পর আবার আল্লাহ পাক বলিয়াছেন 'আছরা' অর্থাৎ পাক পবিত্র ঐ জাত যিনি নিজ বান্দাকে রাত্রের কিয়দংশের মধ্যে নিয়া গিয়াছেন, এই কথায় স্বশরীরে মেরাজ করাতে যাহারা সন্দেহ করেন, তাহাদের সন্দেহকে ধংস করা হইয়াছে। ইহার পর স্ব-শরীরে মেরাজে যাওয়ার প্রতি কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি কোন একটি ছয় বৎসরের ছেলে লোকালয়ে উপস্থিত হইয়া বলে যে আমি নিজেই ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়াছি। তাহা হইলে এই ছেলের কথাকে বিশ্বাস করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু যখন এই ছেলের পিতা ধণী ও গন্যমান্য ব্যক্তি হইয়া ঘোষণা করিবে যে আমি উক্ত ছেলেটির পিতা এবং আমিই তাহাকে নিয়া ইউরোপ, আমেরিকা গিয়াছি এবং লন্ডন ও নিউইয়র্ক ইত্যাদি ভ্রমণ করিয়াছি। দেখুন কোরআনের ফাছাহাত কত সুন্দর। এমন কথা বলে নাই যে আমার বন্দা নিজে গিয়াছেন, যেন বেয়াকুব লোকেরা এই কথার সুযোগ না পায় যে কেমনে হইতে পারে? বরং এইরূপ বলিয়াছেন যে, আমি নিজে নিয়া গিয়াছি এবং ভ্রমণ করাইয়াছি। হ্যাঁ, এখন যাহারা বুদ্ধিমান লোক তাহারা মেরাজকে সমর্থন করা ব্যতীত আর কোন উপায় থাকিবে না। নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান খোদা তার প্রিয়তম বন্ধুকে নিয়া গিয়াছেন এবং ভ্রমন করাইয়াছেন।

সত্য! সত্য!! সত্য!!! ইহাতে কোন সন্দেহ নাই (বি আবদিহি)। পাক পবিত্র আল্লাহ আবার বলিয়াছেন যে, তিনি নিজে তাহার বান্দাকে রাত্রের কিয়দংশের মধ্যে মেরাজে নিয়া গিয়াছেন। আবদুন অর্থ বান্দা, ইহাতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মাহবুবে পাক রাসূলুল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্ব-শরীরে মেরাজে গিয়াছেন। এই জন্য যে আবদুন শব্দের মর্মে রুহ এবং দেহ উভয়েই প্রমাণ হয়। দেখুন, কোরআনে পাকের মধ্যে যে স্থানে মানব জাতির জন্য আবদুন ব্যবহার করা হইয়াছে। ঐ স্থানে রুহ ও শরীর উভয়েই বুঝাইয়াছে। যেমন সুরায়ে মরিয়মের মধ্যে আছে 'জিকরো রহমতে রাব্বিকা আবদাহু জাকারিয়া' অর্থ- এই আলোচনা ঐ রহমতের যিনি তোমার খোদার নিজ বান্দা জাকারিয়ার উপর করিয়াছে।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৫৬

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

এই স্থানে আবদুন শব্দের দ্বারা নিশ্চয়ই জাকারিয়া (আলাইহিচ্ছালাম) রুহু ও শরীর সহ প্রমাণ হইয়াছে। সুরায়ে জীনের মধ্যে আছে যে, 'ওয়াইন্নাহুলালাম্মা কামা আবদুল্লাহে' অর্থঃ যখন আল্লাহর বান্দা হুজুর আলাইহিচ্ছালাম ইবাদতের জন্য দাঁড়াইয়াছেন। এই স্থানে আবদুন শব্দের দ্বারা রুহু দেহ উভয়েই প্রমাণ হইয়াছে। অন্য এক জায়গায় আছে যে, "ইনকুমতুম ফি রাইবিম মিম্মা নাজ্জালনা আলা আবদিনা"- এই স্থানে আবদুন শব্দের দ্বারা রুহু দেহ উভয়ই প্রমাণ হইয়াছে। তবে যখন কোরআনে পাকের ভাষায় আব্দুন শব্দের দ্বারা প্রত্যেক জায়গায় রুহু এবং দেহ প্রমাণ হইয়াছে। তবে কি কারণে এই স্থানে আছরা এবং মেরাজের মধ্যে ঐ শব্দ 'আবদুন'এর দ্বারা হুজুরে পাকের দেহ এবং রুহে আনওয়ার প্রমাণ হইবে না (লাইলান)? পাক পবিত্র ঐ জাত যিনি বান্দাকে নিয়া গিয়াছেন রাত্রের কিয়দাংশের মধ্যে। এই রাত্রি নির্দিষ্ট করাতেও স্ব-শরীরে মেরাজও ভ্রমণ করার প্রমাণ হইয়াছে। যে রুহের ভ্রমণের জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হয় না, কেননা হুজুরে পাকের রুহু মোবারক আল্লাহ পাকের দরবারে সদা সর্বদা হাজির থাকে, তবে আবার রাতের কিয়দংশ নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন কি? হ্যা স্ব-শরীরের জন্যই সময় নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন হয়, যে স্ব-শরীরে ও রাতের এক অংশে আল্লাহর সম্মুখে হাজির ছিলেন। "মিনাল মাসজিদিল হারামে ইলাল মাসজিদিল আকছা" অর্থ- পাক পবিত্র ঐ জাত যিনি নিয়া গিয়াছেন নিজ বান্দাকে রাত্রির কিয়দংশের মধ্যে মসজিদে হারাম হইতে মসজিদে আকছা পর্যন্ত। এই বাক্যের দ্বারাও স্বশরীরে মেরাজের প্রমান হয়। যে রুহুর জন্যে লম্বা সময় স্থান একই সমান। এই জন্য যে এইদিক হইতে ঐ দিক পৌছে এবং এই স্থান হইতে চলিয়া ঐ স্থানে গিয়াছে এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা কখনও প্রয়োজন হয় না। ইহা মহল ও মকাম এবং জামান ও মাকান সীমাবদ্ধ নির্দিষ্টিত শরীরের জন্য হইয়া থাকে তবে ঐ (মিন্ এবং ইলার) দ্বারা প্রমাণ হয় যে, হুজুরে পাক স্বশরীরে মেরাজ করিয়াছে (মেরাজের হেকমত)।

প্রিয় পাঠকগণ! আমাদের হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র মেরাজের মধ্যে বহু হেকমত রহিয়াছে, তন্মধ্যে ইহাও একটি। হযরত মুসা আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যখন তুর পাহাড়ের উপর মু'জেজা দান করা হইয়াছিল তখন খোদা তায়ালা ঐ সময় বলিয়াছিলেন (আলকে আছাকা) অর্থঃ ফেলে দাও তোমার লাঠিকে, কাজেই মুছা আলাইহিচ্ছালাম ফেলিয়া দিলেন। ফেলা মাত্রই ঐ লাঠি সর্প হইয়া গেল এবং মুসা আলাইহিচ্ছালাম ভয় পাইলেন। আল্লাহ পাক বলিয়াছেন (খুজহাওয়ালা তাখাফ) অর্থ- উহাকে ধর ভয় করিওনা।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

কাজেই মুসা আলাইহিচ্ছালাম ধরিলেন, ধরা মাত্রই লাঠি হইয়া গেল।
বন্ধুগণ! হযরত মুসা আলাইহিচ্ছালাম যদি ঐ লাঠি সর্প হইয়া যাওয়ার ঘটনা প্রথমেই না দেখিতেন তখন ফেরাউনও তাহার দলের বিরুদ্ধে যখন এই লাঠি ছাড়িতেন এবং সর্প হইয়া যাইত তখন তিনি ভয় পাইতেন তবে মু'জেজার উদ্দেশ্যে নষ্ট হইয়া যাইত। এই জন্য আল্লাহ পাক হযরত মুসা আলাইহিচ্ছালামকে প্রথমেই ঐ লাঠিকে সর্প বানাইয়া দেখাইয়াছেন এবং তিনির ভয় দূর করিয়াছেন। যেন ফেরাউনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তাহার এই মু'জেজার দ্বারা নিজে নির্ভয়ে থাকিতে পারেন। কাজেই হাশরের দিন বড় সমস্যার দিন হইবে। ঐ দিন সকলেই নাফ্ছি নাফ্ছি বলিবে এবং ঐ দিন শুধু আমাদের আঁক্বা ও মাওলা হুজুরে পাক সাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উম্মতি-উম্মতি ধ্বনি দিতে থাকিবেন এবং তিনিই গোনাহগার দিগের শাফায়াত করিবেন। এই জন্যই আল্লাহ পাক প্রথমেই তিনিকে শবে মেরাজে নিজের কাছে ডাকিয়া নিয়া বেহেশত ও দোজখ এবং অন্যান্য গোপনীয় বিষয় বস্তু দেখাইলেন। যেন কাল হাশরের দিন নির্ভয়ে গুনাহগার উম্মতদিগকে শাফায়াত করিতে পারেন (মেরাজের ঘটনা)।
বন্ধুগণ! মেরাজের রাত্রে জিব্রাইল আমীনকে আদেশ করা হইয়াছিল যে, হে জিব্রাইল অদ্য রাত্রে আকাশকে সুসজ্জিত কর। নূরের চাদর বিছাইয়া দাও। তোমরা সকলে কাতার বাঁধিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া যাও। আর তুমি খাদিম আনা পোষাক পরিধান করতঃ সত্তর (৭০) হাজার ফেরেস্তাকে সঙ্গে করিয়া লও। জিব্রাইল আমিন আরজ করিল, হে আল্লাহ কিয়ামত নিকটে আসিয়াছে কি? আল্লাহ পাক উত্তর করিলেন, 'লাওয়ালাকিন হাবিবুন উরিদু আন উকাররিবুহু' অর্থ- না বরং আমার হাবিবকে আমার নিকটে আনিবার ধারনা করিয়াছি (রাওজুল ফায়েক ৯৯ পৃঃ)। এই রাত্রি কতই আশ্চার্যান্বিত ছিল, মোবারক ও আলোকিত এবং শ্রেষ্ঠত্বকে কে বর্ণিত করিতে পারে। 'ছুবহানাল্লাহ' চর্তুদিকে নূরই নূর এবং চতুর্দিকে আনন্দই আনন্দ। ঐ রাত্রি কত সুন্দর ঝিকিমিঝি করিতেছিল এবং স্থানে স্থানে কুদরতী আয়নার দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। বুখারী, মুসলীম, খাছায়েছে কুবরা এবং মাওয়াহেব শরীফ ও অন্যান্য হাদীছের কিতাবাদীর মধ্যে মেরাজের ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার অনুযায়ী নবুয়তের বার বৎসরে রজব চান্দে সাতাইশে রাত্রে হুজুর পাককে এই উচ্চ আসন দান করা হইয়াছিল। ঐ রাত্রে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাবা শরীফের উত্তর দিকে উম্মে হানির হুজরায় আরাম করিতেছিলেন।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

হযরত জিব্রাইল সত্তর হাজার ফেরেস্তা সহ এক বোরাক নিয়া হাজির হইলেন ফেরেস্তাদের তশবীহতে হারাম শরীফ গুম গুম শব্দ হইয়া উঠিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিদ্রা অবস্থায় পাইয়া জিব্রাইল আমীন ডাক দিয়া জাগাইতে ভয় ও বেয়াদবী মনে করিলেন। এই জন্যে নিজের চোখের ভোয়ার দ্বারা হুজুরে পাকের পদ মুবারকে মলিতে লাগিল এবং অতি আস্তে আস্তে আরজ করিতে লাগিলেন।

'আয় রাসূলে আরাবী শাফিয়ে মহাশর জাগো জাগো
আয়া জিব্রাইল হায় লেনেকো' পয়গাম্বর জাগো জাগো'
'হে আরবের রাসূল হাশরের দিনের শাফায়াতকারী জাগো জাগো
আসিয়াছে জিব্রাইল সংবাদ নিয়ে নিতে যে তোমারী জাগো জাগো
হে দীন ও দুনিয়ার বাদশাহ জাগো জাগো
হে নূর নবী আল্লাহর হাবীব জাগো জাগো
হে নূরের নবী জাহানের খুবি জাগো জাগো
হে আল্লাহর প্রেমের ছবি নূরের নবী এ বিশ্বের নয়ন মনি জাগো জাগো

তখন হুজুর আলাইহে ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হইলেন। জিব্রাইল আমীন খোদার দীদারের সুসংবাদ শুনাইলেন এবং আরজ করিলেন, হুজুর যে রাস্তা হযরত মুসা আলাইহিচ্ছালামের জন্য বন্ধ ছিল অর্থাৎ দীদারের রাস্তা এই রাত্রে আপনার জন্য খুলিয়া দেওয়া হইল। যে খোদা হযরত মুসা আলাইহিচ্ছালামকে 'লান তারানী' বলিয়াছিলেন, ঐ খোদা আপনাকে তার নিকটে ডাকিতেছেন এবং দীদারের জন্য দাওয়াত করিতেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিব্রাইল আমীন জাগ্রত করিয়া সিনাচাক করতঃ নূরের কালব কে তিন বার ঝম ঝমের পানি দ্বারা ধৌত করিলেন। আর লক্ষাধিক রকমের নূর ও তাজাল্লিয়াতের দ্বারা পরিপূর্ণ করতঃ পুনরায় পূর্বের ন্যায় নিজ জায়গায় রাখিয়া সেলাই করিয়া দিলেন। 'নূরই নূর'।

বন্ধুগণ! এই মোবারক রাত্রি কেমন মোবারক রাত্রি যে মুহিব, মাহবুবের সঙ্গে সাক্ষাতের রাত্রি অর্থাৎ প্রেমিক তাহার প্রেম পাত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের রাত্রি। তালেব ও মাতলূবের সঙ্গে অর্থাৎ আশেক ও মাশুকের সঙ্গে সাক্ষাতের রাত্রি। ঐ রাত্রে জমিনে ও আছমানে নূরই নূর এবং চারিদিকে আনন্দই আনন্দ বহিয়া গিয়াছিল। জিব্রাইল আমিন সত্তর (৭০) হাজার ফেরেস্তা সহ হুজুরে পাককে বেহেস্তের দুল্হা বানাইতে ছিল। জিব্রাইল আমীন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কাওছারের পানি দ্বারা গোসল দিয়া অর্থাৎ এই চন্দ্র-সূর্য্যের সমস্ত আলো সবে মেরাজের ঐ নূরের গোসলের অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পেশানি মোবারক হইতে যে পানি নির্গত হয়েছিল, তাহাই হইল চন্দ্র-সূর্য্যের আলো।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৫৯

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

অজুর পানি ঐ গোসলের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে অজু করিয়াছিলেন। আল্লাহ কর্তৃক জীব্রাইল আমীনকে আদেশ করা হইল যে, হে জিব্রাইল! এই অজুর পানি রাখিয়া দাও এবং মিকাইলকে দিয়ে দাও। আবার ঐ পানি রেদওয়ানে জান্নাত অর্থাৎ বেশেহতের দারোগার নিকট পৌছাইয়া দাও যেন ঐ পানি রেদওয়ানে জান্নাত বা বেহেস্তের হুরদিগকে বন্টন করিয়া দেয় তাহাই করা হইল। আবার বেহেস্তের হুরদিগকে আদেশ করা হইল যে, এই পানি তোমরা নিজ নিজ মুখ মন্ডলে মলো। তারা তাহাই করিল। ইহাতে তাহাদের নূর ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইল।

প্রিয় পাঠকগণ! হুজুরে পাকের গোসলের পর হুজুরে পাককে বেহেস্তের পোষাক পরিধান করাইয়া এবং মাথায় পাগড়ী বাধিয়া দিয়াছিল। এই পাগড়ী হযরত আদম আলাইহিছলামের সৃষ্টির পূর্বেই সবে মেরাজে বান্ধিবার জন্য তৈয়ার করা হইয়াছিল। আর নূরানী চাদর পরাইয়া সত্তর (৭০) হাজার ফেরেশস্তা নূরানী তাবুর মধ্যে বসাইলেন। ইহার পর হযরত জিব্রাইল আমীন আবার এক বেহেশতি বোরাক হাজির করিলেন এবং আজর করিলেন হুজুর ইহাতে আরোহন করুন। হুজুর এই কথা শুনিয়া আরোহন করিবার ইচ্ছা করিলেন। তখন বোরাক সোওখী করিতে লাগিল। ইহাতে হযরত জিবরাইল আমিন বোরাককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে বোরাক দাঁড়াও সোওখী করিওনা। এখন তোমার উপর যিনি আরোহন করিবেন তিনিই আল্লাহর মাশুক এবং আখেরী জামানার নবী। বোরাক এই কথা শুনিয়া শরমে পানি পানি হইয়া গেল। তখন হুজুর আরোহন করিলেন আর জিবরাইল রেকাব ধরিলেন, মিকাইল লাগাম ধরিলেন এবং অন্য ফেরেশতাগণসহ বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হইলেন। এই মোবারক যানবাহন কি শানের সহিত রওয়ানা হইয়াছিল যে এই কথা বলিবার সাধ্য কার আছে? বন্ধুগণ! আজ কাল কোন অফিসার কোন শহরে আসিলে তার জন্য রাস্তাকে সুসজ্জিত করিয়া রেশমী চাদর বিছাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ রাত্রে হুজুরে পাকের এই যানবাহন যে রাস্তা দিয়া যাইবে আপনি কি জানেন? ঐ রাস্তাকে কি ভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। তা আল্লাহ পাক জানেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অতি শান ও মানের সহিত বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হইলেন। রাস্তায় তাকলীছ তানে তাইয়্যেবা এবং তুর পাহাড় যথায় হযরত মুসা আলাইহিচ্ছালাম আল্লাহর সঙ্গে কথা বলিয়াছেন এবং বায়তুল লাহাম যে স্থানে হযরত ঈসা আলাইহে ওয়াসাল্লাম জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৬০

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

এই মোবারক স্থান গুলিতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করতঃ আগে অগ্রসর হইলেন। রাস্তায় হঠাৎ একটি মেয়ে লোক সাজ-সজ্জা করতঃ হুজুরে পাকের সামনে আসিল, কিন্ত হুজুরে পাক তার দিকে নজর ও ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। ইহার পর রাস্তায় এক জন বৃদ্ধ লোক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাককে ডাকিলেন কিন্তু হুজুর তার দিকেও ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। কোন উত্তর দিলেন না। এই ক্ষেত্রে জিবরাইল আমিন আরজ করিলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ ওই সুন্দর মেয়ে লোকটি দুনিয়া ছিল। যদি আপনি তার প্রতি নজর করিতেন, তবে আপনার সমস্ত উম্মত ধর্ম ছাড়িয়া দুনিয়াদার হইয়া যাইত এবং যে বৃদ্ধ লোকটি রাস্তায় ডাকিয়া ছিল সে ছিল শয়তান। যদি আপনি তাহার ডাক উত্তর দিতেন তবে আপনার সমস্ত উম্মত শয়তানের ফেরে পড়িত ও পথভ্রষ্ট হইয়া যাইত।

কবর হইতে সুঘ্রাণঃ- ইহার পর তিনি মিশরের জমি হইতে একটি সুঘ্রান পাইলেন। জিবরাইল আমিন বলিলেন হুজুর ফেরাউনের ভগ্নীর এক বাঁদি ছিল, যিনি মুসলমান হইয়াছিলেন এবং ফেরাউন তাকে বড়ই নির্দয়ের সহিত মারিয়াছিল। এই সুঘ্রাণ তারই কবর হইতে আসিতেছে।

বায়তুল মোকাদ্দাসঃ- ফল কথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই প্রকার বহু অলৌকিক ঘটনা প্রাপ্ত হইয়া বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত পৌছাইয়া ছিলেন। তখন হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম হইতে হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালাম পর্যন্ত সমস্ত পয়গম্বরগণ হুজুরে পাকের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনিকে দেখা মাত্রই স্বাগতমের জন্য অগ্রসর হইলেন। তিনি বোরাক হইতে নামিয়া সালাম বাদ সকলের সঙ্গে মোলাকাত করিলেন। জিবরাইল আমিন পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং বোরাক বায়তুল মোকাদ্দাসের দরজায় বাঁধিলেন যাহা আজ পর্যন্ত 'বাবে মোহাম্মদ' নামে প্রকাশ আছে। ইহার পর জিবরাইল আমিন আজান দিলেন এবং এই আজানের আওয়াজ শুনিয়া আকাশ হইতে ফেরেস্তাগণ অবতীর্ণ হইলেন। মসজিদ এবং জঙ্গল চতুপার্শ্বে জমি হইতে আকাশ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হইয়া গেল। জিবরাইল আলাইহিচ্ছালাম তকবীর বলিলেন। কাতার সোজা করিয়া দাঁড়ানো হইল এবং সমস্ত নবীগণ ও ফেরেস্তাগণ হুজুরে পাকের পিছনে দাঁড়াইলেন। হুজুরে পাক ইমাম হইয়া নামাজ পড়াইলেন। সমস্ত নবীগণের পরে দুনিয়ায় আসিয়া আজ সমস্ত নবীগণের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দরুদ শরীফ- 'আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া ছাহেবাল মেরাজ'।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

মোজাদ্দেদে জামান আলা হযরত আহাম্মদ রেজা খাঁন রহমতুল্লাহে আলাইহে বলেন যে, বায়তুল মোকাদ্দাছের এই নামাজের মধ্যে এই ভেদ ছিল যে, হুজুরে পাক সর্ব প্রথম নবী সকলের পিছনে আসার প্রমাণ হইল। দেখুন যত নবীগণ হুজুরে পাকের আগে দুনিয়ায় আসিয়া ছিলেন; তাহারা সকলেই হুজুরে পাকের পিছনে দাঁড়াইয়া নামাজ আদায় করিয়াছেন। হুজুরে সকলের আগে অথচ সকলের পরে আসিয়াছেন।

আকাশসমূহ

বায়তুল মোকাদ্দাছে পৌঁছিয়া হযরত জিব্রাইল আমীন আরজ করিলেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আকাশবাসীগণ আপনার অপেক্ষা করিতেছে। উপরের দিকে চলুন। কাজেই তিনি আকাশের দিকে রওয়ানা হইলেন। প্রথম আকাশে পৌঁছিয়াছেন পরে জিব্রাইল আমীন আকাশের দরজা খুলাইয়া দিলেন। ওই দরজা ইসমাইল নামক ফেরেশতায় খুলিল। হুজুর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রথম আকাশের ফেরেশতাগণ স্বাগতম ও স্বাক্ষাৎ করিল। আর মারহাবা, মারহাবা ধ্বনী দিল। হুজুরে পাক বলেন, আমি প্রথম আকাশে হযরত আদম আলাইহিচ্ছাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতঃ সালাম দিলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন। হুজুর দ্বিতীয় আকাশে পৌঁছিলেন। হযরত জীব্রাইল আমীন দরজা খুলাইয়া দিলেন। হুজুরে পাক, প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন আমি দ্বিতীয় আকাশে হযরত ইয়াহ্হীয়া আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ও ইছা আলাইহিচ্ছালামকে দেখিয়া সালাম দিলাম। তাঁহারা সালামের জওয়াব দিলেন।

বন্ধুগণ, এক্ষেত্রে একটি ভুল সংশোধন করিয়া নেন। হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালামের সমন্ধে অনেকে বলিয়া থাকে যে, তিনি চতুর্থ আকাশে আছেন। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। হাদীছে মেরাজের দ্বারা হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালাম দ্বিতীয় আকাশে আছেন বলিয়া প্রমাণ হয়। হুজুরে পাক তৃতীয় আকাশ ও চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশে পৌঁছিয়াছেন। তৃতীয় আকাশে হুজুর হযরত ইউসুফ আলাইহিচ্ছালামের সঙ্গে মোলাকাত করেন। চতুর্থ আকাশে হযরত ইদ্রিছ আলাইহিচ্ছালাম, পঞ্চম আকাশে হযরত হারুন আলাইহিচ্ছালাম ও ৬ষ্ঠ আকাশে হযরত মুসা আলাইহিচ্ছালামের সঙ্গে মোলাকাত করিলেন। আর সপ্তম আকাশে যখন পৌঁছিলেন তখন বায়তুল মামুরের সঙ্গে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালামকে হেলান দিয়া বসিয়া থাকা অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। হুজুরে পাক বলেন আমি ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালামকে সালাম দিলাম। হযরত ইব্রাহীম খলিল সালামের জওয়াব দিলেন এবং বলিলেন মারহাবা মারহাবা। ইয়া হাবীবুল্লাহ ইয়া নবী আল্লাহ মারহাবা মারহাবা। ফলকথা, হুজুরে পাকের যানবাহন সপ্তম আকাশের ফেরেস্তাদের তাবুতে এবং নবীগণের বৈঠকে বড়ই শান ও মানের সহিত পৌঁছিয়াছেন।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৬২

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তাজীমে রাছুল

বন্ধুগণ! এই স্থানে একটি ঘটনা মনে রাখুন। 'জামেউল মোজাজাত ফি ছায়রে খায়রুল বারাকাত' নামক কিতাবে আছে যে, মেরাজ শরীফের ঘটনার কিছুদিন পর একবার হযরত জিবরাইল আমীন হুজুরে পাকের দরবারে হাজির হইয়া আজর করিল ইয়া রাসূলাল্লাহ! অদ্য আমি আপনাকে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা শুনাইতে আসিয়াছি।

ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই ঘটনা আপনি মেরাজে যাইবার পূর্বে ঘটিয়াছিল। আমি যে আকাশে একজন বড় ইজ্জত ও সম্মান ওয়ালা ফেরেস্তাকে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু যখন একদিন আমি কাহাফ পাহাড়ের দিকে যাই, তখন আমি এক অতি নিকট আওয়াজ শুনিতে পাইলাম এবং এ আওয়াজের স্থানে হাজির হইলাম। দেখিয়া হয়রান ও পেরেশান হইয়া গেলাম। ওই সম্মান ও ইজ্জত ওয়ালা ফেরেস্তা যিনি সত্তর (৭০) হাজার ফেরেশতাদের ইমাম ছিলেন। আজ যে একা একা পাহাড়ে পড়িয়া কাঁদিতেছে, তাহার দরদী বলিতে আজ আর কেহ নাই। এখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া আল্লাহর দরবারে মাফ চাহিতেছে। হুজুর, যখন আমি তাহার নিকট পৌঁছিলাম এবং তার এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন সে বলিল হে জিবরাইল আমীন মেরাজের রাত্রে আমি আমার সিংহাসনে বসিয়া ছিলাম এবং মহান আল্লাহর জিকিরে মগ্ন ছিলাম, তখন দুজাহানের বাদশাহ হাবীবে খোদা আমার সম্মুখে দিয়া যানবাহন লইয়া গিয়াছেন। আমি মহান আল্লাহর জিকির অবস্থায় থাকা কালীন তিনির সম্মানের জন্য দাঁড়াই নাই। এই অপরাধের জন্য আল্লাহ পাক রাগান্বিত হইয়া আমার জিন্দেগির সমস্ত বন্দেগী বরবাদ করতঃ ঘোষণা করিয়া দিলেন। হে জীবরাইল! ঐ দিন হইতে আল্লাহ পাক আমাকে ঐ সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন। এখন সর্বদা আমি আল্লাহর নিকট মাফ চাহিতেছি, কিন্তু আল্লাহ পাক আমার তওবা কবুল করেন না। হে জিবরাইল! অনুগ্রহ করিয়া আল্লাহর নিকট আমার জন্য মাফ চাও। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার মনে বড়ই দয়া হইল এবং আল্লাহর নিকট কাকুতি ও মিনতীর সহিত মাফ চাহিলাম। হুজুর আপনার খাতিরে আল্লাহর রহমতের সমুদ্রে জোয়ার আসিল এবং আমার দোয়া কবুল হইল যে ঐ ফেরেস্তাকে বল আমার নবীর উপর দরূদ ও সালাম পড়িবার জন্য। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমি তাকে দরূদ ও সালাম পাঠ করিতে বলিলাম যেন তার অপরাধ ক্ষমতা হয়। কাজেই সে বড় আনন্দের সহিত আপনার উপর দরূদ ও সালাম পড়িতে লাগিল এবং আল্লাহ পাক তাহাকে মাফ করিয়া দিলেন।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৬৩

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তখন সে আবার সপ্তম আকাশে গিয়া (৭০) সত্তর হাজার ফেরেস্তার ইমামতে শামিল হইয়া আপনার উপর অসংখ্য দরূদ ও সালাম পড়িতে লাগিল।

বন্ধুগণ! উল্লেখিত ঘটনার ফল এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সম্মান না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত ইবাদত নিষ্প্রয়োজনীয় থাকিবে। অর্থাৎ এই ইবাদত কোন কাজে আসিবে না। আলা হযরত আহাম্মদ রেজা খান বেরলভী রহমতুল্লাহে আলাই বলেন, ছাবেত হুয়াকে জুমলায়ে ফারায়েজ রুহ্যায় আছলুল উছুল বন্দিগী উস্তাজুরকি হ্যায়। প্রমাণ হইল যে, সমস্ত ফারায়েজ করা আসল বন্দেগী হইল তিনির তাজীম করা। বন্ধুগণ! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন সপ্তম আকাশের উপরে গেলেন, তখন ছিদ্রাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌছিয়া (ছিদ্রাতুল মুন্তাহা- একটি কুল (বরই) বৃক্ষকে বলে) দেখিতে পাইলেন যে, ইহার সম্মুখ হইতে লা-মাকান আরম্ভ হইয়াছে এই লা-মাকান কখনও কোন নবী বা ফেরেস্তাগণের যাওয়ার অনুমতি পায় না। কেবল শুধু জাতে বা বরকতে সায়েদুল কায়েনাত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। দরূদ শরীফ-

"আচ্ছালাতু ওয়াসাল্লামু আলাইকা ইয়া সায়্যেদুল মুরসালীন।"

"কম ও বেশ এক লাখ চব্বিশ হাজার ছিল পয়গম্বর
হে মোহাম্মদ তুমি তো সবার-ই হইলা সরদার।
মেরাজ নছীব আর হল না ভাগ্যেতে কাহার
কেবল হইল তুমি শেষ নবী মোস্তফার
ওগো নবী মোস্তফা তুমি খোদার মেহেরবান
তাইত তোমায় সকল নবীর উর্ধ্বে দিয়েছেন স্থান।"

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সঙ্গে হযরত জিবরাইল আমিন ছিদ্রাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছার পর তাঁহার যাত্রা বন্ধ করিল। আর সম্মুখে অগ্রসর হওয়া আমার সাধ্য নাই জিব্রাইল আমীন আরজ করিল।

"হে রাসূল যদি আমি সম্মুখ যাই আর
আল্লাহর তাজাল্লিতে পুড়িয়া হইব ছারখার।"

হুজুর বলিলেন আচ্ছা জিব্রাইল এখন আমি একাই যাইব। যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একাই রওয়ানা হইলেন। বন্ধুগণ! এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিবেন। যে স্থানে জিব্রাইল আমি যাইতে পারে নাই এই স্থানে তোমার এবং আমার মতো মানুষ কি করিয়া যাইতে পারিবে। তবে জানা গেল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমার আমার মতো মানুষ নন।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৬৪

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

হুজুরে পাক না খোদা আবার না খোদা হইতে জুদা। আল্লাহ জানে হুজুর কে? এবং কি? এবং সত্য এই যে হুজুর আল্লাহর ভেদ। আল্লাহই হুজুরের ভেদ ভাল করেই জানেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি লা-মাকান হইতে আওয়াজ আসিল দোস্ত জিব্রাইলকে বিদায় দাও এবং সম্মুখে অগ্রসর হও। হুজুরে পাক আল্লাহ পাকের আদেশে সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু বোরাক রহিয়া গেল। তখন হুজুরে পাকের জন্য একটি নূরানী যানবাহন 'রফ রফ' আসিয়া উপস্থিত হইল। ফল কথা এই 'রফ রফ' ও বহু স্থানাদি ভ্রমন করতঃ নূরের পর্দাসমূহ ভেদ করিয়া গায়েব অর্থাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল।

এখন ঐ সময় আসিয়াছে যে সময় উচ্চ মহান দরবারে সঙ্গী সাথী ভিন্ন একাই হুজুরকে হাজির হইতে হইয়াছে। সুতরাং যিনি গিয়াছেন এবং যিনি নিয়া গিয়াছেন তিনিরাই জানেন যে কি পরিমান স্থানাদি অতিক্রম করিয়া (ভেদ করিয়া) গিয়াছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরশের নিকটবর্তি হইলে গায়েবী আওয়াজ আসিল যে- "উদনু ইয়া খায়রাল বারিয়া উদনু ইয়া আহাম্মাদা উদনু ইয়া মোহাম্মদ।"

অর্থ– নিকটে আসুন হে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম আহাম্মদ, নিকটে আসুন হে মোহাম্মদ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (দরূদ শরীফ) "আচ্ছালাতু আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া সাহেবাল মেরাজ।"

হুজুরে পাক তখন আরশে উপস্থিত হইলেন। যে স্থানে কাহারও ধারণা পর্যন্ত পৌঁছিবার সাধ্য নাই। কোন নবী বা ফেরেশতাগণের যাওয়ার সাধ্য নাই। সমস্ত তাজাল্লিয়াতে জামালী এবং জালালী হুজুরকে বেষ্টন করিয়াছে এবং মাশুক তার আশেককে প্রাণ ভরে চাক্ষুস দর্শন করিলেন। তারপর খোদা তায়ালা হুজুরে পাককে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মাহবুব! আপনি আমার দরবারে আসিয়াছেন, বলুন কি সামগ্রী আনিয়াছেন। হুজরে পাক আরজ করিলেন "আত্তাহিয়াতু লিলাহে ওয়াচ্ছালাওয়াতু ওয়াত তায়্যেবাতু", অর্থ- আমার সমস্ত বদনী, জবানী এবং মালী এবাদতসমূহ শুধু আপনার জন্যই, হে আল্লাহ! হুজুরে পাকের এই সামগ্রী আল্লাহ তায়ালা কবুল বা গ্রহণ করতঃ উত্তর দিলেন "আচ্ছালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবীয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহ।" অর্থ- সর্ব প্রকারের শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত আপনার উপরে বর্ষিত হউক হে নবী মোহাম্মদ রাসূল। এই স্থানে হুজুরে পাক তাহার গোনাহগার উম্মতদিগকে স্মরণ করিলেন। আর তাহাদিগকে সঙ্গে রাখিয়া এই রূপ আরজ করিলেন- "আচ্ছালামু আলাইনা ওয়ালা ইবাদিল লাহিছ ছালেহীন"

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৬৫

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

অর্থ- আল্লাহ পাকের শান্তি আমার উপর এবং আমার সমস্ত গোনাহগার উম্মতের উপর এবং আল্লাহর সমস্ত নেক বান্দাগণের উপরে হউক। যখন ফেরেস্তারা হুজুরে পাকের এই বিনয়ী ও নম্র ব্যবহার দেখিল এবং তিনি নিজ গোনাহগার উম্মতকে ভুলিলেন না, তখন সকল ফেরেস্তাগণ বলিয়া উঠিল "আশহাদু আন্না মুহাম্মদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।" অর্থ- আমরা সমস্ত ফেরেশতা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহ ইবাদতের উপযুক্ত নাই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সত্য বান্দা ও রাসূল। তখন হুজুরে পাক আবার খোদা তায়ালার নিকট আরজ করিলেন হে আল্লাহ আমার জন্য ও আমার গোনাহগার উম্মতের জন্য তোমার দরবার হইতে কি সামগ্রী দিয়াছ। আল্লাহ পাক প্রতি উত্তরে বলেন- হে আমার প্রিয় হাবীব তোমার জিকির সর্বদা আমার জিকিরের সঙ্গে থাকিবে। অর্থাৎ আমি আল্লাহকে যাহারা স্মরণ করিবে, তদসঙ্গে তোমাকেও স্মরণ করিতে হইবে। নামাজের মধ্যে সর্বদাই তোমার উপর দরূদ শরীফ ও সালাম পাঠ করিতে হইবে। হাওজে কাওছার তোমাকে দান করিয়াছি। ইসলাম, জেহাদ, নামাজ, সদকাহ, রোজা সমস্ত সৎ কাজের জন্য আদেশ এবং অসৎ কাজের জন্য নিষেধ দেওয়া তোমাকে দান করিয়াছি। হুজুর বলিলেন, হে আল্লাহ এই সমস্ত সব কিছুই তো খাছ আমার জন্য। কিন্তু আমার গোনাহগার উম্মতের জন্য কি সামগ্রী দিয়াছ। আদেশ হইল নামাজ তোমার উম্মতের জন্য সামগ্রী। যাও এখন বেহেশতে গিয়া দেখ, তোমার গোলামদের জন্য কত কত সুন্দর বাগান এবং বালা খানা তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি। তখন হুজুরে পাক বেহেস্তে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেহেশতে প্রবেশ করত: সুন্দর সুন্দর ফুলের বাগান ফল-মূল বালাখানাসমূহ দেখিয়া খুবই সন্তুষ্ট হইলেন এবং বাহিরে আসিলেন। ফল কথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ উর্ধ্বে স্থান লাভ করিয়া অতি আশ্চার্য্যন্বিত ও অসংখ্য বিষয়বস্তু দেখিয়া ভেদাভেদসমূহ হইতে সম্পূর্ণ বিষয় অবগত হইয়া আকাশ হইতে জমিনে পুনর্বার বায়তুল মোকাদ্দেছে আসিলেন। তথা হইতে হুজুরে পাক আবার বোরাকে আরোহন করিয়া বায়তুল মোকাদ্দাছ হইতে মক্কা মোয়াজ্জমার দিকে রওয়ানা হইলেন এবং ছোবহে ছাদেকে পূর্বেকার জায়গায় পুনর্বার হাজির হইলেন। অর্থাৎ যেখান হইতে সফর আরম্ভ হয়েছিল সেখানে আসিয়া সফল শেষ হইল। আসিয়া হুজুরে পাক দেখিতে পাইলেন বিছানা গরম এবং জিঞ্জির হেলিতেছে।

"জিঞ্জির ভি হিল্‌তি রাহি বিস্তার ভি রাহা গরম
এক দমমে ছেড়ে আরশে গায়ে আয়ে মুহাম্মদ।"

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৬৬

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ঐ রাত্রে ফজরের নামাজের পর হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মেরাজের অলৌকিক ঘটনা গুলি আলোচনা করিতে লাগিলেন। আবু জেহেল যখন হুজুরে পাকের মুখে এই কথা শুনিল, তখন ঠাট্টার সহিত বলিতে লাগিল, কি এখন তো তুমি আসমানেও যাইতে পার, এই রকম জ্ঞান ও বুদ্ধির বিরুধী কথা কেহ গ্রহণ করিবে? যাহা জ্ঞানে ধরে না, মালাউন আবু জেহেল এই ঘটনা ঠাট্টার সহিত জাগায় জাগায় স্থানে স্থানে আলোচনা করিতে লাগিল। খোদার কুদ্‌রত দেখুন, যে নিজের মাহবুবের কেমন শান যে তাহা দুশমনের দ্বারাও প্রচার করায় মেরাজ শরীফের প্রচার আবু জেহেল এমনিভাবে করিতে লাগিল যে সমস্ত আরব বাসীগণ জানিয়া গেল। আবু জাহেল এই ধারনা নিয়া প্রচার করিয়াছিল যে ঘটনাকে বিশ্বাস করা জাহারো পক্ষে সম্ভব হইবে না। তাই বড়ই আনন্দের সহিত ছিদ্দিকে আকবর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকটে গিয়া বলিল। শোন, এখন তো তোমার সঙ্গি আসমানে গিয়াছে বলেও দাবি করিতেছে। সমস্ত ঘটনা যাহা হুজুর পাক নিজ জবান হইতে শুনিয়াছিল তাহাই ছিদ্দিকে আকবর কে শুনাইল। ছিদ্দিকে আকবর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শুনিয়া বলিলেন, যদি আল্লাহর রাসূল এই রকম বলিয়া থাকেন, তবে আমি উহার উপর ঈমান আনিলাম; বরং ইহা সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিলাম। নিশ্চয়ই ইহা সম্ভব। ইহার পর ছিদ্দিকে আকবর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নিজেই হুজুরে পাকের খেদমতে হাজির হইলেন। আর মেরাজের ঘটনা হুজুরে পাকের জবানে শুনিয়া 'ছাদাকতা ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলিলেন, ইহার পর আরও বহু লোক একত্রিত হইয়া পরীক্ষা স্বরূপ বলিতে লাগিল হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আমরাতো আরশ কুরশী দেখি নাই তবে নিশ্চয়ই রায়তুল মুকাদ্দাছ দেখিয়াছি এবং ইহাত জানি যে তুমি বায়তুল মুকাদ্দাছে যাও নাই। কাজেই যদি গিয়া থাক তবে উহার নমুনা বর্ণনা কর। হুজুরে পাক বলেন, ঐ সময় আল্লাহ পাক আমার সামনে বায়তুল মোকাদ্দাসকে হাজির করিয়া দিলেন আর আমি দেখিতে লাগিলাম। ঐ লোকেরা আমাকে যাহা যাহা প্রশ্ন করিতে ছিল, আমি নিঃসন্দেহে দেখিয়া দেখিয়া উত্তর দিতে লাগিলাম। ইহাতে ছিদ্দিকে আকবর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আবার বলিলেন 'ছাদাকতা ইয়া রাসূলাল্লাহ'। সত্য বলেছেন হে আল্লার রাসূল। কাজেই তিনিকে ছিদ্দিক উপাদি দেওয়া হইল এবং আবু জাহেল মরদুদ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইল। মেরাজের ঘটনাকে অস্বীকার করতঃ (জিন্দিক) কাফের হইয়া গেল।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৬৭

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

এই ভিন্ন আল্লাহ পাক যাহাদিগকে হেদায়েত নছীব করিবে তাহারা এই ঘটনার উপরে ঈমান আনিবে এবং দিলের মহব্বতের দ্বারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পাঠ করতঃ মুসলমান হইয়া যাইবে। আর যার নছীবে কাফের ও জাহান্নামের শাস্তি লিখা আছে তাহারা 'হাজা ছিহ্‌রুম মুবিন' অর্থ- ইহা প্রকাশ্য যাদু বলিয়া ঈমান হারা হইবে এবং জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিবে। সে সময় যাহারা এই কথা বলিয়া মেরাজকে অবিশ্বাস করিয়াছে নিশ্চয়ই তাহারা জাহান্নামী ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না। আল্লাহ হেদায়েত ও ঈমান নছীব করুন। আমীন।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত
বা
বেহেশ্‌তী ও দোজখী দলের পরিচয়

১ম প্রকাশ:
১লা রমজান ১৪১০ হিজরী
২৮ মার্চ ১৯৯০ ইং

মাওলানা আকবর আলী রেজভী,
সুন্নী আল ক্বাদরী

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

نحمده ونصلى على رسوله الكريم - اما بعد -

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم- بسم الله الرحمن الرحيم -

وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل

فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصكم به لعلكم تتقون-

কোরআনে কারীমে আল্লাহ্‌ পাক বলেন- এবং ইহাই আমার সহজ-সরল পথ, অতত্রব ইহারই অনুসরণ কর, আর অন্যসব পথে চলিও না, কেননা, তাহা হইলে তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে; এইসব ব্যাপারে তোমাদিগকে তিনি বার বার তাকিদ করিতেছেন যেন তোমরা পরহেজগার হইতে পার (সুরায়ে আন্‌নাম-৮ পারা, ১১ রুকু, ১৫৪ আয়াত)।

উল্লেখিত আয়াতে কারীমায় আহ্‌কাম বা ধর্মীয় বিধান এবং আকায়েদ বা ধর্মীয় বিশ্বাস উভয়ই ব্যক্ত করা হইয়াছে। যথাঃ- আকায়েদ আমার সরল সোজা রাস্তা আর আহ্‌কাম তোমরা এই রাস্তায় চল। উপরন্তু, বদরোছম বা কু-প্রথা এবং বাতিল আকায়েদ বা ভ্রান্ত রাস্তা উহা তোমরা কখনো অবলম্বন করিওনা যাহা আকায়েদ বা বিশুদ্ধ ধর্ম বিশ্বাসের পরিপন্থী, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ পাকের নির্দেশ এই যে, বাতিল ও ভ্রান্ত মত ও পথ হইতে দূরে অবস্থান কর, নতুবা তোমাদিগকে আল্লাহ্‌ পাকের "সিরাতুল্‌ মোস্তাকীম" বা সরল-সোজা পথ হইতে সরাইয়া রাখিবে। উক্ত আয়াতে কারীমার দ্বারা বহু বহু বাতিল ও ভ্রান্ত রাস্তা বা মতাদর্শের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

তাফসীরে মাদারেকে আছে- হজরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা একটি সরল রেখা টানিলেন এবং বলিলেন ইহাই আল্লাহ্‌র রাস্তা হেদায়েতের সরল সোজা পথ, তোমরা এই রাস্তায় চলিও। আবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ রেখার ডাইনে ও বামে ছয়টি করিয়া 'বাঁকা রেখা" টানিলেন। অতঃপর ইরশাদ করিলেন- ঐসব বিভিন্ন রাস্তা উহাদের প্রত্যেকটির মাথায় একটি করিয়া শয়তান রহিয়াছে এবং উহারা তোমাদিগকে ঐ সকল রাস্তার দিকে ডাকিতেছে।

অতত্রব, তোমরা ঐ সকল রাস্তা হইতে দূরে অবস্থান কর শয়তানী চক্রান্ত হইতে বাঁচিয়া থাক। তৎপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উপরি উল্লিখিত আয়াতে কারীমা পাঠ করিলেন যাহার অর্থ- এবং ইহাই আমার

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সহজ-সরল পথ ..... ।

বেরাদরান-ই-ইসলাম! জানিয়া রাখুন, উক্ত হেদায়াতের সরল পথের ডাইনে ও বামে বারটি বক্র পথ আবার প্রতিটি ছয়টি শাখায় বিভক্ত।

অতত্রব, বাতিল ভ্রান্ত রাস্তার সংখ্যা হইতেছে মোট ১২×৬ = ৭২টি। এই বিষয়টি আরও কয়েকজন মুফাচ্ছীরীনে কেরাম উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, হুজুর নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বর্ণিত রেখা অংকনের সময় হেদায়াতের সরল পথ নির্দেশ করিবার কালে উল্লিখিত আয়াত শরীফ পাঠ করিয়াছিলেন।

ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, সরল-সঠিক রাস্তাটি সহকারে উম্মতে মোহাম্মদী সর্বমোট ৭৩ (তিয়াত্তর) দলে বিভক্ত হইবে। উহাদের মধ্যে ৭২ (বাহাত্তর) দলই দোজখী হইবে একটি মাত্র দল বেহেশতী হইবে, নাযাত পাইবে। হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করিয়াছেন- ইহুদীদের মধ্যে মোট ৭১ (একাত্তর) দল হইয়াছিল তন্মধ্যে ১টি দল বেহেশতী বাকী ৭০ (সত্তর) দল দোজখী। নাছারাদের মধ্যে ৭২ বাহাত্তর দল তন্মধ্যে ১টি দল বেহেশ্‌তী ৭১ দল দোজখী। আর আমার উম্মত ৭৩ (তিয়াত্তর) দলে বিভক্ত হইবে ১টি দল বেহেশ্‌তী বাকী ৭২ (বাহাত্তর) দল দোজখী হইবে। তিরমিজী শরীফ এবং ইব্‌নে মাজাহ্‌ শরীফে হাদিসটি এইরূপ ইরশাদ হইয়াছে।

وتفرق امتى على ثلث وسبعين ملة كلهم فى النار الا ملة واحدة

قالوا من هى يا رسول الله صل الله عليه وسلم

قال ما انا عليه واصحابى- هذا حديث حسن غريب

অর্থ: আমার উম্মত ৭৩ (তিয়াত্তর) দলে বিভক্ত হইবে। তন্মধ্যে ১টি দল ব্যতীত সকল দলই জাহান্নামী হইবে। অর্থাৎ মুসলমানের একটি মাত্র দল বেহেশতী হইবে। তখন সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! কোন দলটি বেহেশতী হইবে? উত্তরে হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- আমি এবং আমার সাহাবীগণের আকায়েদের উপর যাহারা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে তাহারাই বেহেশতী হইবে। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে ৭৩ দল হইয়াছে বরং পূর্ব হইতেই বিভিন্ন

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৭১

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

দল উপদলে বিভক্ত হইতে হইতে বর্তমানে ৭৩ দলের পূর্ণতা লাভ হইয়াছে। কেবল একটি মাত্র দলই বেহেশ্‌তী বলিয়া রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছেন। আবার, হুজুর নূরে খোদার পাক জবানের ইরশাদ অনুযায়ী বেহেশতী দলের নাম- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত সংক্ষেপে "সুন্নী জামায়াত।" তাহাদের পরিচয়- স্বয়ং রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সাহাবায়ে কেরামের আকায়েদ বা মতাদর্শের উপর যাহারা প্রতিষ্ঠিত। এইহেতু আমি কোরআনে কারীমের উক্ত আয়াত শরীফ এবং রাসূলে পাকের উল্লিখিত হাদিছ শরীফের প্রতি মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি যেন আল্লাহ্‌ ও রাসুলের মনোনীত সরল-সোজা পথ আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আকায়েদ ও আমল দুরস্ত করতঃ বিশুদ্ধ ঈমান ও একীনের অধিকারী হইয়া 'রেজায় ইলাহী' এবং 'রেজায় মোস্তফা' লাভ করতঃ চিরশান্তির জায়গা বেহেস্ত পাইতে পারে।

বেহেশ্‌তী দলের পরিচয়

বেহেশ্‌তী ঐ দল যাহারা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকায়েদ তথা মত ও পথের উপর দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। অর্থাৎ ছাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং ছাল্‌ফে ছ'লেহীন রাহেমাহুমুল্লাহ্‌, আলাইহিম আজমাইনের মতাদর্শের হুবহু অনুসরণ করিবে।
বর্ণিত আছে যে, হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বেহেশ্‌তী দলের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে হুজুরে পাক উত্তরে বলিয়াছেন-

من كان على السنة والجماعة

অর্থাৎ যাহারা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের রাস্তায় থাকিবে। এক রেওয়ায়েতে আছে। ما انا عليه واصحابى

অর্থাৎ হুজুরে পাক বলেন- আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে মত ও পথের উপর রহিয়াছি উহার উপর যাহারা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। হজরত ইব্‌নে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, বেহেশ্‌তী ঐ দল যাহাদের মধ্যে নিম্নের খাছালাত সমূহ থাকিবে যথাঃ-

১। تفضيل الشيخين অর্থাৎ হজরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সমস্ত সাহাবীগণের মধ্যে আফজল বা সর্বশ্রেষ্ট যাহারা জানিবে তাহারা বেহেশ্‌তী দলের অন্তর্ভূক্ত।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

২। توقير الختنين অর্থাৎ যাহারা হজরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এবং মাওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে তাজিম ও সম্মান প্রদর্শন করিবে তাহারা বেহেশ্‌তী দলভূক্ত।

৩। تعظيم القبلتين যাহারা বায়তুল্লাহ্‌ শরীফ্‌ ও বায়তুল মোকাদ্দাছকে তাজিম-সম্মান করিবে তাহারা বেহেশ্‌তী।

৪। الصلوة على الجنازتين অর্থাৎ, যাহারা নেককার ও বদকার তথা ভাল মন্দ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জানাজার নামাজে শরীক হয় তাহারা বেহেশ্‌তী দলভূক্ত।

৫। الصلوة خلف الامامين অর্থাৎ, নেক ও বদ তথা ভাল মন্দ উভয় শ্রেণীর ইমামের পিছনে ইক্তেদাহ্‌ করতঃ যাহারা নামাজ পড়িবে তাহারা বেহেশ্‌তী।

৬। ترك الخروج على الامرين অর্থাৎ, নেক্‌কার কিংবা বদকার উভয়বিদ রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধাচারণ যাহারা না করিবে তাহারা বেহেশ্‌তী দলভূক্ত।

৭। المسح على الخفين অর্থাৎ, যাহারা ছফরে কিংবা নিজের বাসস্থানে চামড়ার মুজার উপর মুছা করিবে কিংবা উহা সমর্থন করিবে তাঁহারা বেহেশ্‌তী দলভূক্ত।

৮। القول بالتقديرين অর্থাৎ, যাহারা তকদীরের ভাল মন্দ উভয়ই আল্লাহ্‌ তায়ালার পক্ষ হইতে হয় বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস রাখে তাহারা বেহেশ্‌তী দলের অন্তর্ভূক্ত।

৯। الامساك عن الشهادتين অর্থাৎ, সে সকল সাহাবগণকে বেহেশ্‌তের সু-সংবাদ দেওয়া হইয়াছে ঐ সকল সাহাবাগণ ব্যতীত আর কাহারও সম্পর্কে হুবহু বেহেশ্‌তী কিংবা দোজখী বলিয়া যাহারা সাক্ষ্য না দিবে তাহারা বেহেশ্‌তী দলভূক্ত।

১০। اداء الفرضتين অর্থাৎ, যাহারা নামাজ ও যাকাত আদায় করিবে তাহারা বেহেশ্‌তী দলভূক্ত। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সু-প্রসিদ্ধ মাছায়েল ইহাই। এতদ্ব্যতীত কবরের আজাব সত্য বলিয়া আকীদা রাখিতে হইবে। আর আল্লাহ্‌ তায়ালাকে দর্শনের আকীদা প্রভৃতি আরও কতিপয় মাছায়েলও আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতাদর্শের সহিত সম্পৃক্ত রহিয়াছে; কিন্তু শর্ত সমূহের অন্তর্ভূক্ত নহে।

দোজ্‌খী দলের বিবরণ

দোজখী দল মূলতঃ ছয়টি। যথা ঃ ১) রাওয়াফেজ, ২) খাওয়ারেজ, ৩) জাব্‌রিয়া, ৪) ক্বাদ্‌রিয়া, ৫) জাহ্‌মিয়া ও ৬) মার্‌জিয়া।

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আবার এই ছয়টি দলের প্রত্যেকটির ১২টি করিয়া শাখা বা উপদল রহিয়াছে। আর এই রূপে বাতিল দলসমূহ ৬×১২ =৭২ দলে পরিনত হইয়াছে। যেমন ঃ

১। রাওয়াফেজদের শাখাঃ ১) আলুবিয়া ২) আইদিয়া ৩) শিয়া ৪) ইসহাকিয়া ৫) যাইদিয়া ৬) আব্বাছিয়া ৭) ইমামিয়া ৮) মিতানাছিয়া ৯) নাদেছিয়া ১০) আলানিয়া ১১) ওয়াজেরিয়া ১২) মাতরাবেছিয়া।

২। খাওয়ারেজদের শাখাঃ ১) আওরাকিয়া ২) আবাদিয়া ৩) তাগলিবিয়া ৪) হারেমিয়া ৫) খালেক্বিয়া ৬) কুযিয়া ৭) মুতাজেলা ৮) মায়মুনিয়া ৯) কান্‌যিয়া ১০) মাহ্‌-কুমিয়া ১১) আখতানিয়া ১২) শারাখিয়া।

৩। জাব্‌রিয়াদের শাখাঃ ১) মাত্‌ছারিয়া ২) আফালিয়া ৩) মায়িয়া ৪) মাফ্‌রুদ্বিয়া ৫) মাজাযিয়া ৬) মুতমানিয়া ৭) কাছাগিয়া ৮) ছাবেকিয়া ৯) জায়ছিয়া ১০) খাওফিয়া ১১) ফিক্‌রিয়া ১২) হাবিছিয়া।

৪। কাদরিয়াদের শাখাঃ ১) আহ্‌মাদিয়া ২) ছানাবিয়া ৩) কাছানিয়া ৪) শায়তানিয়া (ইহার অপর নাম ওয়াহাবিয়া) ৫) শারাকিয়া ৬) ওয়াহামিয়া ৭) রুবাদিয়া ৮) নাকাছিয়া ৯) মুতবারিয়া ১০) কাছেতিয়া ১১) নেজামিয়া এবং ১২) মুনযালিয়া।

৫। জাহ্‌মিয়াদের শাখাঃ ১) মাখ্‌লুক্বিয়া ২) আনারিয়া ৩) ওয়াকেফিয়া ৪) ফাবরিয়া ৫) যানাদাকিয়া ৬) লাফ্‌জিয়া ৭) ওয়ারেদিয়া ৮) ফানিয়া ৯) ছারকিয়া ১০) মারাবাছিয়া ১১) মাত্‌রাকাবিয়া এবং ১২) মাত্বলিয়া।

৬। মারজিয়াদের শাখাঃ ১) তারেকিয়া ২) শাইয়া ৩) রাজিয়া ৪) শাকিয়া ৫) বাহ্‌মিয়া ৬) আমালিয়া ৭) মান্‌কুছিয়া ৮) ছাতাছানিয়া ৯) আশারিয়া ১০) বাদ্‌ঈয়া ১১) হাসুবিয়া ১২) মুসতাবাহিয়া। এই সমস্ত ৭২ (বাহাত্তর) টি বাতিল দলের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তাহাদের সকলের আকায়েদ বাতেল এবং মাজহাব ফাছেদ। এদের আকায়েদের কিঞ্চিত নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

১) রাওয়াফেজঃ 'রাওয়াফেজ' দলভূক্ত লোক জামাতের সহিত নামাজ আদায় করা একামত সহ, মোজার উপর মুছা করা, তারাবির নামাজের মধ্যে ডাইন হাত বাম হাতের উপর রাখা, তাড়াতাড়ি রোজা খোলা, মাগরেব এর নামাজ তাড়াতাড়ি আদায় করা, এইগুলির মধ্যে কোনটিকেই উহারা সুন্নাত বলিয়া জানে না। ইহারা হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার চাইতে অধিক মর্যাদা দিয়া থাকে। হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত বাকী সমস্ত সাহাবাগণকে মালাউন ধারণা করে। উপরন্তু, তাঁহাদের উপর লানত করিয়া থাকে।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৭৪

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আর, হজরত তালহা, হজরত জোবায়ের, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক এবং হজরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুমের উপর লানত দিয়া থাকে। নাউজুবিল্লাহ। ইহারা আল্লাহ্‌ তায়ালার ফজল ও রহমত হইতে নিরাশ। পৃথক পৃথকভাবে তালাক না দিয়া এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তালাক শুদ্ধ হয় না বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস।

২) খাওয়ারেজঃ জামায়াতকে ইহারা সুন্নাত বলিয়া মানেনা। আহ্‌লে কেবলাকে শুধু গোনাহের কারণে কাফের জানে। জালেম বাদ্‌শাহ্‌র বিরোধীতা ফরজ জ্ঞান করে এবং মাওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে লা'নত করে ইহারা আমলকে ঈমানের অঙ্গ ধারণা করে। অধিকন্তু, ইহারা আম্বিয়া ও আওলিয়াগণের তাজিমকে শিরক্‌ জানে।

৩) জাবরিয়াঃ তাহাদের আকীদা অনুসারে মানুষের কোন ক্ষমতাই নাই, মানুষ সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। তাহাদের মতে, খোদা তায়ালা স্বেচ্ছাচারী শাসক, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সবকিছুই তাহার সৃষ্টি এবং মানুষ তাহার হাতের পুতুল। মানুষকে তিনি যাহা করিতে বাধ্য করেন মানুষ তাহাই করে। মানুষের নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি বা কর্মশক্তি বলিতে কিছুই নাই। ইহারা অদৃষ্টবাদে চরমপন্থী। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এ ধরনের আকীদা হইতে পবিত্র।

৪) কাদরিয়াঃ আল্লাহ পাক তোমাদের এবং তোমাদের আমলের শ্রষ্টা। ইহারা একথা স্বীকার করেনা যে, মানুষের কর্মের শ্রষ্টাতো আল্লাহ্‌ই। কিন্ত মানুষ কাছেব বা অর্জনকারী। এই সম্প্রদায় জাবরিয়া সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত আকীদা পোষণকারী। তাহাদের মতে, মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা রহিয়াছে। মানুষ বাহিরের অবস্থার দাস নহে, নিজেই নিজের কার্যাবলীর নিয়ন্তা। আর আল্লাহ পাক মানুষকে ইচ্ছা শক্তি ও কর্মক্ষমতা দিয়াছেন, এই অর্থে তিনি সর্বশক্তিমান। অপর দিকে, জাবরিয়াদের মতে, মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই। মানুষের সমদুয় কার্যাবলী আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কাজেই, ইহারা খোদাতায়ালাকে বান্দার পাপকার্য্যে অংশ করিয়া তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারী শাসকে পরিনত করিয়াছে। মোট কথা, জাবরিয়া সম্প্রদায় যেমন তকদীরে বিশ্বাসের নামে চরমপন্থী কাদরিয়া সম্প্রদায়ও তেমনি চরমপন্থা অবলম্বনে তকদীরে অবিশ্বাসী। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বনকারী। অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ইচ্ছার স্বাধীনতা সহ তকদীরে বিশ্বাস এর সমন্বয় সাধন করতঃ মার্জিত ও বিশুদ্ধ আকীদা পোষণকারী। উল্লেখ্য যে, কাদরিয়া সম্প্রদায়ের নিকট জানাযার নামাজ অপরিহার্য্য নহে, মিছাক বা অঙ্গীকার দিবসে ইহারা বিশ্বাসী নহে।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৭৫

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ইহারা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ব-শরীরে মেরাজকেও অস্বীকার করিয়া থাকে এবং উহা একটি স্বপ্ন বলিয়া ধারণা করে। নাউজুবিল্লাহ!

৫। জাহমিয়াঃ ইহাদের নিকট ঈমান শুধু অন্তরের বিশ্বাসকে বলা হয়, মুখে প্রকাশের প্রয়োজন নাই। ইহারা হজরত মুছা আলাইহিচ্ছালামের সাথে আল্লাহ পাকের কালাম বিনিময় বা কথোকপনকে অস্বীকার করে। ইহারা অনুরূপ ভাবে, কবরের আজাবকে এবং মুন্‌কার-নকীরের ছওয়াল-জওয়াবকেও অস্বীকার করে। এমন কি, মালেকুল মউতকে পর্যন্ত ইহারা অস্বীকার করিয়া থাকে। আবার কিয়ামত দিবস এবং হাউজে কাওছারকেও ইহারা অস্বীকার করে।

৬) মুরজিয়াঃ ইহাদের ধারণা আল্লাহ তায়ালার শরীর আছে। হজরত আদম আলাইহিচ্ছাল্লামকে আল্লাহ পাক নিজের ছুরতের অনুরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছন। ইহাদের মতে, আল্লাহপাকের জন্য নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে। আল্লাহ পাকের অবস্থানের জায়গা আরশের উপর বলিয়া ধার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের ধারণা ঈমান আনয়নের পর কোন গোনাহ ক্ষতিকারক নহে। বান্দার উপর কেবল ঈমান আনয়ন করা ফরজ। তাহারা নামাজ, যাকাত এবং অপরাপর ফরজ-ওয়াজেবসমূহকে অমান্য করিয়া থাকে। তাহাদের নিকট নারী কেবল সুঘ্রাণযুক্ত ফুলসম। ইচ্ছামাফিক যে কোন নারীকে যে কেহ উপভোগ করিতে পারে বিবাহ-প্রথা নিরর্থক। প্রকাশ থাকে যে, এই ধরনের জঘন্য ও বাতিল আকীদা ও উক্তির দ্বারা বহু বহু আয়াতে কোরআন ও হাদিস এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনগণের বাণী ও কর্মাদর্শের অস্বীকার ও খেলাফ হইয়া থাকে।

বেরাদরানে ইসলাম! দোয়া করি যেন আল্লাহ পাক আপন ফজল ও করমের দ্বারা আমাদিগকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রশংসনীয় আকায়েদের উপর মৃত্যু পর্যন্ত কায়েম ও দায়েম রাখেন। বাতিল ও ভ্রান্ত ফেরকাসমূহের ঘৃণ্য ও জগন্য আকায়েদ তথা শিরক, বেদায়াত ও গোমরাহী হইতে যেন আমাদিগকে হেফাজতে রাখেন, আমিন। ইহা রাব্বাল আলামিন, বিরাহমাতিহি ওয়াহুয়া আরহামুর রাহিমীন।

বেরাদরানে ইসলাম! জানিয়া রাখুন, জাহেরী অবস্থায় সকল মুসলমান একই ধরণের; কিন্তু' বাতেনী অবস্থায় বিভিন্ন ধরণের। প্রকৃত প্রস্তাবে, বিশুদ্ধ আকীদা বা অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসই ধর্মের মূল। এমন বহু লোক দেখা যায় যে, জাহেরী অবস্থায় মুসলমান আর বাতেনী অবস্থায় নিরেট মুনাফিক- কাফেরের চাইতে নিকৃষ্ট। ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক আবার সমাজের গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল পূর্বক জাকিয়া বসিয়া থাকিতেও দেখা যায়।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তাহাদের আপাতঃ মধুর কার্য্যকলাপ যাহা দ্বারা সরল ও নিরীহ মুসলমান ধোকায় পড়ে তাহা যেন মধুর লেবেল দ্বারা বিষের বোতল চালাইবার অপপ্রয়াস মাত্র। আপাতঃ দৃষ্টিতে তাহাদের চেহারা-ছুরত তথা জুব্বা-পাগড়ীর নমুনা দেখিলে ধারণা হয় যেন বিরাট মাওলানা সাব কিংবা বুজুর্গ ব্যক্তি? কিন্তু প্রমাণ যাচাই ও পর্যবেক্ষন দ্বারাই ভিতরগত মাকাল ফলের দৃশ্য ধরা পড়িয়া যায়- বিরাট মাওলানা, বুজুর্গ মুন্সী সাবও টিকেনা। এইহেন অবস্থা আজকাল আমাদের দেশের কতিপয় তথাকথিত মৌলভী সাহেবান ও পীর সাহেবানদিগের ও নামদারী আলেমদিগের এক বিরাট অংশ বাতিল পন্থীদের শিকারে পরিণত কিংবা বাতিল ও ভ্রান্ত মতাদর্শের ধ্বজাধারী। অধিকাংশ নামদারী পীরসাহেবান অজ্ঞ ও মুর্খ, বরং অজ্ঞতার অভিশাপে মুনাফেকীতে লিপ্ত। কেবল বাহ্যিক্ব লেবেল দেখাইয়া মনগড়া কায়দায় তাহারা যে ধরণের পীর-মুরিদীর পেশায় নিয়োজিত রহিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের নিজস্ব ব্যবসায়ী সম্পর্ক ব্যতীত হাকিকত কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে কোরআন হাদিসের আবশ্যকীয় এলেম নাই বলিলেই চলে। কাহারও কাহারও মাঝে নাকি আবার খেলাফতও নাই কেহ কেহ নাকি সপ্নযোগে মুরীদ ও খলিফা হইবার দাবীদার। মুমিন-মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ জানিয়া রাখুন, স্বপ্ন শরীয়তের দলীল নহে। এক মাত্র নবীগণের স্বপ্নই দলীল, কেননা উহা আল্লাহর পক্ষ হইতে ওহী। উম্মতের স্বপ্ন দলীলরূপে গ্রাহ্য নহে; উহা সন্দেহপূর্ণ বিষয় মাত্র। অতঃপর পীরের কাছে মুরীদ হওয়া সুন্নত, ওয়াজিব নহে। এ সুন্নাতকে সুন্নাতে মোতাওয়ারেছা বলা হয়। আবার পীরের নামে মুরিদ হওয়া বেদয়াত। কেননা ইহাতে একটি সুন্নতের বিলুপ্তি ঘটে, কোরআন- হাদিসের খেলাফ আকীদা অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, 'বায়াতে রাসুল' দিবা লোকের ন্যায় স্পষ্ট, কোরআন সুন্নাহর অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমানিত। অতত্রব, অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, হুজুর সরকরে দো-আলম নূরে খোদা নূরে মোজ্জাচ্ছাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়সাল্লাম হায়াতুন্নবী, স্ব-শরীরে হাজির ও নাজির। বায়াতে রাসুল অর্থাৎ কিয়ামত অবদি আগত অনাগত সকল মুমিন মুসলমানদিগের নিকট হইতে বায়াত গ্রহন করা রাসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামেরই সুমহান শানে আজমতের অনুপম অভিব্যক্তি।

অতঃপর যেসব পীর ছাহেবান নিজেরা ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ- কোরআন হাদিস, শরীয়ত তরিকতের সহিত সম্পর্কবিহীন, হাকিকত মারেফতের প্রশ্ন তো বাতুলতা মাত্র।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৭৭

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

নিজেরা যেক্ষেত্রে, হক-নাহক, হালাল হারাম, শিরক-কুফর এবং ফরজ-ওয়াজিব, সুন্নাত-নফল, মোস্তাহাব মাকরুহ ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিফ হাল নহেন, তালীমের ক্ষেত্রে মুরিদ বেচারাদের কি শিক্ষা দিবেন অথচ পীরে কামেলের পক্ষে অবশ্য করণীয় হইল মুরিদদিগকে সর্বপ্রথম ঈমানের তালীম দেওয়া; তারপর নেক- আমলের দ্বারা 'তায্‌কিয়ায়ে নফ্‌ছ' অর্থাৎ জাহেরী-বাতেনী এছলাহ্‌ (সংশোধন) সাধনে সহায়তা করা। তাছাউফের পরিভাষায় ইহাকেই তালীম তরবীয়াত বলা হয়। আফছুছ! শত আফছুছ!! এ ধরনের ব্যবসায়ী পীর ও হতভাগ্য মুরিদদিগের জন্য, শেষ বিচারের ভয়াবহতা ও চরম পরিণতি সম্পর্কে যাহারা মোটেও সচেতন নহে।

পাঠকবৃন্দ! আমাদের পরবর্তী আলোচনা হইল জুমার দিনের দ্বিতীয় আযান সম্পর্কে, আজকাল মুসলিম সমাজে বিভিন্ন স্থানে সুচতুর 'ওয়াহাবী' ও ফেরকায়ে 'আউর মোহাম্মদী'দের দ্বারা একটা ভুল-প্রথা চালু হইয়াছে যে, মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া এবং আযানে নামাজে মাইক্রোফোন ব্যবহার করা। ইহা একটি মারাত্মক কু-প্রথা; যার ফলে রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের বিলুপ্তি ঘটে এবং খালেছ এবাদতকে যান্ত্রিক সংমিশ্রন দ্বারা বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হয় জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে। এক্ষনে, হক প্রকাশের নিমিত্তে শরীয়া আলোচনা করিতেছি। শুক্রবার দিন খুতবা পাঠের প্রাক্কালে খতীব যখন মিম্বারের উপর বসে তখন যে আযান দেওয়া হয় উহা রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যামানায় মসজিদের দরজায় দেওয়া হইত। হুজুরে পাক সরকারে কায়েনাত যতদিন হীন হায়াতে ছিলেন ততদিন সেই রীতি চালু ছিল। তারপর, ছিদ্দিকে আকবর হজরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং ফারুকে আজম হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যামানায়ও সেই রীতি বলবত ছিল। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, জুমার দিনের ছানী আযান মসজিদের দরজায় হওয়া সুন্নাতে রাসুল এবং সুন্নাতে খোলাফায়ে রাশেদীন (আবু দাউদ শরীফ-১৫৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই হাদিস আরও বহু হাদিসের কিতাব, বহু তাফসীর ও ফেকার কিতাবসমূহে মওজুদ রহিয়াছে। আমার লিখিত 'আদাবুল আযান' নামক পুস্তকটি পাঠ করুন।

রাসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও ফরমাইয়াছেন- 'আমার সুন্নত এবং আমার খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের উপর আমল করা সমস্ত উম্মতের উপর ওয়াজিব'।

হজরত ওছমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপরেও উক্ত সুন্নাতের উপর আমল করা ওয়াজিব ছিল। ওয়াজিব তরক করা কবীরাগুনাহ্‌।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তিনি জলিলুল ক্বদর ছাহাবী হইয়া কেমন করিয়া উক্ত দুই প্রকার সুন্নাতের খেলাফ কাজ করিয়া কবীরা গুনাহ করিতে পারেন? কখনো নহে। পক্ষান্তরে, যাহারা হজরত উছমান (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) উক্ত আযানকে মসজিদের দরজা হইতে মসজিদের ভিতরে নিয়েছেন বলিয়া দাবী করে তাহারা প্রথমতঃ মিথ্যাবাদী। দ্বিতীয়তঃ একজন জলীলুল কদর সাহাবীকে ওয়াজিব তরকের অপবাদ দিয়া নিজেরা ধোকাবাজ ও প্রতারক সাজিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি এক্ষণে তাদের ঈমান থাকিতে পারে কি?

আযানের সুষ্ঠু রীতি হইলঃ ওয়াক্তিয়া নামাজের আযান মসজিদের বাহিরে অথবা মিনারায় দিতে হয়। আর শুক্রবার দিনে খোতবার আযান অর্থাৎ দ্বিতীয় আযান মসজিদের বাহিরে দরজায় দিতে হয়। ইকামত মসজিদের ভিতরে। শুক্রবারে মোট তিনটি আযান-২টি মসজিদের বাহিরে আর ১টি মসজিদের ভিতরে যাহাকে ইকামত বলা হয় প্রত্যেকটির স্থান আলাদাভাবে নির্ধারিত রহিয়াছে। জনৈক মৌলভী লিখিয়াছেন- শুক্রবার দিনের দ্বিতীয় আযান দেওয়া হইত যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বারে বসিতেন; তখন আযান হইত মসজিদের দরজায়। হজরত আবুবকর ও হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগেও সেই নিয়ম চালু ছিল। কিন্তু তাহারা উহাকে সুন্নাতে রাসুল ও সুন্নাতে খোলাফায়ে রাশেদীন লেখেন নাই কেন? ইহা কি নায়েবে রাসুলের কর্ম? অবশ্যই নহে। তবে হ্যাঁ পাঞ্জাবের কুখ্যাত মওদুদীর ও বাতিল পন্থী শিবিরের গোষ্ঠীর দালালীতে যারা সুনিপুণ ধোকা ও প্রবঞ্চনা তাদের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক'। হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে দাফন করিয়া নিজেরা পীরালী আর নায়েবে নবী হওয়ার দাবী করেন। এদেরকে 'নায়েবে শয়তান' বলিলে অন্যায় হবে কি? জনৈক মৌলভী লিখিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে আযান মসজিদের দরজায় হইত। আরেকবার লিখিয়াছে মসজিদের দরজায় আযান দেওয়া হারাম। তাহার নিজের লেখা অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনকে হারাম কাজের অংশীদার বানাইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করি এই মৌঃ এখনও মুসলমান রহিয়াছে কি? হা জাহেরী অবস্থায় (জনসাধারণের নিকট মুসলমান বটে; কিন্তু বাতেনী অবস্থায় মুনাফিক- কাফেরের চাইতেও নিকৃষ্ট), বরং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ঘৃণিত দুষমন। উক্ত ব্যক্তি আরও লিখিয়াছে হজরত ওছমান (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) মসজিদের দরজায় আযান মসজিদের ভিতরে নিয়েছেন- নাউজুবিল্লাহ্!

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সে আরও লিখিয়াছে- হজরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে খোতবার আযান মসজিদের দরজায় হইত। কিন্তু হজরত আবুবকর ও উমর (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর কথা বাদ দিয়াছে, উল্লেখ করে নাই। ইহা তাহার স্পষ্ট ধোকাবাজী শয়তানী চক্রান্ত। অর্থাৎ নিজের স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া ধর্মের উপরে কুঠারাঘাত করিয়াছে। স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই এখনও মুসলমান দাবী করে। গিরিশ চন্দ্র সেন-ও তোমাদের মতই আলেম ছিল, 'নায়েবে নবী' ছিলনা। নায়েবে নবী হইতে হইলে নবীয়ে পাককে সর্বাঙ্গীন বিশ্বাসের সহিত মানিতে হইবে। আর আল্লাহ্ পাকের পরেই নবীয়ে পাকের স্থান জানিতে হইবে এবং তাহাকে সর্বগুণাবলীর সহিত মানিতে হইবে; তাহাকে যথাযথ তাজিম ও সম্মান করিতে হইবে। কোরআনে কারীমে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন।

يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول
ولا تخونوا اماناتكم وانتم تعلمون

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক ঈমানদারগণকে আহ্বান করেন হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আমানতকে খিয়ানত করিওনা। আর তোমরা পরস্পরে আমানতকে খিয়ানত করিওনা, যদি তোমরা অবগত থাক।

আহ্‌কামে শরীয়তের তাফসীর 'তাফসীরাতে আহ্‌মাদীয়ায় লিখিত আছে- এই আয়াতের উদ্দেশ্যে এই যে, আল্লাহ্‌র ফরজ ও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুন্নাত পালন করিতে ত্রুটি করিয়া আল্লাহ্ ও রাসুলের আমানতকে খিয়ানত করিও না। আর তোমরা একে অপরের আমানত বা গচ্ছিত বস্তু সমূহের হেফাজত করিবে; জানিয়া-শুনিয়া উহা খিয়ানত করিবে না। কোরআনে কারীমে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন।

ان الله لا يحب الخائنين

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমানত খিয়ানতকারীকে পছন্দ করেন না। অর্থাৎ ভাল বাসেন না।

হজরত রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন-

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء ال

অর্থাৎ, 'হে আমার উম্মত আমার সুন্নাত এবং আমার খোলাফায়ে রাশেদীনের

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সুন্নাত পালন করা তোমাদের উপর ওয়াজিব জানিবে'। এক্ষণে, কোরআন ও হাদিসের উজ্জ্বল সুন্নাতকে ওয়াজিবকে যাহারা হীনস্বার্থ উদ্ধারে কিংবা নিজেদের মান-সম্মান রক্ষার খাতিরে বিনা দ্বিধায় খিয়ানত করিতেছে তাদের বাক্‌চাতুরী আর কতদিন চলিবে? আমি জিজ্ঞাসা করি হযরত ওছমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কি কোরানের বিরুদ্ধে এবং নবীয়েপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের বিরুদ্ধে যাইতে পারেন? আর তিনি কি ওয়াজিব তরক করিয়া কবীরা গোনাহ্‌ করিতে পারেন? নাউজুবিল্লাহ! হজরত ওছমানের উপর যাহারা মিথ্যা অপবাদ দিয়াছে তাহারাই দুষমনে রাসূল ও দুষমনে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং দুষমনে আওলিয়া - বেঈমান।

মুসলিম জনগণের আমলকে এজমার অন্তর্ভূক্ত ও তাওয়ার্‌রোছ এর দাবীদাররা শোন - চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দিদ বিশ্বজাহানের শ্রেষ্ঠতম আলেম ও অলিকুল শিরোমনি ঈমামে আহ্‌লে সুন্নাত আলা হজরত শাহ্‌ আহাম্মদ রেজা খাঁ বেরীলূভী রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি ১৪ শত কিতাব রচনা করিয়াছেন তিনি তদীয় আহ্‌কামে শরীয়ত নামক কিতাবে আযান সংক্রান্ত মাসআলাটি বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আশা করি উক্ত কিতাবটি পাঠ করিলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবে যে, যাহারা মসজিদের ভিতরে আযানের পক্ষপাতী তাহারা যে কত বড় ভুলের জগতে বাস করিতেছেন। আলা হজরত ইমাম রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু যুগশ্রেষ্ঠ বে-নজীর আলেম ছিলেন, জাহেরী ও বাতেনী উভয় এলমে তিনি শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন। তিনি মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়ার কুপ্রথা দূরীভূত করতঃ একটি মৃত সুন্নাতকে জিন্দা করেন এবং হাদীসের আলোকে উক্ত সুন্নাতকে সুন্নাতে রাসুল এবং সুন্নাতে খোলফায়ে রাশেদীন বলিয়া প্রমাণিত করেন। আর এ সুন্নাতের উপর আমল করিতে মুসলিম মিল্লাতকে অনুপ্রাণিত করেন। সুতরাং বেরলী শরীফে আলা হজরতের মসজিদে তথা সারা ইউ,পি,তে সুন্নী জামায়াতের মসজিদসমূহে শুক্রবারের খোতবার আযান মসজিদের বাহিরে দরজায় দেওয়া হয়। এমনকি সমগ্র হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান (কিছু সংখ্যক ওয়াহবীদের মসজিদ ব্যতীত) উক্ত ছানী আযান মসজিদের বাহিরে দরজায় দেওয়া হয়। বাংলাদেশে বহু সুন্নী এলাকায় বিশেষতঃ ময়মনসিংহ রাঘবপুর রহমানিয়া সিনিয়ার মদ্রাসা মসজিদে কিংবা তৎপার্শ্ববর্তী ও কুমিল্লা বহু সুন্নী মুসলমানের মসজিদে শুক্রবার দ্বিতীয় আযান মসজিদের দরজায় দেওয়া হয়। এতদব্যতীত বহু সুন্নী উলামাগণের প্রচেষ্টার ফলে উক্ত মৃত সুন্নাত জিন্দা হইয়া অগণিত মুসলমানের আমলে পরিণত হইয়াছে।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৮১

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

এক্ষণে, জিজ্ঞাসা করি সর্বসাধারণের এজমা এবং 'তাওয়াররোছ' এর কি হাল হবে? মোট কথা, সুন্নাতের পরিপন্থী কোন এজমা বা তাওয়াররোছের প্রশ্নই প্রতারণা মাত্র। ইহা ওয়াহাবী ও দুষমনে রাসূলদিগের কাজ।

তবে হাঁ যেসব মাছআলার ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদিসের কোন স্পষ্ট মীমাংসা পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে এজমা ও তাওয়ার্‌রোছের অর্থাৎ প্রচলিত প্রথার দাবী গ্রহণযোগ্য হইতে পারে।

আবার, দেশব্যাপী চুরি, ডাকাতি, জিনা ব্যভিচার, রাহাজানী, লুটতরাজ প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। অপরদিকে মুসলমানদিগের দাঁড়ি কাটা বা দাড়ি ছাটা, মোছ লম্বা রাখা ও চুল লম্বা রাখা এবং মাথায় টুপী না পড়া অথবা বিদেশী ফ্যাশনে টাইট ফিট পোশাক পরিধান করা যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, বরং কতিপয় জঘন্য ও ক্ষতিকর কাজ মুসলমানদের আমলে ও অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। যথা- অধিকাংশ লোকের নামাজ না পাড়া, রোজা না রাখা, কিংবা ধুমপান করা, দাড়াইয়া প্রস্রাব করা এবং নারীদের অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় শহরে বন্দরে চলাফেরা করা ইত্যাদি আজকাল ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছে, তবে কি এইসমস্ত কু-প্রথা ও প্রচলিত প্রথার দাবী করিয়া স্বীকৃতি পাইতে পারে? অধিকাংশ লোক নামাজ পড়েনা, রোজা রাখেনা; তবে কি নামাজ রোজা ছাড়িয়া দিতে হইবে? এজমার খেলাফ হইবে না? কেহ কেহ আবার এজতেহাদের কথাও বলে - নাউজুবিল্লাহ্‌।

এজমা, কিয়াস ও তাওয়ার্‌রোছে ইত্যাদির প্রশ্ন তখনই হইবে যখন কোরআন হাদিসে কোন বিষয়ের সুস্পষ্ট মীমাংসা না পাওয়া যাইবে, এতদব্যতীত নহে। আরবের বহু কাফের মহিলা আরবী ভাষায় কথা বলে। তাদেরও কি আলেম, বলিতে হইবে? অন্য কথায়, শয়তানও বড় আলেম ছিল। বলিতে পার কি শয়তানের তওবার দরজা বন্ধ কেন? শয়তান বড় আলেম হইয়াও সারাজীবন দোজখের আগুনে জ্বলিবে কেন? তাহা জান কি? 'বাহারে শরীয়ত' কিতাব খানার ১৭ খন্ডে বিভক্ত এবং ৫০ হাজার মাছায়েল রহিয়াছে। উক্ত কিতাব খানা উর্দু ভাষায় রচিত বলিয়া এন্‌কার করে, পক্ষান্তরে দুষমনে রাসূল ওয়াহাবীদের বানানো ফতুয়া মানে। এ ধরণের ধোকাবাজীতে মুসলমানী থাকিবে কি? যাহা হউক, হেদায়াত নসীবে থাকিলে হইতে পারে।

দ্বিতীয় কথাঃ আযানে ও নামাজে মাইক ব্যবহার প্রসঙ্গে - মাইকযোগে আযান দেওয়া, খুতবা পাঠ করা, নামাজ পড়া ও কোরআন শরীফ তেলওয়াত করা জঘণ্য কুফুরী ও শের্কে আকবর। প্রমাণ কোরআন সুন্নাহ।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৮১

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রয়োজনে, সরকারী পারমিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোন শহরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাহাস করিতে ও প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি।

এই স্থানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি - হিন্দুরা মন্দিরে ঘন্টা বাজায়, তোমরা কিছুসংখ্যাক মুসলমান মসজিদে মাইক বাজাও বেশ-কম কোথায়, বল? ফকীহ্‌গণ এল্‌মে মাওছুকী অর্থাৎ অগ্নি জাতীয় যন্ত্রের মধ্যে আল্লাহ্‌র কালাম প্রবেশ করানো জায়েজ লিখেন নাই বরং নাজায়েজ লিখিয়াছেন। বর্তমানে বাতিলপন্থী ৭২ ফেরকার আলেমগণ জায়েজ করিয়া লইয়াছে। আল্লাহ্‌ হেদায়াত করুন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি আযানে, নামাজে, খুতবায় কিংবা তেলাওয়াতে কোরআনে মাইক ব্যবহারের উদ্দেশ্য কি? ছোয়ার না গুনাহ? যদি বল গুণাহ তবে তওবা কর। আর যদি বল ছোয়াব তবুও তওবা কর। কেননা, তোমাদের এই কল্পিত ছোয়াব হইতে নবীগণ ছাহাবাগণ, তাবেঈনগণ ও তাবে তাবেঈনগণ, ইমাম ও মুজতাহিদগণ বরং সমস্ত ছলফে্‌ ছালেহীন, বুজুর্গানে দ্বীন এবং আওলিয়ায়ে কেরামগণ বঞ্চিত থাকিতেছেন। ইহার উত্তরে যদি বল যে, ঐ যুগে মাইক ছিলনা, তবে আমি বলিব তুমি কোরআন পড় নাই। কোরআনে আছে যাহা কিছু আবিস্কৃত হইয়াছে আর কিয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু আবিস্কার হইবে, সবকিছু হজরত আদম আলাইহিছ ছালামের সামনে বেহেস্তে মওজুদ ছিল। হজরত আদম আলাইহিছসালাম কে ঐ সকল বস্তুর নামসমূহ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। ঐসব দুনিয়ায় ক্রমাগত আবিস্কার হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ আবিস্কারের ক্ষমতা প্রদানকারীও স্বয়ং আল্লাহ্‌। তাহা হইলে, আল্লাহ তায়ালা, নবীগণ, সাহাবা, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং ইমাম ও আওলীয়াগণকে মাইকের ছওয়াব হইতে বঞ্চিত রাখিয়া ভুল করিলেন কি? হুশিয়ার! আল্লাহ্‌কে দোষারোপ করিও না। আল্লাহর ভয় অন্তরে রাখ। চূড়ান্ত ফায়সালা ও শেষ বিচারের দিন সামনে - ভুলিও না। শরীয়তের অধীনে থাক, যাহা আল্লাহ্‌পাক ও রাসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিষ্ঠিত শরীয়ত। দাজ্জালের চেলাদের ন্যায় নতুন শরীয়ত বানাইতে যাইও না।

বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, এক শ্রেণীর আলেম হুজুর ছরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মিলাদ শরীফকে বেদআত ও হারাম বলিয়া থাকে। তাহাদের দাবী - মিলাদ শরীফ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র যমানায় ছিলনা কিংবা ছাহাবায়ে কেরামের যমানতেও ছিলনা; কাজেই বেদআত ও হারাম। বাংলাদেশের বহু জায়গা হইতে হুজুরে পাকের মিলাদ শরীফকে উঠাইয়া দিয়াছে।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৮৩

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

উক্ত কুখ্যাত ওয়াহাবীরা নিজেরা মিলাদ শরীফ পড়ে না বা জানেনা বরং অন্যকে পড়িতেদেয়না- বাধা প্রদান করে এমন কি ইহা লইয়া মারামারি বা ঝগড়া ফাসাদের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি - মাইক আবিস্কার কোন যুগে হইয়াছে? হুজুরে পাকের যুগে? ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন কিংবা ইমাম ও আওয়ালীগণের যুগে? কিয়ামতের পূর্বে ইহার প্রমাণ দেওয়া যাইবে কি? মিলাদ শরীফের শত শত দলিল থাকা সত্বেও যদি উহা বেদআত হারাম হইতে পারে, তবে মাইক বেদাআত ও হারাম হইবার দলিল কি পরিমাণ থাকিতে পারে اياك نعبد হে আল্লাহ্‌ তোমারই এবাদত করিতেছি, তবে আল্লাহ্‌র খালেছ এবাদতে মাইক শরীক কেন? ধ্যান ও খেয়াল কোন দিকে থাকিবে? বিবেক-সম্পন্ন হইলে একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

واعبدوا الله ولا تشركوا به شئيا

অর্থাৎ আল্লাহর এবাদত কর এবং উহাতে অন্য কিছুকে শরীক করিও না (কোরআন)।

মাইক বা লাউড স্পীকার বক্তার আওয়াজকে অবিকল নকল না করিয়া উহাকে পরিবর্তন করিয়া ফেলে বক্তা নিজেও শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে মাইকের আওয়াজ বলিয়া উল্লেখ করে। সুতরাং, আযান ও নামাজে যান্ত্রিক সাহায্যস্বরূপ মাইক গ্রহন করিলে আযান ও নামাজের ক্ষতিই সাধিত হয়। উপরন্তু, মাইকযোগে নামাজ আদায় করিলে মাইকের প্রতি ইমামের মগ্নতা হওয়ায় এবং উহা সুন্নাত তরীকা বা মুকাব্বির প্রথা বিরুধী হওয়ার কারণে মাইক ব্যবহার করা হারাম।

অন্য কথায় মাইক এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। ইসলামী গানবাদ্য শর্তসাপেক্ষে জায়েজ আছে, তবু উহা মসজিদের জন্য হারাম। মাইকের নামে এই ধরণের গান-বাজনা মৌলভীগণ মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করাইল কেমন করিয়া ভাবিতেও অবাক লাগে। আয় আল্লাহ্‌ তায়ালা সরলপ্রাণ মুসলমানদিগের ঈমান ও আমলের হেফাজত করুন। যাহারা ভুলের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে তাহাদের হেদায়াত নবীব করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামিন!

পরিশেষে, এ পুস্তিকার কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানেই সমাপ্ত করিতে মনস্থ করিলাম। যাহারা আমার সঙ্গে সমাজের আলোচিত আযানের কু-প্রথা দূরীকরণার্থে আগাইয়া আসিবেন হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মৃত সুন্নাতের জিন্দা করিবার হকদাররূপে কবুলীয়াতের

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

জন্যে রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া করিব। পক্ষান্তরে, হক প্রকাশের উদ্দেশ্যে যাহারা বাহাসের চ্যালেঞ্জ গ্রহণে ইচ্ছুক তাহাদের সঙ্গে বাহাসের সমুদয় শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বুকে প্রকাশ্যে সর্বক্ষণ বাহাসের জন্য প্রস্তুত রহিলাম।

আহ্‌কার-
মাওলানা আকবর আলী রেজভী,
সুন্নী আল ক্বাদরী
রেজভীয়া দরবার শরীফ সতরশীর।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

নির্ভয় বাণী
বা
মারেফাত ভান্ডার

১ম প্রকাশ:
১লা পৌষ ১৩৭৭ বাংলা
১৫ ডিসেম্বর ১৯৭০ ইং

মাওলানা আকবর আলী রেজভী,
সুন্নী আল ক্বাদরী

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

নির্ভয়বাণী বা মারেফাত ভান্ডার

الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين لصلوة السلام
على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد
فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولاهو يحزنون
الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فى الحيواة الدنيا وفى الاخرة
لاتبديل لكلمات الله ذالك هوالفوز العظيم۔
(پاره گیاره سوره یونس وکوع ٦)

অর্থঃ- নিশ্চয়ই আল্লাহর ওলিদের কোন ভয় নাই এবং কোন চিন্তাও নাই। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং গোনাহ হইতে পরহেজ করিয়াছে তাহাদের জন্যে দুনিয়ায় এবং পরকালে সুসংবাদ রহিয়াছে। আল্লাহ পাকের কথা পরিবর্তিত হইতে পারে না। ইহাই তাহাদের জন্যে অশেষ মঙ্গল।

বন্ধুগণ! এই আয়াতের তাফসীর করিবার পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ কিছু শুনিয়া লউন। যেমন- 'আলমে আজছাম' অর্থাৎ দেহযুক্ত সৃষ্টি, একে অন্যের মুখাপেক্ষী, কেহ ফয়েজ দেয় এবং অন্য কেহ গ্রহণ করে। সূর্য এবং বৃষ্টি ফয়েজ দেয়। জমিন, ফুলফল, বৃক্ষাদি, গাছ-গাছালি, তৃণলতা, বাগবাগিচা সে ফয়েজ গ্রহণ করে। তদ্রুপ, আলমে রুহানীয়াতের মধ্যে নবীগণ এবং তাহাদের দ্বারা উলামাগণ ও মাশায়েখগণ এবং আওলিয়াগণ ফয়েজ দান করেন এবং সমস্ত সৃষ্টি ফয়েজ গ্রহণ করে। মাওলানা রুমী আলাইহির রাহমাত বলেন-

چو د نانشت بست محتاج اليہ* زاں سبب فرمود حق صلوا عليہ

যেমন দুনিয়ার জন্যে সূর্য এবং বৃষ্টির সর্বদাই দরকার, তদ্রুপ দুনিয়ার জন্য আলেম ও ওলির দরকার।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলেমদিগকে নবুয়তের বৃষ্টির পুকুর বলিয়াছেন। মেশকাত শরীফ, কিতাবুল এলমের মধ্যে আছে- রহমত দেনেওয়ালা আল্লাহ পাক, বন্টন করণেওয়ালা হাবীবে খোদা

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

الله المعطى وانا قاسم

এবং ঐ বন্টনের কারণ আলেম ও ওলিগণ। হাদীস শরীফের মধ্যে ৪০ জন আবদালের কথা আসিয়াছে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তাঁহাদের বরকতে বৃষ্টিপাত হইবে এবং যুদ্ধে শত্রুর উপর বিজয়ী হইবে এবং তাঁহাদের খাতিরে মূলকে শ্যামের আজাব দূর হইবে।

'আখের মেশকাত' কিতাবে আলেমগণের সম্বন্ধে কথিত আছে যে, আলেমগণের জন্য সমুদ্রের মাছ দোয়া করে। মেশকাত কিতাবুল আলম ইহার শরহে মেরকাতের মধ্যে আছে-মাছ জানে যে বৃষ্টি এবং সমুদ্রের পানি চলাচল আলেমগণের খাতিরে হইয়া থাকে। আল্লাহ পর্যন্ত পৌছা হুজুর পাকের ওছিলায় এবং হুজুরে পাক পর্যন্ত পৌছা আলেম ও ওলি আল্লাহ্গণের ওছিলায়। সাহাবায়ে কেরামগণ হুজুরে পাকের ছিনা মোবারক হইতে 'নূরে নবুওয়ত' বেলা ওয়াছেতায় হাছেল করিয়াছেন। পরবর্তীগণ সাহাবায়ে কেরামের ছিনা হইতে এবং আমাদের জন্য উহা আওলিয়া আল্লাহগণের ছিনা হইতে। ওলিগণ পরিস্কার আয়না স্বরূপ। এই জন্যই মুরীদ হইতে হয়। যেন কোন একটি পরিস্কার আয়নার সম্মুখে আসে। যেন নিজকে আয়নাতে দেখা ভিন্ন না মরে।

নবীগণ মখলুকের জাহেরী এবং বাতেনী পরিস্কার করিবার জন্যে আসিয়াছেন। নবুওয়তের ছেলছেলা শেষ হইবার পর ঐ কার্য অর্থাৎ জাহের ও বাতেন পরিস্কার করা দুই দলের উপর অর্পন করা হইয়াছে। জাহেরী পরিস্কার আলেমগণের জিম্মায় এবং বাতেনী পরিস্কার ওলিগণের উপর অর্পণ করা হইয়াছে। কেননা হুজুরে পাকের নবুওয়াত কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকিবে। হুজুরে পাকের নবুওয়ত কিয়ামত অবধি জারী থাকা দরকার এবং এই কাজ তখনই সংঘটিত হইবে যখন এই দুই দল দুনিয়ায় মওজুত থাকিবে।

নামাজের মধ্যে কেবলা-রোখ করিয়া দেওয়া এবং শরীর পাক করিয়া নামাজের শরায়েত ও আরকান আদায় করিয়া দেওয়া আলেমগণের কাজ। কিন্তু নামাজের মধ্যে 'এখলাছ' ও 'হুজুরী ক্বালব' হওয়া এবং 'রিয়া' হইতে পাক করিয়া দেওয়া ওলি আল্লাহগণের কাজ।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৮৯

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

যেমন নামাজের শরায়েত আলেমগণের দ্বারা আদায় হয়, তেমনি কবুল ওলিগণের দ্বারা হয়। কোরআন শরীফ এবং ক্বাবা শরীফ দর্শনকারী সাহাবী নহে, কিন্তু হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এখলাছের সহিত দর্শনকারী সাহাবী। ইহাতে জানা গেল যে, আমলের চেয়ে ছুহব্বতের তাছির বেশী।

'হেকায়াত' কিতাবে আছে- এক বাদশা চীন এবং রুম দুই দেশের দুইজন কারিগরকে একটি দালানের কামরায় রাখিয়া কামরার মধ্য-ভাগে একটি পর্দা করিয়া বলিলেন, এখন তোমরা ২ জন ২ পার্শ্বের দেওয়ালে নিজ নিজ কারিগরি প্রকাশ কর। অতঃপর আমি দেখিব তোমরা কেমন যে কারিগরী জান। আদেশ পাইয়া উভয়ে নিজ নিজ কার্য শুরু করিল। চীনের কারিগর তাহার দেওয়ালে একটি ফুলের বাগান অংকিত করিল এবং রুমের কারিগর তাহার পার্শ্বের দেওয়ালে মুছিতে মুছিতে এমনি ছাফ করিল যেন আয়নার মত স্বচ্ছ হইয়া গেল। অতঃপর উভয়ে বাদশার দরবারে হাজীর হইয়া বলিল, বাদশা নামদার! চলুন, এবার আমাদের কারুকার্য দেখবেন। বাদশা এসে বলেন, মাঝখানের পর্দা সরাও। কেননা উভয়ের কারিগরী সামনা-সামনি করিলে বুঝা যাইবে কাহার কারিগরী বেশী ভাল হইয়াছে। পরদা ওঠাইলে দেখা গেল-চীনের ফুলবাগান রুমের দেওয়ালে দেখা যায়। যেহেতু রুমের দেওয়াল আয়নার মত স্বচ্ছ ছিল। তদ্রুপ, মানুষের শরীর একটি কামরা, উহার ঐরূপ দুইটি দেওয়ালে-১টি কালেব অপরটি ক্বালব। শরীয়তের আলেমগণ কালেবের উপর শরীয়তের (ধর্ম-বিধানের) নক্শা অংকিত করিয়া থাকেন এবং তরীকতের পীরগণ মোরাকাবা-মোশাহাদা এবং চিল্লা করাইয়া ক্বালবের ময়লাকে দুরীভূত করিয়া আয়নার মত পরিস্কার ও স্বচ্ছ করিয়া দেন। কেবল মাত্র শ্বাস-প্রশ্বাসের পর্দা বাকী থাকে। যখন হায়াত শেষ হইয়া যায়, জাহেরী জীবনের পর্দা ওঠিয়া যায় ঐ সময় কালবের নক্শা-নমুনা পরিস্কার আয়নার মত ক্বালবে দেখা যাইবে। এই বিষয়টিরই পরীক্ষা কবরে করা হইবে। যাহারা নবীজিকে কোন সময় দেখে নাই তাহাদিগকে তখন পরিচয় করানো হইবে। যদি দ্বীল পরিস্কার থাকে তবে পরিচয় হইয়া যাইবে।

روح نه هو مضطرب موت کی انتظام میں
سنتا هوں مجهکو دیکےنك ائینکی وه مزار میں

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৯০

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ঈমান দ্বীনের আলেমগণের নিকট পাওয়া যায়। কিন্তু ঈমানের হেফাজত ওলিগণের দ্বারা করা হয়। এই জন্যেই আওলিয়া আল্লাহগণ আলেমগণের সাগরিদ এবং আলেমগণ আওলিয়া আল্লাহগণের নিকট মুরীদ হয়। উভয় দলই যেন ঈমান আমলের দুইটি বাজু বা পাখা। যে পাখির দুইটি পাখা নাই সে পাখি উড়িতে পারে না। তদ্রুপ, আমাদের আমল এই দুই দলের সাহায্য ব্যতীত আল্লাহর দরবারে পৌঁছতে পারে না। রেলগাড়ী লাইনের দুই রেলের উপর দিয়া গন্তব্যস্থলে পৌছে। এই দুইটি জমাতও তেমনি জীবন গাড়ীর মনজিলে মক্ছুদে পৌঁছাবার পথে দুইটি রেল যেন।

শরীরে যেন বিমার হয়, লোহাতে জঙ্গ ধরে তদ্রুপ দ্বীলের মধ্যেও বিমার হয়, গাফলতের জঙ্গ ময়লা ধরে থাকে। বিমারী শরীরের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার-কবিরাজ এবং বিমারীর দ্বীলের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার কবিরাজ হইল ঈমান। মাওলানা রুমী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

چند خوانی حکمت یونا نیان * حکمت ایما نیادا هم یخوان

জঙ্গযুক্ত লোহার জন্য হাতুরী-পেটার দরকার আর জঙ্গযুক্ত দ্বীলের জন্য আওলিয়া আল্লাহ এবং এবাদত ও রিয়াজতের দরকার।

কিন্তু তাছিরের মধ্যে আওলিয়াগণের ছোহবত অধিকতর কার্যকরী। কোরআন শরীফ তেলাওয়াতে দ্বীলের ময়লা আস্তে আস্তে দূরীভূত হয়। কিন্তু আওলিয়াগণের নজরে মুহূর্তের মধ্যে কায়া বদলাইয়া যায় (মেশকাত শরীফ)। মাওলানা রুমী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

ايك زمانه صحبت با اولياء * بهتر از صد ساله طاعت بے ريا

অর্থাৎ এক মুহূর্তকাল কোন ওলি আল্লাহর ছোহবতে কাটাইলে শত বৎসরের এবাদত বন্দেগী হইতেও তাহা উত্তম।

'হেকায়াত' কিতাবে আছে- একদা হুজুর গাউছে পাক সরকারে বাগদাদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দরবারে এক চোর চুরি করিবার ধারণায় প্রবেশ করিল। কিন্তু কিছুই না পাইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। হুজুর গাউছে পাক খাদেমকে বলিলেন, চোর আমার দরবার হইতে খালি হাতে যাইতেছে। ইহাতে আমার দরবারের বদনাম হইবে। খাদেম উত্তর করিলেন, ইহাকে কি দেওয়া যাইতে পারে? হুজুর গাউছে পাক বলিলেন ঐ জিনিস দেওয়া হউক যাহা উভয় জগতের কাজে আসে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

অমুক স্থানের কুতুব এন্তেকাল করিয়াছিলেন। তাহাকে ঐ স্থানের কুতুব বানাইয়া পাঠাইয়া দাও। বন্ধুগণ! আসিয়াছিল চোর, কিন্তু হইয়া গেল কুতুব। চোরের স্বভাব নিয়া দরবারে আসিয়াছিল আর যাইবার সময় কুতুব হইয়া চলিয়া গেল। এই তো ছোহবত এবং এইতো ওলির নজর। হে সরকারে বাগদাদ! আমার উপরও মেহেরবানীর নজর করুন।

একদিন হযরত গাউসুচ্ছাকালাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এক জঙ্গলের ভিতর দিয়া এক একা যাইতেছিলেন। বেশ ক্বিমতী একটি ক্বাবা তাঁহার পরিধানে ছিল। পথিমধ্যে এক ডাকাত অসদুদ্দেশ্যে তাঁহার হস্ত ধরিল এবং বলিল, ক্বাবা খুলুন। তখন হযরত গাউছে পাক আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরজ করিলেন- আয় আল্লাহ! এই ব্যক্তি আবদুল ক্বাদেরের হাত ধরিয়াছে, কিয়ামত পর্যন্ত যেন না ছুটে। হযরত খাজায়ে খাজেগাণ খাজা বাহাউদ্দিনী নক্‌শীবন্দী আলাইহির রাহমাত একদা এক কুমারের বরতনের স্তুপের পাশ দিয়া যাইতে ছিলেন। ঐ স্তুপে আগুন জ্বলিতেছিল। তখন হুজুর খাজা খাজেগানে খাজা রাহমতুল্লাহ আলাইহে তাহাতে (স্তুপে) একটু নজর করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই নার নূরে পরিনত হইল, অর্থাৎ অগ্নি নূর হইয়া গেল এবং সম্পূর্ণ নজর পড়িতেই মাটির বর্তনের মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ শব্দের নক্‌শা হইয়া গেল। কুমার ব্যক্তি এই অবস্থা দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল

لئے شاہ نقشبند تو نقشے مرابی بنید * نقشے چنان بند کہ گونید نقشبند

দুনিয়ার মুছাফেরের জন্য যেমন রাহবরের দরকার তেমনি পরকালের মুছাফেরের জন্যও রাহবরের দরকার। তাহা না হইলে রাস্তায় ডাকাত ঘুরাফিরা করিতেছে, একা পাইলে ডাকাতি করিবে, মাল ছামান কাড়িয়া নিবে। এ মর্মেই মাওলানা রুমী রাহমতুল্লাহ আলাইহে বলেন-

چون گرفتی پیر ہین تسلیم شو * ہمچو موسی زیر حکم خصر رو
گرچہ کشتی بشکند تودم مزن * گرچہ طفلے را کشد تو مومکن

অর্থাৎ ঃ- তরিকতের ছফরের জন্যে পীর ধর, রাস্তায় বহু ভয়ভীতি আছে। যখন পীর ধরিয়াছ, তখন পীরের মত মান্য কর, পীরকে খুশী রাখ।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৯২

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

হযরত মুসা আলাইহিচ্ছালামকে হযরত খিজির আলাইহিচ্ছালাম বলিয়াছেন, আমাকে কোনও প্রশ্ন করিও না।
অর্থাৎ ঃ যদি তোমার নৌকা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় তবু দম ফেলিও না, যদি তোমার ছেলেকে কাতল করা হয়, তবুও কোন প্রশ্ন করিওনা। কিন্তু এ আদেশ পীরে কামেলের জন্য, নাকেছ পীর মুরীদকে ধ্বংস করিয়া থাকে।
আল্লাহ পাক বলেন- وابتغوا اليه الوسيلة
অর্থাৎ ঃ আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য হাছেলের জন্যে ওছিলা তলব কর।
বন্ধুগণ! দুনিয়ার মানুষ ঈমান এবং আমল অর্জন করিবার জন্য আসিয়াছে। ইহাই পরকালের সম্বল। রাস্তায় নফছে শয়তান ডাকাতি করিবার মতলবে দন্ডায়মান। এ অবস্থায় ঐ বেশ কিমতী জিনিস কাহারও হাওলা করা দরকার। মাল-ছামান হেফাজতকারীর নামই আওলিয়া আল্লাহ। তরিকতের পীরগণের সুনজরে ইন্‌শাআল্লাহু তা'লা হেফাজতে থাকিবে। আলা হযরত কী সুন্দরই না বলিয়াছেন-

دل پہ کندہ ھوا ترا نام کہ دو زداچم
الئے ھی پاون ھپر دے دیکھہ
تو جو للکاردی آتا ھوا الئا ھپر جلساء
تو جو چمکا رے ھر ھپر کے ھو تیرا تیرا

বন্ধুগণ! নফছ কুকুর সদৃশ, উহার গলায় কোন কামেল পীরের পাট্টা লাগাও, যেন মারা না পড়ে।
অলি-আল্লাহগণের অনুকরণই নফছের পাট্টা এবং শাজরা তাহার জিঞ্জির, যাহার প্রথম কড়ি তাহার গলায় এবং শেষ কড়ি হযরত মোস্তফা আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াতাছলিমার হস্ত মোবারকে। যদি এই পাট্টা এবং কড়ি কায়েম থাকিবে তবে ইন্‌শাআল্লাহ নফছ ভ্রান্ত পথে যাইতে পারিবেনা। আলা হযরত আলাইহির রাহমাত বলেন-

تجھے در درسی سگ اور سگ سے مجھکو نسبت
میری گردن مین ھی دور دور اتیرا
اس نشانی کی جو سگ ھین نھین مارے جاتے
حشر تك میرے گلی مین رھی پٹہ تیرا

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বন্ধুগণ! ইঞ্জিন দেখেনা যে, তাহার সহিত গাড়ী থার্ডক্লাস না ইন্টারক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস কিংবা আপার ক্লাস আছে। ইঞ্জিন কেবল তার শক্তি অনুযায়ী টানিয়া নিয়া যাইবে। কিন্তু শর্ত হইল ইঞ্জিনের সহিত গাড়ীর কামরা মজবুত করে বাঁধা থাকিতে হইবে। ইসলাম ধর্ম যেমন রেলওয়ে মনে করুন-বিভিন্ন মুসলমান রেলগাড়ীর বিভিন্ন ডিব্বা বা কামরা এবং অলি আল্লাহ তাহার মজবুত কড়া। হুজুর সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সকলের রাহবর। যদি আপনার ছিলছিলা হুজুরে পাকের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত থাকে তবে নিশ্চয়ই মনজিলে মকছুদে পৌঁছিতে সক্ষম হইবেন, ইন্‌শাআল্লাহ তায়ালা।

বেলায়েতের সম্মান

বেলায়েতের বিভিন্ন শ্রেণী আছে এবং অসংখ্য অগনিত সম্মান আছে। বহুলোক এশকের নেশায় মাতিয়া আক্বল ও হুশ জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন। তাহাদিগকে মজ্জুব আখ্যা দেওয়া হয়। এই প্রকৃতির লোকের উপর শরিয়তের হুকুম-আহকাম জারী হয় না। কেননা তাহারা আক্বলের বাউন্ডারী ও পরিসীমা হইতে দূরে সরিয়া পড়েন। হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাই انا الحق আনাল্ হক বলিয়াও মুমেন ছিলেন। কেননা, তিনি তাঁহার হাস্তি বা আমিত্বকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। কিন্তু ফেরাউন انا ربكم الاعلى আনারাব্বুকুমুল আলা বলিয়া কাফের মুশরেক হইল। সে সজ্ঞানে থাকিয়া খোদাই দাবী করিয়াছিল।

বন্ধুগণ! ওলিগণ আল্লাহ পাকের গুণের প্রকাশক হইয়া যান। জবান তাঁহাদের কিন্তু কথা আল্লাহ পাকের হইয়া থাকে। মাওলানা রুমী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে বলেন-

گفته وگفته الله بود * گرچه از حلقوم عبدالله بود

چون دوا باشد انا الله رز درخت * کے دو انه بود که گوید نیك بخت

হযরত ছুফিয়ানে কেরামগণ ফানাফিল্লায় পৌছিয়া জজ্‌বার হালাতে আনাল হক বলিতে পারেন। কিন্তু কেহ ফানাফির রাসূলে উপনীত হইয়া انا محمد 'আনা মোহাম্মদ' বলিতে পারে না।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৯৪

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

باخدا دیوانه باش وبا مصطفے هوشیار

বন্ধুগণ! কয়লা অগ্নিতে পড়িয়া নিজকে এইরূপভবে ফানা (বিলোপ) করিয়া দেয় যেন অগ্নির মতই দেখা যায় এবং অগ্নির তাছির প্রকাশ পায়। নিম্নোক্ত দুইটি শেরের ইহাই মর্ম

بنده از نبدگی خدا گوید * نه توالذ که مصطفے گوید

قطره در آب رفت آب شود * نه تو الذ که در ناب شود

বহুলোক আছেন যাহারা একদিকে আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখেন অপরদিকে দুনিয়ায় মগ্ন। বেলায়েতের উচ্চতম দরজায় পৌছিয়াও হুশ-জ্ঞান নষ্ট করেন না, তাহাদিগকে ছালেক আখ্যা দেওয়া হয়। স্মরণ রাখিবেন, নবীগণ আল্লাহ পাকের গুণের প্রকাশক এবং ওলিগণ নবীগণের গুণের প্রকাশক। বিভিন্ন নবীগণের অবস্থা বিভিন্ন ধরণের ছিল। এই জন্যই বিভিন্ন ওলিগণের অবস্থা বিভিন্ন ধরণের হইয়া থাকে। যাহারা বেলায়েতে ঈছাবী লাভ করেন তাহারা তারেকুদ্দুনিয়া হন। অর্থাৎ যাহারা হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালাম হইতে ফয়েজ পান তাহারা দুনিয়া ত্যাগী হন। যাহারা বেলায়েতে ছোলায়মানী লাভ করেন তাহারা সিংহাসন লাভ করেন। যাহারা বেলায়েতে নূহী পান তাহারা জালালী হন। যাহারা বেলায়েতে ইবরাহিমী পান তাহারা জামালী হন এবং যাহারা বেলায়েতে মোহাম্মদী পান তাহারা সমস্ত গুণাগুণ লাভ করেন। তাঁহারাই ছালেক। মোস্তফা আলাইহিছ ছালাতো ওয়া তাছলিমার মত সর্বগুণবান। আর যাহারা মজ্জুব তাঁহারা হযরত মুসা আলাইহিচ্ছালামের তরফ হইতে ফয়েজ পান। মুসা আলাইহিচ্ছালামের কদমের উপর তাহার মজ্জুব এই কারণে যে, فخر موسی صعقًا মুসা আলাইহিচ্ছালাম আল্লাহর নূরের একটুখানি ঝলক দেখিয়া হুশ-জ্ঞান হারাইয়া ছিলেন। তেমনি মজ্জুবগণের অবস্থাও অনুরূপ। ছালেকগণ হযরত রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার তরফ থেকে ফয়েজ লাভ করেন এবং তাঁহারই কদম মোবারকে ছালেকগণ অবস্থি'ত।

موسی ز هوش رفت بیك پر تو صفات

تو عین ذات می نگی در تبسے

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৯৫

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

হুজুর গাউছে পাক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন-

وكل ولى له قدم وانى
على قدم النبى بدر الكمالى

আঁ-হজরত সাল্লাল্লাহু আলাহিচ্ছালাম জঙ্গে বদরের দিন বলিয়াছেন- হজরত ছিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে, তুমি হযরত ইবরাহিম আলাইহিচ্ছালামের মত এবং হযরত ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে, তুমি হযরত নূহ আলাইহিচ্ছালামের মত। এই হাদীস বেলায়েত বন্টনের আসল হইতেছে।

ওলির পরিচয়

বন্ধুগণ! ওলিগণের পরিচয় পাওয়া বড়ই মুশকিল। সুলতানুল আরেফীন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলিয়াছেন- আওলিয়া আল্লাহগণ 'রহমতে এলাহির' দুলহিন স্বরূপ, মোহরেম ভিন্ন তাহাকে কেহ চিনিতে পারে না। এই জন্যই কথিত আছে ولى را ولى مى شناسد অর্থাৎ, ওলিকে ওলিই চিনিতে পারেন। শায়খ আবুল আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, খোদার পরিচয় সহজ কিন্তু ওলির পরিচয় কঠিন। কেননা, আল্লাহপাক তাঁহার জাত ও ছিফাতের মধ্যে মখলুক হইতে বহু উর্দ্ধে এবং সকল সৃষ্টিই তাহার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু ওলি সেকেল ও ছরত, আমাল ও আফআলের মধ্যে বিলকুল আমাদেরই মত (রুহুল বয়ান- ঐ আয়াত)- শরীয়তে জাহের এবং তরিকতে বাতেন। বাড়ীর সৌন্দর্য দরজায় রাখা হয় এবং মতিকে কৌটার মধ্যে রাখা হয়।

پرد هانش قفل در دل راوزها * لب خموش و دل پراز آوازها

কতক আওলিয়া আল্লাহ নিজের মর্ত্তবার কথা বলেন। উহা জুসে গায়ের এখতিয়ারীতে বলিয়া থাকেন انما انا بشر مثلكم এই ধরনের আওয়াজ ছিল এবং ايكم مثلى -এর মধ্যে শরীয়ত প্রমাণ করিয়াছেন।

لباس گدمى بهشها حهان نے آدمى جانا
مزمل بن كے انے تهے تجلى نتكے نكليں گے

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৯৬

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ نہ مقام چو و چرا ہے یہ
تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے-
لباس ادمی پھنھا جھان نے آدمی جانا
مزمل بن کے انے تھے تجلی نتکے نکلیں گئے

'মেশকাত বাব ফজলুল ফুকারার' মধ্যে আছে- আমার উম্মতের মধ্যে বহুলোক বিশ্রী শরীরে এবং বিকৃত চুলের অবস্থায় থাকিবে, যাহাদিগকে মানুষ তাহাদের দরজা হইতে ধমকী দিয়া তাড়াইয়া দিবে। যদি তাহারা আল্লাহর কাছে কছম করে তবে তাহাদের কছম পূর্ণ হইয়া যাইবে।

خاکساران جہاں را بحقارت منگر
توجہ دانی کہ درین گرد سوارے باشد

আজকাল মানুষ নিজের বিবেক দ্বারা অলি বানাইয়া নিয়াছে। কেহ বলে, অলি ঐ ব্যক্তি যিনি কেরামত দেখাইতে পারেন। কিন্তু ইহা ভুল। এই জন্যই আজায়েবাত অর্থাৎ আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী ৪ (চার) প্রকার- ১) মুজেজা, ২) আরহাছ, ৩) কেরামত ও ৪) এস্তেদরাজ।

মু'জেজা বলিতে ঐ আশ্চর্যজনক কাজকে বুঝায় যদ্বারা নবীগণ নবী এবং নবুওয়তের দাবী করিতে পারেন। যেমন- আছায়ে কালিম এবং দমে ঈসা আলাইহিচ্ছালাম। আরহাছ ঐ আশ্চর্যজনক কাজকে বলে যাহা নবুওয়ত লাভের পূর্বে নবীগণের হাতে প্রকাশ পাইত। যেমন- হযরত হালিমার ঘরে হুজুরে পাকের বরকত। কেরামত ঐ আশ্চর্যজনক কাজকে বলে যাহা নবীর উম্মতের হাতে প্রকাশ পায়। যেমন-হুজুর গাউছে পাক এবং হযরত সুলতানুল হিন্দ খাজা আজমিরী ও হযরত খাজা নক্‌শে বন্দী রাদিয়াল্লাহু আনহুমের কেরামত। আর এস্তেদরাজ ঐ আশ্চর্যজনক কাজকে বলে যাহা কাফেরের হাতে প্রকাশ পায় বহু। বহু অলৌকিক ও আশ্চর্যজনক কাজ শয়তানও প্রকাশ করিয়া দেখায়। সন্ন্যাসী-যোগী শত শত আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটায়। দাজ্জাল তো গজবই করিয়া দিবে। মুরদাকে জিন্দা করিবে, বৃষ্টিবর্ষন করিবে। অলৌকিক ও আশ্চর্যজনক কাজ করিতে পারিলেই যদি ওলি হওয়া যায় তবে শয়তান, দজ্জালও ওলি হওয়া দরকার। হযরত ছুফীয়ানে কেরাম বলিয়াছেন- বাতাসে উড়িলে যদি লোক ওলি হইত, তবে শয়তানও বড় ওলি হইত।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৯৭

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

কেহ বলেন, ওলি ঐ ব্যক্তি যিনি 'তারেকুদ্দুনিয়া' অর্থাৎ দুনিয়া ত্যাগী, যাহার ঘর বাড়ী, সংসার কিছুই নাই এবং ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা প্রচুর আছে সে ব্যক্তি ওলি হইতে পারেন- এইসবও ভুল ধারণা। হযরত ছোলায়মান আলাইহিচ্ছালাম, হযরত উছমান গণি, হুজুর গাউছুচ্ছাকালাইন, ইমামে আজম আবু হানিফা, মাওলানা রুমী রেদুয়ানুল্লাহে আলাইহিম আজমাঈন তাঁহারা এক একজন বড় মালদার (ঐশ্বর্যশালী) ছিলেন। তবে কি তাঁহারা ওলি নয় ? হ্যাঁ নিশ্চয়ই তাঁহারা ওলি। বহু সন্নাসী, মুনি-ঋষি দুনিয়া-ত্যাগী তবে কি তাহারাও ওলি? কখনও নয়।

অনেকে বে-আক্কেল মানুষকে ওলি মনে করে। বর্তমান সময়ে লোকে পাগল-দেওয়ানাকে ওলি মনে করিয়া থাকে। ইহাও ভুল ধারণা। আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, মজ্জুব হইতে ছালেক অতিশয় ভাল। কেননা, মজ্জুব বে-ফয়েজ আর ছালেক ফয়েজ ওয়ালা। মজ্জুব কমজোর, যেহেতু নূরের তাজাল্লীর সামান্য ঝলক সহ্য করিতে পারেনা। আর ছালেক শক্তিশালী, নূরের তাজাল্লিতে বিমোহিত-বিভোর।

হযরত ছুফীয়ানে কেরাম বলেন- দেখ, হাঁস দরিয়ায় সাঁতার কাটে আর পাখি বাতাসে উড়ে। মেয়ে লোক যখন কলস ভরিয়া পানি আনে তখন একটি কলস মাথায়, দুইটি বগলে রাখিয়া তবুও সঙ্গী-সাথীদের সহিত আলাপ-প্রলাপ করিয়া রাস্তা ঠিকমত দেখিয়া চলাচাল করে। তেমনি কামেল ঐ ব্যক্তি যাঁর মাথায় শরীয়ত, বগলের মধ্যে তরীকত এবং সম্মুখে দুনিয়া ঠিক মতো চালায়, অথচ আল্লাহর রাস্তা ঠিক রাখে। মসজিদে নামাজী, ময়দানে গাজী, কাছারীতে কাজী এবং বাড়ীতে পাক্কা দুনিয়াদার। ফলকথা, ঐ ব্যক্তি মসজিদে আসেতো ফেরেশতার খাছলত ধরে, বাজারে যায়তো মাতাব্বর সাজে।

কতক বেহুদা (অপদার্থ) মানুষ পীর দাবী করে কিন্তু নামাজ পড়ে না, রোজা রাখে না, শরা-শরীয়তের ধার ধারে না বরং ইয়ারকি মারে- আমি ক্বাবা শরীফে যাইয়া নামাজ পড়ি। সুবহানাল্লাহ, কাবা শরীফে গিয়া নামাজ পড়ে অথচ ভাত খায় এবং নজর নেয় মুরীদের বাড়ী হইতে। সে পাক্কা ভন্ড, পাক্কা শয়তান। বন্ধুগণ! এইসব নকল মানুষ হইতে সাবধান। যতক্ষণ পর্যন্ত হুশ-জ্ঞান বিদ্যমান থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের (ধর্ম-বিধানের) হুকুম আহকাম মাফ হইবে না।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ২৯৮

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

এই সমস্ত নকল মানুষদের জন্যেই কথিত হইয়াছে- "শয়তানী কাম কর নাম খুলাও ওলি, যদি ওলি, তবে লানত ঐ ওলির উপর।

کار شیطان میکند نامش ولی
گرولی این است لعنت برولی

ওলির সত্যিকার পরিচয়

এই কিতাবের প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি যে, আওলিয়া আল্লাহগণের বিভিন্ন মরতবা আছে এবং তাঁহারা বিভিন্ন নবীগণের বিভিন্ন গুণপনার প্রকাশক। এই জন্যই তাঁহাদের পৃথক পৃথক শান রহিয়াছে। সকলের মধ্যে একই আলামত তালাস করা নিতান্ত ভুল। দেখুন, একই হুকুমতের মধ্যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছে এবং এক এক ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীদের ভিন্ন ভিন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ রহিয়াছে। যেমন-চৌকিদার, দারোয়ান, দারোগা, পুলিশ এবং উকিল, মোক্তার এস.ডি ও পিয়ন বিভিন্ন জনের বিভিন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ রহিয়াছে এবং রেলওয়ে পি.আই.এ.সিভিল, কিংবা মিলিটারী বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট একই হুকুমতের কিন্তু প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাগণেরই পৃথক পৃথক পোষক-পরিচ্ছদ। কোরান-হাদীছের মধ্যে আওলিয়াগণের ভিন্ন ভিন্ন নমুনা বর্ণনা করা হইয়াছে। কাজেই সকলের মধ্যেই এক ধরণের নমুনা পাওয়া যাইবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম বলেন- ওলি ঐ ব্যক্তি যাহাকে দর্শন করিলে খোদার স্মরণ হয়। তাফসীরে খাজেন- আওলিয়া যে জায়গায় বসেন ঐ জায়গার জীব-জানোয়ার এবং দালান-কোঠা জাকের হইয়া যায়। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন- ওলি ঐ ব্যক্তি যাহার চেহারা জরদ এবং চক্ষু ভিজা ও পেট ভুখা। রুহুল বয়ান-

عاشقاں را شش نشان است ائے پسر
آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر
گرترا پرسند سہ دیگر کدام
کم خوردن و کم گفتن و خفتن حرام

কতক আওলিয়ায়ে কেরাম বলেন- ওলি ঐ ব্যক্তি যিনি দুনিয়া হইতে বে-পরওয়া হন এবং অনুক্ষণ আল্লাহর চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

অনেকে বলেন- ওলি ঐ ব্যক্তি যিনি ফরজসমূহ আদায় করেন এবং আল্লাহর বন্দেগীতে মগ্ন থাকেন। তাঁহার দিল নূরে এলাহির মারেফাতের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। তিনি দেখেন তো আল্লাহর কুদরত দেখেন, যখন শুনেন তো আল্লাহর কথা শুনেন, আর যখন বলেন তো আল্লাহর প্রশংসার সহিত বলেন এবং আল্লাহর এবাদত ও জিকির-ফিকিরে মগ্ন থাকেন। খাজায়েনুল এরফান- মুতাকাল্লেমীন বলেন যে, ওলি ঐ ব্যক্তি যাহার এতেক্বাদ ভাল, আমাল শরীয়ত অনুযায়ী। হাদীস শরীফে আছে- ওলি ঐ ব্যক্তি যিনি আল্লাহর জন্য মুহব্বত করেন এবং আল্লাহর জন্য দুশমনী রাখেন। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে কারিমে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় দিয়াছেন। ছুরায়ে ফাতাহ'র শেষে আছে والذين معه اشداء على الكفار অর্থাৎ আমার প্রিয় নবীর সাথী (আওলিয়া) ঐ ব্যক্তি যার মধ্যে এই আলামতগুলি পাওয়া যায়- কাফেরদের উপর শক্ত-কঠিন, মুসলমান ভাইয়ের উপর নরম, রুকু-সেজদা করণেওয়ালা, খোদার ফজল ও সন্তুষ্টি তালাস করণেওয়ালা এবং তাহাদের মুখমন্ডলে সেজদার আলামত পাওয়া যাইবে। ঐ আয়তে এরশাদ হইয়াছে যে ওলি ঐ ব্যক্তি যিনি ঈমানদার এবং পরহেজগার হইবেন। কোরান মজীদে অন্যত্র আছে যে, ওলি ঐ ব্যক্তি যিনি নামাজ পড়েন এবং যাকাত প্রদান করেন। এই সমস্ত চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, এবারত ভিন্ন ভিন্ন বটে, কিন্তু মজমুন্ সকলেরই এক। যেহেতু প্রত্যেক এবারতের মধ্যে ওলির এক একটি গুন বর্ণনা করা হইয়াছে। আল্লাহর নৈকট্য যাহার লাভ হইয়াছে তাহার মধ্যে এই সমস্ত গুণসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত আলামতসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওলির জন্য পরহেজগারী অপরিহার্য। কিন্তু কোন বদ্ মজহাব যথা, হিন্দু, ঈসাই, কাদিয়ানী বনাম আহমদী, রাফেজী, ওয়াহাবী প্রভৃতি অবলম্বনকারীরা যতই এবাদত বন্দেগী তথা পরহেজগারী এখতিয়ার করুক না কেন, ওলি হইতে পারিবে না। যেহেতু, তাদের ঈমান নাই। ঈমান বিহীন আমলও মূল্যহীন।

বন্ধুগণ! জানিয়া রাখুন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত ব্যতীত কোন ফেরকা বা দলের মধ্যে আওলিয়া আল্লাহ হয় নাই। দিল্লী, আজমীর শরীফ, পাকপাটন শরীফ এবং বাগদাদ শরীফ সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতেরই জায়গা।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ৩০০

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ওয়াহবী, রাফেজী ইত্যাদির কোথায়ও কোন ওলি নাই। চিশতী, কাদেরী, নকশেবন্দী এবং সোহরাওয়ার্দী সকলেই ছুন্নী। ওয়াহাবীদের কেন্দ্র নজদে, দেওবন্দে শিয়াদের কেন্দ্র ইরানে, কাদিয়ানীদের কেন্দ্র কাদিয়ানের মধ্যে ওলি হয় না। ঐ কেন্দ্রসমূহে কি কখনও কোনদিন ওরস করা হয়? ঐ সমস্ত জায়গা হইতে কি রুহানী ফয়েজ জারী হয়? কখনও নয়। তদ্রুপ বদ আমলকারী ফাছেক, ফাজের যদিও বাতাসেও উড়ুক তবু ওলি নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত হুশ-জ্ঞান থাকিবে, শরীয়তের পাইরুবী করিতেই হইবে। শরীয়ত তরীক্বতের খুঁটি। অথবা তরীক্বত যেমন সমুদ্র এবং শরীয়ত তেমনি নৌকা।

میپندر کرداہ صفا * توان رفت خیز درپیی مصطفے

আওলিয়ায়ে কেরামের মরতবা

আওলিয়া আল্লাহগণের মরতবা অসীম। কেহ কেহ সাধনা রিয়াজত দ্বারা তাহা হাছেল করেন, যথা- ঈমান ও পরহেজগারী ইত্যাদি। কোন কোন অলি বেলায়েত কেবল আল্লাহর ফজল ও করমের দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন। যেমন এরফান, ক্বোরব্ খাছ মক্বুলীয়াত এবং ফানা, বাক্বা ইত্যাদি। হাদীস শরীফে আছে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন- আমার সাহাবীদিগের একমুষ্ঠি যব খায়রাত করা অন্যান্যদের পাহাড় সমতুল্য স্বর্ণ খায়রাত করা হইতে অধিকতর উত্তম (মেশকাত বাব ফাজায়েলে ছাহাবা)। ফলকথা এই যে, মক্বুলীয়াতে খাছ আল্লাহর ফজল। অতএব, কোন গাউছ, কুতুব, সাহাবীদের সমতুল্য হইতে পারিবে না।

বেলায়েতের ৩টি সুরত আছে। অর্থাৎ, বেলায়েত তিন প্রকারের। যথা- (১) পিত্রী (২) ওয়াহাবী ও (৩) কাছবী। যাহারা মাদারজাদ (আজন্ম) ওলি হন তাঁহাদিগের বেলায় 'বেলায়েতে পিত্রী' নামে অভিহিত। হযরত গাউছুল আজম শায়খ আবদুল কাদের জিলানী এবং শায়খ আহমদ ফারুকী মুজাদ্দেদে আলফে ছানী রাদিয়াল্লাহু আনহুম এই শ্রেণীর ওলি ছিলেন। কাজেই হযরত গাউছুচ্ছাকালাইন যখন মাতৃক্রোড়ে তখন রমজানের দিনে মাতৃদুগ্ধ পান করিতেন না। তাঁহার মাতৃদুগ্ধ পান করা না-করা চাঁদ উঠা না-ওঠা-র প্রমাণ করিত। হযরত ইসা আলাইহিচ্ছালাম জন্ম হইয়াই তাঁহার মাতার বুজুর্গী এবং স্বীয় নবুওয়তের স্বাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ৩০১

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তিনি মাদার্‌জাদ ওলি (জন্ম-তপস্বী)। কেননা প্রত্যেক নবী ওলি হন। তাঁহাদের যেই বেলায়েত তাহাই 'বেলায়েতে পিত্‌রী'।

'বেলায়েতে ওয়াহাবী' যাহা কোন আল্লাহ ওয়ালার নজরে করমের দ্বারা হাছেল হয়। যেমন- হযরত গাউছেপাক চোরকে কুতুব বানাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাই বেলায়েতে ওয়াহাবী । যেই যাদুকর হযরত মুসা আলাইহিচ্ছালামের মোকাবেলায় আসার পূর্বে ফাছেক ও ফাজের ছিল সেই কিন্তু মুসা আলাইহিচ্ছালামের নেগাহে ফয়েজের দ্বারা মোমেন ছাহাবী ছাবের এবং শহীদ হইয়া গেল। কিমিয়া তাম্রকে স্বর্ণ বানাইয়া দেয়। কিন্তু মুছা আলাইহিচ্ছালামের নজরে খাকছার (মাটি) কিমিয়া হইয়া গেল। ইহাই বেলায়েতে ওয়াহাবী। বরং হারুন আলাইহিচ্ছালামের নবুওয়তও বেলায়েতে ওয়াহাবী। যেহেতু, মুসা আলাইহিচ্ছালামের দোয়াতেই তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

'বেলায়েতে কাছ্‌বী' যাহা মেহনত, রিয়াজত ও এবাদতের দ্বারা হাছেল হয়। কিন্তু 'বেলায়েতে কাছবী' হইতে বেলায়েতে ওয়াহাবী ও ফিত্‌রী অধিকতর ভাল। যেমন- চেরাগ ও লণ্ঠন হইতে চন্দ্র ও সূর্য অধিকতর ভাল, অধিকতর কাম্য। কেননা ইহাদের মধ্যে বান্দার কোন দখল নাই এবং চেরাগ ও লণ্ঠনের মধ্যে বান্দার কার্য-কৌশল বিদ্যমান।

মেশকাত শরীফ বাব জিক্‌রুল য়্যামন ওয়া শ্যমের মধ্যে আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন- মূলকে শ্যামের মধ্যে হামেশা ৪০ জন আবদাল থাকিবেন, যাহাদের বরকতে জমিন বাসীদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হইবে। মেশকাতের শরাহ মেরকাতের মধ্যে আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন- আমার উম্মতের মধ্যে হামেশা ৩০০ জন আওলিয়া হযরত আদম আলাইহিচ্ছালামের নক্‌শে কদমের উপর থাকিবে, ৪০ জন মুসা আলাইহিচ্ছালামের কদমের উপর, ৭ জন হযরত ইবরাহীম আলাইহিচ্ছালামের কদমের উপর এবং ৫ জন থাকিবে যাহাদের ক্বালব হযরত জিবরাঈল আমীনের মত হইবে, ৩জন হযরত মিকাঈল আলাইহিচ্ছালামের ক্বালবের মত হইবে এবং ১ জন হযরত ইসরাফীল আলাইহিচ্ছালামের ক্বালবের মত হইবে। যখন তাহাদের মধ্যে হইতে ১ জনের ইন্তেকাল হইবে তখন ঐ ৩০০ জন হইতে আনিয়া ঐ স্থান পূর্ণ করা হইবে। ৩ জনের মধ্যে হইতে কমিয়া গেলে ঐ ৫ জনের মধ্যে হইতে আনিয়া পূর্ণ করা হইবে। ৫ জন এর মধ্যে কমতি হইলে ৭ এর মধ্য হইতে এবং ৭ জন এর মধ্যে কম্‌তি হইলে উক্ত ৪০ জন এর মধ্য হইতে আনিয়া সে স্থান পূর্ণ করা হয়।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ৩০২

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আর উল্লিখিত ৩০০ জন এর মধ্যে কম্‌তি হইলে আম্মাতুল মুসলেমীন হইতে আনিয়া সেই স্থান পূর্ণ করা হইবে। আবু উছমান মাগরেবী বলেন- আবদাল ৪০ জন, আম্‌না ৭ জন, খোলাফা ৩ জন এবং কুতুবে আলম ১ জন। ঐ কুতবে আলমকে ঐ ৩ জন খলিফা ভিন্ন কেহই চিনিতে পারে না। শায়খ মুহিদ্দীন ইব্‌নে আরাবী বলেন- কুতুবের দ্বারা আলম ঠিক থাকে। তাঁহার ডাইনে ও বামে ২ জন উজীর থাকেন। ডাইনের উজীর আলমে আরওয়াহ এবং বামের উজীর আলমে আজছামের হেফাজত করেন। তাহাদিগের অধীনে ৪ জন আওতাদ আছেন। তাঁহারা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই দিকসমূহের হেফাজত করেন এবং ৭ জন আবদাল ৭ম আকাশের হেফাজত করিয়া থাকেন।

তাফসীরে রুহুল বয়ানে সূরায়ে মায়েদায় আছে- وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا এই জায়গায় ছাহেবে রুহুল বয়ান বলেন যে, কুতুবের এন্তেকালের পর তাঁহার বামের উজীর তাঁহার স্থলবর্তী হন এবং ডাইনের জন বামের হইয়া যান। অতঃপর নিম্ন হইতে কাহাকেও ফয়েজ দিয়া ডাইনের উজীর বানানো হয়। এই নীতিতে ডাইনের জন বামের জন হইতে অধিকতর ভাল। ইহাই মারেফত পন্থীদের গুরুত্বের প্রতি এই আয়াতে ইশারা হইয়াছে।

فاصحب الميمنه ماصحب الميمنه واصحب المشئمة ما اصحب المشئمه

সুফীয়ানে কেরামের নিকটে এই উভয়টি মানাফি। বাম দিকের উজীর জালালী এবং ফানাফিল্লাহগণের মধ্যে শামিল। ডাইন দিকের উজীর জামালী এবং বাক্বাবিল্লাহগণের মধ্যে শামিল (রুহুল বয়ান)।

এই পর্যন্ত আওলিয়া আল্লাহগণের সংখ্যা বর্ণনা করা হইল। যাঁহারা লোকদের খেদমত করিয়া থাকেন- তাহাদিগকে 'তাক্‌বিনি ওলি' বলা হয়, যাহাদের জিম্মায় দুনিয়াবী এন্তেজাম রহিয়াছে। বাকী অন্যান্য আওলিয়া গণনার বাহিরে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন- যে স্থানে ৪০ জন পরহেজগার মুসলমান একত্রিত হন নিশ্চয়ই তাঁহাদের মধ্যে কোন একজন ওলি থাকেন। এই জন্যেই জানাজার নামাজের মধ্যে ৪০ জন লোক হওয়ার জন্য চেষ্টা করা হইয়া থাকে। তাহাদিগকে তাশ্‌রিঈ ওলি বলে। তাহাদের মধ্যে কতক ওলি নিজের বেলায়েতের খবর রাখেন না।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আওলিয়া আল্লাহ্‌গণের ফজিলত

আওলিয়া আল্লাহ্‌গণের ফজিলত অগণিত। তম্মধ্যে কিছু মাত্র এখানে উল্লেখ করা হইতেছে। আকাশ চন্দ্র, সূর্য ও তারকাসমূহের দ্বারা কায়েম আছে এবং জমীন আওলিয়া-আল্লাহগণের দ্বারা। জাহেরী নূর বা আলো চন্দ্র সূর্যের দ্বারা এবং বাতেনী নূর বা আলো আওলিয়াগণের দ্বারা। আওলিয়াগণের অশেষ ফজিলত বয়ান করা হইয়াছে। কোন জায়গায় বলা হইয়াছে- হক্কের তরবারী দ্বারা যাহাদিগকে কাতল করা হইয়াছে তাহাদিগকে মুরদা বলিওনা। কোথাও বলা হইয়াছে- তাহাদিগকে মুরদা জানিও না, বরং তাহারা আল্লাহর দরবারে জিন্দা আছেন যাহারা সর্বদা রিজিক প্রাপ্ত হয়। কোন স্থানে বলা হইয়াছে- তাহাদের কোন ভয় নাই। কোথায়ও বলা হইয়াছে তাহাদের জন্যে দুনিয়ায় সুসংবাদ রহিয়াছে। যেমন নৌকা মাল্লা ব্যতীত চলিতে পারে না, তদ্রুপ জিন্দেগীর নৌকা আওলিয়া আল্লাহ ব্যতীত গন্তব্য স্থানে পৌছাতে পারে না। যেমন শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গোস্ত রগের সাহায্যে হাড্ডি পর্যন্ত পৌছিয়াছে। যদি রগ মধ্যে না থাকিত তবে একে অন্যের সম্বন্ধ থাকিত না। তদ্রুপ আওলিয়া আল্লাহ্‌গণের দ্বারা নবী এবং উম্মতের মধ্যে সম্বন্ধ কায়েম হইয়াছে। যদি আওলিয়াগণ না হইতেন তবে নবী এবং উম্মতের মধ্যে সম্বন্ধ হইত না। আওলিয়াগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জিন্দা মুজেজা। তাঁহাদের কেরামতে কামালে মোস্তফা জাহের হয়। যখন শাহানশাহর গোলামের মধ্যে এই শক্তি, তখন শাহানশাহার মধ্যে কী পরিমাণ শক্তি থাকিতে পারে।

کونین مین کیا طاقت ہوگی * مصطفے تیری شوکت پہ لا کہوسلام

বিজলী পাওয়ার হাউজে তৈরী হয়। কিন্তু তার এবং খাম্বাসমূহের দ্বারা শহরে বন্দরে এবং গ্রামসমূহে পৌছিয়া থাকে। আবার বিভিন্ন প্রকারের বাল্বের দ্বারা বিভিন্ন রঙ্গের আলো পাওয়া যায়। ঐ বিজলীর দ্বারা মেশিন চালানো হয় এবং বহু বড় বড় কাজে আসে। তদ্রুপ মদীনা মুনাব্বরা ঈমানী পাওয়ার হাউজ, সেথায় ঈমানের বিজলী তৈয়ার হয় এবং চারি ত্বরীকা চিশতীয়া, ক্বাদরীয়া, নক্‌শেবন্দীয়া, সোহরাওয়ার্দী ইত্যাদি ঐ বিজলীর তার, প্রত্যেক ছিল-ছিলার পীরগণ ঐ তারের খাম্বা এবং আওলিয়া আল্লাহ রঙ্গ-বেরঙ্গের বাল্ব। চিশতীয়া, ক্বাদরীয়া, নকশে বন্দীয়া, সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে একই বিজলীর আলোক। কিন্তু ত্বরীকার মতবাদ বিভিন্ন রঙ্গের বাল্বের কারণে।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ৩০৪

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আবার তাদের মধ্যে কেহ নিজেই পাওয়ার ওয়ালা, কেহ হালকা, কেহ জামালী, কেহ জালালী। বিজলীর খাম্বা ওঠাইয়া ফেলা কিংবা তার কাটিয়া দেওয়া হুকুমতের দরবারে অপরাধী। তদ্রুপ আওলিয়ায়ে কেরামগণের বিরোধী, আল্লাহর হুকুমতের বিরোধী অপরাধী। জঙ্গলের মরা হালকা পাতা বাতাসে ওলট-পালট করে, কিন্তু ঐ মরা হালকা পাতা কোন ভারী পাথরের নীচে পড়ে তবে বাতাস হইতে নিরাপদ থাকে। তদ্রুপ, দুনিয়া একটি বিরাট জঙ্গল এবং মানবের দিল হালকা পাতা, এই দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট এবং অভাব-অনটন এই বিভিন্ন প্রকারের হওয়ায় আমাদের দ্বীলের কোন বিশ্বাস নাই যে, কোন সময় দ্বীলকে বাতাসে নিজ জায়গা হইতে সরাইয়া দেয় এবং কোন ধরণের টেউ আসিয়া জানি নিয়া যায়। কাজেই নেহায়েৎ দরকার যে, মানুষ কোন ওলির পিছনে থাকে। আওলিয়া-আল্লাহ মানুষের দ্বীলের জন্য ভারী পাথর স্বরূপ। আলা হজরত বলিয়াছেন-

دل عبث خوف سی پتا اڑاجاتا ھے
بلہ ھلکا سھی بھاری ھے بھر و سرتڑا

দুনিয়া স্থির আছে পাহাড়সমূহের দ্বারা। যদি পাহাড়সমূহ দুনিয়ার জন্য কীলক বা পেরেক না হইত তবে দুনিয়া থর থর করিয়া কাঁপিত। তদ্রুপ, আলমও স্থির আছে আওলিয়াগণের দ্বারা। তাঁহারা এই আলমের কীলক বা পেরেক। এই জন্যেই আওলিয়াগণের এক জমাতকে আওতাদ বলে। অর্থাৎ আলমের পেরেক। এই দুনিয়ার প্রত্যেক জিনিস মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পৃথক হইয়া যায়। কিন্ত আওলিয়া আল্লাহ্গণ ইহকালে ও পরকালেও আমাদের কাজে আসেন। অর্থাৎ কবর ও হাশরে আমাদের কাজে আসেন। সাহেবে রুহুল বয়ান লিখেন- কিয়ামতের দিন লোকদিগকে তাহাদের পীরগণের ছিল ছিলার নামে ডাক দেওয়া হইবে। যথা- আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يوم ندعوا كل اناس بامامهم

অর্থঃ আমি ঐ দিন প্রত্যেক মানুষকে তাহার ঈমামের নামের সহিত ডাকিব। যেমন বলা হইবে হে ক্বাদেরীগণ। হে চিশতীগণ। হে নক্শেবন্দীগণ। হে সোহরাওয়ার্দীগণ চলো। হে হানাফীগণ হে শাফেঈগণ। হে মালেকীগণ। হে হাম্বেলীগণ! চলো। দুনিয়ায় যার পীর নাই তার পীর শয়তান। তাহাদিগকে ডাক দেওয়া হইবে- হে শয়তানের দল, আস।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

রুহুল বয়ান এবং শরহে কাছিদায়ে খরফুতী- কিয়ামতের দিন ভিন্ন ভিন্ন ঝান্ডা ভিন্ন ভিন্ন ঈমামগণের হস্তে থাকিবে এবং প্রত্যেক দল তাহাদের ঈমামের ঝান্ডার নীচে থাকিবে। ছবর অর্থাৎ ধৈর্য বা সহনশীলতার ঝান্ডা হযরত ঈমাম হুছাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তে থাকিবে। ছাবেরীন অর্থাৎ ধৈর্য ধারণকারীগণ ঐ দিন ঐ ঝান্ডার নীচে থাকিবেন। ছাখাওয়াত অর্থাৎ দানশীলতার ঝান্ডা ঐ দিন হযরত উছমানগনী রাদিয়াল্লাহুতালা আনহুর হস্তে থাকিবে এবং তথায় শাকেরীন থাকিবেন। সুজাআত অর্থাৎ বাহদুরীর ঝান্ডা ঐ দিন হযরত শের এ খোদা আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তে থাকিবে। বাহাদুর এবং গাজীগণ ঐ দিন উক্ত ঝান্ডার নীচে থাকিবেন। ফলকথা, কিয়ামতের দিন বড়ই লুৎফের দিন হইবে। হে আমার আল্লাহ! ঈমানের উপর খাতেমা নছীব করুন।

فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا
کہ انکی شان محبوبی دیکھائی جانیوالی ہے

রোজ হাশর কায়েম হইবার কারণ মাত্রই এই যে, আল্লাহ তাঁহার মাহবুবের শানকে প্রকাশ করিবেন। আওলিয়া আল্লাহ্গণ হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জিন্দা মুজেজা, এবং ইসলামের হক্কানীয়াতের প্রকৃষ্ট দলিল। ইসলাম ধর্মে ৭৩টি দল রহিয়াছে। তম্মধ্যে আহলে সুন্নত ব্যতীত কোন দলের মধ্যেই ওলি নেই। কাদিয়ানী, ওয়াহাবী, শিয়া কেহই ওলি নয়। কেননা ঐ সমস্ত দল বাতেল। দেখুন, হযরত মুসা আলাইহিচ্ছলামের ধর্ম যতক্ষণ পর্যন্ত মুলতবি হয় নাই ততক্ষণ পর্যন্ত বহু ওলি হইয়াছেন। আছহাবে কাহাফ, আছুফ ইবনে বরখিয়া এবং হযরত মরীয়াম আলাইহাচ্ছালাম ঐ ধর্মের আওলিয়া। কিন্তু যখন হইতে ঐ ধর্ম মূলতবী করা হইল, তখন হইতে কোন ইহুদী ইছরাঈলী ওলি হইতে পারে না, পারিবে না। কোন দলে আলেম থাকা ঐ দল সত্য হওয়ার দলীল নহে। কিন্তু আওলিয়া আল্লাহ থাকা ঐ দলের সত্যতার প্রকৃষ্ট দলীল। যেহেতু, আলেমগণ শুনিয়া বলেন এবং ওলিগণ দেখিয়া বলেন।

পূর্ববর্ণিত আয়াত শরীফের তাফসীর

বন্ধুগণ! এ পর্যন্ত যহা কিছু লিখিত এবং ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহা শুধু আয়াত শরীফের মর্মোপলব্ধির ভূমিকা মাত্র।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ৩০৬

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

এক্ষণে, তাহার তাফসীর করা হইতেছে। গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ কিংবা শ্রবণ করিয়া নিজ ঈমানকে দৃঢ় ও সতেজ করুণ।

الا ان اولیا الله যেই 'মজমুন'কে এনকার করিবার সম্ভবনা থাকে সেই স্থানে আরবী ভাষায় الا 'আলা' অথবা ان 'ইন্না' কিংবা لها 'হা' এইরূপ হরফে তাম্বী ও তাকিদ ব্যবহৃত হয়। যেহেতু আল্লাহর এলেম ছিল যে, আওলিয়া আল্লাহর ফাজায়েল এবং কামালাত, তাঁহাদের মারাতেব এবং দারাজাত এবং তাহাদের শক্তি ও ক্ষমতা-সমূহের মুনকের বহু হইবে, সেইহেতু ঐ মজমুনকে ঐ রূপ দুইটি 'হরফে তাকিদের' দ্বারা আরম্ভ করা হইয়াছে। যথা الا ان খবরদার নিশ্চয়ই। 'আওলিয়া' ওলির জমা অর্থাৎ বহু বচন। ওলি শব্দের কতক অর্থ আছে-ক্বরিব, দোস্ত, নাছের, মদদগার। এখানে ওলি অর্থ ক্বরিব অথবা নাছের অথবা দোস্ত অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করণেওয়ালা আল্লাহর দোস্ত, কিংবা আল্লাহর ধর্মের সাহার্য্যকারী আল্লাহর দোস্ত। আওলিয়া আল্লাহ তিনি হন যাহাকে আল্লাহ বাছাই করিয়া নেন। আর শয়তানের দোস্ত ঐ ব্যক্তি যাহাকে শয়তান অথবা আমাদের নফছ বা প্রবৃত্তি বাছাই করিয়া লয়। তাহাদিগকে-

اولیاء الشیاطین - یا - اولیاء من دون الله - یا - حزب الشیطان

অর্থাৎ শয়তানের দোস্ত অথবা আল্লাহ ভিন্ন অন্যের দোস্ত কিংবা শয়তানের লস্কর বলা হয়। কোরআনে কারিমে اولیاء من دون الله

আল্লাহ ভিন্ন অন্যের দোস্ত এর প্রতি কঠোর শাসনের বানী আসিয়াছে এবং তাহাদিগকে যাহারা মানিবে তাহাদিগকে কাফের বলা হইয়াছে। কিন্তু আওলিয়া আল্লাহর শানে বর্ণিত আয়াত শরীফে তারিফ প্রশংসা আসিয়াছে। এই জন্যেই শুধু আওলিয়া আল্লাহ বলা হইয়াছে যেন, শয়তান দুরে থাকে।

لا خوف علیهم ولا هم یحزنون

আয়েন্দা অর্থাৎ আসন্ন ক্ষতি হওয়ার ভয়কে খৌফ বলা হয়। আর অতীত যুগের চিন্তাকে গম্ বলা হয়। অতএব, আওলিয়া আল্লাহর জন্য না আয়েন্দার (ভবিষ্যতের) ভয় না অতীত যুগের চিন্তা (অনুশোচনা) কিছুই নাই। এই সমস্ত লোক অর্থাৎ আওলিয়া-আল্লাহ এই উভয়বিধ মুছিবত হইতে মুক্ত। বহুলোক প্রশ্ন করিয়া থাকে আওলিয়া আল্লাহ কিরূপে নির্ভীক বা ভয়শূন্য হইতে পারেন?

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ৩০৭

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ভয়তো ঈমানের মধ্যে শামিল। ঈমান ভয় ও আশার উপরই নির্ভর করে এবং স্থিতি লাভ করে। আল্লাহর ভয়, কিয়ামতের ডর এবং ঈমান সহকারে মৃত্যু হয় কিনা এই ভয় সকলেরই তো আছে। (হেকায়েত) মোল্লা আলী ক্বারী শরহে ফেকহে আকবরের মধ্যে লিখিয়াছেন- হযরত বায়েজিদ বোস্তামী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর নিকট একদা এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিয়া ছিল হে বায়েজিদ! আপনার দাঁড়ী ভাল, না আমার বলদের লেজ ভাল। তিনি উত্তরে বলিলেন- মা, যদি আমার 'খাতেমা বিল খায়ের' হয় তবে আমার দাড়ী তোমার বলদের লেজ হইতে বহুৎ ভাল। আর যদি মৃত্যুর সময় ঈমান-হারা হইয়া যাই তবে তোমার বলদের লেজই আমার দাঁড়ী হইতে ভাল। কেননা তখনতো আমি জাহান্নামী হইয়া যাইব।

বায়েজিদ বোস্তামী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সুলতানুল আরেফীন হইয়াও তাহার এত ভয়, তবে এই আয়াতের কি অর্থ হইতে পারে?

এই প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর আছে। ১ম উত্তর ঃ এই ভয় দুই প্রকার (১) মুজির এবং (২) মুফিদ মুজির। অর্থাৎ ক্ষতির ভয় নাই, নাই ফায়দার ভয়ও। এই জন্যেই عليهم আলাইহিম বলা হইয়াছে لهم লাহুম বলা হয় নাই। আলা ক্ষতির জন্য আসিয়া থাকে। কোরআনে কারিমে কোন কোন জায়গায় ভয়কে خشية খাশিয়াত বলা হইয়াছে।

যথা-

لرءيته خاشعا متصدعا من خشية الله

অথবা, انما يخشى الله من عباده العلماء

যদি কেহ ঠান্ডার ভয়ে অথবা দুনিয়ার ক্ষতির ভয়ে নামাজ না পড়ে, মসজিদে না যায় কিংবা যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি হইতে দূরে থাকে, অথবা চাকুরীর ভয়ে দাঁড়ী না রাখে। এই ক্ষতি, ঐ ভয়। অর্থাৎ আওলিয়া আল্লাহগণের জন্য এই সমস্ত বিষয়সমূহের ভয় নাই। ওলি কাহাকে ভয় করিবেন? সমস্ত আলমই ওলিকে ভয় করে। আওলিয়া আল্লাহগণ বাঘের উপর সওয়ার হইতেন। তাঁহাদের নাম শুনিয়া শয়তান পলায়ন করে। হযরত ছফিনা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যিনি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গোলাম ছিলেন, জঙ্গলের বাঘ তাহাকে রাস্তা দেখাইয়া দিতো এবং তাহার সম্মুখে কুকুরের মত লেজ নাড়িয়া নাড়িয়া চলিতো। যখন আলমের সকলে তাহাকে ভয় করে তখন তিনি কাহাকে ভয় করিবেন?

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তাঁহারা সত্য কথা বলিতে কাহাকেও ভয় করেন না। হযরত মুজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বাদশাহ আকবরের নিজের বানানো 'দ্বীনে এলাহী'কে চুরমার করিয়া দিলেন। তাঁহারা কোন বাদশাকে ভয় করিতেন না। অবশেষে সকলেই তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিত। যেমন বাদশাহ আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান হযরত মুজাদ্দেদে আলফেছানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

আওলিয়া আল্লাহ্‌গণ কখনো এমন কাজ করিতেন না, যার পরিনাম ভাল নহে। কেননা সদা সর্বদা তাহারা আল্লাহর জিকিরে মগ্ন থাকিতেন। তাঁহারা খেলাধুলা, আজে বাজে এবং নাজায়েজ কথা বার্তার সময় পাইতেন না। তবে আবার তাঁহাদের ভয় ও চিন্তা কিসের?

ঐ প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তর এই- বর্ণিত আয়াতে কারিমা কিয়ামতের দিন সম্বন্ধে আসিয়াছে। অর্থাৎ ঐ দিন সকলেরই আয়েন্দা হিসাব কিতাবের খটকা, পুলছেরাত, দোজখ, আল্লাহর গজবের ভয় এবং নিজের অতীত জীবনের চিন্তা (অনুশোচনা) ও নাদামাত (অপমান) হইবে। কিন্তু আওলিয়া আল্লাহ এই উভয় বিশ্ব ভয় হইতে আজাদ।

ছুফিয়ান কেরাম বলিয়াছেন- এইস্থানে (আয়াতে) আওলিয়া বলা হইয়াছে আম্বিয়া বলা হয় নাই। অর্থাৎ বর্ণিত আয়াত শরীফে اولياء الله আওলিয়া আল্লাহ বলা হইয়াছে انبياء الله আম্বিয়া আল্লাহ নহে। কেননা ঐ দিন আওলিয়া আল্লাহ ব্যতীত সকলেই ভয়ে আতঙ্কিত হইবেন। আম্মাতুল মুসলেমীন বা আম মুসলমানগণ নিজ নিজ জানের ভয়ে এবং আম্বিয়ায়ে কেরামগণ সারা জাহানের ভাবনায় ভাবিত ও ভীত হইবেন। নবীগণ নিজ উম্মতের যে দোজখে যাইবে তার চিন্তায় এবং বাকী উম্মতের ভয়ে আকুল থাকিবেন।

এই জন্যেই ঐ দিন নবীগণ পুলছেরাতের উপরে رب سلم سلم রাব্বি ছাল্লিম ছাল্লিম বলিতে থাকিবেন। কিন্তু আওলিয়া আল্লাহ্‌গণের না নিজের না অন্যের ভয় ও চিন্তা থাকিবে, যেহেতু তাঁহারা শাফায়াতের জিম্মাদার নহেন। তাফসীরে রুহুল বয়ান হাদীস শরীফে আঁ'হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন- কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের আওলিয়াগণকে নবীগণ ঠাট্টা করিবেন।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ৩০৯

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ইহার মতলব এই যে, যেমন- কোন বাদশাহ তাহার জিন্দেগানীতে কোন আজাদ গরীব মানুষকে ঠাট্টা করিয়া থাকেন- 'বাহ্! কী সুন্দর আরামের জিন্দেগীই না তাহার'! তদ্রুপই হইবে নবীগণের ঠাট্টা। আওলিয়াগণের নিজের হিসাবের ভয় থাকিবেনা। কেননা, কিয়ামতের দিন আমরা হিসাব দিব। কিন্তু আওলিয়াগণ আল্লাহর নিকট হইতে হিসাব নিবেন। যখন আমীন মালেকের আমানত হইতে বেশী বেশী মালেকের কাছে খরচ করিয়া থাকে, তখন আমীন মালেকের নিকট হইতে হিসাব নিয়া থাকে। আর যদি সমান সমান অথবা কম খরচ করিয়া থাকে তবে সে আমিন মালেককে হিসাব দেয়। তদ্রুপ যাহারা ৪০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ ছিল। সেই ব্যক্তি যদি ঐ পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা কম আদায় করিয়া থাকে,তাহা হইলে সে আল্লাহকে হিসাব দিবে। পক্ষান্তরে যেই ছিদ্দিক এবং ফারুক ও তাঁহাদের অনুসারীগণ নিজেদের সব কিছু একমাত্র আল্লাহ পাকের রাস্তায়ই খরচ করিয়াছেন এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর বন্দেগীতে লুটাইয়া দিয়াছেন তাঁহারা নিজেদের হিসাব আল্লাহর নিকট হইতে নিবেন। তাঁহাদের জন্য হিসাবের দিন বড়ই খুশীর দিন হইবে। এই জন্যেই কালামে পাকে ইরশাদ হইয়াছে।

لاخوف علیهم ولا هم یحزنون ওলিদের কোন ভয় নাই, নাই কোন চিন্তা তাহাদের তাঁহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দামানের মধ্যে এত আরামে শুইবেন যে, কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা একেবারেই তাহাদের খবর হইবে না, জ্ঞাত হইবে না।

ڈھونڈا ھی کرین صدر قیامت کے سپاھی
وہ کس کو ملے جو ترے دامان مین چھپا ھون

কিন্তু হুজুর শাফিউল মুজনেবীন রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সমস্ত আলমের হিসাবের চিন্তা থাকিবে। একবার হযরত ছিদ্দিকাতুল ক্বোরবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহু! কিয়ামতের দিন আপনাকে কোথায় তালাস করিলে পাওয়া যাইবে? হুজুরে পাক উত্তরে বলিলেন- মিযানে কিংবা পুলছেরাতে অথবা হাউজে কাওসারে।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ৩১০

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

হুজুরে সরকারে দো-আলম শাফীউল মুজনেবীন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিন উক্ত তিন জায়গায় উপস্থিত থাকিয়া- কোন সময় সেজদায় পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সুপারিশ করিবেন। কোন সময় পুলছেরাত হইতে পড়িয়া যাইতেছে এমন লোকদিগকে ধরিয়া উঠাইবেন। কোন সময় গোনাহাগার উম্মতের হাল্কা পাতলা পাল্লাকে ভারী করিয়া দিতে থাকিবেন। কেহ দামানে ধরিয়া রাখিবে, কেহ নিরাশ হইয়া হুজুরকে ডাকিতে থাকিবে- হুজুর, আমার দিকে আসুন। ওজন আরম্ভ হইবে, কেহ কেহ হুজুরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিবে। কোন কোন ব্যক্তিকে ফেরেশতায় দোজখে নিয়া যাইতে থাকিবে, এমন সময় তারা বার বার হুজুরের দিকে তাকাইয়া দেখিতে থাকিবে। ফলকথা, হুজুর রহমতে আলম শাফীউল মুজনেবীন এক জান আর চিন্তা সারা জাহানের।

کوئی قریب توازو کوئی لب کوثر

کوئی صراط په انکو پکارتا هوگا

کسی کی پله په نوئین گے وقت وزن عمل

کوئی امید سے منه انکا تك تا رها هوگا

کسی طرف سے صدائے کے حضور آو

نهین تو دم مین غریبون کا فیصله هوگا

کسی کو لیکے چلینگی فرشتے سوئے جهیم

کوئی راسته ٹهر هپر کے دیکهتا هوگا

عزیز بچو کو مان جس طرح تلاش کرے

خدا گواه هے یه هی حال اپ کا هوگا

এই-ই তো কিয়ামতের অবস্থা। আর দুনিয়ায় হুজুর শাফীউল মুজনেবীনের মেহেরবানীর অবস্থা এই যে, সমস্ত গোনাহগার উম্মত সারা রাত্রি আরাম আয়াসে ঘুমায় আর তিনি গোনাহগারের জন্য সারা রাত্রি কাঁদিয়া কাটান।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

এক এক রাকাতের মধ্যে সারা রাত্রি নিম্নোক্ত আয়াত পড়িতে পড়িতে ভোর করিয়া দিতেন।

ان تعذبهم فانهم عبادك
وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم

অর্থঃ হে মাওলা! যদি আমার গোনাহগার উম্মতকে আজাব দেন, তবে তাহারা আপনার বান্দা। আর যদি মার্জনা করিয়া দেন তবে আপনি আযীয হাকীম।

কিয়ামতের দিন পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন সকলেই নিজ নিজ চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকিবে। আওলিয়া আল্লাহগণ গোনাহগারদিগকে আল্লাহর দরবারে পৌছাইয়া নিশ্চিন্ত ও বে-ফিকির হইয়া যাইবেন। এই জন্যেই 'ফোরকানে হামীদে' বলা হইয়াছে-

الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون

বর্ণিত আয়াত শরীফে ওলির ২টি পরিচয় ব্যক্ত করা হইয়াছে। অতএব, ওলিকে সত্যিকারের মোমেন এবং পরহেজগারীতেও শ্রেষ্ঠতম হইতে হইবে। অর্থাৎ ওলির জন্য ঈমান ও পরহেজগারী অপরিহার্য। ঈমান ও পরহেজগারীর তিনটি শ্রেণী আছে। তজ্জন্যই বেলায়েতও তিন ভাগে বিভক্ত। যথা-

(১) বেলায়েতে আম, (২) বেলায়েতে খাছ ও (৩) বেলায়েতে আখাচ্ছুল খাছ। ঈমানের হাকীকত এই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সর্বাঙ্গীন রূপে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত মানা। ইহাতে সকল কথাই আসিয়াছে। যে ব্যক্তি হুজুরকে সর্বাঙ্গীন রূপে অর্থাৎ যেইরূপ ভাবে হুজুরকে মানা উচিত ঠিক সেইরূপ ভাবেই মানিয়াছে, সে আল্লাহকে, কোরানকে, কিয়ামত, বেহেশত, দোজখ সবকিছুই মানিয়াছে। বিশ্বাসের তিনটি স্তর রহিয়াছে। যথা-

علم اليقين- عين اليقين-حق اليقين

অর্থাৎ- এলমুল একিন, আইনুল একিন ও হক্কুল একিন। কোন বিষয় শুনিয়া বিশ্বাস করা علم اليقين এলমুল একিন
দেখিয়া বিশ্বাস করা عين اليقين আইনুল একিন এবং উহাতে

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ৩১২

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ফানা হইয়া (অর্থাৎ সম্পৃক্ত হইয়া) বিশ্বাস করাকে حقّ اليقين হাক্কুল একিন বলে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কেহ শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছে যে, অগ্নি গরম অথচ কোন সময় অগ্নি দেখে নাই। তাহার এই বিশ্বাসকে علم اليقين এলমুল একিন বলে। দ্বিতীয়তঃ অগ্নির পার্শ্বে বসিয়া অগ্নির গরম অনুভব করিতে পরিয়া যে বিশ্বাস লাভ হইয়াছে তাহাই عين اليقين আইনুল একিন। তৃতীয়তঃ আগুনের মধ্যে পড়িয়া অগ্নিতে ফানাফিন্নার হইয়া গরম অনুভব করতঃ যেই বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমুল হইয়াছে তাহাই حقّ اليقين হক্কুল একিন। প্রথম বিশ্বাসটি তো সকল মুসলমানেরই আছে। যাহার উপর ঈমানের দার-মাদার (ভিত্তিমূল) রহিয়াছে এবং ইহাই ঈমানের প্রথম দরজা। দ্বিতীয় বিশ্বাস খাছ আঁ'হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি। এই বিশ্বাস হাছিল করিবার জন্যেই হযরত খলিল আলাইহিচ্ছালাম আল্লাহর দরবারে আরজ করিয়াছিলেন رب ارنى كيف تحى الموت তৃতীয় প্রকারের বিশ্বাস فنا فى الله ফানাফিল্লাহ অথবা فنافى الرسول ফানাফির রাসূলের মধ্যে হাছেল হইয়া থাকে। যখন ওলি দরজায় পৌছেন তখন তাঁহার এই অবস্থা হয় যে, যখন আল্লাহ খাওয়ান তখন খান, আল্লাহ যখন পান করান তখন পান করেন। আল্লাহ বলান তো বলেন, তা-না হইলে চুপ থাকেন। মেশকাত বাবুজ্‌জিক্‌রের মধ্যে এক হাদীসে কুদছীতে ইরশাদ হইয়াছে- আল্লাহ বলেনঃ- আমি ওলির হস্ত হইয়া যাই, যদ্বারা সে ধরে, আমি ওলির মুখ হইয়া যাই, যদ্বারা সে বলে এবং এ অবস্থায় পড়িয়া বহু লোক انا الحقّ 'আনাল হক্ব' বলিয়া ফেলিয়াছে এবং কতক سبحانى ماعظم شانى 'ছুবহানী মা আজামা শানী' বলিয়াছেন দেখা যায়। এই জন্যেই জঙ্গে বদরের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কংকরের মুষ্টি কাফেরদিগের উপর নিক্ষেপ করিলে আল্লাহ বলেন- وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى

তাক্বওয়া অর্থ- ডরান বা বাঁচান। ইহার তিনটি শ্রেণী আছে। যথা تقوای خص الخواص তাক্বওয়া আম تقوای عموم তাক্বওয়া আখাচ্ছুল-খাছ। নাজায়েজ কার্য হইতে বাঁচিয়া থাকা আমলোকের তাক্বওয়া এবং শোবা-সন্দেহের কার্য হইতে বাঁচিয়া থাকা খাছ লোকের তাক্বওয়া।

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

কিন্তু আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পৃথক থাকা আখাচ্ছুল-খাছ লোকের তাক্বওয়া। যে জিনিস আল্লাহকে ভুলাইয়া দেয় উহা হইতে দুরে ফিরিয়া থাকা কিংবা উহাকে হটাইয়া দেওয়া পুরুষ লোকের অর্থাৎ মহাপুরুষের কার্য।

'হেকায়াত' কিতাবে আছে, হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সুলতানাতে বোখারা ছাড়িয়া মক্কা মুওয়াজ্জামায় পৌছিয়া স্বীয় পিতা আদহামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে পিতৃ-হৃদয়ে মুহব্বতের জুষ্ যখন আসিল তখন কলিজার টুকরা প্রিয়তম পুত্রকে ছিনার সঙ্গে লাগাইলেন, মুহব্বতের আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিলেন। তৎক্ষনাৎ আওয়াজ আসিল- হে আদহাম! যে দ্বীলে আমার মুহব্বত আছে ঐ দ্বীলে কি অন্যের মুহব্বতের স্থান হইতে পারে? হযরত আদহাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আরজ করিলেন- হে মাওলা! এই মুহুর্তে আমার পুত্রের মৃত্যু দাও। এক্ষণে, এই খেয়াল মোটেই নাই যে প্রিয়তম পুত্র কলিজার টুকরা বে-কছুর। এক্ষণে, শুধু এইমাত্র ধারণা এই পুত্র আমার এবং আমার মাশুকের মধ্যে পর্দা করিয়া দিয়াছে, অতএব, তাহাকে দূর করিয়া দেওয়াই কর্তব্য (কিতাব ফাওয়ায়েদুল ফাওয়ায়েদ, ৬০পৃঃ হেকায়াত)। সুলতানুল আওলিয়া হযরত মাহবুবে এলাহী নেজামুদ্দীন আওলিয়া বাদায়ুনী দেহলুভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহে বলিয়াছেন- এক ব্যক্তি দরিয়ার কিনারে থাকিতেন। একদা তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন যমুনার তীরে এক দরবেশ বসিয়া আছেন, তাঁহাকে খানা খাওয়াইয়া আস। স্ত্রী আরজ করিলেন- ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু অন্ধকার রাত্রিতে যমুনা নদীর মধ্যে কোনও নৌকা নাই, তবে নদী কেমন করিয়া পার হইব? স্বামী তখন বলিয়া দিলেন, 'যাও দরিয়ার নিকট গিয়া বলিও- আমি ঐ ব্যক্তির পক্ষ হইতে আসিয়াছি যিনি দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যাবৎ স্ত্রীর নিকট যান নাই'। স্ত্রীলোকটি যারপরনাই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। কেননা, তাহাদের সন্তানাদি ছিল। কিন্তু স্ত্রীলোকটির আদব ভাল ছিল অর্থাৎ স্ত্রীলোকটি নেহায়েৎ নম্র ও বিনীত ছিলেন। অতএব, কিছুই না বলিয়া নীরব রহিলেন এবং দরবেশকে খাওয়াইবার নিমিত্তে রওয়ানা হইলেন। অতঃপর দরিয়ার নিকট পৌছিয়া ঐ কথাই বলিলেন। তৎক্ষনাৎ, কুদরতী অবস্থায় দরিয়ার মধ্যে দিয়া শুকনা রাস্তা হইয়া গেল। দরিয়া পার হইয়া দরবেশকে খানা খাওয়াইয়া স্ত্রী লোকটি যখন ফিরিয়া আসিবেন তখন ঐ দরবেশ তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, 'দরিয়ার নিকট বলিও- আমি ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে আসিয়াছি যিনি কোনও সময় কোনও কিছু খান নাই'।

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী রচিত কিতাব সমগ্র (১ম খন্ড)- ৩১৪

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

এই কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি আরও বেশী আশ্চর্যান্বিত হইলেন। এইমাত্র খানা খাইলেন, অথচ তিনিই বলেনঃ আমি কোনও সময় কোনও কিছুই খাই নাই। যাহোক এবারও তিনি চুপ রহিলেন। অতঃপর দরিয়ার সহিত যাহা বলিবার ছিল বলিলেন এবং তথায় অনুরূপ কুদরতী রাস্তা হইয়া গেল। তিনি গন্তব্যে পৌঁছিলেন। একদিন স্ত্রীলোকটি তাঁহার স্বামীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন- ঐ দিন আপনার এবং দরবেশের কথার মধ্যে কী রহস্য ছিল? উত্তরে স্বামী বলিলেন- আমরা নিজের নফছের (প্রবৃত্তির) জন্য কোন কিছুই করিনা, যাহাকিছু করিয়া থাকি কেবল আল্লাহর জন্য । কাজেই আমাদের কার্য আমাদের জন্য كالعدم 'কাল আ'দাম্' অর্থাৎ না-করার মত। দেখুন, তাক্বওয়ার এই অবস্থা। এই জন্যেই বলা হইয়াছে-

الذين امنوا وكانوا يتقون

যেমন- ঈমান এবং ত্বাকওয়া তদ্রুপ বেলায়েত।

لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الاخرة বুশ্‌রা শব্দের কয়েকটি অর্থ بشرى বুশ্‌রা ইছমে মফউল, ইহার অর্থ খুশির জিনিস। অতএব, ইহকালে ও পরকালের প্রকৃত খুশী আওলিয়া আল্লাহ্‌গণের জন্যই। কেননা তাঁহাদের দ্বীলে দুনিয়ার চিন্তা নাই। তাঁহাদের জন্য দুনিয়ার চিন্তা যেমন দরিয়ার পানি এবং তাঁহাদের দ্বীল নৌকা। দরিয়াতে যদি নৌকা থাকে তবে নিরাপদ আর যদি নৌকার উপর দরিয়া প্রবল হয় তবে নৌকা বরবাদ। আমাদের উপর দুনিয়া প্রবল এবং আওলিয়াগণ দুনিয়ার উপর প্রবল। মাওলানা রুমী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন-

اب در كشتى هلاك كشتى است
اب الذرزير كشتى پشتى است

আল্লাহ ও রাসূলের এশকে তাঁহাদের দ্বীলের মধ্যে ভয় ও চিন্তার আভাস নেই। যেই ঘরে মালীক নাই ঐ ঘরে বিপদ। কিন্তু সেই ঘরে মালিক থাকে এবং প্রদীপ আলো দেয়, সেই ঘরে কেমন করিয়া অন্য জন থাকিতে পারে?

(হেকায়াত) তাফসীরে রুহুল বয়ানে আছে যে, এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে স্বপ্নযোগে সাক্ষাৎ করতঃ

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

জিজ্ঞাসা করিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার একটি হাদীস শুনিয়াছি যে, মুমীনের আত্মা এত শান্তিতে বাহির করা হয় যে, যেমন গুলা আটা হইতে একটি চুল বাহির করা হয়। এই হাদীসটি কি সত্য? হুজুর উত্তর করিলেন- হ্যাঁ। তখন ঐ ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিল যে, কোরানে কারীমে তো জান (আত্মা) বাহির করা সম্বন্ধে বড়ই দুঃখ কষ্ট হইবে বলিয়া প্রমাণ রহিয়াছে। যথা-

كلا اذا بلغت التراقى وقيل من راق وظن انه الفراق
والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذن المساق.

তবে এই আয়াত এবং হাদীসের মধ্যে মুতাবেকাত কেমন করিয়া হইবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন- সুরায়ে ইউছুফ তালাওয়াত কর, ইহাতে তোমার উত্তর পাইবে। সে জাগ্রত হইয়া সুরায়ে ইউছুফ পাঠ করিল, কিন্তু উত্তর বুঝে আসিল না। অতঃপর নিরুপায় হইয়া ঐ সময়ের বিজ্ঞ আলেমের খেদমতে হাজির হইল। আলেম উত্তর দিলেন- সুরায়ে ইউছুফের এই আয়াতে প্রশ্নের উত্তর আছে- فلما راينه اكبرنه وقطعن ايديهن قلنا حاش لله
ماهذا بشرا ان هذا الا ملك كريم.

অর্থাৎ মিশরের মেয়েলোকদিগকে হযরত জুলাইখা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা দাওয়াত করিয়া খানা খাওয়াইবার পর তাহাদের হাতে লেবু এবং ছুরি দিয়া বসাইলেন। তারপর হযরত ইউছুফ আলাইহিচ্ছালামের চেহারা হইতে নেকাব উঠাইয়া ইউছুফ আলাইহিচ্ছালামের রূপ দেখাইয়া বলিলেন- এখন তোমরা লেবু কাটো। তাহারা হুশ-হারা হইয়া লেবুর স্থলে হাত কাটিয়া ফেলিল এবং বলিতে লাগিল سبحان الله সুবহানাল্লাহ! এহেন সৌন্দর্য মানুষের মধ্যে নাই বরং ফেরেশতা!! দেখুন, এই মেয়েলোকদের হাতে ছুরি চালাইল, হাত কাটিল, রক্ত বাহির হইল, বিষ-বেদনাও হইল কিন্তু হযরত ইউছুফ আলাইহিচ্ছালামের রূপ ও সৌন্দর্যের মধ্যে এমন ভাবে মগ্ন হইয়া গেল যে, দুঃখ-কষ্টে আফছুছ, অনুতাপ করিল না। না বেদনার অবস্থা, না কষ্ট অনুভব, কিছুই ছিলনা। বরং অবস্থা এই ছিল যে, হাত কাটিতেছে এবং ইউছুফ আলাইহিচ্ছালামের সৌন্দর্যের প্রশংসা ও করিতেছে।

পিডিএফ:ইকরামুল হক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তদ্রুপ, নেক্কার মানুষ ছাক্‌রাতুল মউতের সময় হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার সৌন্দর্যের জামাল দেখিতে পাইবে। তখন অবস্থা এই হইবে যে, আত্মা বাহির হইতে থাকিবে এবং সম্মুখে জামালে মোস্তফা থাকিবে। মরণেওয়ালা ব্যক্তি দেখিয়া দেখিয়া বলিতে থাকিবে- তোমার সৌন্দর্যের উপরে কোরবান, তোমার কামালের উপরে ফেদাহ, তোমাকে বানানেওয়ালা খোদা তায়ালার উপরে কোরবান! তোমার সুন্দর চেহারার উপরে কোরবান, তোমার কথার উপরে ছদকাহ!! তোমার চাল-চলনের উপর কোরবান!!!

ফলকথা, মরণেওয়ালা কোরবান হইতে থাকিবে, এই অবস্থায় জান বাহির হইয়া যাইবে, সে অনুভবও করিতে পারিবেনা। এই ঘটনায় কষ্টের কথা বলা হইয়াছে এবং হাদীছে পাকে মৃত্যুর সময় কষ্ট হইবে না বলা হইয়াছে। এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ ভাব নাই। এ-ইতো-জিন্দেগী এবং মৃত্যুর অবস্থা। রহিল কবর। কবরতো দিদারে মোস্তফারই স্থান। উহাও তাঁহার প্রিয় জায়গা। এক্ষণে রহিল কিয়ামত। আওলিয়াগণ হযরত মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দামানে আমানের সহিত থাকিবেন। প্রথম দুনিয়াবী 'বাশারাত' ছিল এবং ইহা পরকালের সুসংবাদ। ভালস্বপ্ন অথবা কাশ্‌ফ অথবা এলহাম দ্বারা প্রমানীত হয়। হাদীস শরীফে আছে যে, ভালস্বপ্ন নবুওয়তের ৪০ ভাগের ১ ভাগ। নবুয়তের জামানা ২৩ বৎসর। ইহার পূর্বে সত্যস্বপ্ন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ৬ মাস পর্যন্ত হইয়াছিল এবং পরকালের সুসংবাদ, ফেরেশতাদের দেওয়া সুসংবাদ এবং তাহাদের সালাম দেওয়া অথবা দুনিয়াবী সুসংবাদ দ্বারা দুনিয়ার নেককাম বুঝায় এবং পরকালের সুসংবাদ দ্বারা পরকালেরই মঙ্গল বুঝায়। দেখুন, আওলিয়া আল্লাহ্‌গণ পরলোক গমণের পরও দ্বীলের উপর হুকুমত করিয়া থাকেন। হযরত ক্বাতাদা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন- দুনিয়াবী সুসংবাদ তো মৌতের সময় জানাইয়া দেওয়া সুসংবাদ এবং পরকালের সুসংবাদ এই যে, যাহা মৌতের পর শুনাইয়া দেওয়া হয়।

মাছয়ালাঃ এই আয়াতের দ্বারা জানা গেল যে, মুসলমান যাহাকে ওলি মনে করে তিনি আল্লাহর দরবারেও ওলি। কেননা, এই স্থানে দুনিয়ার সুসংবাদকে ওলির আলামত (লক্ষণ) বলা হইয়াছে এবং মুসলমানের কাহাকেও ওলি বলা, ইহা দুনিয়াবী বাসারাত বা সু-সংবাদ।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

লতিফাঃ অনেক বে-আদব প্রশ্ন করিয়া থাকে যে, সুন্নীরা যাহাদের কবর জিয়ারত করে এবং তাজীম করিয়া থাকে তাহাদের মৃত্যু ঈমানের সঙ্গে হইয়াছে কিনা ইহারই তো খবর নাই, তবে আবার মাজারে তাজীম কিরূপে হইতে পারে? যদি মৃত্যুই ঈমানের সঙ্গে না হইয়া থাকে তবে ওলি কি করিয়া হইতে পারে?

উত্তর ঃ মুসলমান যাহাকে ওলি জানে সে-ই ওলি। কেননা মুসলমানের ওলি জানা ওলি হওয়ারই আলামত। হুজুর সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-

انتم شهداء لله فى الارض অর্থ 'তোমরা দুনিয়ায় আল্লাহর সাক্ষী'। মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহে ঐ হাদীসের শরাহ'র মধ্যে লিখিয়াছেন যে, 'সৃষ্টের জবানই স্রষ্টার কলম'। প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঐ হাদীসতো সাহাবায়ে কেরামের জন্য, সাহাবায়ে কেরাম যাহাকে স্বাক্ষ্য দিতেন সে-ই বেহেশতী। কেননা হাদীসের মধ্যে আন্তম শব্দ তাঁহাদের উপরই বর্ত্তে।

উত্তর ঃ- যদি এই মতলব হয় তবে তো আমাদের উপর নামাজ ফরজ নয়, যাকাত ফরজ নয়, হজ্জ ফরজ নয়। কেননা ঐ সমস্ত হুকুম খেতাবের শব্দের দ্বারাই হইয়াছে। কোরআন শরীফ নাযিলের সময় তো শুধু সাহাবায়ে কেরামই ছিলেন, আমরা তো ছিলাম না। তখন আর কোন উত্তর থাকিবেনা। শুনুন, আন্তম শব্দ খাছ বটে কিন্তু আদেশ তাহার আম (সাধারণ), কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের নামাজ-রোজা করিতেই হইবে। খেতাব খাছ, হুকুম আম। বন্ধুগণ! ফলকথা এই যে, দুনিয়ার মধ্যে মুসলমান যাহাকে ওলি জানে সে-ই ওলি। ইহাই দুনিয়ার সু-সংবাদ। পরকালে আমলনামা ডাইন হাতে আসা চেহারা উজ্জ্বল হওয়া ইত্যাদি পরকালের সু-সংবাদ। বন্ধুগণ! এই পর্যন্ত লিখিয়াই 'নির্ভয়বানী বা মারেফাত ভান্ডার' নামক গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ইতি দিলাম। যাহারা পাঠ করিবেন তাহারা আমার জন্য এবং সমস্ত সুন্নী মুসলমানের জন্য দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ পাক ঈমানের সঙ্গে খাতেমা বিল খায়ের করেন ও পরকালে আমায় হুজুরে পাক শাফীউল মুজনেবীন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গোলাম বানাইয়া হাশরে উঠান। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

الصلواة والسلام عليك يا شفيع المذنبين

আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া শাফীয়াল মুজনেবীন।

তাং-১লা পৌষ ৭৭ বাংলা।

মাওলানা আকবর আলী রেজভী- সুন্নী আল ক্বাদেরী।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner